আত্ম-বিজ্ঞান

[বেদান্ত-মতে]

THE ELEMENTS OF META-PHYSICS

[ON THE VEDANTIC LINE]

শ্রীতারকচন্দ্র দাসগুপ্ত কর্ত্তৃক
প্রণীত

কলিকাতা
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র দাসগুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
[২৮নং এ্যাণ্টনি বাগান।]
সেপ্টেম্বর, ১৯০৬।

বিভাগ সূচী।

সাধারণ সূচী।

বিষয় — পৃষ্ঠা।

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ—

শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

কে, টি, এম, এ, ডি, এল, মহোদয়ের মত।

আপনার প্রণীত "আত্ম-বিজ্ঞান" নামক পুস্তকের কিয়দংশ পাঠ করিয়াছি, এবং পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছি। এরূপ পুস্তক বঙ্গভাষায় অতি অল্পই আছে। এই গ্রন্থে আপনার গভীর চিন্তাশীলতার, হিন্দু ও পাশ্চাত্য দর্শনে যথেষ্ট অভিজ্ঞতার, এবং জটিল বিষয় সরল রূপে বিবৃত করিবার ক্ষমতার প্রচুর পরিচয় দিয়াছেন। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে অবশ্যই অনেক মতভেদ থাকিবে। কিন্তু সে মতভেদ কখনই এ পুস্তকের সম্যক্ সমাদরের বিঘ্নকর হইবে না ইতি।

গ্রন্থাভাস।

আমার প্রিয় বন্ধু বাবু তারকচন্দ্র দাসের উদ্যম বঙ্গীয় সাহিত্য জগতে নূতন। দর্শন শাস্ত্রের আলোচনায় ভারত অদ্বিতীয়। পাশ্চাত্য দর্শন শাস্ত্র দেহ-বিজ্ঞান, ইন্দ্রিয়-বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানেই বহুকাল যাবৎ পর্য্যবসিত ছিল। জার্ম্মান পণ্ডিত Schopenhauer সে দিন মাত্র আত্ম-বিজ্ঞানের উপর নবীন দর্শন শাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত করেন।

"Kant's conclusions would hold good for all time, if our intellect and its three forms were the only way to reach things. But this is not so. More intimately known to me indeed, than this whole world is the intellect in and through which all its manifestations are presented to me; but there is one thing still more intimately known to me than my intellect and that is I myself. In our own inmost self therefore, if any where, must lie the key which opens to us the inner understanding of nature. Here it was found by Schopenhauer.—No Sculptors' chisel, no poets' hymn can worthily celebrated him for it."—

Deussen's Element of Metaphysics (§ 139) p 97.

কি জানি এই পবিত্র আর্য্য ভূমিতে কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে "আত্মা বা অরে শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"—এই সত্য নির্ণীত হইয়াছিল। আর্য্য দার্শনিক কেবল মাত্র শ্রুতি প্রমাণে এ সত্য বিশ্বাস করিতেন না। বেদান্তাচার্য্য ষট্ প্রমাণদ্বারা এই সত্য সিদ্ধ করিতে

প্রয়াস করিতেন। প্রমাণ যুক্তির অপেক্ষা করে। শাস্ত্র সকল যুক্তি-সঙ্গত ও প্রামাণিক বলিয়াই শাস্ত্রের এত আদর।

আজকাল আমাদের যুক্তি-বল অল্প। আমরা সহজে এখন অন্যের যুক্তির অনুসরণ করি। পাশ্চাত্য দর্শনকার এইরূপ বলিয়াছেন, অতএব ইহা ঠিক। আমরা নিজের স্বতন্ত্র যুক্তি অবলম্বন করিয়া কোন দার্শনিক সত্যের অনুমোদন করি না।

যতদিন আমাদের মধ্যে যুক্তির স্বতন্ত্রতা না হইবে, ততদিন আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতিগত সারবত্তা হইবে না।

তারক বাবুর আত্ম-বিজ্ঞান স্বতন্ত্র যুক্তির ফল। এই গ্রন্থে হয়ত নূতন সত্য কিছুই নাই। কিন্তু গ্রন্থকার স্বতন্ত্র স্বাধীন যুক্তি অবলম্বনে প্রত্যেক সত্যের তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন। নির্ণয় করিতে গিয়া তিনি হয়ত কোন প্রাচীন যুক্তির বা কি কোন নবীন যুক্তির পথে পঁহুছিয়াছেন। তখন তাঁহার যুক্তি অন্যের যুক্তির সহিত মিলিত হইয়া এক হইয়া গিয়াছে। গ্রন্থের যুক্তিতে অধিকতর বেদান্তের ছায়া রহিয়াছে। বেদান্ত প্রতিপাদ্য বিষয়ই আত্ম-বিজ্ঞানে প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা বলিয়া "আত্ম-বিজ্ঞান" বেদান্ত গ্রন্থ নহে। "আত্ম-বিজ্ঞান" এক মৌলিক গ্রন্থ। এবং মৌলিক গ্রন্থ বলিয়া ইহার চিরকাল আদর থাকিবে।

শ্রীপূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ।
(সূক্ষ্মদর্শী ইংরাজী ও বঙ্গভাষায় পৌরাণিক লেখক
বাঁকিপুরের বিখ্যাত সরকারী উকীল।)

উপক্রমণিকা।

যে আত্মা তত্ত্বতঃ আমি, যাহা এই চেতনাচেতন বিশ্বের আত্মা এবং যে অনাত্ম-ধর্ম্ম তদতিরিক্ত, যাহার অপব্যবহার জন্য মানবের যাবতীয় অশান্তি—সেই আত্মানাত্ম-নির্ণয় এই ক্ষুদ্র পুস্তকের বিষয়।

সূক্ষ্মদর্শী অধ্যাপক ডুাসন ব লয়াছেন জড়-বিজ্ঞান-বলে আত্মা অবিজ্ঞেয় (§ 146)। আত্মবিজ্ঞান-চর্চ্চা-বিরহিত জড়-বিজ্ঞানালোচনায়, বিচিত্র প্রকাশ-ধর্ম্মের অনুশীলনাধিক্য হয় বলিয়া মানবের বহির্জ্ঞানের আসক্তি বৃদ্ধি হয়। এই কারণে তদ্বলে বিচারণাতিরিক্ত প্রত্যয়ে, প্রত্যয়াতিরিক্ত নির্ব্বিশেষ চৈতন্যে, প্রকাশাতিরিক্ত স্বরূপে, গুণাতীত সত্তায় এবং শক্তি ব্যতীত অন্য নিত্যবস্তুর অস্তিত্বে প্রতীতির (conviction) দুর্ব্বলতা জন্মে। প্রতীতি সংস্কারাশ্রিত সবিশেষ বৃত্তি-জ্ঞান (represented knowledge) মাত্র (১৯৫—২০০ পৃঃ)। ইহা নির্ব্বিশেষ আত্মজ্ঞান নহে। আসক্তিজ-অভ্যাস বলেই জ্ঞানের এই রূপ সংস্কারাশ্রিতত্ব। কাজেই নিরন্তর অভ্যাস সহকারে যে সংস্কার বিশেষে মানব স্বীয় জ্ঞানের আসক্তি বৃদ্ধি করে, তাহার তাদাত্মক প্রত্যয়েরই প্রগাঢ়তা জন্মে। জড়বিজ্ঞানের বিষয় জড়জগদ্বিচার। জড়জগতে জড় কার্য্যকারণ এবং তদুৎপাদক জড়শক্তি সপ্রকাশ, চৈতন্য অপ্রকাশ। এই কারণে জড়ানুশীলনে, জড়শক্তির উপর লক্ষ্যের আধিক্যে জড়-প্রত্যয় প্রবল এবং আত্ম-প্রত্যয় দুর্ব্বল হয়। বিশেষতঃ জড় জগতের প্রকাশ বহির্ম্মুখী বিধায় তদনুশীলনবলে মানবের স্বীয় জ্ঞানের প্রবৃত্তি বহির্ম্মুখী হয়। এরূপ জ্ঞানকে অন্তর্ম্মুখী গতিপ্রদান করা দুরূহ হইয়া উঠে। কাজেই এরূপ জ্ঞান বলে স্বরূপ (noumenon) উপলব্ধি অসম্ভব হইয়া প্রকাশাতিরিক্ত স্বরূপের উপর অনাস্থা জন্মে।" এই কারণেই অনেক জড় বৈজ্ঞানিকের স্বরূপের অস্তিত্বে অপ্রত্যয়। তাঁহারা

বলেন প্রকাশাতিরিক্ত স্বরূপ একটী কাল্পনিক কথা মাত্র। এইরূপে আবার আত্ম-বিজ্ঞান চর্চ্চার আধিক্যে স্বরূপের উপর প্রত্যয়ের প্রাবল্যে প্রকাশের উপর অনাস্থা জন্মে।

প্রকাশ ব্যতীত স্বরূপ যে আমাদিগের নিকট অদৃশ্য একথা অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু তথাপিও সপ্রকাশ-কার্য্যকারণাতিরিক্ত অপ্রকাশ-শক্তির অস্তিত্ব, জড় বৈজ্ঞানিক অস্বীকার করিতে পারেন না। অতএব শক্তি অপ্রকাশ হইয়াও যেরূপ কার্য্যকারণের নিয়ামক ও প্রকাশক রূপে বিদ্যমান, চেতনাচেতন এই বিশ্বের স্বরূপ অপ্রকাশ হইয়াও তদ্রূপ বিশ্বের নিয়ামক ও প্রকাশক রূপে বর্ত্তমান। জড়-শক্তি-তত্ত্ব-বিচার ব্যতীত যে রূপ জড়-কার্য্যকারণের বিচার অসম্যক্ (empirical and unscientific) হয়, আত্ম-স্বরূপ বিচার ব্যতীত তদ্রূপ বিশ্বপ্রকাশ-বিচারও অসম্যক্ হয়। স্বরূপই যখন সকলের মূল, তখন তাহার স্বভাব, ধর্ম্ম ও সামর্থ্যের পরিচয় আমরা যত অধিক পাইব, প্রকাশের বিচার আমাদিগের পক্ষে তত অভ্রান্ত হইবে। ন্যায় (logic) ভিন্ন যুক্তিশাস্ত্র যেরূপ অসম্যক্, স্বরূপ-বিজ্ঞান ব্যতীত প্রকাশ-বিজ্ঞানও তদ্রূপ। প্রত্যয়ে জড় সংস্কার ও জ্ঞান, এই উভয় তত্ত্ব বিদ্যমান আছে, এ কথা জানিতে পারিলেই ত আমরা প্রত্যয়-তত্ত্ব সম্যক্ রূপে বুঝিয়া প্রত্যয়ের বিশুদ্ধি সাধন করিতে পারি। অতএব আত্ম-স্বরূপালোচনা সর্ব্বথা প্রয়োজনীয়।

বহির্জ্ঞানানুশীলনাধিক্যে যেরূপ বহিঃশক্তির উপর লক্ষ্যের আধিক্য জন্মে, আত্মবিজ্ঞানানুশীলনাধিক্যে তদ্রূপ আবার আভ্যন্তরীণ শক্তির উপর লক্ষ্য প্রবল হয়। কাজেই স্বীয় স্বার্থ-সাধন জন্য উক্ত অনুশীলন-কারীদ্বয়ের একের বহিঃশক্তির এবং অপরের আভ্যন্তরীণ শক্তির আশ্রয় গ্রহণে প্রবৃত্তির আধিক্য জন্মে। সংসার-সুখের জন্য এ উভয় শক্তির আশ্রয়ই প্রয়োজনীয় বিধায়, এ উভয় বিজ্ঞানের অনুশীলনই সাংসারিকের হিতকর। যাহা আমাদিগের স্বরূপ বা আত্মা তাহাই প্রকৃত আমরা।

কাজেই তাহার উপর লক্ষ্য যত বৃদ্ধি হয়, আমরা আমাদিগের স্বরূপ তত্ত্ব, শরীরাদি বহির্বিষয়ের সহিত স্বরূপের প্রকৃত সম্বন্ধ ও আমাদিগের প্রকৃত কর্ত্তব্য ও গন্তব্য স্থানাদি তত বুঝিতে পারি; এবং অমঙ্গল জনক কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া হিতকর কর্ম্মে আমাদিগের শক্তিসামর্থ্য প্রয়োগ করিতে সচেষ্ট হইতে পারি। বহির্জ্ঞানানুশীলন বলে যেরূপ জগতের উপর আমাদিগের আসক্তি বৃদ্ধি হয়, আত্মবিজ্ঞানানুশীলন বলে তদ্রূপ আত্মার উপর আসক্তি প্রবল হয়। আত্মার উপর আসক্তি যত বৃদ্ধি পায়, বহির্বিষয়াসক্তি তত আত্মাসক্তির অনুকূল ও খর্ব্ব হয়, আত্মাসক্তি চরিতার্থতায় তত মুখ্য অভীষ্ট জ্ঞান হয় এবং সেই অভীষ্ট সাধন জন্য গৌণার্থে বহির্বিষয়ে প্রয়োজন-জ্ঞান জন্মে। এইরূপে বিষয়ের সহিত আনন্দাত্মক আসক্তি সম্বন্ধ খর্ব্ব হইয়া, জ্ঞানাত্মক প্রয়োজন সম্বন্ধের বৃদ্ধি হয়। জড় বিষয় যে আমাদিগের বিশেষ হিতসাধক এ কথা স্বীকার্য্য। কিন্তু তথাপি জড় বিষয়ে আসক্তিই আমাদিগের সর্ব্বানর্থের মূল বলিয়া, বিষয়ের সহিত ঐরূপ সম্বন্ধ পরিবর্ত্তন উন্নতচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে প্রকৃত সুখসমৃদ্ধির অনুকূল (পৃঃ ১৬২-৯)। এই কারণে আত্মবিজ্ঞান চর্চ্চা অপরিত্যাজ্য।

জড় বিজ্ঞান-প্রতিপাদ্য বিষয়ের ন্যায় এ বিজ্ঞানের প্রতিপাদ্য বিষয় চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের গোচর নহে। এই কারণে ইহাতে হস্তক্ষেপ কল্পনাশক্তির প্রসারণ মাত্র বলিয়া যে মত, সে মত অসমীচীন। আত্মা বহিঃপ্রত্যক্ষের অগোচর হইলেও আত্মবিজ্ঞানের সত্যমিথ্যাত্ব অবধারণের উপায়ের অভাব নাই। সংস্কারধর্ম্মে মানব জড়াসক্ত হইলেও, বিবেক (conscience) মানবে সতত সপ্রকাশ আছে। এই বিবেক তাহার আত্মস্বভাব-প্রকাশ। এ স্বভাবের এইরূপ স্বতন্ত্র-বিকাশজন্য পশ্বাদি হইতে মানব শ্রেষ্ঠ। তবে মানবের সর্ব্বোপলব্ধিই যখন জড়সংস্কার মিশ্রিত, তখন এ বিকাশও তাহার নিকট তদ্রূপই হইবে। এই কারণে বিবেক উন্নতি-অবনতির যোগ্য। আত্ম-বিজ্ঞান বলেই ইহার উন্নতি। তবে

যে বিচার বলে আত্মতত্ত্ব নির্ণীত হয়; এই বিবেক সেই বিচারের ন্যায় দ্বৈত স্বভাবের নহে। ইহা বিচারাতিরিক্ত প্রতীতি-আত্মক অদ্বৈত উপলব্ধি। ইহাই মানবের আত্মিক-আলোক। শুদ্ধ বা অশুদ্ধ যে ব্যক্তির নিকট যখন এই আলোক যে ভাবে উপলব্ধির যোগ্য, সেই ব্যক্তি তখন কেবল তদনুরূপ তত্ত্বই সহজে বুঝিতে সক্ষম হয়। ক্রমে তত্ত্বানুশীলন বলে এই আলোক যত বিশুদ্ধ ও সপ্রকাশ হয়, তাহার তত্ত্বোপলব্ধির সামর্থ্যও তত বৃদ্ধি পায়। বিবেক, তত্ত্বজ্ঞান, প্রেম, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, ইহারা মিথঃকারণ (reciprocal causes) রূপে পরস্পর পরস্পরের পরিবর্দ্ধক। অতএব যে আত্ম-বিজ্ঞান সর্ব্বদেশীয় সর্ব্বকালিক মানব-বিবেকের অনুকূল, সে বিজ্ঞান অভ্রান্ত হইবারই সম্ভাবনা। এবং সে বিজ্ঞান যখন জাগতিক সর্ব্বপ্রকার প্রকাশ (phenomena) তত্ত্বতঃ বুঝাইতে (explain metaphysically) সক্ষম হয়, তখন অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে তাহার অনুসরণ কর্ত্তব্য। ফল কথা যে মানবজাতির হিতের জন্য আমাদিগের বৈজ্ঞানিকাদি সর্ব্বপ্রকার উদ্যম, সে মানবের প্রকৃত গন্তব্যস্থান নির্ণয়ের বা তাহার আত্মোন্নতির উপর আমরা কি করিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারি? আত্মস্বভাব গঠিত না হইলে মানব যে পশুবৎ সর্ব্বথা সর্ব্ব বিষয়েই অকর্ম্মণ্য হয়, তদ্বিষয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। আবার এই যে শত শত মানব প্রত্যহ ধরাধাম পরিত্যাগ করিতেছে ইহাদিগের যে কি গতি হইবে তদ্বিষয়েই বা আমরা কি করিয়া উদাসীন থাকিতে পারি? অবশ্য যে বৈজ্ঞানিক বলেন জড়দেহ ত্যাগেই জীবত্বের অবসান, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যে মনস্বী সে মতের পক্ষপাতী নহেন, তাঁহার পক্ষে এই আলোচনায় উদাসীন হইয়া সুস্থমনা থাকা কর্ত্তব্য বলিতে পারি না। স্বাধীনতা যখন মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম এবং স্বীয় সাময়িক প্রবৃত্তি অপ্রবৃত্তিই যখন তাহার সর্ব্ব কর্ম্মের মূল প্রবর্ত্তক, তাহার সর্ব্ব সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্যের প্রকৃত কারণ, তখন সে প্রবৃত্তি অপ্রবৃত্তির প্রকৃত স্বরূপের উপর তাহার লক্ষ্যবুদ্ধির এবং সেই

প্রবৃত্তি-অপ্রবৃত্তি-আত্মক স্বভাবের বিশুদ্ধি সাধনের উপায়ের প্রতি উদাসীন হইয়া, শুদ্ধ জড় বিজ্ঞানাদি চর্চ্চা বলে বহির্বিষয়ের উপর তাহার লক্ষ্য এবং জড়ভোগের উপায় ও উপকরণ বৃদ্ধির দ্বারা আমরা তাহার প্রকৃত হিতসাধন করিতে কিরূপে আশা করিতে পারি? যে কল্পনার অসারত্ব জন্য বৈজ্ঞানিক বিশেষের আত্মবিজ্ঞানের উপর ঔদাসীন্য, বৈজ্ঞানিকগণ সে কল্পনার (hypothetical theory) প্রকৃত বিরোধী হইলে, জড় বিজ্ঞানেরও বর্ত্তমান উন্নতি অসম্ভব হইত।

প্রকাশ (phenomenon) ও স্বরূপের (noumenon) প্রভেদ, দেশ, কাল ও বস্তু পরিচ্ছেদের অনাত্মক প্রকাশ-ধর্ম্মাত্মকত্ব (apriori forms) এবং স্বরূপের আত্মত্ব (thing-in-itself) বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক-যুক্তি বলে বুদ্ধিগম্য করিয়া মনস্বী ক্যাণ্ট্ আত্মবৈজ্ঞানিকের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। তবে জড় বৈজ্ঞানিক সংস্কারের হস্ত হইতে সম্যক্ মুক্তিলাভ সহজসাধ্য নহে। কাজেই যুক্তি-ধর্ম্মে আসক্তির প্রাবল্যে, তিনি বিচারাতিরিক্ত নির্ব্বিশেষ (absolute) চৈতন্য উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া, চৈতন্যের বস্তুত্ব প্রতিপাদনে অনিচ্ছুক হইয়াছেন। প্রত্যক্ষ (perceptual) ব্যষ্টি (concrete) বিশিষ্ট (represented) জ্ঞান (understanding) এবং তজ্জাত পরোক্ষ সমষ্টি (abstrac) বিশিষ্ট (represented) বিচার (reason) (§ § 31—3), এই দুইয়ের অতীত নির্ব্বিশেষ চৈতন্য (২০০—৮ পৃঃ) ক্যাণ্ট্-বিজ্ঞানের অবিদিত। চিত্ত ও চৈতন্যের পার্থক্যজ্ঞানের অভাবই এ ভ্রান্তির কারণ (১১-৫৮, ২৫৭-৬৯, ৩০১-৬)।

বিচার প্রতীতির স্থূলত্ব হ্রাসের ও হিতাহিত নির্ণয়ের সহায় হইলেও, বিচার ও প্রতীতি একার্থক নহে। বিচারে ভেদ দর্শন এবং তজ্জাত চাঞ্চল্যের ও সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক রাজসিক মনোধর্ম্মের আধিক্য। প্রতীতি তদ্রূপ নহে। প্রতীতি স্থির নিশ্চয়াত্মক সাত্ত্বিক বুদ্ধিধর্ম্ম বিশিষ্ট জ্ঞান।

রাপেক্ষা প্রতীতিতে অধিকতর আত্ম-স্বভাবের প্রকাশ। একাত্মকতাই আত্মার স্বভাব। কাজেই যাহাতে একাত্মকতা বা স্থির নিশ্চয়তার আধিক্য, তাহাতেই আত্মধর্ম্মের আধিক্য। জড় স্থৌল্যের আধিক্যে, এই প্রতীতিই বিশ্বাস। আবার চিত্তধর্ম্ম-সম্ভূত জড়শক্তির হস্ত হইতে পূর্ণ বিশ্লিষ্ট হইয়া, ইহাই নির্ব্বিশেষ (absolute and unrelative) উপলব্ধি এবং বৈদান্তিক আত্মা (পৃঃ ১৬১-২)। প্রতীতিতেই আমার মুখ্য প্রয়োজন। বিচার বলে সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে পারিলে প্রতীতি অভ্রান্ত হয় বলিয়া প্রতীতির বিশুদ্ধি-সাধনজন্য বিচারের আবশ্যকতা। বিচারের ন্যায় প্রতীতি ও স্বতন্ত্ররূপে শিক্ষনীয়। ধ্যান ধারণার অভ্যাস বলে প্রতীতি প্রগাঢ় ও বিশুদ্ধ হয়। বিচার আত্মবিজ্ঞানের সহায় হইলেও, ইহা বহির্জ্ঞানাত্মক বিধায়, ইহার বলে আত্মজ্ঞান অসম্ভব। কাজেই ক্যাণ্টের মতে আত্মা অবিজ্ঞেয় (§ 146)। আত্মা যে অন্তর্জ্ঞানবলে পরিজ্ঞেয়, এ বৈদান্তিক তথ্যের ক্যাণ্টমতাবলম্বী আবিষ্কর্ত্তা বৈজ্ঞানিকপ্রবর সপেনহাওয়ার। তিনি বলেন আত্মাই যখন প্রকৃত আমি, আমার অন্তরতম স্বরূপ (my inmost self) তখন বহির্জ্ঞানের বিষয় না হইলেও, আত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা আমার নিকট অধিকতর পরিজ্ঞাত। কিন্তু এইরূপ প্রকৃত আত্মবিজ্ঞান-প্রণালী জানিয়াও, গুরুভক্তির আধিক্যে চৈতন্যকে প্রকাশ-ধর্ম্ম বলিয়া পরিত্যাগ করতঃ, ইনি আত্ম-নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়াছেন। চৈতন্যকে পরিত্যাগ করিলে মানবান্তঃকরণের যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা জড়সংস্কার-স্বভাবজ প্রবৃত্তি মাত্র। (§§ 155, 163, 166)। যাহা প্রবৃত্তি তাহাই জাগতিক জড়শক্তি, তাহাই প্রাকৃতিক (physical) রাসায়ণিক (chemical) এবং যান্ত্রিক (organic) শক্তি রূপে জড় জগতের উপাদান (§ 183)। [এ শক্তিনিচয়ের যে সত্তাংশ (existence) বেদান্তমতে তাহা আত্মিক এবং ইহাদিগের যে জড়বিশিষ্ট প্রকাশাত্মক নামরূপ-ভেদোৎপাদক প্রবণতা তাহাই মাত্র অনাত্মক।

অতএব চৈতন্যকে পরিত্যাগ করিয়া বৈজ্ঞানিকপ্রবর সপেনহাওয়ার যে প্রবৃত্তিকে ইচ্ছা (will) নামে আত্মা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা, প্রকৃত প্রস্তাবে ইচ্ছা নহে (২০২-৭ পৃঃ), তাহা ইচ্ছা প্রতিবিম্বিত জগচ্ছক্তি (aposteriori force) মাত্র ২১৩-২৫ পৃঃ)। দেশকাল বস্তু পরিচ্ছিন্নতা তাহারই স্বভাব, বিশুদ্ধ চৈতন্যের নহে। প্রবৃত্তি-সেবা যে অমঙ্গলময় তাহা সর্ব্ববিশিষ্টবাদ সম্মত (২৩৫-৯ পৃঃ)। কাজেই এই জড়াত্মজ্ঞানাত্মক ভ্রান্তিই সপেনহাওয়ারের জীবন নৈরা ... বাদ অবলম্বনের কারণ। তৎশিষ্য সূক্ষ্মদর্শী অধ্যাপক ড্যুসন স্বীয় স্বাভাবিক উন্নত আত্মোপলব্ধির উত্তেজনায় এ মতের সম্যকতা স্বীকার করিতে অসমর্থ। তিনি বলেন যাহা বৈদান্তিক 'ব্রহ্ম' প্লেটোর 'ভাব' (idea), খ্রীষ্টের 'সৃষ্টিকর্ত্তা' ও 'মুক্তিদাতা', ক্যাণ্টের 'বস্তুস্বরূপ' (thing-in-itself), জড়বিজ্ঞানের 'শক্তি' (force) এবং সপেনহাওয়ারের 'ইচ্ছা'—তৎসমস্তের সমষ্টিসারই প্রকৃত তাত্ত্বিক সত্য (§ 184-Remark)। তিনি আত্মাকে আনন্দ বিরহিত বলিতেও অনিচ্ছুক (§209)। যাহা আনন্দোপলব্ধি তাহাই আনন্দ। কাজেই চৈতন্য ব্যতীত আনন্দ অসম্ভব (২০৭ পৃঃ)। এরূপ স্থলেও চৈতন্যের স্বরূপ নির্ণয় করিতে সচেষ্ট না হইয়া, বৈজ্ঞানিকপ্রবর ড্যুসন যে স্বীয় গুরুর মতানুসরণে চৈতন্যকে অনিত্য প্রকাশ ধর্ম্ম বলিয়া (§ 117) পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মার অচেতনত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন (§ 163), ইহাই তাঁহার ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্র প্রশংসিত নিবৃত্তি ধর্ম্মের তাত্ত্বিকতা ও মহত্ত্ব নির্ণয়ের অসামর্থ্যের (§ 260-1) কারণ। এই কারণে তিনিও মানবকে নৈরাশ্যের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে অসমর্থ। বৈজ্ঞানিক হেগেল আবার সর্ব্ব সম্বন্ধ বিরহিত (unrelated) পূর্ণ নির্ব্বিশেষ (absolute) সৎ অস্বীকার পূর্ব্বক আত্মানাত্মের, চিত্ত চৈতন্যের প্রভেদ করিতে চেষ্টা না করিয়া ধর্ম্মনীতির সার্থকতা বিষয়ে উদাসীন। যে বিবেকালোক আমাদিগের প্রকৃত স্বাভাবিক আত্মিকালোক

এবং যে আলোকের উত্তেজনা ও সহায়তাজন্য আত্মবিজ্ঞান আমাদিগের কল্যানকর উপরিউক্ত কোন বিজ্ঞানই বেদান্তের ন্যায় সে আলোকের আত্মত্ব প্রতিপাদনে সক্ষম নহেন।

বেদান্ত সচ্চিদানন্দবাদী। যে জ্ঞান, আনন্দ, সত্তা এবং সদাত্মক ইচ্ছা সতত মানবের স্পৃহনীয়, এ মতে সেই জ্ঞান আনন্দ ও সত্তাই তত্ত্বতঃ মানবের আত্মা। যে অজ্ঞানশক্তি তদ্বিপরীত, যাহা সেই জ্ঞান, আনন্দাদির পরিচ্ছেদক ও মানবের অসহনীয় অজ্ঞানতা এবং ক্লেশাদির উৎপাদক, তাহাই অনাত্মক। এ মতে চেতন হইতে অচেতনের উৎপত্তি, অচেতন হইতে চৈতন্যের নহে (২৫৪-৭, ২৩৭-৯ পৃঃ)। এ মতে অনাত্মা কোন বস্তু পদার্থ নহে। তত্ত্বতঃ ইহা আত্মার আশ্রিত বিশিষ্ট-জড়-পরিচ্ছেদোৎপাদিকা সৃষ্টি-সহায় শক্তি মাত্র। যে আত্মাভাসের প্রতিবিম্বে ইহার পরিচ্ছিন্ন প্রকাশ, সে আভাসের ইহাতে যখন আত্মভ্রান্তি জন্মে, তখনই সে ইহার পরিচ্ছেদ-প্রবণতাকে স্বীয় আত্মপ্রবণতা বলিয়া গ্রহণে ভ্রান্তি বশতঃ তদাসক্ত হয় এবং আপনাকে তদনুরূপে পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান করে, তখনই তাহার পক্ষে ইহার স্বতন্ত্রতা, ইহার স্বতন্ত্র অনাত্মত্ব, স্বতন্ত্র বস্তুত্ব, ইহার স্বতন্ত্র শক্তিপ্রভাব (২১৩—৩০০ পৃঃ)।

আত্মা বিভু বলিয়া,এ মতে শান্ত স্থির উদারতা জীবের আত্মধর্ম্ম এবং পরিচ্ছেদ-প্রবণতা সংকীর্ণ বলিয়া,সংকীর্ণতা অনাত্মক জড়ধর্ম্ম। জড় পদার্থে ঔদাসীন্য, উপেক্ষা, তিতিক্ষা, জীবে প্রেম, সহানুভূতি, দয়া, পরার্থপরতা এবং সর্ব্ব বিষয়ে সহিষ্ণুতা আদি উদারতার স্বশ্রেণীর এবং জড়সঙ্গ, লোভ, স্বার্থপরতা, জীবে বিদ্বেষ, হিংসা, কর্কশতা এবং সর্ব্ব বিষয়ে অসহিষ্ণুতাদি সংকীর্ণতার পরিপোষক (পৃঃ ১৮৮-৯৫, ২৬৩,৩৬১-৩)। আত্মধর্ম্ম (চৈতন্যবিকাশ) লাভ ও জড়ধর্ম্মত্যাগের সাধনজন্যই এ মত নীতি ও ধর্ম্মশাস্ত্রের পক্ষপাতী, চৈতন্য বিকাশ খর্ব্ব করিবার জন্য নহে (c.f. § § 248-50, 263-75)। এ মত সংসারের বিরোধী নহে। সংসার এ মতে মুক্তি

মার্গের প্রধানতম পান্থশালা। সংসারই জীবের সর্ব্বপ্রধান শিক্ষাক্ষেত্র। চরাচর জগতের সহিত জীবের স্বাভাবিক সম্বন্ধের উপলব্ধি এবং প্রেম, জ্ঞান ও নিয়মন আত্মক চৈতন্য বৃদ্ধিবলে আত্মোন্নতি, এ ক্ষেত্রের শিক্ষার বিষয়। মানব-পরিণামই জীবের এ শিক্ষালাভের সময়। জীবে যখন স্বতন্ত্র আত্মপ্রকাশের প্রথমোদ্‌গতি তখনই তাহার স্বভাবে প্রেম ও বিবেকের প্রথম উৎপত্তি, তখনই তাহার মানবপরিণতি। এই কারণে মানবেরই কেবল বিবেকজ্ঞান, তাহারই কেবল পরিবার, সমাজাদির প্রয়োজন। এ প্রয়োজন তাহার শরীরাদি জড়স্বার্থরক্ষার জন্য নহে (cf § § 276-9), তাহার আত্মস্বভাবের উত্তেজনা জন্য। বেদান্তমত অনধিকারীর সংসারত্যাগের পূর্ণবিদ্বেষী। এ পথ ক্রমমুক্তির প্রবর্ত্তক, হঠকারিতার নিবর্ত্তক (পৃঃ ৭৯-৮৮)। "সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপিনত্যজেৎ। সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেণাগ্নিরিবাবৃতম্॥"—ভগবদ্গীতা। এ মত জীবন নৈরাশ্যের নিবর্ত্তক। (পৃঃ ১০৫-৭৪)।

আত্মোন্নতি-সাধনজন্যই আত্মবিজ্ঞানের প্রয়োজন এবং আমাদিগের পরস্পরের ও জগতের সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ নির্ণয়, সেই সাধনের সহায়। কাজেই আত্মা ও অনাত্মক-শক্তি এ উভয়ের স্বভাব ধর্ম্ম, ইহাদিগের পরস্পরের সম্বন্ধ এবং সেই সম্বন্ধের স্বভাব, কার্য্য প্রণালী, উৎপত্তি ও অবসান আদি বিষয়ক তথ্য নির্ণয় ব্যতীত আত্মদর্শনের সম্যকতা সিদ্ধ হয় না। আধুনিক পাশ্চাত্যদর্শন বলে এই সকল তথ্য নির্ণয় অসম্ভব। এক বেদান্তেই আমরা এ সমস্ত এবং স্থূল সূক্ষ্ম, চেতন অচেতন, বাহ্যিক মানসিক, নৈতিক আত্মিক—সর্ব্ব প্রকার প্রকাশ (phenomena) আত্ম-তত্ত্বের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম। যত কিছু পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার তৎসমস্তই বেদান্তমতের পরিপোষক। এবং হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্ট, বৌদ্ধ

আদি যত প্রচলিত ধর্ম্মমত, বেদান্ত সে সর্ব্ব মতেরই অনুকূল। বেদান্ত মতে সকল ধর্ম্মই ঐশ-শক্তি সম্ভূত। কাজেই অবস্থাভেদে মানবের অবলম্বনীয়। এ বিজ্ঞান বলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া, মানব স্বীয় সম্প্রদায়-ধর্ম্মের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কর্ত্তব্যের প্রভেদ বুঝিয়া, সহজে স্বীয় ধর্ম্মের প্রকৃত ফললাভ করিতে এবং অজ্ঞানতা নিবন্ধন ধর্ম্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানে অসামর্থ্য জন্য ধর্ম্মবিষয়ক যে সকল কুসংস্কার জন্মে (পৃঃ ১৭১-৪), তৎসমস্তের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে সক্ষম হন।

এই সকল কারণে বেদান্তমতই আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী বলিয়া,আমি এই মতই অনুসরণ করিয়াছি। তবে কাল ও সংস্কারাদির পরিবর্ত্তনে বেদান্তবিজ্ঞানের যুক্তি প্রণালী এখন অনেক অংশে সহজবোধ্য বা হৃদয়গ্রাহী নহে। বিশেষতঃ পূর্ব্বে ইহার প্রয়োজন কেবল মুমুক্ষুর জন্যই ছিল বলিয়া সংসারানুকূল বিষয় ইহাতে একরূপ পরিত্যক্ত। আমার পুস্তকের লক্ষ্য তদ্বিপরীত। কাজেই আমি বর্ত্তমান সংস্কার, প্রতীতি ও যুক্তিপ্রণালী অনুসরণে ধর্ম্মবিষয়ে বর্ত্তমান মত-স্বাধীনতার উপর লক্ষ্য রাখিয়া, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানালোকের প্রতি উদাসীন না হইয়া, এ মতের অবতারণা করিতে চেষ্টা করিয়াছি এবং যে সাংসারিক অংশ বেদান্তে একরূপ পরিত্যক্ত সেই অংশের প্রয়োজনীয় তথ্যগুলির মীমাংসায়ই অধিকতর সযত্ন হইয়াছি।

এখন প্রাচ্য প্রতীচ্যাদি পৃথিবীস্থ সমস্ত মানবমণ্ডলীর পরস্পরের সহিত সংশ্রব এত পরিবর্দ্ধিত যে, একের স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া অন্যে স্বীয় স্বার্থ সাধনে সম্যকতা লাভ করিতে একরূপ অসমর্থ। কাজেই ভ্রাতৃভাবে, পরস্পরের হিতের উপর লক্ষ্য রাখিয়া, কর্ত্তব্যপরায়ণতা বলে পরস্পরের সহিত ব্যবহার ব্যতীত এখন আর মানবের সুখসমৃদ্ধির ও আত্মোন্নতির উপায়ান্তর নাই। কাজেই যে আত্মধর্ম্ম সর্ব্বমানবে এক, এবং যাহার বিজ্ঞানে মানবের দেশ,জাতি,ধর্ম্ম,ব্যক্তি ও অবস্থাগত সমস্ত পার্থক্য

অনাত্মক জড়ধর্ম্ম জন্য এবং একাত্মকতা ও তজ্জাত প্রেম সহানুভূতি আদি মাত্রই তাহার স্বাভাবিক আত্মধর্ম্ম জন্য বলিয়া সিদ্ধান্ত (পৃঃ ১৪১—৬১), সে বিজ্ঞান আলোচনার এখনই প্রকৃত সময় উপস্থিত। সেই আলোচনাই এখন মানবের যথার্থ হিতসাধক। মনোবিকাশের আধিক্যে এখন মানব যেরূপ স্বীয় স্বাধীনযুক্তি ও প্রতীতির পক্ষপাতী, জড়ভোগের বৃদ্ধিতে আবার মানবের তদ্রূপ স্বার্থজ্ঞান ও প্রবৃত্তির অধীনতার প্রাবল্য। কাজেই আত্মানাত্ম বিচারবলে পরার্থপরতার সহিত তাহার স্বীয় স্বার্থ সম্বন্ধ না বুঝিলে, এখন শুদ্ধ নীতি বা ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুজ্ঞাবলে তাহার পক্ষে পরার্থসেবার অবলম্বন সম্ভবপর নহে। আত্মবিজ্ঞানানুশীলন বলে যখন তাহার স্বীয় স্বাভাবিক আত্মবিকাশাত্মক উজ্জ্বল বিবেকালোক প্রজ্বলিত হইবে, তখনই কেবল সে স্বয়ং তাহার প্রকৃত কর্ত্তব্য বুঝিতে ও তদনুসরণ করিতে সক্ষম হইবে। কাজেই যে বিজ্ঞান তাহার প্রকৃত আত্মস্বভাবের অনুকূল, সেই বিজ্ঞানের আলোচনাই এখন তাহার পক্ষে মঙ্গলদায়ক, তাহাই মাত্র তাহার স্বীয় স্বাভাবিক আত্মবিবেকের সহিত মিলিত হইয়া, তাহার প্রকৃত গন্তব্যাভিমুখে তাহাকে পরিচালিত করিতে এবং তাহার ঐহিক ও পারত্রিক সুখসমৃদ্ধি অব্যাহত করিতে সক্ষম হইবে।

ফলকথা, আত্মবিজ্ঞান সর্ব্ববিজ্ঞানের সার। এ বিজ্ঞানে হস্তক্ষেপ করিবার উপযুক্ত প্রতিভা, শাস্ত্রজ্ঞান এবং সময়—সকলেরই আমার অভাব। সুতরাং আমার পক্ষে এ উদ্যম একরূপ বাতুলতার প্রকাশ মাত্র। তবে এ বিজ্ঞানের এই প্রণালীতে অবতারণা বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া, উপহাসের সম্ভাবনা উপেক্ষা করিয়াও, এই উদ্দেশ্যে লেখনী পরিচালনে উদ্যোগী হইয়াছি যে, আমার অপারগতা ও বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা দৃষ্টে, প্রকৃত উপযুক্ত মনস্বীগণ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে যত্নবান হইতে পারেন। তদ্রূপ হইলেই আমি আমাকে কৃতার্থ মনে করিব। গ্রন্থকার।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা।	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৮	বর্ত্তমানে	বর্ত্তমান
১০	২০	মেসম্যারিজিমে	মেস্‌মেরিজিমের
১৭	১৪	জ্ঞানোদ্ভাষিত	জ্ঞানোদ্ভাসিত
২৩	১৮	অন্তংকরণ	অন্তঃকরণ
৩৩	৭	বিবয়ত্ব	বিষয়ত্ব
৫৩	৭	মূলকারণ	মূলকরণ
৬৩	১	কর্ত্তৃসত্তা	কর্ত্তৃসত্তা
৮০	১৩	তমোরূপী ইন্ধন	তমোরূপী-ইন্ধন
৯১	২২	সঙ্গম	সঙ্গং
১০০	২১	সংপ্রকাশত্মক	সংপ্রকাশাত্মক
১০৪	৪	সশয়	সংশয়
১১৮	৩	গুরুমহাজাদিতে	গুরু-মহাজনাদিতে
১৩৯	৯	জ্ঞানানন্দ ইচ্ছাবসনা	জ্ঞান আনন্দ ও ইচ্ছাবাসনা
১৪৬	১৬	কর্ত্ত	কর্ত্তব্য
১৪৬	১৯	।কব্রূপে	কিরূপে
১৪৮	১২	পরিবর্দ্ধক	পরিবর্দ্ধক
১৪৯	৩	সংঙ্কীর্ণ	সঙ্কীর্ণ
১৪৯	২৪	বিশুদ্ধিতার	বিশুদ্ধির
১৫০	১৩		চিন্তাপেক্ষী
১৫১	১৯	ান্য	প্রাধান্য
১৫৭	২৩	বিশ্ব-প্রেমে	বিশ্বপ্রেমে
১৬০	৮	উলব্ধি	উপলব্ধি
১৬০	১২	সর্ব্বশক্তি মূল	সর্ব্বশক্তির মূল
১৬০	১৭	স্ফূর্ত্তিই	স্ফূর্ত্তিই
২২৪	২	সামর্থ্য ও নির্ব্বিশেষ মতের	সামর্থ্যও নির্ব্বিশেষ মতে
[illegible]	২৩	বিষ	বিষয়

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
২২৯	১১	বিষয়ীত্বোপলব্ধি	বিষয়িত্বোপলব্ধি
২৩২	২০	স্বাথ	স্বার্থ
২৩৩	৩	রজগুণ	রজোগুণ
২৩৮	১৮	সট্ সাধন	ষট্ সাধন
২৪৪	১৩	স্বধর্ম্মে,	স্বধর্ম্মে
3	২১	undifferenciated	undifferntiated.
২৪৫	১৯	সচ্চিদাংশের	সচ্চিদংশের
২৫৪	৪	জড়ে	জড়
২৫৬	২৫.	প্রকাশ।	প্রকাশ
২৫৯	৫	চিত্তশক্তিতে	চিত্ত-শক্তিতে
২৬৮	৮	ইছা	ইহা
২৬৮	২৩	তাহাও	তাহার
২৭৪	১০	যে	যে,
২৭৫	২৫	আত্ম প্রকাশ	আত্ম-প্রকাশ
২৭৬	২৫	য়হ	হয়
২৮২	১১	উত্তর	উত্তর—
২৯৪	১৮	জত	যত
২৯৬	১	অনভিজ্ঞ	অনভিজ্ঞ ভ্রান্ত
২৯৬	১৮	অন্তঃকরণাদি	অন্তঃকণাদি সকলই
** ৩০২-৪		এ কয়েকটী পৃষ্ঠায় লিখিত বিষয়গুলি নোট নহে, মূল। এ পৃষ্ঠাগুলির শীরভাগের লাইন গুলি ভ্রম-জন্য।	
৩০৫	২৪	হয়	হয়
৩০৫	২৫	জসিক	রাজসিক
৩১৪	২	অস্থায়ই	অবস্থায়ই
৩৩৬	২	spicies	species
[illegible]	১৫	প্ররাচিত নহে, মূক্তি	প্ররোচিত নহে, মুক্তি
[illegible]	৫-৬	অজ্ঞান খণ্ডীকৃত	অজ্ঞান-খণ্ডীকৃত

আত্ম-বিজ্ঞান।

প্রথম বিভাগ।

আত্মা—শরীরেন্দ্রিয় প্রাণ বা অন্তঃকরণ নহে।

প্রথম অধ্যায়—আত্মা নিত্যসিদ্ধ।

জগতের যাবতীয় বিষয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মনুষ্যের সন্দেহ হইতে পারে। কিন্তু 'আমি যে আছি' তৎসম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে না।

আত্মা নিত্যসিদ্ধ।

আমি যাহা দেখিতেছি, যাহা স্পর্শ, ঘ্রাণ, শ্রবণ বা আস্বাদন করিতেছি, তাহা মিথ্যা হইতে পারে। কি প্রাচীন হিন্দু কি বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য দার্শনিক ইহাঁদিগের উভয়ের মধ্যেই অনেকে আমাদিগের ইন্দ্রিয়ের বিষয়রূপ পদার্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নানাপ্রকার তর্ক ও সন্দেহ উপস্থিত করিয়াছেন। কিন্তু ঐ বিষয়গুলির বিষয়ী স্বরূপ অস্মদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেহ কখনই কোন সন্দেহ করেন নাই। প্রকৃত পক্ষেও আমি যাহা দেখা মনে করি তাহা যে বস্তুতই দেখি, বা যে বস্তুটা যেরূপ দেখি তাহা যে ঠিক তদ্রূপ তদ্বিপরীত নহে, এবং স্বপ্নে আমি যাহা দেখি তাহা যেরূপ মিথ্যা, জাগ্রৎকালেও যে আমার তদ্রূপ ভ্রান্তি দৃষ্টি হইতে পারে না, তদ্বিষয়ে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি নিঃসন্দেহ হইতে না পারুন, কিন্তু আমার দৃষ্টির বিষয় সত্যই হউক, আর মিথ্যাই হউক, দর্শনকার্য্যও প্রকৃত চক্ষুর দর্শনই

হউক, অথবা স্বপ্নবৎ দর্শনরূপ মনের কল্পনাই হউক, আমার চক্ষু প্রকৃতিস্থই থাকুক, বা পাণ্ডুরোগীর ন্যায় অপ্রকৃতই হউক, সেই সত্য বা মিথ্যা দর্শনের কর্ত্তা আমার যে ঐরূপ জ্ঞান হইল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হয় না। হইতেই বা কিরূপে পারিবে? আমি যদি না থাকি তবে ঐরূপ সন্দেহ কর্ত্তা আর কে হইবে? অহম্প্রত্যয়ের আস্পদীভূত আমি আছি বলিয়াই ত আমি যুষ্মদ্ বা ইদম্ প্রত্যয়ের আলম্বনস্বরূপ উক্ত বিষয়ের অস্তিত্বসম্বন্ধে সন্দেহ করিতে সমর্থ হই। আমি না থাকিলে সন্দেহরূপ মনোবৃত্তি কাহার গোচর হইবে? কে কাহাকে সন্দেহ করিবে? অতএব সন্দেহকর্ত্তাঅস্মদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ আদৌ হইতে পারে না।

আত্মা কে? আত্মবিষয়ে সন্দেহ কিসে?

তবে সেই অস্মদ্ পদবাচ্য আত্মার অস্তিত্ববিষয়ে আমরা নিঃসন্দিগ্ধ হইলেও তাহার স্বরূপ অর্থাৎ আমার শরীরাদির কোন্ অংশটী সেই আমি রূপী আত্মা, এবং সেই আত্মা কি নিত্য না ক্ষণস্থায়ী তৎসম্বন্ধে নানারূপ সন্দেহের কারণ আছে। আমরা স্থূল বুদ্ধিতে আত্মা বলিতে "আমি" বা অস্মদ্ শব্দের বাচ্য পদার্থকে বুঝি। যে আমি চক্ষুদ্বারা দেখি, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করি, ও অন্যান্য ইন্দ্রিয় দ্বারা কার্য্য করি, সেই "আমি"ই সাধারণ বুদ্ধিতে আমার আত্মা। আপাততঃ বুঝিবার সুবিধার জন্য আমিও এই সাধারণ অর্থে "আত্মা" শব্দ ব্যবহার করিব। প্রকৃত পক্ষে এই আত্মা জীবাত্মা।

——*——

দ্বিতীয় অধ্যায়—আত্মা ও শরীরেন্দ্রিয়।

একটু অনুধাবনা করিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে এই আত্মা (জীব) আমাদিগের শরীর ও ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্ ও চৈতন্য স্বরূপ। শরীরে কোন প্রতিঘাত লাগিতেছে, চক্ষুর সমক্ষে কোন দৃশ্য পদার্থ রহিয়াছে, কর্ণ কুহরে শব্দ প্রবেশ করিতেছে, কিন্তু আমি কোন কারণে অন্যমনস্ক রহিয়াছি, আমার চৈতন্য অন্য বিষয়ে প্রগাঢ়রূপে ব্যাপৃত রহিয়াছে, তখন ঐ শারীরিক প্রতিঘাত, চাক্ষুষ দৃশ্য, বা কর্ণ প্রবিষ্ট শব্দ, কিছুই আমার গোচর হইতেছে না, কিছুই আমি জানিতে পারিতেছি না। না পারিবার কারণ কি? যদি আমার শরীরই "আমি" হইতাম, অথবা আমার চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় "আমি" হইতাম, তবে কোন পদার্থ তাহাদিগের গোচর হইলে অবশ্যই আমার গোচর হইত।

জ্ঞান কাহার?—শরীর ও ইন্দ্রিয়ের নহে।

যদি বল আমার গোচর হইবার জন্য আমার মস্তিষ্কের গোচর হওয়া চাই এবং আমার যে অন্যমনস্কতা তাহার প্রকৃত হেতু এই, আমার মস্তিষ্ক তখন অন্য বিষয়ে ব্যাপৃত; কাজেই ঐ বিষয়-গুলির প্রতিঘাত মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। তৎকারণেই আমার তদ্বিষয়ক জ্ঞান হইতেছে না। আমি বলিব তোমার এ কথা অযৌক্তিক। কারণ শরীর-বিজ্ঞানবিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, যে বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান হইবার জন্য মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। একবিষয়কজ্ঞানের স্থানেই সকল বিষয়ের জ্ঞান হইতে পারে না। এখন দেখ দর্শন ও শ্রবণ জ্ঞান জন্য নির্দ্দিষ্ট তোমার মস্তিষ্কের অংশটী স্থির ও নিষ্ক্রিয়। তোমার চক্ষু কর্ণ ও [illegible] ব্যাপৃত নহে। এইরূপ সময়ে তোমার নিকট দিয়া

—মস্তিষ্কের নহে।

শব্দ করিয়া একখানি শকট গমন করিল। তখন তোমার মন তোমার মস্তিষ্কের অন্য অংশের জ্ঞেয় কোন বিষয় লইয়া চিন্তায় নিমগ্ন থাকিলে শকটখানি তুমি দেখিতে কি তাহার গমনধ্বনি শুনিতে না পাইবার কারণ কি? তোমার মস্তিষ্কের ঐ বিষয়ক জ্ঞানোদয়ের নির্দ্দিষ্ট স্থান এবং তোমার চক্ষুকর্ণ যখন নিষ্ক্রিয় ও কার্য্যক্ষম, তখন শকটের ছায়া ও ধ্বনি অবশ্যই তাহাদিগের গোচর হইয়াছে। অতএব তোমার মস্তিষ্কই যদি দ্রষ্টা ও শ্রোতা হইত তাহা হইলে ঐ ছায়া ও ধ্বনির কম্পন মস্তিষ্ককে কম্পিত করিবামাত্র, দার্শন ও শ্রাবণ জ্ঞান রূপ সেই কম্পনের কার্য্য অবশ্যই হইত। ক্ষারাম্ল সংযোগে, কোন ও প্রতিবন্ধক না থাকিলে, তাহার কার্য্য প্রকাশ কেন না হইবে? না হওয়ায়, সুতরাং, অনুমান করিতে হইবে যে দর্শন ও শ্রবণের প্রকৃত কর্ত্তা মস্তিষ্ক নহে। চৈতন্যস্বভাব সেই কর্ত্তা, আত্মা। সে আত্মা তোমার চক্ষু কর্ণ ও মস্তিষ্কের অতীত; এই কারণেই, মনে অধিষ্ঠিত সেই আত্মা ঐ সময়ে অন্যস্থানে অন্য চিন্তায় নিমগ্ন বলিয়া, প্রকৃত দ্রষ্টা ও শ্রোতার অভাব হেতু, মস্তিষ্কে ঐ ছায়া ও শব্দকম্পন উদিত হওয়া সত্ত্বেও তোমার দৃষ্টি ও শ্রবণ কার্য্য হয় নাই; অতএব প্রকৃত জ্ঞাতা যে শরীর মস্তিষ্ক ও বহিরিন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত--- এই যুক্তিই সঙ্গত। মস্তিষ্কের একাংশের কার্য্যারম্ভে অপরাংশের কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মে বলিয়া সেই অংশে চৈতন্যের অপ্রকাশ---এ সিদ্ধান্ত অমূলক। কারণ অংশদ্বয়ের কম্পনোত্তেজক কারণ যদি ভিন্ন হইল, তবে একাংশের কম্পনকালে অপরাংশ অবশ্য স্থির থাকিবে। যখন সে অংশ স্থির তখন উপযুক্ত কারণ উপস্থিত হইলে তাহার কম্পন না হওয়া জড়নিয়ম বিরুদ্ধ। কাজেই কম্পনরূপ সেই অংশের কার্য্যই যদি চৈতন্য হইল, তবে পৃথক জ্ঞাতা যদি না থাকিল, তবে সে কম্পনে জ্ঞান কেন না হইবে? অতএব জ্ঞাতা পৃথক্ না থাকিলে এবং জ্ঞান জড় কম্পনাতিরিক্ত কোন পৃথক তত্ত্ব না হইলে, ...ন অপ-

রাংশের জ্ঞানের কোন বাধা হইতে পারে না। কম্পনরূপ কার্য্য হইবামাত্র সে কার্য্যের স্বাভাবিক চৈতন্য অবশ্য সপ্রকাশ হইবে এবং শরীরের একাংশের জ্ঞানে অপরাংশের জ্ঞান, যুগপৎ নানা জ্ঞান, হইবার কোন বাধা হইবে না। এরূপ না হওয়ায় অনুমান যে মস্তিষ্ক বা মস্তিষ্ক-গত জড়কম্পন শক্তি, জ্ঞাতা আত্মা নহে।

পরে দেখিবে যে, শক্তিই বল, আর দ্রব্যই বল, কোন জড়েরই কখনও চৈতন্যোৎপাদনের সামর্থ্য নাই। জড় বরং চৈতন্য প্রকাশের অবরোধক, চৈতন্যের বিরোধী।

শরীর-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন যে, যে উপাদানে শরীর গঠিত, প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই সেই উপাদানের ক্ষয় ও পরিবর্ত্তন হইতেছে। এমন কি প্রত্যেক সাত বৎসর অন্তর শরীরের সমস্ত পুরাতন উপাদান পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন উপাদানে শরীরগঠিত হইতেছে। মস্তিষ্কও এই নিয়মের অধীন। মস্তিষ্কও শরীর। অতএব শরীর আত্মা হইলে শরীরের উপাদানভূত পরমাণু সকলই আত্মা হইত এবং আমাদিগের পূর্ব্বসঞ্চিত স্মৃতিপ্রবৃত্ত্যাদি ঐ উপাদানেই অনুস্যূত থাকিত। যে উপাদানের ক্ষয় হইত সেই উপাদানের সহিত তাহাতে অনুস্যূত স্মৃতিপ্রবৃত্তির ও নাশ হইত. বাল্যকালের জ্ঞানের স্মৃতি বাল্যকালের প্রবৃত্তি আর বৃদ্ধকালে থাকিত না। প্রবৃত্তিজাত স্বভাবও চিরজীবন লোকের এক থাকিত না। শরীরের উপাদানের সহিত তাহারও পরিবর্ত্তন হইত। তদ্রূপ কি কখন হইতে দেখিয়াছ? না হওয়ায় বুঝিতে হইবে, যে আমাদিগের আজীবন সঞ্চিত কার্য্য-জনিত সংস্কার, স্মৃতি, প্রবৃত্তি ও স্বভাব এইরূপ নিত্য পরিবর্ত্তনশীল শরীরপেশিতে অনুস্যূত নহে। স্মৃতি আদি যাহাতে অনুস্যূত তাহা শরীর হইতে পৃথক্ ও তদপেক্ষা স্থায়িতর।

লোকের স্বভাব স্মৃতি আজীবন থাকে বলিয়া শরীর আত্মা নহে।

শরীরেন্দ্রিয়গুলি প্রকৃত দর্শন ও শ্রবণ কর্ত্তার দর্শন শ্রবণাদি জ্ঞানের যন্ত্র মাত্র। যে যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত যে কার্য্য হয় না, সেই কার্য্যের জন্য যেরূপ সেই যন্ত্রের আবশ্যকতা, তদ্রূপ শরীরেন্দ্রিয় ব্যতীত তোমার বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান ও কর্ম্ম হয় না বলিয়া বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান ও কর্ম্ম সাধনজন্য তোমার শরীরেন্দ্রিয়ের আবশ্যকতা। আবার যেরূপ কর্ত্তা ব্যতীত শুদ্ধ যন্ত্র দ্বারা কোন কার্য্য সম্পন্ন হয় না, তদ্রূপ তোমার অভাবে শুদ্ধ শরীরেন্দ্রিয় দ্বারাও দর্শনাদি কার্য্য হয় না। এবং কর্ত্তা সুদক্ষ হইলে যেরূপ নিকৃষ্ট যন্ত্রের সাহায্যেও কার্য্য করিতে পারে, তদ্রূপ অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট রুগ্নশরীর ব্যক্তিরও জ্ঞান স্ফূর্ত্তি, সবল সুস্থকায় ব্যক্তি অপেক্ষা অনেক সময়ে বেশী থাকিতে দেখা যায়।

শরীরেন্দ্রিয় যন্ত্র, কর্ত্তা নহে।

হিন্দুশাস্ত্রমতে আত্মা শরীরাতিরিক্ত। তিনি শরীরী, তিনি চৈতন্য স্বরূপ। তাঁহার চৈতন্য জন্য জীবের আত্মাভিমানরূপ অহঙ্কারের স্ফূর্ত্তি এবং জ্ঞান ভোগ ও কর্ত্তৃত্বের ক্ষমতা। তিনি যে শরীরকে পরিত্যাগ করেন সে শরীর অচেতন, মৃত। তিনি শরীরও নহেন, শরীরের কোন অংশও নহেন। যদি তিনি শরীর বা শরীরের অংশ হইতেন তবে শরীর থাকিতে কোন্ ব্যক্তির মৃত্যু হইত? কোন্ ব্যক্তির দর্শনাদি কার্য্যের সামর্থ্য অপগত হইত? যে শক্তি যাহার স্বভাব সে শক্তি কবে তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকে? অগ্নির স্বভাব যে দাহিকা শক্তি, অগ্নি থাকিতে কি তাহার অভাব দেখিয়াছ? অতএব অহম্প্রত্যয়ের আস্পদ যে চৈতন্য সে চৈতন্য যদি শরীরের স্বভাব হইত তাহা হইলে যতকাল পর্য্যন্ত শরীর থাকিত, শরীরের উপাদান বিশ্লিষ্ট না হইত, ততকাল পর্য্যন্ত তাহার স্বাভাবিক ঐ চৈতন্যও থাকিত। শরীর থাকিতে কাহারও চৈতন্যের অভাব হইতে পারিত না।

শরীর আত্মা হইলে শরীর থাকিতে মৃত্যুরূপ শরীরের চৈতন্য নাশ অসম্ভব।

তৃতীয় অধ্যায়—আত্ম ও প্রাণ।

যদি বল শরীর আত্মা নহে বটে, কিন্তু সেই শরীরের যে জীবনী শক্তি, যাহাকে আমরা প্রাণ বলি, তাহাই আত্মা। যতকাল পর্য্যন্ত শরীরে প্রাণ থাকে তত কালই তাহাতে অহম্প্রত্যয়ের স্ফূর্ত্তি থাকে। প্রাণাত্যয়ে আর ঐ রূপ চৈতন্য থাকে না। অনুধাবনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে, তোমার একথাও ঠিক নহে। জীবতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে দেখিবে আমাদিগের মধ্যে জড়শক্তি ও জ্ঞানানন্দের স্ফূর্ত্তি রূপ চৈতন্য, এই দুইটী পৃথক্ তত্ত্ব বিদ্যমান আছে। দুইটীর মধ্যে জড়জীবনী শক্তিটীর নাম প্রাণ; চৈতন্যের নাম আত্মা। এই দুইটী এক পদার্থ নহে; এবং চৈতন্য জীবনী শক্তিরও স্বভাব নহে।

শক্তি ও চৈতন্য পৃথক্।

দেখ বৃক্ষে জড়জীবনী শক্তি আছে, কিন্তু চৈতন্য স্বরূপ আত্মার প্রকাশ নাই। তোমার আপন কার্য্যেও দেখ তুমি কোন পুস্তক পাঠ করিতেছ বা কোন মন্ত্র জপ করিতেছ। সেই পাঠ বা জপ জন্য যদিচ তোমার জীবনীশক্তি উপযুক্তরূপেই পরিচালিত হইতেছে তথাপি যদি তখন তোমার চিত্ত অন্য বিষয়ে সংযুক্ত থাকে তাহা হইলে তুমি যে কি পড়িলে বা কি জপ করিলে কিছুই জানিতে পারিবে না। অনেক সময়ে কার্য্যকালে আমাদিগের চিত্ত বিষয়ান্তরে এরূপ ব্যাপৃত থাকে, যে আমরা শুদ্ধ অভ্যাসগুণে চৈতন্যবিরহিত হইয়া জড়ের ন্যায় কার্য্য করিয়া যাই, পরে তৎসম্বন্ধে যখন আমাদিগের চৈতন্য হয়, তখন আমরা যে ঐ কার্য্য করিয়াছি তাহাও আমাদিগের স্মরণ হয় না। জীবনীশক্তির স্বভাব যদি চৈতন্য হইত তাহা হইলে ঐ শক্তি কদাচ অচেতনাবস্থায় পরিচালিত হইতে পারিত না। আমরা যে পড়িতেছি এরূপ জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতেও পারিতাম না।

শক্তিপরিচালনে স্বতঃ চৈতন্যস্ফূর্ত্তি হয় না অতএব চৈতন্য শক্তির স্বভাব নহে।

সর্ব্বদাই দৃষ্ট হয় যে আমাদিগের পক্ষে কার্য্য করা ন শ্রবণাহিজ, সেই কার্য্যে সর্ব্বদা সজ্ঞান ও সপ্রণিধান থাকা তত সহজ নহে। শক্তির পরিচালনায়, অভ্যস্তকার্য্য সকলে অতি সহজে করিয়া থাকেন। কিন্তু নিবিষ্টচিত্তে আমি এই কার্য্যটী করিতেছি এরূপ জ্ঞানে, কার্য্যের উপর জ্ঞানদৃষ্টি রাখিয়া, অতি অল্প লোকে অল্প সময়েই কার্য্য করিতে সক্ষম। শক্তি পরিচালনাভ্যাস এক শিক্ষা আর মনোনিবেশ করা পৃথক্ শিক্ষা। মনোনিবেশ করিতে শিক্ষা করাই আমাদিগের পক্ষে সর্ব্বপ্রধান দুঃসাধ্য কার্য্য। চৈতন্য আর জীবনী শক্তি এক হইলে, চৈতন্য ঐ শক্তির স্বভাব হইলে এরূপ কি করিয়া হইবে? শক্তি ও চৈতন্য এক হইলে, শক্তিপরিচালনা-মাত্র স্বতঃই সে শক্তির স্বভাবগত চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি হইত। এবং যখন শক্তিপরিচালনা ব্যতীত কোন কার্য্যই হয় না, তখন আমরা যে কার্য্য করিতাম তাহাতে স্বতঃই আমাদিগের চৈতন্য হইত। অমনোযোগী হইয়া, চৈতন্যবিরহিত হইয়া, কোন কার্য্যই করিতে পারিতাম না। মনোনিবেশের জন্য আর পৃথক্ শিক্ষার প্রয়োজন থাকিত না।

শক্তিপরিচালন ও মনোনিবেশ পৃথক্ কার্য্য অতএব শক্তির স্বভাব চৈতন্য নহে।

জীবনী শক্তির স্বভাব জ্ঞান হইলে আমাদিগের চক্ষুস্পন্দন শ্বাস প্রশ্বাসাদি শারীরিক প্রাণকার্য্য ও আমাদিগের অজ্ঞাতে হইতে পারিত না। কারণ প্রাণ তাহার স্বীয় স্বভাবগত চৈতন্য কোথায় রাখিয়া ঐ কার্য্য করিবে? নিদ্রিত ও সুষুপ্তাবস্থায় ও আমাদিগের জ্ঞানের অভাব হইত না। কারণ এ অবস্থায় ত আমাদিগের জীবনী শক্তি বা প্রাণের অভাব হয় না। নিদ্রাতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে, শরীর ও প্রাণ এ উভয় হইতেই আত্মার পার্থক্য উপলব্ধি হইবে। নিদ্রাকালে শরীর ও

চক্ষুস্পন্দনাদি কার্য্যে ও নিদ্রাকালে চৈতন্যাভাবদৃষ্টে অনুমান চৈতন্য শরীরেন্দ্রিয় প্রাণের স্বভাব নহে।

প্রাণ এ উভয়ই জাগ্রৎ অবস্থার ন্যায় সবল ও কার্য্যক্ষম, শ্বাস প্রশ্বাস শারীরিক উষ্ণতাদি তুল্য রূপে বর্ত্তমান। ফুস্‌ফুস্ হৃৎপিণ্ডাদি শারীরিক যন্ত্র সক্রিয়। একমাত্র চক্ষু ব্যতীত কর্ণ নাসিকাদি অপর সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার উন্মুক্ত। তবুও শরীরেন্দ্রিয়ে সম্পূর্ণ চৈতন্যাভাব। স্বপ্নকালে কেবলমাত্র মন সচেতন, মানসিক কল্পনা ও স্বপ্ন বিষয়ে জীব সক্রিয়। সুষুপ্তিকালে মন পর্য্যন্তও অচেতন স্বপ্নজ্ঞানেরও অভাব। শরীর বা প্রাণ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা হইলে তদুভয় সতেজ ও কার্য্যক্ষম থাকিতে চৈতন্যের এরূপ অভাব কি প্রকারে হইবে? শরীরেন্দ্রিয় যখন সপ্রাণ ও কার্য্যক্ষম তখন জাগ্রৎ কালের ন্যায় এ অবস্থায়ও তাহারা বহির্জ্জগতের প্রতিঘাত অবশ্যই গ্রহণ করে। তবুও যখন তদ্‌বিষয়ে সুপ্তজীবের জ্ঞান হয় না, তখন আত্মা হইতে শরীরেন্দ্রিয়প্রাণের পার্থক্য তুমি কি বলিয়া অস্বীকার করিবে?

শক্তির তারতম্যে জ্ঞানের তারতম্য হয় না। অতএব জ্ঞান শক্তির স্বভাব নহে।

আবার দেখ শক্তির স্বভাব চৈতন্য হইলে যে ব্যক্তির জীবনীশক্তি যত বেশী তাহার জ্ঞানানন্দাদির স্ফূর্ত্তি ও তত অধিক হইত। কৃশকায় রুগ্ন উচ্চজাতীয় ব্যক্তি হইতে বলিষ্ঠ নীচজাতীয় ব্যক্তি অধিকতর জ্ঞানী হইত, এবং আমাদিগের শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান ও তেজস্কর আহারীয় আমাদিগের জ্ঞানাদির উন্নতির সর্ব্বপ্রধান উপায় হইত। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে দেখা যায় শারীরিক পুষ্টির ও শক্তির সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধ অতি সামান্য। শারীরিকসামর্থ্যবিহীন ব্যক্তির ও জ্ঞানস্ফূর্ত্তি বলবান্ ব্যক্তি অপেক্ষা অনেক স্থলে বেশী থাকে। চৈতন্য ও জীবনীশক্তি একই পদার্থ হইলে কখনই এরূপ হইত না। যে বস্তু যত বেশী ও সতেজ হইবে তাহার স্বাভাবিক শক্তির স্ফূর্ত্তি ও তত অধিক হইবে। অগ্নি অধিক ও সতেজ হইলে তাহার স্বাভাবিক দাহিকা শক্তি কি বৃদ্ধি না হইয়া থাকিতে পারে?

একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে শারীরিক সুস্থতা ও সবলতা জীব-চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি জন্য আবশ্যক। কিন্তু সে আবশ্যকতা কার্য্যকর্ত্তার কার্য্যসুসম্পন্নতাজন্য যন্ত্রের সামর্থ্যের যে পরিমাণ আবশ্যকতা তদধিক নহে। কারণ তুমি দেখিবে যে শারীরিক কার্য্যের জন্য শারীরিক শক্তিবর্দ্ধক আহারীয় যে পরিমাণ আবশ্যক, সঙ্কল্প বিকল্পাদি মানসিক কার্য্যের জন্য আহারীয় তত আবশ্যক নহে। আবার বিবেকাদি বিশুদ্ধ জ্ঞান জন্য আহারীয়ের আরও কম প্রয়োজন। সমাধি মহাভাবাদি একেবারে বিশুদ্ধ চৈতন্যভাবের জন্য উহার প্রয়োজন নাই বলিলেও বড় অত্যুক্তি হয় না। ইহার পরিচয় অনাহারী অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট হিন্দু ঋষিগণের গভীর বিশুদ্ধ তত্ত্ব-জ্ঞান-প্রতিভায়।

শরীরাদি জীব চৈতন্যের যন্ত্র বলিয়া শরীরাদির সুস্থতাও সবলতার প্রয়োজন।

পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে জীবনীশক্তির যখন শরীরে পূর্ণ বিকাশ থাকে তখনও আমাদিগের আত্মচৈতন্য স্তম্ভিত বা অন্যের চৈতন্য দ্বারা অভিভূত হইতে পারে (১)। অজ্ঞান ও মোহাত্মক জড়ে তদ্বিপরীত জ্ঞানানন্দাদির স্ফূর্ত্তি থাকা অনুমান ও স্বভাব বিরুদ্ধ। কাজেই যে পদার্থে যে সত্তা না থাকে সে পদার্থে তৎসত্তা কখনও প্রকাশ পায় না। জ্বলনাত্মক অগ্নিতে কি শৈত্যগুণ দেখা যায়? অতএব অনুমান যে জীবনীশক্তি আর অস্মদ্

শক্তির পূর্ণ বিকাশ সত্ত্বেও চৈতন্যের স্তম্ভন ও অভিভব হয়। অতএব শক্তি চৈতন্য নহে।

(১) চাক্ষুষ বিদ্যার (মেস্ম্যারিজিমের) কার্য্য এইরূপ। চাক্ষুষ বিদ্যা দ্বারা সাধারণতঃ লোক স্তম্ভিত হয়। কোন কোন স্থলে আবার যে ব্যক্তি ঐ বিদ্যা পরিচালন করে তাঁহার জ্ঞান, যে ব্যক্তির উপর পরিচালিত হয়, সেই ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া সে ব্যক্তির স্বীয় জ্ঞান অভিভূত করে ও নিজে প্রকাশ পায়। পরিচালক যে যে বস্তু জ্ঞানে অভিভূত ব্যক্তি জিজ্ঞাসামাত্র তৎসমস্তই বলিতে পারে, কিন্তু তাহার নিজের পূর্ব্বজ্ঞাত সমস্ত বিষয়ই বিস্মৃত হয় ও তৎসম্বন্ধে কোন উত্তর দিতে পারে না।

প্রত্যয়ের আস্পদীভূত * জীবচৈতন্য, যাহাকে আমরা জীবাত্মা বলি, এ উভয় কথনই এক পদার্থ নহে। কাজেই সিদ্ধান্ত হইল যে আত্মা প্রাণও নহে।

চতুর্থ অধ্যায়—আত্মা ও অন্তঃকরণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অন্তঃকরণের বিভাগ; আত্মা ও অন্তঃকরণের কার্য্য অভিন্ন।

দেখিলাম দেহইন্দ্রিয় ও প্রাণ হইতে আত্মা অতিরিক্ত এবং বিরু ধর্ম্মাবলম্বী। উহাদিগের ধর্ম্ম জড়তা ও অজ্ঞানতা, আত্মা চৈতন্য স্বরূপ এখন দেখিব আত্মা অন্তঃকরণ কি না?

অন্তঃকরণ ও তাহার বিভাগ।

আমরা দেখিয়াছি যে বাহ্য পদার্থের ছায়া বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা মস্তিষ্কে ীত হইলেই পদার্থজ্ঞান জন্মে না। জ্ঞান জন্মিবার পক্ষে মনেরও অপেক্ষা আছে। মন অন্য বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিলে অথবা মনের সহিত বাহ্য ছায়ার সম্বন্ধ না হইলে জ্ঞান অসম্ভব। এই মনই অন্তঃকরণ। ন্তঃকরণকে চিত্ত বুদ্ধি মন ও অহঙ্কার (২) বলে। স্মৃতি আদি অনুসন্ধানে ত্মকা বৃত্তিগুলির উৎপাদক চিত্ত। নিশ্চয়াত্মিকা স্থির ও বিশুদ্ধ জ্ঞান খাদির উৎপত্তি স্থান বুদ্ধি। এবং সঙ্কল্প বিকল্পাত্মিকা বৃত্তিগুলির আকর

---

* আস্পদীভূত—আশ্রয় স্বরূপ। জীবাত্মায়ই "আমি জ্ঞান" থাকে। জীবেরই মি জ্ঞান।

(২) মনোবুদ্ধিরহংকারশ্চিত্তং করণমন্তরং। সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্ব্বঃ স্মরণং ষয়া ইমে। বেদান্তকারিকা॥

মন। বুদ্ধি হইতে মনোজাত বৃত্তিগুলি একটু অধিকতর অনিশ্চয় ও সন্দেহাত্মিকা এবং বুদ্ধিবৃত্তি হইতে মনোবৃত্তিগুলি একটু বেশী জড় ও চঞ্চল স্বভাবের। বিচারাদি মনের কার্য্য। রাগ দ্বেষ ও ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মক কামজ বৃত্তিগুলিও মনের। জড়াত্মক নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, আলস্য, দীর্ঘসূত্রতা এ সমস্তও মনের বৃত্তি। গর্ব্ব অভিমানাদি অহঙ্কারের বৃত্তি। অহঙ্কারকে কেহ আবার মনের বৃত্তি বিশেষ বলেন।

অন্তঃকরণের এরূপ অংশ ভেদ করা না করা বৈজ্ঞানিকের কতকটা ইচ্ছাধীন। অনেকে বলেন—ঐ সমস্ত একই অন্তঃকরণের বৃত্তি ভেদ মাত্র। কেহ কেহ আবার উহাকে কেবল এক মন নামই দিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের "Mind" আখ্যাও তদ্রূপ। তাঁহাদিগের "Mind" আর আমাদিগের "অন্তঃকরণ" একই পদার্থ। পাতঞ্জল দর্শনে উহার নাম চিত্ত। আবার যাহারা নাম ভেদ করিয়াছেন তাঁহারাও সর্ব্বত্র সেই ভেদ রক্ষা করিয়া শব্দ ব্যবহার করেন নাই, আমিও করিব না।

কোন মতে এবিভাগ একই অন্তঃকরণের বৃত্তিভেদ মাত্র।

ফলকথা যিনি যে নামই দিউন না কেন, অন্তঃকরণের ক্রিয়া সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক এবং আর্য্য ঋষি সকলেরই এক মত। কি জাগ্রৎ কি স্বপ্ন কোন অবস্থায়ই বৈজ্ঞানিকদিগের কাহারও মতেই জীব ও তাহার অন্তঃকরণ এতদুভয়ের মধ্যে কার্য্যের কোন পার্থক্য নাই। জীবের যে কাজ সে সমস্ত কাজই তাহার অন্তঃকরণের। জীব যাহা দেখে, যাহা ভোগ করে ও করে, তৎসমস্তই তাহার অন্তঃকরণের বৃত্তি। শ্রুতি * স্মৃতিরও এই মত। গীতায় ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ,

আত্মা ও অন্তঃকরণের কার্য্য এক ও অভিন্ন।

---

*"কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাহশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেৎ সর্ব্ব শ্রুতি।

চেতনা ও ধৈর্য্যকে অন্তঃকরণবৃত্তি রূপেই বলা হইয়াছে এবং পঞ্চদশী বলেন বৈরাগ্য ক্ষমা ঔদার্য্যাদি মনের সাত্ত্বিক, কাম ক্রোধ লোভ যত্নাদি রাজসিক ও আলস্য ভ্রান্তি তন্দ্রাদি তামসিক কার্য্য। আত্মার ও অন্তঃকরণের কার্য্যের একত্বসম্বন্ধে অন্যান্য গ্রন্থে আরও প্রমাণ আছে এবং কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য কোন শাস্ত্রেই এতদ্বিরুদ্ধবাদ দৃষ্ট হয় না।

——:*:——

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আত্মা ও অন্তঃকরণ পৃথক। অন্তঃকরণ আত্মার করণ বা কর্ম্মক্ষেত্র।

প্রথম স্তবক।

আত্মা ও অন্তঃকরণের কার্য্যোপাদানগত পার্থক্য দৃষ্টে আত্মা অন্তঃকরণের পার্থক্য নির্ণয়।

জীবের আত্মা অন্তঃকরণ এতদুভয়ের মধ্যে কি কি রূপ সম্বন্ধ হইতে পারে।

এখন দেখ জীবের ও তাহার অন্তঃকরণের কার্য্য যখন এক, তখন হয় উহারা উভয়েই এক পদার্থ অর্থাৎ জীবাত্মা হইতে অন্তঃকরণের কোন পার্থক্য নাই—যে আত্মা সেই মন, নচেৎ উহারা যদি পৃথক্ হয়, তবে উহাদিগের কাহারই অন্যটীকে উপেক্ষা করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে কার্য্য করিবার সামর্থ্য নাই। যদি থাকিত তবে উহাদিগের কার্য্যের পার্থক্য অবশ্যই দৃষ্ট হইত। কাজেই পৃথক্ হইলে হয় উহারা উভয়ই পরস্পরের সাহায্যে কর্ত্তা হইবে। না হয় একটী

কর্ত্তা অন্যটী তাহার কার্য্যক্ষেত্র বা তাহার কার্য্যসম্পাদন পক্ষে কোনরূপ আবশ্যকীয় কারণ হইবে।

এই বিষয় মীমাংসা জন্য আমরা প্রথমতঃ—উহাদিগের কার্য্যগুলির স্বভাব ও উপাদানের উপর লক্ষ্য করিব। প্রথম দেখিব কার্য্যগুলি কি? পর্য্যালোচনা সহকারে দেখিলে দেখিবে যে জীবের যাবতীয় কার্য্য, জ্ঞান ভোগ ও কর্ম্ম এই তিন ভাগের কোন না কোন এক ভাগের অন্তর্গত। দর্শন বল, শ্রবণ বল, গমনাগমন, আহার বিহার, সাংসারিককর্ম্ম, ভালবাসা, ধনোপার্জ্জন, পড়াশুনা, যন্ত্রাদি আবিষ্কার, অন্যের জন্য কাজ, নিজের জন্য কাজ, যে কাজই বল না কেন চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখিবে জীবের সমস্ত কাজই এই তিন মূল প্রয়োজন চরিতার্থতা জন্য এবং এই তিন শ্রেণীর অন্যতমের অন্তর্গত। এই কারণেই জীবকে কর্ত্তা ভোক্তা ও জ্ঞাতা বলে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও মনোব্যাপার নিচয়কে ভোগ, ইচ্ছা ও জ্ঞান এই তিন ভাগে বিভাগ করিয়াছেন॥ সপ্রণিধানচিত্তে দেখিলে দেখিবে যে ঐ কর্ম্ম ও ইচ্ছা একই কথা। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জীব যে কর্ম্মের কর্ত্তা সে কর্ম্ম ইচ্ছা বৈ ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ রূপ বাহ্য কর্ম্ম নহে। বহির্ব্বিষয়ের সহিত হস্তাদি-কর্ম্মেন্দ্রিয়সংযোগরূপব্যাপারকে যে কর্ম্ম বলি, সে কর্ম্ম জীবের ইচ্ছায় সম্পাদিত হয়, এতদ্ব্যতীত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জীব স্বয়ং তাহার কর্ত্তা নহে। জীব কোন কর্ম্ম জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করে। পরে সেই ইচ্ছাজাত প্রযত্নাদি তাহার শরীরস্থ জড় স্নায়ু কেন্দ্র উত্তেজিত করিয়া আবশ্যকীয় কর্ম্মেন্দ্রিয়স্থ স্নায়ুকে উত্তেজিত করে। এই রূপে কর্ম্মেন্দ্রিয়টী জীবের ঈপ্সিত কর্ম্ম সম্পাদনার্থ বহির্ব্বিষয়ে সংযুক্ত হইয়া কর্ম্ম সম্পাদন করে। অতএব জৈব কর্ম্ম ও ইচ্ছা যখন এক তখন জীবের কার্য্যগুলির ঐ

উহাদিগের কার্য্য জ্ঞান, ভোগ ও ইচ্ছা এই তিন শ্রেণীর।

জীবের কর্ম্ম ও ইচ্ছা এক।

বিভাগত্রয় সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের কোন প্রকৃত মতভেদ নাই।

এখন বিশ্লেষ করিয়া দেখ যে ঐ দর্শন শ্রবণ গমনাগমনাদি জ্ঞান ভোগ ও কর্ম্ম বাসনাজাত ক্রিয়ার মধ্যে কি আছে। প্রণিধান করিলে দেখিবে যে উহার প্রত্যেকটী তিনটী করিয়া উপাদানে সংশ্লিষ্ট। সেই তিনটীর একটী—বিষয়, যে বিষয়টী অবলম্বন করিয়া ঐ ক্রিয়ার প্রকাশ। যাহা দেখ, যাহা শুন, যে স্থান হইতে যে স্থানে যাও ও আইস, সেই দৃষ্টশ্রুতপদার্থ ও সেই গমনাগমনের স্থানগুলিই, ঐ ক্রিয়া নিচয়ের বিষয়। দেখিবে তোমার অন্তঃকরণজাত সকল কার্য্য সর্ব্বদা এরূপ কোন না কোন একটী বিষয় লইয়া সেই বিষয় দ্বারা বিশেষিত হইয়াই প্রকাশ পায়। চিন্তাশীল হইলে দেখিবে যে ঐ বিষয় গুলি সর্ব্বদাই আদ্যন্তবন্ত পরিচ্ছিন্ন এবং দেশ কালাদি জড়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত সবিশেষ। আদ্যন্ত-বিরহিত অসীম নির্ব্বিশেষ কোন বিষয় আদৌ তোমার মনোবুদ্ধির গোচর হইতে পারে না, তোমার অন্তঃকরণে আইসে না। অতএব ঐ বিষয়গুলি দেশকাল ও বস্তু পরিচ্ছেদ বা ভেদক দ্বারা ভিন্ন অর্থাৎ সসীম ও সবিশেষ অচেতন জড় বিষয়।

জৈবকার্য্যের উপাদান ত্রয়ঃ—(১) বিষয়।

ঐ বিষয় সমস্ত পরিচ্ছিন্ন সবিশেষ ভিন্ন ভিন্ন জড়।

আবার দেখ ঐ জড় বিষয়গুলি তোমার নিকট যে প্রকাশ পায় সে প্রকাশ জড় বহিরালোকের সাহায্যে নহে, পরন্তু জ্ঞান বা রসাত্মক চৈতন্যের সাহায্যে। বিষয়টীকে তুমি যে দর্শন কর তাহা জ্ঞানাত্মক চৈতন্যের প্রকাশে, তুমি যে ভোগ কর তাহা রসাত্মক চৈতন্যের সাহায্যে। ভাবিয়া দেখিলে দেখিবে যে এই চৈতন্যের সাহায্য ব্যতীত জীব কো

—(২) জ্ঞান বা রসাত্মক চৈতন্য।

ড় বিষয়কেঁর সহিত কোন রূপ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে না। বহি-র্জগতের বি সহিত তাহার সম্বন্ধ, জ্ঞান ভোগ ও ইচ্ছা দিয়া ভিন্ন অন্য কোন প্রকারেই নহে। সে কোন বিষয় জানিবে, না হয় কিছু ভোগ করিবে অথবা কোন বিষয়াবলম্বনে কোন কাজ করিবে। জ্ঞান ভোগ ও ইচ্ছা এই তিনের মধ্যেই চৈতন্য রহিয়াছে॥ পরে দেখিবে এই চৈতন্য অংশ টুকু বিষয়ের ন্যায় সবিশেষ নহে। সর্ব্বদাই নির্ব্বিশেষ ও একই প্রকাশ স্বভাবের। যখন উহাকে যে বিষয় দেও তখন সেই বিষয়কেই সেই বিষয়াকারে প্রকাশ করে মাত্র। ঘটকে ঘটাকারে,

সে চৈতন্য নির্ব্বিশেষ অপরিচ্ছিন্ন একাত্মক।

পটকে পটাকারে, প্রকাশ করে ব্যতীত স্বয়ং চৈতন্যের ঘট পটাদির ন্যায় কোন পার্থক্য নাই। এবং উহা কোন বিষয়ের সহিত লিপ্তও হয় না। সূর্য্যের আলোক যেরূপ এক হইয়াও বিভিন্নাকারের বস্তুজাতকে বিভিন্নাকারে প্রকাশ করে, অথচ তাহার কোন বস্তুগত আকার বা দোষ গুণের সহিত লিপ্ত হয় না, ঐ চৈতন্যও তদ্রূপ সর্ব্বদা নির্ব্বিশেষ, সর্ব্বদা এক ও বিশুদ্ধ থাকিয়া বিভিন্ন বিষয় প্রকাশ করে মাত্র।

অতএব এই প্রকাশক অংশটুকু যদি বিশুদ্ধ চৈতন্য বলিয়া ধর তবে জীবের ঐ জ্ঞান ভোগ ইচ্ছাদি কার্য্যের মধ্যে বিষয়ও ঐ চৈতন্য বাদে আরও একটী অংশ পাইবে। সে অংশটী ঐ জ্ঞান ভোগ ও ইচ্ছার বাসনাযুক্ত অভিমানাত্মক এক অহম্ভাবে ভাবিত চৈতন্য॥ এখন অনুসন্ধিৎসু হইলে

(৩) অহং চৈতন্য।

দেখিবে যে সেই অহং চৈতন্যের ইচ্ছায়ই ঐ বহির্ব্বিষয়গুলি নির্ব্বিশেষ চৈতন্য দ্বারা জীবের নিকট সবিশেষ বিষয়াকারে প্রকাশ পাইতেছে। এ

এই অহং চৈতন্যই জীবাত্মা।

সেই অহং চৈতন্য ঐ গুলির কোনটীর সহিত কামাত্মক, কোনটীর সহিত প্রেমাত্মক, কোনটীর সহিত বা দ্বেষাত্মক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া উহা দ্বারা

স্বীয় ভোগাভিলাষ চরিতার্থ করিতেছে। এবং কোন বিষয়টী সম্বন্ধে সে উদাসীন ভাবের শুদ্ধ জ্ঞাতা মাত্র হইতেছে। তাহার স্বীয় বাসনা চরিতার্থতা জন্য তাহারই ইচ্ছায় যখন ঐ জড় বিষয়গুলি চৈতন্য দ্বারা তাহার নিকট প্রকাশ পাইল, এবং সে যখন উহাদ্বারা স্বীয় অভীষ্ট বাসনা চরিতার্থ করিল, তখন তাহাকেই কর্ত্তা ভোক্তা জ্ঞাতা, তাহাকেই জীবাত্মা, বলা সঙ্গত।

জীব চৈতন্যস্বরূপ-কারণ, তাহার—(১) জ্ঞান চৈতন্যের সাহায্যে।

এখন দেখিব এই জীবাত্মাই অন্তঃকরণ কি না। দেখিয়াছি যে চৈতন্যের সাহায্য ব্যতীত, চৈতন্য দ্বারা প্রকাশিত না করিয়া, জীব বহির্বিষয়ের সহিত কোন প্রকারের সম্বন্ধই স্থাপন করিতে সক্ষম নহে। সে যখন অচেতন বা নিদ্রিত, তখন বহির্বিষয় তাহার ইন্দ্রিয়প্রবিষ্ট হইলেও, সে তাহা জানিতে অক্ষম। এবং সে যে বহিঃপদার্থটী দেখে প্রকৃত পক্ষে সেটী বহিঃপদার্থ নহে। বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা সংগৃহীত, চৈতন্যের দ্বারা প্রকাশিত, সেই পদার্থের মনোময় ছায়ামাত্র। যে যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সেই ছায়া তাহার মনে আগত হয়, সেই সেই ইন্দ্রিয়গুলি বিকৃত হইলে, তদ্দ্বারা সে ছায়াও বিকার প্রাপ্ত হয়। তাহার কামল রোগ হইলে পদার্থ যে বর্ণেরই হউক না কেন, সেই ছায়াপদার্থ হরিদ্রাবর্ণেরই হয়, এবং সেই পদার্থটীকে জীব হরিদ্রাবর্ণের বলিয়াই দেখে। আবার বৃহৎ ক্ষুদ্র স্থূল সূক্ষ্মত্বের যে সীমা পর্য্যন্ত তাহার ইন্দ্রিয়ের বিষয়গ্রহণক্ষমতা, তদতিরিক্ত বৃহৎ ক্ষুদ্র স্থূল বা সূক্ষ্ম ...ন পদার্থ কখনও তাহার জ্ঞানগোচর হইতে পারে না। এবং যে ...যয় গ্রহণের উপযুক্ত ইন্দ্রিয়ের তাহার অভাব, সে বিষয়ক জ্ঞান ...হার আদৌ হয় না। আবার তাহার নিকট বিষয়ছায়া ঠিক ...কাশিত না হইলে অথবা তাহার বিকল্পাদি ভ্রান্ত হইলে, সে রজ্জুকে ...বলিয়াও গ্রহণ করে। যদি তাহার প্রকৃত বাহ্য পদার্থ জানিবার

—জীব দেখে স্বীয় জ্ঞানোদ্ভাবিত বহিঃপদার্থের মনোময় ছায়া।

সামর্থ্য থাকিবে তবে তাহার জ্ঞানের এরূপ ভ্রম প্রমাদাদি কি রূপে হইবে ?

এইরূপ আবার প্রকৃত জড়জগৎ তাহার ভোগ্যও নহে। তাহার স্বপরিকল্পিত ভাব দ্বারা ভাবিত জড় পদার্থের জ্ঞানময় ছায়ামাত্রই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহার ভোগ্য। প্রকৃত তরবারি এক হইলেও কেহ তাহা হইতে সুখ, কেহ দুঃখ, কেহ সাহস, কেহ বা ভয়, অনুভব করে। এই রূপে উহা দৃষ্টে যাহার মনে যে ভাবের উদয় হয়, সে উহার সেই ভাবমাত্র ভোগ করে। অতএব দেখ তাহারা যাহা ভোগ করিল তাহা তরবারি নহে, পরন্তু তরবারি দ্বারা উত্তেজিত তাহাদিগের আপন আপন মনে ভাব। কেহ বা উহার উদাসীন দ্রষ্টামাত্রও হয়। এক অস্থিচর্ম্মবিশিষ্টা রমণী কাহার নিকট কন্যা, কাহার নিকট পত্নী, কাহার নিকট মাতা, এইরূপ নানা ব্যক্তির নিকট নানা ভাবে ভোগ্যা হয়। আমাদিগের যত ভোগ্য বিষয় তৎসমস্তেরই ভোগ এইরূপ। এখন একটু চিন্তাসহকারে দেখিলে দেখিবে যে প্রকৃত প্রস্তাবে তোমার আপন পরিকল্পিত যে ভাব তাহাই মাত্র তুমি উপভোগ কর। বহিঃপদার্থটী কেবল সেই ভাবের উত্তেজক কারণ মাত্র। অবশ্য ঐ পরিকল্পনার উৎপত্তি কোথা হইতে সে বিষয় এখনকার নির্ব্বাচ্য নহে। ধরিলাম ঐ পরিকল্পনা কারণ বিশেষ জাত তোমারই পূর্ব্ব সংস্কার হইতে হইয়াছে। তাহা হইলেও ত বহিঃপদার্থবিশেষ দৃষ্টে, পূর্ব্ব সঞ্চিত তাহার সহিত তোমার সম্বন্ধবিষয়ক তোমার মনে যে ভাবের উদয় হয়, সেই ভাবে ভ[illegible] পদার্থের জ্ঞানময় ছায়া মাত্রই তুমি ভোগ কর ব্যতীত তুমি কদাচ বি[illegible] বহিঃপদার্থটী ভোগ কর না। তোমার যে রসের আদৌ জ্ঞান নাই, সংস্কার নাই, বস্তুটী অন্যের নিকট সে রসের উদ্দীপক হইলেও তোমা[illegible] নিকট হয় না। এবং তোমার পূর্ব্বসংস্কার গুণে যে রসটী তোমা[illegible]

—(২) ভোগ চৈতন্যের সাহায্যে।

নিকট রাগ বা দ্বেষ, প্রিয় বা অপ্রিয়, সুখ বা দুঃখ, যে ভাবের উদ্দীপক, সে রসটী অন্যের নিকট ভাবান্তরের উদ্দীপক হইলেও, তুমি তাহাকে কেবল সেই ভাবেই গ্রহণ কর। ইহাই মানবগণের সৌন্দর্য্য, পরিচ্ছদ, খাদ্যাদি বিষয়ক রুচিভেদের কারণ। আহারীয়াদি পূর্ব্বসংস্কারের সাহায্য ব্যতীত স্বতঃই সুখ দুঃখের কারণ হইলে কদাচ এরূপ হইত না। ভক্ষণ দ্বারা আহারীয় শরীরাভ্যন্তরে যায় বলিয়া জীবাত্মার সহিত তাহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হয় না। বহির্জ্জড় পদার্থ জীবের প্রকৃত ভোগ্য নহে॥ আরও চিন্তাশীল হইলে দেখিবে যে সেই পদার্থের দ্বারা উত্তেজিত পূর্ব্ব-সংস্কার পরিকল্পিত তোমার তদ্বিষয়ক জ্ঞানময় মনোভাব যাহাকে তোমার ভোগ্য বলিয়া আমরা এখন দেখিলাম, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহাও তোমার প্রকৃত ভোগ্য নহে। তোমার যাহা প্রকৃত ভোগ্য, প্রকৃত প্রিয়, তাহা জড়লেশ-বিবর্জ্জিত পূর্ণ চৈতন্যাত্মক আনন্দ। সংস্কার বশে তুমি মনোভাব বিশেষকে তোমার আনন্দের উত্তেজক করিয়াছ বলিয়াই সেই ভাব তোমার আনন্দের উদ্দীপক হইয়া তোমার ভোগ্য। কিন্তু তুমি যখন সংস্কার বিশেষের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ কর, তখন তোমার সেই সংস্কার-জাত ভোগাকাঙ্ক্ষাও নিবৃত্তি হয়; এবং তৎসহ সেই আকাঙ্ক্ষার উদ্দীপক বহিঃপদার্থের মনোময় ছায়াও, পূর্ব্বের ন্যায় তোমার আনন্দের উত্তেজক হইতে না পারিয়া, তোমার ভোগ্য হইতে অসমর্থ হয়।

অতএব আনন্দই তোমার প্রকৃত ভোগ্য। বহির্জ্জড়, বা সেই জড়ের মনোময় ছায়া, সংস্কারবশে তোমার আনন্দের উত্তেজক বলিয়া, পরম্পরা সম্বন্ধে তোমার ভোগ্য। সংস্কার মানবের স্বকৃত। মানবকর্ম্মের বিচিত্রতা হেতু সংস্কারও বিচিত্রতা। কাজেই এসংস্কারজভোগ্য সর্ব্বমানবের একরূপ নহে। কিন্তু আনন্দ জীবের স্বাভাবিক বলিয়া তাহা সর্ব্বজীবের নিকট তুল্যরূপে প্রিয়।*

* পরে দেখিবে যে আত্মার সহিত জড়ের প্রকৃত সম্বন্ধ জ্ঞানজ ভিন্ন ভোগজ নহে; আত্মা জড়ের সাক্ষী, ভোক্তা নহে।

পারিবে না। উহার স্বভাব যদি চৈতন্য হইবে, উপাদান যদি দেশকাল সম্বন্ধযুক্ত পরিচ্ছিন্ন ভৌতিক পদার্থ না হইবে, তবে নির্ব্বিশেষ চৈতন্য ধারণায় উহার ক্ষমতা কেন না হইবে? উহাতে যে চৈতন্য আইসে, সে চৈতন্য কেবল উহার বিষয়াকার বৃত্তির প্রকাশক হইয়া, বৃত্তিটীর সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্তে, সেই সবিশেষ বিষয়াকার ধারণ করে। সে চৈতন্য অন্তঃকরণ হইতে উদ্‌বুদ্ধ হয় না। আমরা দেখিয়াছি যে জীবাত্মার ইচ্ছায় তাহা হইতে ঐ চৈতন্য আইসে। তাহার যখন চৈতন্যস্বভাব, তখন সে স্বীয় চৈতন্য কেন না প্রকাশ করিতে সক্ষম হইবে? এই প্রকাশসামর্থ্যের নামই ইচ্ছাশক্তি। ইচ্ছাশক্তি বলেই সর্ব্বপ্রকার প্রকাশ, সর্ব্বপ্রকার সৃষ্টি, সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম। অতএব কার্য্য দৃষ্টে অন্তঃকরণ জড় বলিয়াই অনুমিত হয়।

দ্বিতীয় স্তবক।

পৌরুষ ও প্রবৃত্তির ভেদ দৃষ্টে আত্মা ও অন্তঃকরণের ভেদ নির্ণয়।

আত্মা ও অন্তঃকরণের পার্থক্য উপলব্ধির জন্য এখন আবার আমরা আর একটী বিষয় আলোচনা করিব। তুমি অবশ্য দেখিয়াছ, যে মনোবুদ্ধির সাহায্য ব্যতীত আমরা কোন বিষয় জানিতে বা ভোগ করিতে সক্ষম নহি; আমাদিগের ও আমাদিগের মনে কার্য্য এক। তথাপি প্রণিধান করিলে, তুমি ঐ কার্য্যের আবার একটু পার্থক্যেরও পরিচয় পাইবে। এবং সেই পার্থক্য চিহ্নের উপর লক্ষ্য রাখিলে, অন্তঃকরণ ও আত্মার প্রভেদ

জীবের ইচ্ছা ও অন্তঃকরণের প্রবৃত্তি এতদুভয়ের বিরোধ।

তোমার নিকট আরও পরিস্ফুট হইবে। চিন্তাশীল হইলে দেখিবে যে মনেরও একটী স্বতন্ত্র প্রবৃত্তি [২] আছে ; এবং অনেক সময়ে আবার সে প্রবৃত্তিটী তোমার স্বীয় ইচ্ছার [২] অনুকূলও নহে। ধর তোমার মৃত সন্তানের জন্য শোক করিয়া তুমি নিজের ও পরিবারের অনিষ্ট করিতেছ, অথচ শোকে কোন ফল দেখ না বলিয়া সময়ে শোক না করিতে তোমার ইচ্ছা ও চেষ্টা হইতেছে। তথাপি তোমার ঐ ইচ্ছাকে উপেক্ষা করিয়া মন তোমাকে শোকে প্রবর্ত্তিত করিতেছে। আবার কখনও দেখিবে যে কোন অখাদ্য ভক্ষণে বা দুষ্কর্ম্ম করণে তোমার মনেরপ্রবৃত্তি হইতেছে, কিন্তু তোমার নিজের তাহাতে ইচ্ছা হইতেছে না। অবশ্য অন্তঃকরণজাত প্রবৃত্তিগুলি সর্ব্বদাই যে তোমার ইচ্ছা হইতে মন্দ বিষয়ে হয়, তাহাও নহে। কখন তোমার নিজেরও কোন দুষ্কর্ম্ম জন্য ইচ্ছা হয়, কিন্তু তোমার মনের প্রবৃত্তি তাহার বিরুদ্ধ হয়। ফল কথা প্রবৃত্তিটী ভালই হউক বা মন্দই হউক, মনেরই হউক বা বুদ্ধিরই হউক, ইচ্ছার সহিত প্রবৃত্তিটী যে অনেক সময়ে পৃথক ও বিরুদ্ধ হয়, তাহার পরিচয় তুমি সর্ব্বদাই পাইয়া থাক। আবার সময়ে ইহাও দেখিয়া থাক যে তুমি স্বয়ং যে রূপ বিষয়ে অনাসক্ত বা উদাসীন, এরূপ অনেক বিষয়ও তোমার মনে উদয় হয়। কিন্তু তৎসম্বন্ধে তোমার বিশেষ প্রণিধান বা ভোগেচ্ছা হয় না।

[২] এই অন্তঃকরণ প্রবৃত্তি তোমার আপন পূর্ব্ব সঞ্চিত কর্ম্মজাত শক্তির প্রকাশ মাত্র। তুমি যে বাসনা দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়া যে কর্ম্ম কর, এবং ঐ কর্ম্মফলের উপর কাম রাগ বা দ্বেষাত্মিকা তোমার যে রূপ আসক্তি হয়, সেই আসক্তি মিশ্রিত বাসনা শক্তিরূপে, তোমার অন্তঃকরণে থাকিয়া যায়। যখন বিষয় সংযোগে পুনরায় উত্তেজক কারণ পায়, তখন সেই শক্তি আবার প্রবৃত্তি আকারে, প্রবুদ্ধ হইয়া তোমাকে উত্তেজিত করে। ঐ প্রবুদ্ধ পূর্ব্ব সঞ্চিত আসক্তির নাম প্রবৃত্তি। ইচ্ছা এরূপ পূর্ব্বকৃত ক[র্ম্ম] [স]ঞ্চিত শক্তি নহে। ইচ্ছা মূলতঃ অপূর্ব্ব ও স্বতন্ত্র। এ বিষয় কর্ম্ম বিজ্ঞানে সবিশে[ষ] [বি]বৃত হইবে।

আবার মন অস্থির ও প্রবৃত্তি বিশেষের বশবর্ত্তী হইলে তাহাকে স্থির করা, বা তদ্দ্বারা তাহার প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কাজ লওয়া, তোমার পক্ষে অতি দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠে।

পৌরুষ।

অন্তঃকরণ প্রবৃত্তি হইতে স্বতন্ত্র এই ইচ্ছাজাত প্রযত্নকে শাস্ত্রে পৌরুষ বা পুরুষকার বলে। যোগবাশিষ্টে পৌরুষ উচ্ছাস্ত্র ও শাস্ত্রীয় এই দ্বিবিধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। উচ্ছাস্ত্রপৌরুষপ্রযত্ন পাপ বিষয়ক, ও শাস্ত্রীয় পুণ্য বিষয়ক। প্রযত্নটী পুরুষের স্ব ইচ্ছাজাত বলিয়াই উহার নাম পৌরুষ। পৌরুষশক্তি প্রবল হইলে তদ্দ্বারা প্রবৃত্তি অভিভূত হয়, এবং পুরুষ স্বীয় ইচ্ছামতে কার্য্য করিতে সক্ষম হয়। আবার প্রবৃত্তির শক্তি প্রবল হইলে তদ্দ্বারা পৌরুষ অভিভূত হয়। কাজেই তখন অনিচ্ছা স্বত্বেও পুরুষকে সেই প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে হয়। তখন তাহার বোধ হয় যেন তাহার স্বীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন বহিঃশক্তি আসিয়া সবলে তাহাদ্বারা কার্য্যটী সম্পাদন করাইল।

আত্মা ও মন পৃথক

এখন দেখ তুমি ও তোমার মন যদি একই পদার্থ হইবে তবে উহাদিগের মধ্যে ঐরূপ বিরুদ্ধ ভাব কি রূপে দৃষ্ট হইবে? তাহা হইলে তোমার ও তোমার মনের প্রবৃত্তি একই থাকিত। এবং মনও তোমার মধ্যে কোন রূপ দ্বৈতভাবও দৃষ্ট হইত না। নিজে নিজপ্রবৃত্তি অনুযায়ী কার্য্য করিতে আবার বিরুদ্ধ চেষ্টার অবকাশ কোথায়?

যদি বল আত্মা ও অন্তঃকরণের কার্য্য যখন এক হইল, তখন অন্তঃকরণের অনপেক্ষায় আত্মার পুরুষপ্রযত্ন বা ইচ্ছা প্রকাশ কি রূপে হইবে? তোমার এ প্রশ্নের উত্তরে বলিব,—অন্তঃকরণ ছাড়িয়া যে জীবাত্মার কার্য্য হয় না, একথা স্বীকার্য্য, এবং পুরুষপ্রযত্ন বা ইচ্ছা যে অন্তঃকরণে প্রকাশ হয়, এ কথাও ঠিক। তবুও একটু প্রণিহিতচিত্ত হইলে ঐদ

জীবের ইচ্ছা ও অন্তঃকরণের প্রবৃত্তি উভয়ই অন্তঃকরণ প্রকাশ হইলেও উহারা পৃথক। সেই পার্থক্য দৃষ্টে আত্মা ও অন্তঃকরণের ভেদ নির্ণয়।

দুইটীর মধ্যে ইচ্ছাটী যে জীবপ্রবর্ত্তিত, এবং প্রবৃত্তিটী যে অন্তঃকরণপ্রবর্ত্তিত, তাহা তুমি বেশ বুঝিতে পারিবে। প্রথম তোমার মন ও বুদ্ধিকে পৃথক করিয়া ধর যেন, তোমার মনোগত কোন প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে, বিশুদ্ধবুদ্ধি (বিবেক) দ্বারা প্রকাশ্য কোন ইচ্ছা তোমার হইয়াছে। তখন অবশ্য বুদ্ধির সহিত মিলিত, বুদ্ধিতে উপহিত, হইয়া তোমার সেই ইচ্ছা তোমাকে বুদ্ধি দ্বারা প্রকাশ করিতে হইবে। অতএব তখন তুমি বুদ্ধিরূপ ধারণ করিবে। এবং বুদ্ধিরূপী তুমি তোমার মনোগত প্রবৃত্তির সহিত, তোমার মনের সহিত, বিবাদ করিবে। কাজেই দেখিবে যে মন তোমাহইতে পৃথক। এইরূপে আবার যখন তোমার বুদ্ধিজাত কোন প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে মন দ্বারা প্রকাশযোগ্য কোন ইচ্ছা হইবে, তখন সেই ইচ্ছাপ্রকাশজন্য তোমাকে মনের সহিত তাদাত্ম্য গ্রহণ করিতে হইবে। তখন তুমি মনোময় হইয়া তোমার বুদ্ধির সহিত বিবাদ করিবে, ও দেখিবে যে তোমার বুদ্ধিও তুমি নও, বুদ্ধিও তোমা হইতে পৃথক্। এই রূপে অন্বয় ও ব্যতিরেকমুখী অনুমান দ্বারা তোমার আত্মা হইতে তোমার মনোবুদ্ধির পৃথক্ সত্ত্বা অনুমিত হইবে।

অবশ্য জীবের মন ও বুদ্ধির ঐরূপ পার্থক্য কতকটা কাল্পনিক। কিন্তু ঐ পার্থক্যধারণা পরিত্যাগে দেখিলেও, তুমি তোমার ইচ্ছা ও তোমার অন্তঃকরণজাতপ্রবৃত্তির পার্থক্য দেখিতে পাইবে, এবং তদ্দৃষ্টে তোমারও তোমার অন্তঃকরণের প্রভেদও বুঝিতে পারিবে। এখন ধর, ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি এ উভয়ই এক অন্তঃকরণে উদিত, এবং বিষয় ও চৈতন্য সংযুক্ত বৃত্তি অংশে, উভয়ই সম্পূর্ণ রূপে তুল্য। তথাপি লক্ষ্য করিলে ঐ উভয়ের মধ্যে ইচ্ছাটীতেই কেবল তোমার অভিমানাত্মক অহঙ্কারের সম্বন্ধ দেখিবে, তাহাতেই কেবল তোমার কর্ত্তৃত্বের পরিচয় পাইবে। প্রবৃত্তিটীতে

পাইবে না। কাজেই বুঝিবে যে ইচ্ছাটীরই কেবল তুমি প্রকৃত কর্ত্তা। প্রবৃত্তিটীতে যে তোমার চৈতন্য সংযুক্ত হইয়াছে, প্রকৃতপ্রস্তাবে সে সংযোগসম্বন্ধে তুমি কর্ত্তা নহ। প্রবৃত্তিটী স্বীয়শক্তিচাঞ্চল্যদ্বারা উত্তেজিত করিয়া তোমাহইতে ঐ চৈতন্যটুকু বাহির করিয়া লইয়া তদ্দ্বারা তোমার নিকট প্রকাশিত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু তুমি এখনও উহাকে তোমার আপন বলিয়া গ্রহণ কর নাই, উহাদ্বারা প্রবর্ত্তিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ কর নাই। যে পর্য্যন্ত তোমার ইচ্ছার সহিত প্রবৃত্তিটী একত্ব না পাইবে, সে পর্য্যন্ত প্রবৃত্তিটী তোমার চৈতন্যদ্বারা সপ্রকাশ হইলেও তোমাহইতে পৃথকই থাকিয়া যাইবে। তোমার নিঃসঙ্গ চৈতন্য পাইয়াছ বলিয়াও এই পৃথকত্বের কোনরূপ ব্যাঘাত হইবে না। তুমি যেরূপ তোমার অন্তঃকরণকে ইচ্ছাপ্রকাশদ্বারা উত্তেজিত কর, তদ্রূপ আবার তোমার অন্তঃকরণ ও তাহার প্রবৃত্তিদ্বারা তোমাকে উত্তেজিত করিতে পারে। তোমাদিগের যখন পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ ও তাদাত্ম্যভাব, তখন একের শক্তি কেন না অন্যকে স্পর্শ ও উত্তেজিত করিতে পারিবে? অতএব তুমি পাইলে, যে তোমার ইচ্ছা ও ঐ প্রবৃত্তি, এ দুইটী এক নহে। এবং যখন প্রবৃত্তিটীর উদ্ভব তোমার অন্তঃকরণ হইতে, তখন তোমার অন্তঃকরণহইতেও তুমি পৃথক্।

মন ও আত্মা পৃথক্ বলিয়াই ত মনের উপর আধিপত্য সংস্থাপনের, মনকে পুরুষের আয়ত্তাধীনে আনিবার, অবকাশ। মনের স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় কে না পাইয়াছেন? মনের জন্য কাহাকে না, কি ঐহিক, কিপারত্রিক, ক্লেশভোগ করিতে হইয়াছে? কর্ত্তব্য জ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বে মূঢ় ও ক্ষিপ্তাবস্থার প্রারম্ভে অবশ্য মানবের এ পার্থক্যজ্ঞান থাকিতে পারে, থাকাও মানবের পক্ষে হিতকর নহে। তখন মন তাহার প্রধান কর্ম্মপ্রবর্ত্তক, তাহার জড়াত্মক মূঢ়ভাবের নাশক। কাম

অন্তঃকরণ ও আত্মার পৃথকত্বের অন্য পরিচয়।

আত্মা ও অন্তঃকরণ।

পরম মঙ্গলময় নৈসর্গিক নিয়মে মনের সহিত তাহার সম্পূর্ণ তাদাত্ম্য মনকেই তখন সে আত্মা বলিয়া জানে। মনের প্রবৃত্তিই তখন তাহার নিকট তাহার নিজের ইচ্ছা। মনকে সে কোন বিষয়েই তাহা হইতে পৃথক্ বা তাহার অহিতকারী বলিয়া জানে না। তখন পর্যন্তও তাহার নিজের কোনই কর্ত্তব্য জ্ঞান নাই॥ পরে মন যখন কামরাগসঙ্কল্পাদি দ্বারা উত্তেজিত হইয়া স্বীয় জড়ত্বের হ্রাসসহকারে মানবকে বিষয়বাসনায় উন্মত্ত করিয়া তোলে, তখন আবার পরমহিতকর সেই নৈসর্গিক নিয়ম-প্রসাদেই ক্রমে মানবের বিষয়াসক্তি কমিয়া আইসে,তাহার নিকট বিষয়ের মোহিনীশক্তির আর পূর্ব্বের ন্যায় তেজ থাকে না। ঐ শক্তি দ্বারা তাহার আত্মার মোহাত্মক জড়াবরণ কমিয়া যাওয়ায় ক্রমে আত্মার স্বীয় স্বভাবের বিকাশ হয়। কাজেই পূর্ব্বের ন্যায় বিষয়তৃষ্ণায় আর তাহার সতত সমভাবের উন্মত্ততা থাকে না। সে বিক্ষিপ্তাবস্থা পায়,—সময়ে বিষয়ের জন্য পাগল, সময়ে আবার আত্মচিন্তাতৎপর ও বিষয়ে অনাসক্ত, হয়। তখন তাহার কর্ত্তব্যজ্ঞানের উদয় হয়। সেইজ্ঞানজাত প্রবৃত্তিই তাহার প্রবর্ত্তক হয়। এই রূপে কর্ত্তব্য জ্ঞান উদয়ের পর, পুরুষ মনের অনিষ্ট-কারিত্বের পরিচয় পায়। তখন আত্মোন্নতিসহকারে সে পদেপদেই দেখে যে মনের দ্বারা তাহার ঈপ্সিত উন্নতির সাহায্য হওয়া দূরে থাকুক, ইহার কষায়ত্ব,* ইহার লয়ভাব † ও ইহার বিক্ষেপশক্তি জন্য, প্রতিদিনই তাহার ঈপ্সিত উন্নতির ব্যাঘাত হয়, এবং ইচ্ছা বিরুদ্ধেও অনেক সময় তাহাকে অহিতকরকার্য্যে রত হইতে হয় [৩]

---

* প্রবল বাসনা বশে অন্তঃকরণের স্তব্ধীভাব।

† আলস্য নিদ্রাদি তামসিক ভাব।

(৩) এই অবস্থায় পুরুষ বিলক্ষণ বুঝিতে পারে যে এই অন্তঃকরণগত প্রবৃত্তির, এই অন্তঃকরণের, অধীনত্বই তাহার পক্ষে শাস্ত্রোল্লিখিত প্রকৃত পাশবন্ধন, এবং সেই পাশহইতে মুক্ত হইতে পারিলে, অন্তঃকরণজাতঅহম্বৃত্তি ছাড়িতে সক্ষম

মনোনিগ্রহ অবশ্যই বড় কঠিন ব্যাপার। তবে কঠিন হইলেই যে একেবারে অসাধ্য তাহাও নহে। অসাধ্য হইলে ত আর জীবের উন্নতি, জীবের মুক্তির, সম্ভাবনাই থাকিত না। পরে দেখিবে যে প্রকৃত পক্ষে আত্মাংশে জীবে ও ঈশ্বরে কোনই প্রভেদ নাই। পিতা পুত্র একই। অতএব সে আত্মার অসাধ্য কোন্ কার্য্য আছে, যে আত্মার সামান্য ইচ্ছা প্রকাশে, সামান্য শক্তি প্রসারণে, এই বিচিত্র বিশ্বের উৎপত্তি? সে আত্মা এখন জড়াসক্তি দোষে দুর্ব্বল হইলেও যে কালে শিক্ষাকৌশলে এই তুচ্ছ মনোজয়রূপ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিবে না, এ কথা কিরূপে সম্ভবে? ঔৎসুক্য একাগ্রতা ও দীর্ঘকাল ব্যাপী নিরন্তর নিয়মিত প্রযত্ন সহকারে মনের এই স্বাতন্ত্র্যভাব নষ্ট করা, মনকে আপন অধিনে আনা, পুরুষের পক্ষে অসাধ্য নহে। সম্পূর্ণ রূপে মনকে আয়ত্তাধীনে আনিতে পারুন বা নাই পারুন, অনক সময়েই অনেকে সামান্য প্রযত্নেও মনোগত প্রবৃত্তিবিশেষের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন, প্রবৃত্তি বিশেষের সম্বন্ধে মনকে নিগ্রহ করিয়া থাকেন। পৌরুষশক্তি, প্রবৃত্তির শক্তি অপেক্ষা, প্রবল হইলে কেনই বা না করিবেন? দুর্ব্বল শক্তি প্রবল শক্তি দ্বারা নিগৃহীত হওয়া ত স্বভাবেরই নিয়ম [৪]। বর্ত্তমান

হইলেই, তাহার ঈশ্বরত্ব। তখন সে বুঝিতে পারে যে প্রকৃত পক্ষেই "পাশবদ্ধো-ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ"।

(৪) এ নিয়ম কর্ম্ম বিজ্ঞানের বিরোধী নহে। এই কারণে কি ঐহিক, কি পারত্রিক, উন্নতি জন্য প্রযত্নের বৃদ্ধি করা, সতত প্রযত্নশীল হওয়া, জীবের অবশ্য কর্ত্তব্য। এত আমি বলিলাম অন্তঃকরণের সহিত পুরুষের আত্মাভিমানাত্মকবন্ধন থাকা কালের কথা। পরে যখন প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে জীবন্মুক্তাবস্থায় ঐ অভিমান ক্ষয় হইবে, যে অহঙ্কারবৃত্তি দ্বারা আত্মা অন্তঃকরণের সহিত সম্বদ্ধ, সে বৃত্তি নষ্ট হইবে, পুরুষের জ্ঞানাত্মক অহংভাব আর থাকিবে না, তখন অন্তঃকরণে পুরুষের পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মজাত যত শক্তিই আবদ্ধ থাকুক না কেন, তাঁহার সহিত ঐ শক্তির সংযোজক যে অহংবৃত্তি,

অবস্থায় তুমি ইচ্ছা করিয়া ক্ষণকালের জন্য মনকে নিষ্ক্রিয় রাখিতে অক্ষম হইলেও,দেখিবে যে প্রযত্ন ও অভ্যাস সহকারে ক্রমে তদ্রূপ রাখা তোমার পক্ষে খুব কঠিন হইবে না।

তবে অন্তঃকরণের ঐকান্তিক নিগ্রহ বা তাহার হস্ত হইতে পূর্ণ মুক্তি যে সহজ ব্যাপার এ কথা আমার বক্তব্য নহে। ফল কথা সহজই হউক, আর কঠিনই হউক, অভ্যাস ও প্রযত্ন সহকারে পুরুষ যে অন্তঃকরণকে অনুগ্রহ নিগ্রহ করিতে সক্ষম, এ কথা ত তুমি এখন আর অস্বীকার

সে বৃত্তির অভাবে ঐ শক্তি তাঁহাকে আর স্পর্শও করিতে পারিবে না। অন্তঃকরণজাত স্থূলশরীরের উপর ঐ শক্তির কার্য্যকারিত্ব থাকিলেও মুক্ত পুরুষ উহার হাত হইতে মুক্তই থাকিবেন। প্রারব্ধ কর্ম্মজাত সেই শরীরের সহিত আমরণ প্রারব্ধ জন্য তাঁহার সম্বন্ধ থাকিলেও তিনি স্বয়ং উহার সুখদুঃখে তাঁহাকে সুখী দুঃখী জ্ঞান করিবেন না। তিনি জীবন্মুক্ত থাকিবেন। এই কারণেই বলে জ্ঞানাগ্নি সর্ব্বকর্ম্মফল দগ্ধ করে। অনাত্মে আত্মজ্ঞান জাত অনাত্মসঙ্গলিপ্সা জন্যই জীবের কর্ম্মফল তাহার যাবতীয় কর্ম্মফল তাহার অন্তঃকরণেই সঞ্চিত থাকে এবং তাহার জড়ে অহংবুদ্ধিজাত ঐ অনাত্মসঙ্গলিপ্সাই সেই অন্তঃকরণসঞ্চিত শক্তিকে তাহার সহিত সংযুক্ত রাখে। কাজেই সেই সঙ্গলিপ্সা নষ্ট হইলে ঐ সংযোগও নষ্ট হয়। সংযোগ নষ্ট হইলে আর ঐ শক্তি আত্মাকে কিরূপে স্পর্শ করিবে? তবে যে প্রারব্ধ কর্ম্মবীজ হইতে তাহার শরীরেন্দ্রিয়াদির উৎপত্তি, সে বীজজাত বৃক্ষে অবশ্যই সে বীজশক্তির প্রকাশ থাকিবে। যে বীজে যে বৃক্ষ সে বীজশক্তি কেন না সে বৃক্ষে প্রকাশ পাইবে? কর্ম্মবীজে ক্ষয় রোগ শক্তি থাকিলে তজ্জাত শরীরবৃক্ষে কেন না ক্ষয় রোগ হইবে? তবে তদ্রূপ হইলেও শরীরের সহিত যখন সে পুরুষের আর আত্মাভিমান নাই, তখন শরীরের রোগে সে পুরুষকে কি করিয়া রুগ্নবোধকরাইবে? প্রারব্ধ কর্ম্মফল এইরূপ শরীরেন্দ্রিয়াদির বীজ হইলেও প্রাক্তন বা ক্রিয়মান কর্ম্মফল তদ্রূপ নহে। কাজেই ঐ সকল কর্ম্মফল জ্ঞানোদয়ে একেবারেই বিনষ্ট হয়। কেবল প্রারব্ধের বিকাশ শরীরের উপর থাকিয়া যায় মাত্র। এ বিষয় কর্ম্মবিজ্ঞানের বিচার্য্য। তাহাতেই পাঠক আর

করিতে পার না। তাহার পরিচয় ত তুমি অনেক পাইয়াছ। তুমিও তোমার অন্তঃকরণ পৃথক্ বলিয়াই তাহাকে এইরূপ অনুগ্রহ নিগ্রহের অবকাশও প্রয়োজন।

———*———

তৃতীয় স্তবক।

সিদ্ধান্তঃ—অন্তঃকরণ আত্মা নহে, আত্মার করণ বা ক্ষেত্র।

অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে অন্তঃকরণ আত্মা নহে। আত্মা প্রকৃত কর্ত্তা ভোক্তা জ্ঞাতা। অন্তঃকরণ তাহার কর্ম্ম, ভোগ, ও জ্ঞান, বাসনা চরিতার্থতার ক্ষেত্র, তাহার করণ। জীব কখন নিজ ইচ্ছাশক্তিদ্বারা অন্তঃকরণকে উত্তেজিত করিয়া, কখন আবার অন্তঃকরণজাত প্রবৃত্তি শক্তি দ্বারা উত্তেজিত হইয়া, অন্তঃকরণক্ষেত্রে বিষয়-বৃত্তি উৎপাদন, ও সেই বৃত্তিটীকে স্বীয় চৈতন্যদ্বারা সচেতন, করিয়া তদ্দ্বারা আপন বাসনা চরিতার্থ করে। এই কারণে অন্তঃকরণ জাত ঐ সচেতন বৃত্তিগুলি [illegible] অন্তঃকরণ এই উভয়েরই কার্য্য।

———

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—অন্তঃকরণ ক্ষেত্রের প্রয়োজন।

প্রথম স্তবক।

জড় ও চৈতন্যের মিলন।

আমরা দেখিয়াছি জীবাত্মা ও তাহার জ্ঞেয়ভোগ্যবিষয়গুলি ভিন্ন [illegible]াবের। কাজেই উহাদিগের পরস্পরের মিলন সম্বন্ধজ। জ্ঞাতা আত্মা, জ্ঞেয় বিষয়, এবং জ্ঞান উহাদিগের পরস্পরের সম্বন্ধ। জ্ঞান দ্বারা ঐ বিভিন্ন স্বভাবের দুই পদার্থের, চৈতন্য ও বিষয়ের, মিলন হয়। এই

জড় ও চৈতন্যের মিলন কিরূপ।

মিলনের নাম তাদাত্ম্য ধারণ, ওতঃপ্রোত হওন। অঙ্গার য়েরই
আর অঙ্গার যে রূপ ভিন্ন জাতীয় পদার্থ হইয়াও একত্ব পা তন্য,
বিষয়ের মিলনেও, ঐ উভয়ের তদ্রূপ একত্ব হয়। এই স্বীয়
চৈতন্যময় হইয়া, আত্মার সমস্বভাব প্রাপ্তে, আত্মার সহিত মিলি সং-
বাসনা চরিতার্থকরণে সমর্থ হয়। নচেৎ বিষয় শুদ্ধ স্বীয় জ ক
থাকিয়া জীবের বাসনা চরিতার্থ করা দূরে থাকুক, জীবকে স্ব
তেও সক্ষম নহে।

বিষয়ের সহিত মিলনে চৈতন্য আপন নির্ব্বিশেষস্বভাব প
করিয়া সবিশেষ পরিচ্ছিন্ন জড় বিষয়ের ভাবে, তাহার আ
ও তাহার স্বভাব গ্রহণে প্রকাশ পায়। উপাধি ও উপহিত, স্ফটিক
জবাপুষ্পের ছায়া ও সেই ছায়াযুক্ত স্ফটিকাংশের ন্যায়, সর্ব্বদাই এই
পরস্পরপরস্পরের স্বভাবে প্রকাশ পায়। এ মিলনটী প্রকৃত পরমা
নির্ব্বিশেষ মিলন নহে। সূর্য্যের আলোক যে রূপ ঘটাকার [৫] ধা

---

(৫) আলোকের এই ঘটাকার ধারণ ফটোগ্রাফের কার্য্য পর্য্যালোচনা করি
পরিষ্কার রূপে বুঝা যাইবে, ও দৃষ্ট হইবে যে শুদ্ধ আলোক ও ছায়ার সাহায্যেই স
পদার্থের আকারের জ্ঞান হইতে পারে। উহারা সর্ব্ব পদার্থেরই আকার ধা
করিতে পারে। জ্ঞানালোক ও অজ্ঞান ছায়ারও এই রূপ শক্তি আছে। এই জ
আলোকের বিষয় প্রকাশ ও জ্ঞানালোকের বিষয় প্রকাশ একই স্বভাবের। তবে
সঙ্কোচ স্বভাব জড় আলোক প্রকাশসসীম, আর সর্ব্বসঙ্কোচ বিবর্হিত প্রকৃত জ্ঞানালো
প্রকাশ অসীম।

এই প্রসঙ্গে আরও একটী কথা বলিব। আলোকের ঐ যে প্রকাশ
বস্তুটীর শুদ্ধ বহিরাকার লইয়াই সীমাবদ্ধ নহে। পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞানের
দ্ধ হইয়াছে যে, স্থূলপ্রস্তরফলকটীকে যে আমরা এক অখণ্ডরূপ দেখি, কৃ
একটী স্তাবে উহা তদ্রূপ নহে। যে পরমাণু নিচয়ের পরস্পর আকর্ষণ বিকর্ষণ জন্য
পারম। লকটীর অস্তিত্ব, সে পরমাণুগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে পরস্পর সংলগ্ন নহে, একটী
রুদ্ধই প্রস্তরটীর মধ্যে অনেক অবকাশ।

কে প্রকাশ করে, জ্ঞানের বিষয়াকার ধারণও তদ্রূপ। বিষয়াকার ধারণ রূপ বিষয়ের সহিত মিলন দ্বারা ঐ চৈতন্ত

দ্বারা এ তথ্য এখন অভ্রান্তরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। অতএব আমরা যে অখণ্ডরূপে দেখি, সে অখণ্ডত্ব উহার বস্তুগত স্বভাব জন্ত নহে, উহার ...তা জন্ত। ঐ জড়শক্তিই উহার অন্তরস্থ প্রকৃত অবকাশ গুলির মধ্য দিয়া চৈতন্তের প্রবেশ অবরোধ করে। অবরোধ যদি শুদ্ধ আমারই একার ... হইত, তবে উহা আমারই দর্শন শক্তির দুর্ব্বলতাজন্ত বলিতাম এবং যে প্রস্তরের স্বীয় শক্তিগত কোন গুণ উহার উৎপাদক নহে। কিন্তু আমি ... জগতের সকল লোকেই উহাকে ঐরূপ দেখেন, এবং সূর্য্যের আলোকও ... ন্যায় তুল্য তেজ লইয়া উহার অন্তরে প্রবেশ করিতে অক্ষম। আবার উহার ... ফল পাইবার জন্য উহাকে আমি যখন যে প্রয়োজনে ব্যবহার করি, উহা আমার সেই প্রয়োজন সুচারুরূপে সাধিত করিয়া, আমার নিকট উহার প্রকৃত ... পরিচয় দেয়। কাজেই অনুমান হয় যে উহার অবশ্যই শক্তিগত কোন গুণ ... দ্বারা উহা সর্ব্বত্রই উহার ঐ অখণ্ড জড়ত্বের পরিচয় দিতে সক্ষম হয়। ... জড়তা জন্তই উহার প্রস্তরত্ব। এবং ঐ গুণের যে পরিমাণ প্রকাশ অবরোধক ... অপেক্ষা প্রবলতর শক্তির নিকট ঐ শক্তি অকর্ম্মণ্য, এবং দুর্ব্বলতরশক্তির ... কর্ম্মণ্য।

এখন দেখ এই বিজ্ঞান ও "রনজেনয়ে" আবিষ্কারের বহু পূর্ব্বে অদ্বৈত ... বলিয়াছেন যে,এই প্রস্তর প্রকাশ সর্ব্বতোভাবেই জড়াত্মক তমোগুণের কার্য্য- ... উহার যে প্রকৃত-বস্তুসত্তা তাহা সেই অবাঙ্‌মনসগোচর ঐশিক সৎ। তাঁহার ... তি, তাঁহার স্বীয় অদ্বিতীয় সতের সত্তাগ্রহণে, এই প্রস্তর ফলকখানি সৃষ্টি করি- ... উহার বাহিরের বস্তু প্রকাশ যে রূপ বস্তু কল্পে মিথ্যা, উহার অন্তরের পরমাণু- ... প্রকাশও তদ্রূপ মিথ্যা। প্রকৃত পক্ষেও দেখ বাহিরের ঐ আশ্চর্য্য জড়ত্ব ও ... যদি বস্তুজাত না হইয়া গুণজাত হইতে পারিল, তবে অন্তরের পরমাণুগত জড়ত্ব ... তদ্রূপ হইবে, তাহারই বা অসম্ভাবনা কোথায়? জড়গুণ যদি অদৃশ্য সূক্ষ্মত্ব ... (বস্তু) অবলম্বনে বৃহৎ প্রস্তর প্রকাশ লাভ করিতে পারিল, তবে ঐশ সৎ (বস্তু) ... পর্য্যন্ত। জ্ঞান দ্বারা ঐ বিভিন্ন ... প্রকাশশক্তি ...

বা বিষয় কোনটীরই প্রকৃত স্বভাব বা সত্তার লোপ হয় না। উভয়েরই পৃথকৃত্ব থাকিয়া যায়। চেষ্টা করিলে কোন্‌টী বিষয়, কোন্‌টী চৈতন্য, সর্ব্বদাই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কাজেই এ মিলনে জীব স্বীয় সঙ্গবাসনা পরিতৃপ্ত করিতে সক্ষম। মিলনের পূর্ণ অবসানে, সংযোগের আত্যন্তিক বিয়োগে, আবার যেটী যাহা সেটী ঠিক তাহাই হয়।

জড়ের সহিত জীবের মিলন সম্বন্ধজ।

এখন দেখিলে যে, জড়ের সহিত তোমার যে মিলন, সে মিলন বিষয়সম্বন্ধ। চিদচিতের, চৈতন্যজড়ের, মিলন সততই এইরূপ। আত্মায় আত্মায় যেরূপ নির্ব্বিশেষ মিলনের কথা [৬], এ মিলন তদ্রূপ নহে। জড়ের সহিত তোমার এই সম্বন্ধের উৎপাদক যে চৈতন্য, সে চৈতন্য যে বিষয়ের সহিত তাদাত্ম্যধারণে সক্ষম হইবে, তুমি কেবল সেই বিষয়ের সহিতই সঙ্গ করিতে পারিবে। ঐ চৈতন্যও আবার তোমারই নিজের। চিৎ তোমারই আত্মা। সে চিতে তুমি যে পরিমাণের ও যে গুণের শক্তি-সংযোগ করিতে শিখিবে, তাহার চৈতন্যশক্তিও সেই পরিমাণ ও তদ্রূপ হইবে। সে সেইরূপ গুণ, সেইরূপ সবলতাই, পাইবে।

পরিচয় যথেষ্ট পাইলে। অতএব আশা করা যাইতে পারে যে বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত বেদান্তবাক্যের প্রকৃতত্ব ক্রমে পরিস্ফুট হইবে। পরমাণুসম্বন্ধীয় বর্ত্তমান প্রোটিড্‌ আবিষ্কার ঐ বাক্যের আরও পোষক।

(৬) আত্মার নির্ব্বিশেষ মিলন কেবল পরমাত্মার সহিতই হয়। সে মিলনে পার্থক্য থাকে না। জলে জলের মিলন, অগ্নিতে অগ্নির মিলনের ন্যায়। মিলনের পর আর কে কোন্‌টী, তাহার কোনই পরিচয় থাকে না। সে মিলনের জন্য অন্য একটী ক্ষেত্র বা অন্তঃকরণরূপ মধ্যস্থের আবশ্যক হয় না। সে মিলন সম্বন্ধজ নহে, পারমার্থিক। কাজেই সে মিলনে জ্ঞাতা জ্ঞেয়ের প্রভেদ থাকে না। তখন ব্রহ্মবিদ্‌ ব্রহ্মই হইয়া যান। "ব্রহ্মবিদ্‌ ব্রহ্মৈব ভবতি"।

দ্বিতীয় স্তবক।

অন্তঃকরণের কার্য্য।

তুমি পূর্ব্বে দেখিয়াছ যে, তোমার ইন্দ্রিয়দ্বারা সংগৃহীত বহিঃপদার্থের ছায়া ব্যতীত, প্রকৃত বহিঃপদার্থ তুমি জ্ঞানগোচর করিতে অক্ষম। তোমার যে পদার্থজ্ঞান, তাহা তোমার ইন্দ্রিয়ের বিকারদ্বারা বিকৃত, ইন্দ্রিয়ের শক্তি ও স্বভাব দোষে দূষিত। তোমার সম্বন্ধে তোমার জ্ঞানগম্য বিষয়ের ছায়াই বহির্জ্জগৎ। তোমার কামল রোগ হইলে তোমার বহির্জ্জগৎও হরিদ্রাবর্ণের।

সপ্রণিধান হও আবার দেখিবে যে, তুমি যে শুদ্ধ স্থূল বহির্জ্জগতের সহিতই তাদাত্ম্যধারণে অসমর্থ, তাহাও নহে। সূক্ষ্ম যে আকাশ বায়ু আদি, তাহার সহিতও তাদাত্ম্যধারণে অক্ষম। তাহাদিগকে যে তুমি জান, সেও তোমার তদ্বিষয়ক অন্তঃকরণবৃত্তিদ্বারা। তোমার কামল রোগ হইলে, তাহারাও তোমার নিকট হরিদ্রা বর্ণের হয়। আবার যদিও শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পাঁচটী সূক্ষ্ম উপাদানদ্বারাই তুমি বহির্জ্জগৎ জানিতে সক্ষম, তবুও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঐ পাঁচটী বহিঃসূক্ষ্ম ভূতের সহিতও তোমার মিলন হয় না। উহাদিগের উত্তেজনায় উৎপন্ন তোমার অন্তঃকরণবৃত্তিমাত্রই তোমার জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে। সেই বৃত্তির সহিতই তোমার চৈতন্য তাদাত্ম্যধারণ করিতে পারে। কাজেই তোমার জ্ঞানক্ষেত্র অবশ্য তোমার অন্তঃকরণই হইবে। অতএব অন্তঃকরণের এক কার্য্য, তোমার বাসনার চরিতার্থতা জন্য বহির্জ্জগৎ হইতে, তোমার ইচ্ছায়, তোমার দুর্ব্বল চৈতন্যের গ্রহণোপযুক্ত বহির্বিষয় সংগ্রহকরণ।

আবার দেখিবে যে, তোমার অন্তঃকরণ যেরূপ তোমার ইচ্ছায় বাহির হইতে বিষয় সংগ্রহ করিয়া তোমার বাসনা চরিতার্থ করে,

তদ্রূপ আবার তোমার ইচ্ছার অভাবেও তাহার স্বীয় প্রবৃত্তির বলে তোমার সুপ্ত বাসনা জাগ্রৎ ও চরিতার্থ করিয়া, তোমার ইচ্ছা ও বাসনা-শক্তি বৃদ্ধি করে, এবং অনেক সময়ে তাহার স্বীয় প্রবৃত্তিদ্বারা তোমার ইচ্ছার সহিত দ্বন্দ্ব বাঁধাইয়াও, তোমার ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধি করে। আবার তাহার স্বীয় শক্তির স্বভাবদ্বারা তোমার শক্তিরও স্বভাব পরিবর্ত্তন করে। এই রূপে অন্তঃকরণ তোমার ইচ্ছা ও বাসনা শক্তি বাড়াইয়া তোমাকে অধিক সুচেতন ও কার্য্যক্ষম করে, চৈতন্য প্রকাশে শিক্ষা দেয় এবং তোমাকে নানারূপ আসক্তির অধীন করে।

তৃতীয় স্তবক।

বহিঃ সূক্ষ্ম ও কারণ জগৎ।

এখন তুমি দেখিলে যে, তুমি প্রকৃত বহির্জ্জগৎ দেখিতে বা সেই জগতের শক্তিদ্বারা উত্তেজিত হইতে অক্ষম। অন্তঃকরণের সাহায্য ব্যতীত এ দুইটীর কোন প্রয়োজনই তোমার বহির্জ্জগতের দ্বারা সাধিত হয় না। না হইবার কারণ কি? যদি সূক্ষ্ম জড়ের সহিত তোমার চৈতন্যের তাদাত্ম্য-ধারণের শক্তি থাকিবে, তবে কেন না হইবে? তোমার অন্তঃকরণের বাহিরে যে সূক্ষ্ম জগতের অস্তিত্ব নাই, একথা অনুমানবিরুদ্ধ। বাহিরে যখন স্থূল জগতের প্রকাশ আছে, তখন সূক্ষ্ম জগৎ অবশ্য থাকিবে। কারণ ব্যতীত কোন্ কার্য্য হয়? সূক্ষ্ম ও কারণ না থাকিলে স্থূল কোথা হইতে আসিবে? অতএব এই দৃশ্যমান স্থূল বহির্জ্জগৎরূপ কার্য্যের সূক্ষ্ম ও কারণ অবশ্যই থাকিবে। কার্য্য প্রকাশ হইলেই যে কারণের নাশ হয়, একথা অলৌকিক। যে পরিমাণ সংশ্লেষণশক্তি-

সূক্ষ্ম ও কারণ জগৎ।

দ্বারা কারণসমষ্টি মিলিত হইয়া কার্য্যরূপে প্রকাশ পায়, তৎপরিমাণ বিশ্লেষণশক্তি প্রয়োগ কর, আবার দেখিবে কারণ কারণই রহিয়াছে, কার্য্যপ্রকাশ অন্তর্হিত হইয়াছে। প্রাকৃতিক সংযোগের ত কথাই নাই; তাহার কার্য্য কারণ সর্ব্বদাই অংশাংশিভাবে উভয়ই বর্ত্তমান থাকে, অনেক সময়ে পৃথক্ রূপেও দেখিতে পাওয়া যায়। তবে রাসায়নিক সংযোগবিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে। কিন্তু রাসায়নিক বৈজ্ঞানিকেরা একবাক্যে বলিবেন যে, রাসায়নিক কার্য্যদ্বারাও, মূল কারণের নাশ হয় না। উদ্‌জান অম্লজান-সংযোগে যে জলরূপ কার্য্যের উৎপত্তি হয়, উপযুক্ত শক্তিপ্রয়োগে সে কার্য্য নষ্ট কর, তবে আবার দেখিবে যে, জল আর নাই, যে উদ্‌জান ও অম্লজান হইতে জল প্রকাশ হইয়াছিল, সেই উদ্‌জান অম্লজান মাত্রই আছে। সপ্রণিধান হইলে দেখিবে, জলের ন্যায় জগতের যাবতীয় ভাববিকার শক্তির খেলা।

শক্তি যে শুদ্ধ আকর্ষণ বিকর্ষণ চাঞ্চল্য কম্পন দ্বারাই জগতে পরিচিত, তাহা নহে। ইহার আবরণ, বিক্ষেপ, জাড্য, ও প্রকাশ গুণেরও যথেষ্ট পরিচয় আছে। এই আবরণ বিক্ষেপ জড়তা গুণেই, আমরা প্রস্তরকে প্রস্তররূপে, লৌহকে লৌহরূপে দেখি। উহাদিগের যে একীভাব, উহাদিগের যে কাঠিন্য, তাহা বস্তুগত নহে, শুদ্ধ শক্তির এই আবরণ-গুণে, এই জড়তা-উৎপাদন-গুণে। ইহার পরিচয় এখন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান পাইয়াছেন। এখন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা একবাক্যে বলেন যে, এই প্রস্তরাদিপ্রপঞ্চ তুমি যে রূপ স্থূল দেখ, প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা তদ্রূপ স্থূল নহে। যে সূক্ষ্ম পরমাণুসমষ্টি সংযোগে ইহার একীভাব ও কাঠিন্য, প্রকৃত প্রস্তাবে সে পরমাণুগুলি একের সহিত অন্যটী আদৌ সংযুক্ত নহে। উহাদিগের পরস্পরের মধ্যে অনেক অবকাশ আছে। এবং সেই অবকাশের মধ্য দিয়া সূর্য্যের আলোক প্রবেশ করে। অতএব

শক্তির কায়া। জড় জগৎ।

দেখ, লৌহ প্রস্তর আদি তুমি যেরূপ জড় ও কঠিন দেখ, উহা বস্তুতঃ তদ্রূপ নহে। শক্তিগুণেই উহার ঐ জড়ত্ব ও কাঠিন্য। কাজেই শক্তির যে এ গুণ আছে, তাহা তুমি অস্বীকার করিতে পার না। শব্দ প্রকাশও এখন শক্তির খেলা বলিয়াই স্থির হইয়াছে। অবশ্য এই জড়ত্ব আর সঙ্কোচরূপ আকর্ষণ মূলতঃ একই কথা। তবে কার্য্যতঃ উহারা প্রভিন্ন। কঠিনাত্মক জড়ত্বকে আকর্ষণ হইতে কে না পৃথক্ ভাবে দেখেন ?

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানালোকে আমরা শক্তির প্রকাশগুণেরও এখন পরিচয় পাইয়াছি। কারণ, প্রকাশাত্মক যে সূর্য্যের আলোক; ও শুক্ল কৃষ্ণ রক্তাদি বর্ণ, তৎসমস্তই যে শক্তিজাত (৭), শক্তির কার্য্য, বস্তুজাত নহে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ইহা স্থির করিয়াছেন।

অতএব, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রসাদে আমরা এখন স্থির করিতে পারি যে, সূক্ষ্মজগতের অস্তিত্ব প্রকৃত প্রস্তাবেই আছে। বরং সেই জগৎই প্রকৃত শ্রেষ্ঠতর জগৎ। আমরা যে স্থূলজগৎ দেখি, তাহা শক্তিজাত ভ্রান্তির আধিক্য মাত্র।

আবার, কারণ ব্যতীত যে কার্য্যের উৎপত্তি হয় না, এ কথাও বিজ্ঞানসঙ্গত। কাজেই সেই সূক্ষ্ম জগতেরও যে কারণ জগৎ আছে, এ কথা অস্বীকার্য্য নহে। আমরা যাহাকে পরমাণু বলিয়া জানি, তাহাও শক্তির এই জড়গুণের প্রকাশ হওয়া অসম্ভব কি? জড়গুণ যখন পরস্পর অসংযুক্ত ও অবকাশবিশিষ্ট সূক্ষ্ম পরমাণুরাশিকে লৌহ প্রস্তরাদিবৎ স্থূল কঠিন একীভাব প্রদান করিতে পারিল,

কারণ জগৎ।

(৭) এ বিজ্ঞানাবিষ্কারের বহু পূর্ব্বে, প্রাচ্য বিজ্ঞান বলিয়াছেন যে সত্ত্ব রজঃ তমঃ, শক্তির এই তিন গুণ। সত্ত্ব প্রকাশাত্মক, স্বচ্ছ ও স্থির, রজঃ চঞ্চলাত্মক এবং তমঃ আবরক সঙ্কোচক ও জড়। আবরণ বিক্ষেপই শক্তির আদি প্রকাশ। জড় সঙ্কোচাত্মক এই তমোগুণের কার্য্যেই আমাদিগের নিদ্রা, তন্দ্রা, আলস্য, মোহ আদি।

তখন সেই জড়গুণ পরমাণুকেও সেই পরমাণুভাব দেওয়া অসম্ভব কি? প্রস্তরকেও যে গুণে আমরা অখণ্ডজড় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম, পরমাণুতেও ত সেই গুণেরই পরিচয়। পরমাণুকেও ত আমরা ঐ বৃহৎ একীভাবাপন্ন জড়ের ন্যায় ক্ষুদ্র একীভাবাপন্ন জড়রূপেই দেখি। যাহা হউক,—পরমাণু প্রকৃত প্রস্তাবে খণ্ডনযোগ্য হউক, আর নাই হউক, উহা অপেক্ষা আরও ক্ষুদ্রতর জড় পরমাণু থাকুক আর নাই থাকুক,—উহা যে কারণজাত. তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। অতএব কার্য্য ত্যাগ করিয়া যখন কারণ অন্তর্হিত হইতে পারে না, কারণের সত্তায়ই যখন কার্য্যের সত্তা, তখন বাহিরে যে কারণজগতেরও অস্তিত্ব আছে, এ অনুমান অসঙ্গত নহে।

ঐ বস্তুগত শক্তি হইতে আমাদিগের দর্শনচৈতন্যশক্তি যদি অধিক হইত, তবে আমরা প্রস্তরখণ্ডকে প্রস্তরখণ্ড না দেখিয়া, পরস্পর বিশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র পরমাণুগুচ্ছ বলিয়াই দেখিতাম (৮)।

---

(৮) আর্য্য বিজ্ঞানমতে প্রস্তর পরমাণুনিচয় যে শক্তির দ্বারা পরস্পর আকৃষ্ট তদপেক্ষা প্রবলতর শক্তিসম্পন্ন, শক্তি পরিচালনে সুদক্ষ, শক্তিতত্ত্বজ্ঞ কোনও ব্যক্তির পক্ষে স্বীয় শক্তির দ্বারা সেই আকর্ষণশক্তিকে অভিভূত করিয়া, জলের ন্যায়, প্রস্তরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারা অসম্ভব নহে। জল ও প্রস্তরের পরমাণুগত আকর্ষণশক্তির মধ্যে প্রকৃতিগত কোন পার্থক্য নাই। আকর্ষণ বিকর্ষণ প্রকৃতিতঃ সর্ব্বত্রই এক। তবে জলীয় পরমাণুগত আকর্ষণের সঙ্কোচন বিস্ফারণের যে রূপ হ্রাস বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়, প্রস্তরপরমাণুগত আকর্ষণের যে তদ্রূপ দেখা যায় না, তাহা ঐ আকর্ষণদ্বয়ের বিকৃতিগত পার্থক্যজন্য। এই বিকৃতি বিশেষেরই নাম তারল্য ও কাঠিন্য। ইহার জন্যই ঐ আকর্ষণদ্বয়ের একের, স্থিতিস্থাপকতা-গুণ দৃষ্ট হয়, অন্যের হয় না। শক্তিতত্ত্বজ্ঞ সুদক্ষ ব্যক্তির নিকট তরলকে কঠিন করা ও কঠিনকে তরল করা, কিছুই অসাধ্য নহে। এ মতে শক্তি-বিকার মূলতঃ পঞ্চবিধ। সেই পাঁচ বিকারকে ক্ষিত্যপ্তেজ আদি ভূতপঞ্চক বলে। উহারাই জড় সৃষ্টির আদি। এ ক্ষিত্যপ্তেজ আদি আমরা যে স্থূল ক্ষিত্যপ্তেজ আদি দেখি তাহা নহে।

এখন দেখিলে, তোমার চৈতন্য যে বহির্জ্জগৎকে উহার কার্য্যক্ষেত্র করিয়া, অন্তঃকরণের সাহায্য ব্যতীত, সেই ক্ষেত্রেই বিষয় গ্রহণ করিতে, বিষয়ের সহিত মিলিতে, পারে না, তাহার কারণ বহিঃসূক্ষ্ম বা কারণ জগতের অভাব নহে।

চতুর্থ স্তবক।

চৈতন্য জড়ের সহিত তাদাত্ম্যধারণক্ষম।

আবার তুমি এ কথাও বলিতে পার না যে, চৈতন্য আদৌ জড়ের সহিত তাদাত্ম্যধারণে অক্ষম। কারণ তোমার যে আপন চৈতন্যের প্রকাশ, সেই প্রকাশই ত এখনতক জড় শক্তি প্রসাদে। এবং ঐ শক্তির সংযোগে আবার তোমার চৈতন্য প্রতি মুহূর্ত্তেই কাম, ক্রোধ, শব্দ, স্পর্শাদি নানারূপ জড় মনোবৃত্তির সহিত তাদাত্ম্যধারণে এবং তৎসমস্ত তোমার নিকট প্রকাশ করণে, সক্ষম (৯)।

আর্য্য বৈজ্ঞানিক বলেন যে, স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, এ তিন জগৎই নিত্য বর্ত্তমান। যে দর্শকের যে রূপ সামর্থ্য তিনি জগতের তদনুরূপ প্রকাশই দেখেন। তবে স্থূলদর্শীর সূক্ষ্ম দর্শন সামর্থ্য না থাকিলেও, সূক্ষ্মদর্শীর স্থূলদর্শন সামর্থ্য স্বীকার্য্য।

(৯) জীবচৈতন্য বহির্জ্জগতের সহিত তাদাত্ম্যধারণে অক্ষম বলিয়া যে, চৈতন্যের সর্ব্বাবস্থায়ই ঐ অক্ষমতা, তাহা নহে। ঈশ্বরের ঐ ক্ষমতা আছে এই পূর্ণ বিশ্বই তাঁহার উপাধি। তাঁহার চৈতন্য যদি কোন পদার্থে প্রবেশ করিতে না পারিত, কোন পদার্থের অন্তরের অন্তরে যাইতে অক্ষম হইত, তবে ত ঈশ্বর সে পদার্থ সম্বন্ধে, তাহার উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে, অজ্ঞ হইতেন। তাহা হইলে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা, তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তা, কোথায় থাকিত? তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা কি করিয়া হইতেন? অতএব ঐশিক চৈতন্য হইতে জীবচৈতন্যের পার্থক্য মানিতে হইবে। ঐশ চৈতন্য স্বাভাবিক, জৈব চৈতন্য প্রবৃত্তিজ (সংস্কারজ)। শক্তি তাঁহার নিজস্ব। জীব শক্তির অধীন।

পঞ্চম স্তবক।

অন্তঃকরণ ও অহঙ্কার। অন্তঃকরণের প্রয়োজন।

অতএব অন্তঃকরণজাত জড়ের সহিত তোমার তাদাত্ম্যভাব হয়. অথচ বহিঃস্থূল জড়ের সহিত হয় না, তাহার অবশ্য কোন বিশেষ কারণ আছে। এখন দেখ সে কারণটী কি। এই কারণ নির্ণয়জন্য প্রথমে তোমার সহিত তোমার অন্তঃকরণের সম্বন্ধের বিষয় জানিতে হইবে।

অন্তঃকরণের সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধের কারণ।

তুমি দেখিয়াছ যে, তুমি স্বয়ং তোমার শরীরেন্দ্রিয়অন্তঃকরণাদির অতীত, তাহাদিগহইতে ভিন্ন ও চৈতন্যস্বরূপ। তথাপি দেখিবে যে সেই শরীরেন্দ্রিয়অন্তঃকরণাদির উপরই তোমার আত্মাভিমান। তাহাদিগের সহিতই তোমার একাত্মক জ্ঞান। তাহাদিগের সুখে তুমি সুখী, তাহাদিগের দুঃখে তুমি দুঃখী, তাহাদিগের ক্ষুধাতৃষ্ণায় তোমার ক্ষুধাতৃষ্ণা, তাহাদিগের প্রয়োজনেই তোমার প্রয়োজন, এবং সেই প্রয়োজন সংগ্রহজন্যই তোমার উন্মত্ততা। তাহাদিগের জন্যই তোমার জীবন উৎসর্গ। অজ্ঞান অবস্থার কথা দূরে থাকুক, বিবেকজ্ঞানপ্রসাদে যখন ঐরূপ শরীরেন্দ্রিয়াদির প্রয়োজন সংগ্রহতৎপরতা, উহাদিগের সম্ভোগ-চরিতার্থতাজন্য ব্যস্ততা, অহিতকর বলিয়া জানিতে পার, তখনও তুমি উহা পরিত্যাগ করিতে অক্ষম। এই যে তোমার অনাত্মক শরীরাদিতে আত্মজ্ঞান, যাহার জন্য তুমি উহাদিগের প্রয়োজনসাধনজন্য সতত ব্যস্ত, উহাদিগের বিকারে বিকৃত, তাহারই নাম অহঙ্কার।

অন্তঃকরণে জীবের আত্মবোধ।

অহঙ্কার।

প্রতিলোম পরিণামের সাহায্যে অন্তর্মুখী চিন্তা-(ধ্যান)-বলে অন্তঃ

করণ বৃত্তির সহিত সম্বন্ধ বিরহিত করিলে, তুমি দেখিবে যে তোমার আর এ অহংজ্ঞান নাই। ইহার পরিবর্ত্তে 'অস্মিতা'-রূপ শুদ্ধ এক নির্ব্বিশেষ অস্ফুট 'আছি' সত্তা মাত্রের চৈতন্য রহিয়াছে। তখন তোমার চৈতন্যের কেবল স্বসত্তারই উপলব্ধি মাত্র থাকে। চৈতন্যের নিকট তখন অন্য সত্তার প্রকাশ থাকে না। 'তুমি' 'ইহা' ভাবও থাকে না। কাজেই কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব জ্ঞাতৃত্ব রূপ অভিমানও থাকে না। আপনাহইতে ভিন্ন করণীয়, ভোগ্য, জ্ঞেয়, বিষয় জ্ঞান না থাকিলে, ঐ সকল অভিমান উদয়ের অবকাশ কোথায়? এই জন্যই তখন 'আমির' ও পরিস্ফুট জ্ঞান থাকে না। 'আমি' ত একটা পৃথক্ত্ববোধক শব্দ মাত্র। অন্যের সহিত পৃথক্ত্বরূপ সম্বন্ধ দেখান মাত্রই 'আমি' জ্ঞানের কার্য্য। অন্যান্য বিশেষ জ্ঞানের ন্যায় ইহাও একটা বিশেষ জ্ঞান মাত্র। অতএব এ পরিস্ফুট 'আমি' জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে, জীবের অপরিস্ফুট, দেশকালবস্তুপরিচ্ছেদের অতীত, কেবল এক 'অস্মিতা' জ্ঞানমাত্রই থাকিবার কথা। কারণাভাবে তখন অহঙ্কার জ্ঞানরূপ কার্য্যের উৎপত্তি অনুমান বিরুদ্ধ। এই 'অস্মিতাই' ঐ অহংজ্ঞানের মূল।

অস্মিতা ইহার মূল।

অন্তঃকরণ বৃত্তির সহিত সম্বন্ধজাত দ্বৈত জ্ঞানকালেই জীবের নানা জ্ঞেয় ভোগ্য করণীয় বিষয়ের জ্ঞান, 'তুমি' 'ইহা' এইরূপ ভিন্ন জ্ঞান। কাজেই তখনই জীবের পরিস্ফুট 'আমি' জ্ঞানোদয়ের অবকাশ। তখনই 'আমি' জ্ঞান। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এ 'আমি' টা ও তাহার একটা পরিচ্ছিন্ন বিষয় জ্ঞান। বিষয় ভেদ মাত্রই সঙ্কোচনাত্মক আবরণের ফল। ঐ সঙ্কোচনই জড়ত্ব। কাজেই বিষয় মাত্রই জড়স্বভাব। আমরা দেখিয়াছি যে আমাদিগের সমস্ত বিষয় জ্ঞানই অন্তঃকরণ-ক্ষেত্রজাত।

পরিস্ফুট অহঙ্কার দ্বৈত জ্ঞানজ।

ইহা জ্ঞানের বিষয়। কাজেই পরিচ্ছিন্ন অন্তঃকরণ-বৃত্তি-বিশেষ।

কাজেই এ 'অহম্' বিষয় জ্ঞান সেই ক্ষেত্রজাত। সেই ক্ষেত্রজাত সমস্ত বিষয় প্রকাশের নামই বৃত্তি, কাজেই অহঙ্কারের নামও বৃত্তি। অতএব দেখিলে, যে অহঙ্কারের সহিত তোমার একাত্মভাব, সে অহঙ্কার তোমার জড় মনোবৃত্তি মাত্র। এই জন্যই ইহার নাম অভিমান বা মিথ্যাজ্ঞান, যে জড় প্রকৃতিতঃ আত্মা নহে, তাহাতেই আত্মা বলিয়া ভান।

তবে অন্য বৃত্তি তুলনায় ইহা নির্ব্বিশেষ।

অন্তঃকরণজাত সমস্ত বৃত্তিগুলি সবিশেষ হইলেও অন্যান্য বৃত্তির সহিত তুলনায় এ' অহম্ বৃত্তিটী নির্ব্বিশেষ। দেখ, প্রত্যেক দিনে, প্রত্যেক মুহূর্ত্তে, তোমার অন্তঃকরণে তোমার জ্ঞেয় ভোগ্য কত কত বিশেষ বিশেষ বৃত্তি, এক একটী করিয়া উঠিতেছে, আবার যাইতেছে, আবার নূতন নূতন উঠিতেছে, কিন্তু তোমার এই অহমরূপী, আমি-অভিমানী, চৈতন্য নির্ব্বিশেষরূপে উহার প্রত্যেকটী-তেই অনুস্যূত রহিয়াছে। অপর বৃত্তিগুলির পরিবর্ত্তনে, এ অহমবুদ্ধির আর পরিবর্ত্তন হইতেছে না। তুমি যত কালের কথা মনে করিতে পারিবে, ততকালের মধ্যে কোন দিন কোন কাজেই তোমার এ বুদ্ধির অভাব দেখিতে পাইবে না। ইহার শক্তিগত গুণের বা ইহার সম্বন্ধ-বিষয়ের অবনতি, উন্নতি, পরিবর্ত্তন, হইতে পারে। কিন্তু ইহার স্বাভাবিক যে অভিমান আজ আছে, সেই অভিমানই চিরকাল রহিয়াছে। তোমার

ইহাই অন্য বৃত্তির উৎপাদক। ইহা জড় বলিয়া জীবের জড় প্রয়োজন।

জ্ঞান ভোগাদির যত কিছু আসক্তি, তোমার যত কাম রাগ ও দ্বেষ, তোমার সহিত তৎসমস্তেরই সম্বন্ধ, এই অভিমানাত্মক অহং চৈতন্য দ্বারা। এই অহং চৈতন্যের বলেই, তুমি তোমার অন্তঃকরণ দ্বারা যাবতীয় কার্য্য লইতে সক্ষম। ইহার বলেই তোমার অন্তঃকরণ শরীরেন্দ্রিয়াদির নিয়ামক। এবং ইহার দ্বারাই তোমার আত্মার চৈতন্য। কাজেই ইহার স্বভাবই তোমার আত্মচৈতন্যের স্বভাব, ইহার প্রবৃত্তিই

তাহার প্রবৃত্তি, ইহার দোষেই সে দোষী, ইহার গুণেই সে গুণী। ইহা পরিচ্ছিন্ন, জড় স্বভাবের। ইহার সম্বন্ধ শরীরেন্দ্রিয়ান্তঃকরণের সহিত বলিয়া তোমার আত্মচৈতন্যের সম্বন্ধও উহাদিগের সহিত। তোমার অন্তঃকরণজাত এই অহংবৃত্তিই তোমার আত্মচৈতন্যের উত্তেজক বিধায়, শরীরেন্দ্রিয়াদির প্রয়োজনেই তোমার আত্মচৈতন্যের, তোমার আত্মার, প্রয়োজন। উহাদিগের প্রয়োজন উহাদিগের স্বজাতীয় জড় পদার্থে বলিয়া, তোমার আত্মচৈতন্যের প্রয়োজন ও সেই জড়ে। জড়াবস্থায় যখন অহংবৃত্তিই তোমার আত্মচৈতন্যের একমাত্র উত্তেজক, তখন ইহার প্রয়োজন ভিন্ন সে চৈতন্যের পৃথক্ কোন প্রয়োজনের প্রকাশ থাকে না। এ চৈতন্য তখন জড় অহংবৃত্তির সহিত নির্ব্বিশেষরূপে এক। তখন আত্মায় ও জড়াভিমানাত্মক অহং জ্ঞানে কোন প্রভেদ থাকে না, উভয়ই এক। এই নির্ব্বিশেষ একত্ব নীচ জন্তুতে যেরূপ দৃষ্ট হয়, মানবে তদ্রূপ হয় না। মানবে এ জড়াত্মক অহং অভিমান হইতে চৈতন্যের পৃথক্ স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। দেখা যায় যে অহঙ্কারের ন্যায় চৈতন্যের প্রকৃত আত্মজ্ঞান শরীরাদি জড়ে নহে, তাহার আত্মজ্ঞান জ্ঞানানন্দেচ্ছায়। তাহার রক্ষা প্রকৃতিতঃ জড়সঙ্গে নহে, জ্ঞানানন্দ স্ফূর্ত্তিতে, এবং তাহার প্রবৃত্তিও স্বার্থ-পরতায় নহে, পরার্থ-পরতায়।

মানবে জড়াহং জ্ঞান হইতে ভিন্ন আত্মজ্ঞানের পরিচয়।

শরীরেন্দ্রিয়াদির প্রয়োজন সসীম জড় পদার্থে। সে পদার্থ বাহির হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিতে হয় এবং তদ্বিষয়ে এক ব্যক্তির স্বার্থের সহিত অন্য ব্যক্তির স্বার্থেরও বিরোধ ঘটে। কাজেই এরূপ আদান, সংগ্রহ, প্রবৃত্তি, স্বার্থপরতাত্মক। ইহাদ্বারা স্বার্থপরতার উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয়। কিন্তু জ্ঞানানন্দের দানেই স্ফূর্ত্তি, দানেই বৃদ্ধি। কাজেই উহার

অহংপ্রকাশের ও আত্মপ্রকাশের পার্থক্য। অহংকার স্বার্থপর।

আত্মপ্রকাশ পরার্থপর।

দানেই প্রয়োজন। এই জন্য উহার প্রয়োজন সাধনে পরার্থপরতারই বৃদ্ধি।

যদি বল, জ্ঞানের যে দানে বৃদ্ধি তাহা বুঝিলাম, কিন্তু আনন্দের যে দানে বৃদ্ধি, এ কথা কি করিয়া স্বীকার করি? দেখা যায়, আনন্দ সুখে,

আনন্দ। ইহার দানে বৃদ্ধি।

এবং সুখ আস্বাদনে। কাজেই আপনার আস্বাদন দ্বারা যাহার স্ফূর্ত্তি, তাহাকে স্বার্থপরতার উৎপাদক না বলিয়া, পরার্থপরতার উৎপাদক কি করিয়া বলিব? ইহার উত্তর এই, তুমি প্রণিহিতচিত্ত হইলে দেখিবে

জড়সম্বন্ধজ সুখ কামাত্মক। ইহা বিশুদ্ধ আনন্দ নহে।

যে, আস্বাদনাত্মক ঐ যে সুখ, প্রকৃতপ্রস্তাবে উহা মাত্রাস্পর্শজাত, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধজাত, সংস্কারজ জড় সুখ মাত্র। ঐ সুখ ক্ষণস্থায়ী, অনিত্য আগমাপায়ী। কিন্তু মানবের ক্রমোন্নতির উপর লক্ষ্য করিলে দেখিবে যে, এই বিষয় সম্বন্ধ কেবল সংস্কারেরই কার্য্য মাত্র। উন্নত চৈতন্যের ইহাতে প্রবৃত্তি নাই, বরং অপ্রবৃত্তিরই পরিচয় দৃষ্ট হয়। কাজেই বুঝিবে যে, এই বিষয়সঙ্গলিপ্সা, প্রকৃত আত্মার ধর্ম্ম নহে, এবং বিষয় সম্বন্ধজ সুখ ও আত্মার সুখ নহে, আত্মার সুখ স্বাভাবিক। তাহার নাম শান্তি। তাহাই আনন্দ। সে শান্তি আগন্তুক নহে, নির্ব্বিশেষ, বিষয়সম্বন্ধবিরহিত। তাহার উৎপাদনজন্য কোন পদার্থ সংগ্রহের প্রয়োজন

—আনন্দ শান্তি— তাহার প্রকাশ প্রেম

হৃদয়ের সঙ্কীর্ণ জড় সঙ্কোচভাব নষ্ট কর তবে দেখিবে, সে শান্তি আপনা হইতেই হৃদয়ে সম্প্রকাশ। তাহার স্ফূর্ত্তি শান্তিবিতরণরূপ প্রেমে। বিশুদ্ধ চিত্তের প্রকাশে যেরূপ চৈতন্যভাবের উদয়, বিশুদ্ধ আনন্দ প্রকাশে সেইরূপ প্রেমভাবের উদয়। এ উভয় ভাবই

প্রেম নিঃস্বার্থ।

সর্ব্বপ্রকার স্বার্থবিরহিত। অন্যের নিকট জ্ঞানানন্দ প্রকাশ করিয়া, তাহাকে জ্ঞানানন্দিত করা

মাত্রই ইহাদিগের প্রয়োজন। প্রকৃত বিশুদ্ধ প্রেমিকের (১০) আপন স্বার্থ-দৃষ্টি কোথায় দেখিবে? প্রেমের যে স্বার্থদৃষ্টি তাহার নাম কাম (১১)। সে কাম প্রেমের মল। তাহা জড়াত্মক অহংপ্রবৃত্তিজাত, কাজেই জড়ভাবাপন্ন।

কাম প্রেম নহে।

(১০) এই প্রেম ও জ্ঞান প্রকাশ উভয়ই আত্মার প্রকৃত স্বভাব। "প্রিয়ং ব্রূয়াৎ সত্যং ব্রূয়াৎ মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্", এই শাস্ত্রোক্তি দ্বারা ঐ মতই সমর্থিত হইয়াছে। কারণ সত্য যে রূপ আত্মার স্বভাব এবং সত্যের অপলাপ যেরূপ আত্মঘ্নতা, প্রেমও তদ্রূপ আত্মার স্বভাব, প্রেমের অপলাপও তদ্রূপ আত্মঘ্নতা। এই উভয়ের মধ্যে প্রেমাত্মক আনন্দই জগতের প্রকৃত রক্ষক। আনন্দ না থাকিলে কে জীবনের প্রত্যাশী হইত? এই কারণেই অপ্রিয় উক্তি দ্বারা কোন জীবের আনন্দ ভাবে আঘাত করা জীবহিংসারূপ পাতক।

আবার এই অপ্রিয় ভাষণে বক্তার নিজের মনেও প্রেমভাব নষ্ট হইয়া বিদ্বেষভাবের উদয় হয়। কাজেই ইহা তাহারও আত্মোন্নতির বিঘ্নকর। প্রেম পরার্থ-পর। জ্ঞানের ন্যায় ইহারও দানেই বৃদ্ধি। আবার জ্ঞানদানে যেরূপ অন্যের উপকার না হইলেও, অনুশীলন জন্য দাতার উপকার অবশ্যম্ভাবী, প্রেমদানেও তদ্রূপ। যাহার ভালবাসা স্বভাব, অন্যে তাহার উপর বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিলেও, তদ্দ্বারা তাহার মনে বিদ্বেষ ভাবের উদয় হইবে না। কারণ বিদ্বেষ তাহার স্বভাববিরুদ্ধ। বিদ্বেষের অঙ্কুর যখন তোমার মনে নাই, তখন কোন পথ অবলম্বনে অন্যের বিদ্বেষ তাহার মনে প্রবেশ করিবে? এ রূপ ব্যক্তির আত্মায় শান্তিভাব, ও চিত্তে প্রসন্নতা, সদা বিরাজমান থাকে। কাজেই তাহার ঐহিক পারত্রিক উভয়দিকেরই সুখ। চিত্তের প্রসন্নভাব লাভ করিতে পারিলেই জীবের মুক্তি। এই ভাব প্রাপ্তি জন্যই যাবতীয় ধর্মচর্চা।

(১১) আত্মার উন্নতিসহকারে পরে, কাম প্রেমের মল বলিয়া হেয় হইলেও, জড়াভিমানী আত্মায় এই কাম ভাবের দ্বারাই প্রথম প্রেমভাবের উদ্বোধন সাধিত হয়। যে অহং অভিমান জন্য অনাত্মক শরীরেন্দ্রিয়াদিতে তোমার আত্মবোধ, সে অভিমান-জন্য তোমার পুত্রাদির অনাত্মক শরীরাদির সহিত তোমার প্রেম সম্বন্ধ কেন না হইবে? আবার জড়াত্মক অহং সূত্রগৃহীত শক্তিদ্বারা যে প্রেমের চৈতন্য, সে প্রেমেই বা জড়ত্ব কেন না থাকিবে। এবং সেই সূত্র গৃহীত যখন তুমি বহিঃশক্তিগ্রহণে অক্ষম তখন

মানবের আত্মোন্নতির উপর লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, আত্মচৈতন্যের স্ফূর্ত্তির সহিত জ্ঞানানন্দের বিষয়সম্বন্ধ ক্রমেই সূক্ষ্মতা পায়, ক্রমেই হ্রাস হইতে থাকে। যে মহাত্মার আত্মোন্নতির অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে এবং যাঁহার আত্মোন্নতির উপরই দৃষ্টি, জড়ে অহংবুদ্ধির কথা দূরে থাকুক, বিষয়সঙ্গবিরহিত যে অস্মিতাত্মক অহঙ্কারের মূল বুদ্ধি, সে বুদ্ধিকেও তিনি ঘৃণা করেন। সে বুদ্ধিকেও তিনি পূর্ণপ্রকাশস্বভাব সর্ব্বসঙ্গবিরহিত আত্মার অস্বাভাবিক সঙ্কোচভাব বলিয়া হেয় জ্ঞান, এবং অজ্ঞানাত্মক অভিমান, বোধে ত্যাগ করেন।

আত্মপ্রকাশ বৃদ্ধিতে বিষয়সঙ্গলিপ্সার হ্রাস

কামকে ঘৃণা করিলে ত তোমার প্রেমভাব উদয়ের আশাই থাকিবে না। অতএব প্রেমভাব লাভজন্য কামভাব জড়াভিমানী জীবের পক্ষে প্রথমে অবশ্য হিতকর। এবং ঐ প্রয়োজন সাধিত হইলে পরে অহিতকর। কামে বিচ্ছেদ আছে, পুত্র কলত্র মরিলে বিষম শোকজাত ক্লেশ আছে, বলিয়া অসময়ে উহার ত্যাগেচ্ছা বা পুত্রকলত্র কামনা না করা বা তাহাদিগকে ভাল না বাসা, আত্মোন্নতির বিঘ্নকর। নশ্বর স্বভাবের শরীরাদি অনাত্মে আত্মাভিমান ঐ বিচ্ছেদাদির জন্য ক্লেশের প্রকৃত উৎপাদক। আত্মজ্ঞান লাভদ্বারা সেই মিথ্যা অভিমান নষ্ট কর, তবে ঐ বিচ্ছেদ সংস্কারও নষ্ট হইবে, তজ্জাত ক্লেশেরও শান্তি হইবে, এবং তোমার প্রেমের জড়াত্মক কাম ভাবও চলিয়া যাইবে। এই উপায়ই সংসারীর পক্ষে আত্মলাভের, আত্মানন্দ পাইবার, একমাত্র সুগম উপায়। আত্মার জড়ভাব নষ্ট করিয়া তাহার চৈতন্যপ্রকাশজন্য প্রবৃত্তিমার্গ। এই মার্গে জ্ঞান ও প্রেম উভয়ের উদ্বোধনই জীবের কর্ত্তব্য। ঐ উভয় ভাব উদ্বুদ্ধ হইবার পর, যে প্রবৃত্তিদ্বারা উহার উদ্বোধন, সেই প্রবৃত্তিজাত চাঞ্চল্য বিষয়সঙ্গলিপ্সাদি যে জড়ত্ব উহাতে থাকিবে, সেই জড়ত্বদোষ নষ্ট করিয়া, উহাদিগের বিশুদ্ধি সাধন জন্য, নিবৃত্তিমার্গ। সে মার্গে প্রেমাত্মক ভক্তি বা জ্ঞান উহার কোন এক সূত্র গ্রহণেই জীব স্বীয় উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম। কারণ ঐ উভয়ই তখন প্রবুদ্ধ এবং ঐ উভয়ই তখন একাত্মক। কাজেই একের বিশুদ্ধতায় উভয়ই বিশুদ্ধ হইবে। এ বিষয় জিজ্ঞাসুরের বিচার্য্য।

অতএব অহঙ্কারের স্বভাব, তাহার প্রবৃত্তি, তাহার কার্য্য, চৈতন্যের স্বভাব, ইহার ইচ্ছা, ইহার কার্য্য, হইতে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। মানব-অহঙ্কার, সঙ্কোচপ্রিয় অজ্ঞান জড়াত্মক ও আবরণস্বভাবের, এবং মানব-চৈতন্য, প্রসারণপ্রিয় জ্ঞানানন্দাত্মক ও প্রকাশস্বভাবের। এই জড়স্বভাবের অহঙ্কার জন্য মানবোন্নতির যে অনেক বিঘ্ন হয়, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। আমাদিগের যত প্রকার স্বার্থভাব এবং তন্মূলক যত প্রকার পাপাসক্তি, যত প্রকার কুকার্য্য, যত প্রকার অনুদারতা যত প্রকার অচিত্তকর চাঞ্চল্য ও জড়তা, তৎসমস্তই এই অহং অভিমানের দোষে।

অহঙ্কারের প্রয়োজন ও কার্য্য।

তবে তাহা বলিয়া কি অহঙ্কারকে ঘৃণা করিবে? চক্ষু তোমার অনেক পাপ কার্য্যের সহায় ও উত্তেজক হইলেও যেমন তুমি চক্ষুর উপকারিতা অস্বীকার করিতে পার না এবং চক্ষুর ব্যবহার তোমার ত্যাগ করা অকর্ত্তব্য, তদ্রূপ এ অহঙ্কার তোমার অপকারের হেতু হইলেও ইহার উপকারিতা তুমি অস্বীকার করিতে পার না এবং ইহাকে ত্যাগ করা তোমার অকর্ত্তব্য। চক্ষু না থাকিলে যেরূপ দর্শনজ্ঞানের অভাবে তোমার আত্মোন্নতির ব্যাঘাত হইত, তদ্রূপ অহঙ্কার না থাকিলেও চৈতন্যের অভাবে তোমার আত্মা অজ্ঞানাবৃত জড়ভাবেই থাকিত। তোমার আত্ম-চৈতন্যের জন্য বাহির হইতে তুমি যত কিছু শক্তি সংগ্রহ কর, তৎসমস্তই এই অহঙ্কাররূপ সূত্রের সাহায্যে। এই সূত্রের

ইহা চিদচিতের গ্রন্থি।

দ্বারাই তোমার আত্মার সহিত অচিদাত্মক জড়ের বন্ধন। ইহাই তোমার চিদচিতের গ্রন্থি। তোমার সদসৎ যত কিছু প্রবৃত্তি, তৎসমস্তই ,এই সূত্রগৃহীত শক্তিজাত। ইহার সহিত তোমার তাদাত্ম্য জ্ঞান বলিয়াই, এই সূত্র অবলম্বনে তুমি তোমার অন্তঃকরণজাত শক্তিগ্রহণে সমর্থ, এবং সেই শক্তি জন্যই তোমার নিকট তোমার আত্মার ক্রমপ্রকাশ এবং তোমার উন্নতির ও মুক্তির আশা।

সপ্রণিধান হইলে দেখিবে যে, জ্ঞানের শৈশবাবস্থায় এই জড়াভিমান জীবের চালক হইলেও,প্রকৃত প্রস্তাবে অহংবৃত্তি স্বয়ং কর্ত্তা নহে। কর্ত্তা জীব নিজে। ইহা কেবল তাহার শক্তিসংগ্রহের সূত্রমাত্র। তাহাকে প্রবৃত্তিদ্বারা শক্তি দেওয়া ব্যতীত, তাহার আত্মার উপর, ইহার কোন কর্তৃত্ব নাই। এই শক্তি বলে মানব যখন আত্ম-চৈতন্য লাভ করে, তখন তাহার প্রকৃত হিতাহিত সে নিজেই বুঝিতে পারে। এবং বুঝিয়াও যদি সে এই অন্ধ জড়কেন্দ্রের প্রবৃত্তিজন্য অহিত-কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তবে তাহার জন্য অপরাধী সে স্বয়ং ব্যতীত, এ জড়কেন্দ্র হইবে না। চক্ষু তোমার পাপ প্রবৃত্তির উত্তেজক পদার্থ তোমার নিকট প্রকাশ করে বলিয়াই কি তুমি তোমার পাপ কার্য্যের জন্য চক্ষুকে অপরাধী করিতে পার? নীচ জন্তুর এরূপ প্রকৃত হিতাহিত জ্ঞানের অভাব আছে, কিন্তু মানবের ত সে অভাব নাই। কাজেই মানব যখন পাপ পুণ্য, হিতাহিত, বুঝিতে সক্ষম, তখন জানিয়া শুনিয়া পাপ-কার্য্য করিলে, সেই কার্য্যের জন্য অপরাধী সে না হইবে কেন?

—অহংকার কর্ত্তা নহে, কর্ত্তার শক্তি-সংগ্রহের সূত্র।

এখন দেখিলে যে, এই জড় অহমবৃত্তিই তোমার আত্মার একমাত্র শক্তিগ্রহণ সূত্র এবং এই অহমবৃত্তিজাত জড়শক্তিই কেবল তোমার আত্মাকে উদ্বুদ্ধ, সচেতন, করিতে সক্ষম। প্রথম উদ্বোধনকালে জড়ের সহিতই ইহার একাত্ম বোধ দৃষ্ট হয়। ধাতু বৃক্ষাদি যান্ত্রিক ও মৃত্তিকাদি অযান্ত্রিক জড়ে আত্মার অস্তিত্ব, তুমি মানিতে পার বা নাই পার, নীচ জন্তুতে যে চৈতন্যাত্মক আত্মার প্রকাশ আছে, তাহা অস্বীকার করিতে পারিবে না। যে জ্ঞান ভোগ ও ইচ্ছাজাত চৈতন্য প্রকাশদ্বারা আত্মার পরিচয়, নীচ জন্তুতে তৎসমস্তেরই প্রকাশ আছে। অতএব তাহাদিগের যে আত্মা নাই, এ কথা কি করিয়া

—ইহাই জড়াসক্ত আত্মার একমাত্র উদ্বোধক।

বলিবে? তাহাদিগের আত্মার কার্য্যপ্রবৃত্তির সহিত মানবাত্মার কার্য্য-প্রবৃত্তির তুলনা করিলে, এই অনুমান সঙ্গত বোধ হইবে যে, যে কারণেই হউক পূর্ব্বে আত্মা জড়াভিমানী, জড়ের সহিত তাহার অভিন্ন-রূপ একত্বজ্ঞান, ছিল। মলাবৃত হীরক খণ্ডের ন্যায় পরিষ্ক্রিয়ারূপ ক্রমোন্নতি সহকারে তাহার স্বীয় স্বভাব তাহার নিকট পুনঃপ্রকাশ পাইতেছে এবং জড়ের সহিত তাহার একত্ব জ্ঞানের হ্রাস হইতেছে। জীব যখন তাহাকে যেরূপ স্বভাবের বলিয়া জ্ঞান করে, তখন তাহার তদনুরূপ প্রবৃত্তিজাত অন্তঃকরণ তাহাকে তদনুরূপ অহম্বৃত্তিদ্বারাই বদ্ধ করে এবং অজ্ঞানের বিক্ষেপ শক্তি বলে, সে সেই বৃত্তিকেই তাহার আপনস্বরূপ বা 'অহং' বলিয়া গ্রহণ করে এবং তৎসহ সে নির্ব্বিশেষভাবে মিলিত হয়। এই রূপে ঐ অহংজ্ঞানদ্বারা শক্তিসঞ্চার করিয়া তাহার অন্তঃকরণ ক্রমে তাহার জড়স্বভাবজাত মোহভাব নষ্ট করিতে সক্ষম হয়; এবং এই অহং-সূত্রে যখন তাহার আত্মাভিমান, তখন ইহার প্রবৃত্তি সে সহজেই গ্রহণ করে। এইরূপে যখন তাহার প্রকৃত স্বভাব প্রবুদ্ধ হয়, তখন সে স্বীয় ভ্রান্তি বুঝিতে পারে এবং তখন আর ঐ জড় অন্তঃকরণ বা অহম্বৃত্তির সহিত তাহার সম্বন্ধের পূর্ব্বের ন্যায় নির্ব্বিশেষ ভাব থাকে না।

জীবাত্মা মানবত্ব-প্রাপ্তির পূর্ব্ব হইতেই জড়াভিমানী।

এখন দেখিলে যে, তুমি যাহাকে 'আমি'রূপে গ্রহণ করিয়া এই সংসারে উন্মত্ত, যাহার জন্য তোমার 'আমি' অভিমান,—সেই 'আমি' প্রকৃত প্রস্তাবে তোমার জড়-অন্তঃকরণজাত অহং-বৃত্তি; এবং যে চৈতন্যজন্য তোমার এই অহং-জ্ঞান, অহং-অভিমান,—সেই চৈতন্যই তোমার প্রকৃত আত্মা, সেই চৈতন্যই প্রকৃত তুমি। এই কারণে সেই অহং-অভিমানের ক্ষেত্রস্বরূপ অন্তঃকরণই তোমার একমাত্র

জ্ঞানের আত্মপ্রকাশে অন্তঃকরণের প্রয়োজন,—অহংকার জন্য।

চৈতন্য-ক্ষেত্র। যতকাল এই অহং-বৃত্তির সহিত তোমার একত্বজ্ঞান থাকিবে, যতকাল তুমি এই সূত্রদ্বারা শক্তি গ্রহণে তোমার আত্ম-চৈতন্য রক্ষা করিবে, ততকাল এই বৃত্তির উৎপাদক যে অন্তঃকরণ, সে অন্তঃকরণের সহিত তোমার সম্বন্ধ থাকিবে এবং ততকাল তুমি তোমার আত্ম-চৈতন্যজন্য সেই অন্তঃকরণের অপেক্ষী থাকিবে; অন্তঃকরণের সাহায্য ব্যতীত অন্য বহিঃশক্তি তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। কারণ, যে অভিমান জন্য তোমার শক্তিগ্রহণপ্রবৃত্তি, সেই অভিমান তোমার অহং-বৃত্তি। কাজেই সেই অহং-বৃত্তির উৎপাদক যে অন্তঃ-করণ, সেই অন্তঃকরণের সাহায্য ব্যতীত অন্য ক্ষেত্র হইতে সেই অভিমান কিরূপে শক্তিগ্রহণে সমর্থ হইবে? যে ক্ষেত্রের সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই, সে ক্ষেত্র হইতে কোন শক্তি তাহাকে স্পর্শ করিতে হইলে, তাহার আপন ক্ষেত্র দিয়া না আসিয়া, কিরূপে তাহাকে স্পর্শ করিবে? অতএব বুঝিলে যে, যত কাল তোমার এই অভিমান থাকিবে, ততকাল অন্তঃ-করণের সহিত তোমার এই সম্বন্ধ থাকিবে; এবং অন্তঃকরণের সাহায্য ব্যতীত তুমি বহিঃশক্তিগ্রহণে বা পরিচালনে সমর্থ হইবে না।

আবার, যে কাল পর্য্যন্ত তোমার বর্ত্তমান আত্মচৈতন্য থাকিবে, সে কাল পর্য্যন্ত ঐ অভিমানও একেবারে নির্ম্মূলিত হইবে না। তুমি আত্মজ্ঞান সহকারে উহার জড়ত্ব খুব কম করিতে পারিবে। সাংসারিক অর্থে তোমার যে সকল পাপপ্রবৃত্তি, তৎসমস্তের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। এমন কি অহঙ্কারের যে অস্মিতাত্মক উৰ্দ্ধমূল সে মূল পর্য্যন্ত তুমি উঠিতে পারিবে। কিন্তু একেবারে উহার হস্তহইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না। সর্ব্ব-অনাত্ম-সম্বন্ধ বিরহিত হইয়া প্রকৃত আত্মার সহিত মিলিত হইতে পারিবে না। কারণ, যে শক্তি জড় অন্তঃকরণে জন্মিবে বা তদ্দ্বারা

জীবত্ব থাকিতে অহ-ঙ্কার অবিনাশী।

নষ্ট না হইবার কারণ

প্রকাশ পাইবে, সে শক্তি অবশ্যই জড়স্বভাবের হইবে। যে ইন্দ্রিয়ের যে স্বভাবের শক্তিগ্রহণের যোগ্যতা, সেই ইন্দ্রিয়দ্বারা কি কখনও তদ্বিরুদ্ধ স্বভাবের শক্তি প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়? শব্দ ও আলোক এ উভয়ই ত শক্তিজাত স্ফুরণ, তবুও কি কখনও চক্ষুদ্বারা শব্দের বা কর্ণের দ্বারা আলোকের প্রকাশ হইয়া থাকে? অতএব এই অন্তঃকরণ হইতে অহংসূত্রদ্বারা গৃহীত শক্তিতে জড়াভিমান অবশ্যই থাকিবে। এবং সেই শক্তি যতকাল পর্য্যন্ত তোমার আত্মায় বিরাজমান থাকিয়া, তোমার আত্মচৈতন্য সম্পাদন করিবে, ততকাল পর্য্যন্ত তোমার এই জড়াভিমান, জড়-সঙ্গ-লিপ্সা, নির্ম্মূলীকৃত হইবে না (১২)।

(১২) কোন কোন আচার্য্য বলেন যে, এই অভিমানাত্মক অবিদ্যা (অজ্ঞান-সংস্কার) যাহাকে একবার আশ্রয় করিয়াছে, তাহার আর পুনরায়, ইহার হস্তহইতে ঐকান্তিক মুক্তি বা ঈশ্বরত্ব লাভের আশা নাই। কিন্তু সকল আচার্য্যের এ মত নহে। প্রকৃত প্রস্তাবেও এই মতই সঙ্গত বোধ হয় যে, তোমার ঐ জড় চৈতন্যের প্রতি যখন ঐকান্তিক বিতৃষ্ণা জন্মিবে, তখন ঐ চৈতন্যকে একেবারে নির্ব্বাণ করিতে তোমার প্রবৃত্তি হইবে, তখন আর ঐ শক্তিজাত আত্ম-প্রাণের উপর তোমার আসক্তি থাকিবে না। প্রাণত্যাগ করিয়া ঐ শক্তির হস্ত হইতে উদ্ধার জন্যই তোমার একাগ্র প্রবৃত্তি হইবে। এবং তোমার চৈতন্যের স্বীয় স্বভাব যতই বৃদ্ধি পাইবে উহার স্বাভাবিক তেজদ্বারা তোমার অজ্ঞানতাও তত দগ্ধ হইতে থাকিবে। এইরূপে তোমার স্বীয় চেষ্টার ঐকান্তিক একাগ্রতায় ও আত্মার ক্রমোদ্বুদ্ধ স্বাভাবিক তেজে, জ্বলদঙ্গার-প্রবিষ্ট অগ্নি যেরূপ অঙ্গারকে একেবারে দগ্ধ করিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ তোমার চৈতন্য তাহার অজ্ঞানাত্মক জড়াভিমানস্বরূপ অঙ্গারকে দগ্ধ করিয়া, অন্তঃকরণের সহিত সম্বন্ধ-বিরহিত হইয়া, নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে। এবং অগ্নি যেরূপ নির্ব্বাণ হইয়া আকাশস্থ স্বীয় অগ্নিতত্ত্বে মিলিত হয়, তোমার আত্ম-চৈতন্য তদ্রূপ নির্ব্বাণ (নিঃশরীর, জড়লেশ-বিবর্জ্জিত) হইয়া চিদাকাশে মিলিত হইবে। তখনই সে তাহার স্বীয় স্বাভাবিক পূর্ণ প্রকাশাত্মক চৈতন্যলাভ করিবে; তখনই জীব ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইবে; পিতা পুত্র মিলিত হইবে।

তবে তাহা বলিয়াই যে অন্তঃকরণ অবলম্বনে জীবের উন্নতি কম হয় এরূপও ভাবিও না (১৩)। আত্মা স্বভাবে যত সতেজ ও সপ্রকাশ হইবে, তাহার অনাত্মক জড়াসক্তি তত কমিবে; এবং এ আসক্তি যত কমিবে, ইহার শক্তিক্ষেত্রস্বরূপ অন্তঃকরণ যত বিশুদ্ধ হইবে, আত্মোন্নতি তত বৃদ্ধি পাইবে। এইরূপে উহারা পরস্পর পরস্পরের বিশুদ্ধি ও উন্নতিসাধন করিবে।

অন্তঃকরণাশ্রয়ে জৈব উন্নতি।

পরে দেখিবে, ঈশ্বর চৈতন্য জড়াকঙ্খাপেক্ষা নহে। তাঁহার স্বভাবে অজ্ঞানাত্মক জড়তার লেশও স্পর্শ করিতে সক্ষম নহে। কাজেই তাঁহার প্রবৃত্তিও নাই। জড়তা থাকিলেই ত সেই জড়াত্মিক সঙ্কোচক্ষয়ের জন্য প্রবৃত্তির প্রয়োজন। সঙ্কোচ ও আলস্যের ঐকান্তিক অভাবে আর প্রবৃত্তি কোন্ প্রয়োজন সাধন জন্য থাকিবে? কাজেই ঈশ্বরত্বলাভ হইলে প্রকাশ তোমার আত্মার স্বভাব হইবে। এবং সে প্রকাশ সর্ব্বজড় সঙ্গবিরহিত হইবে। তুমি সর্ব্বপ্রকার চৈতন্য প্রকাশের বাধা হইতে মুক্ত হইবে।

পূর্ব্বে অধঃপতনের সময় যেরূপ অজ্ঞানজাত মোহদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া তোমার অনাত্মে আত্মজ্ঞান হইয়াছিল এবং জড়তাকে সুখকর বোধ হইয়াছিল বলিয়া ক্রমে তুমি জড়তাকেই স্বীয় স্বভাব বলিয়া গ্রহণে, জড়াভিমান জন্য তোমার আত্মার স্বাভাবিক প্রকাশ নষ্ট করিয়া অধঃপতিত হইয়াছিলে, এবার এই জড় চৈতন্য নাশের অভিলাষ আর তোমার সেরূপ অজ্ঞানজ জড়াসক্তিজন্য নহে। এবার তুমি প্রকৃত আত্ম পরিচয় পাইয়া, সেই আত্মলাভার্থ তাহার বিরুদ্ধস্বভাব অবিদ্যার সহিত সর্ব্ব সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়া, সেই অবিদ্যাজাত জড় ও চাঞ্চল্য গুণবিশিষ্ট শক্তি হইতে তোমার চৈতন্যকে সর্ব্ব সংস্রববর্জ্জিত করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছ। কাজেই তুমি সেই শক্তিজাত জীবনকে উৎসর্গ করিয়া সচ্চিদানন্দত্ব প্রাপ্ত হইবে।

(১৩) হিন্দু শাস্ত্রোক্ত হিরণ্যগর্ভব্রহ্মা এবং নারদাদিও জীব। দেবর্ষি নারদও অবিদ্যার আবরণে প্রকৃত আত্মদর্শনে অক্ষম। শ্রুত্যন্তরে বিশ্বরূপধর নারায়ণ নারদকে বলিতেছেন, "মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ। সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈবং মাং দ্রষ্টুমর্হসি"। তুমি যে আমাকে দিব্যগন্ধাদিযুক্ত অর্থাৎ মূর্ত্তিবিশিষ্ট দেখিতেছ, ইহা মায়া। ইহা আমারই সৃষ্ট। এরূপ (মায়িক রূপধারী) না হইলে আমাকে জানিতে পারিতে না।—শারীরক ভাষ্য, ৩।২।১৭।

ষষ্ঠ স্তবক।

অন্তঃকরণের অন্যান্য প্রয়োজন।

এখন দেখিলে যে, অন্তঃকরণই জীবাত্মার একমাত্র শক্তিকেন্দ্র। অন্তঃকরণদ্বারাই সর্ব্বপ্রকার জড়শক্তির সহিত তাহার সম্বন্ধ। অন্তঃকরণ ছাড়িলে সে আত্মা নিষ্ক্রিয়। কাজেই কি শরীরাভ্যন্তরস্থ ইন্দ্রিয়-যন্ত্রাদি কি বহিস্থ জড়জগৎ, সকলের সহিতই তাহার সম্বন্ধ এই অন্তঃকরণের সাহায্যে। অন্তঃকরণে উপহিত হইয়াই জীবাত্মা কর্ত্তা, ভোক্তা ও জ্ঞাতা। ইহার শক্তিদ্বারাই জীব স্বীয় শরীরেন্দ্রিয় প্রাণাদির নিয়ামক, এবং তাহাদিগকে এই কেন্দ্রাধীন করিয়া একাত্মক করিতে সক্ষম। ইহার শক্তি উত্তেজনা করিয়াই ইহাদ্বারা জীবাত্মা, স্বীয় জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে, বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞানলাভ করে, বহির্জ্জগৎকে জানিতে ও ভোগ করিতে পারে; এবং ইহার বলেই, স্বীয় বহিষ্কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে, বহির্জ্জগতীয় পদার্থদ্বারা স্বীয় অভীষ্ট কর্ম্ম সম্পাদন করিতে সক্ষম হয়।

অন্তঃকরণ জীবের সর্ব্বকর্ম্মের মূলকারণ

আবার, সাধারণতঃ আমাদিগের প্রাণক্রিয়া স্বাধীনভাবে চলিতেছে বলিয়াই যে তাহার সহিত অন্তঃকরণের সম্বন্ধ নাই বা অন্তঃকরণের সাহায্যে তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি না, এ কথা প্রকৃত নহে। ইচ্ছা, অভ্যাস ও একাগ্রতাসহকারে আমরা অন্তঃকরণের সাহায্যে, প্রাণবায়ুর কার্য্যও পরিবর্ত্তন ও স্তম্ভন করিতে সক্ষম। আমরা যে আমাদিগের স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসের হ্রাস বৃদ্ধি প্রাণায়াম্, কুম্ভক আদি করি, তৎসমস্ত ইহার প্রমাণ। অভ্যাসসহকারে অন্তঃকরণের সাহায্যে আমরা আমাদিগের শরীরাভ্যন্তরিক সকল যন্ত্রেরই ক্রিয়ার

অন্তঃকরণ প্রাণকার্য্যের নিয়ন্তা।

হ্রাস বৃদ্ধি করিতে সক্ষম। সকল যন্ত্রের সহিতই প্রাণের সম্বন্ধ। কাজেই সকল যন্ত্রের উপরই অন্তঃকরণের নিয়ন্তৃত্ব। আমাদিগের শরীরস্থ সর্ব্ব-শক্তির সহিতই ইহার সম্বন্ধ। ইহার সাহায্যে আমরা তৎসর্ব্বশক্তিরই নিয়ামক হইতে সক্ষম।

আবার, ইহার শক্তির সহিত বহির্বিশ্বশক্তিরও সম্বন্ধ আছে। আমাদিগের ইচ্ছাশক্তি বিশুদ্ধ ও সতেজ হইলে, অন্তঃকরণদ্বারা বহির্জ্জগতের উপরও আমাদিগের নিয়ন্তৃত্ব সাধন অসম্ভব নহে। সমস্ত বিশ্বজাত পদার্থেরই পরস্পর শক্তি-সম্বন্ধ আছে। পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হইবে যেন সমস্ত বিশ্বই একটী শরীর এবং বিশ্বকর্ত্তা যেন উহার শরীরী। কাজেই জীব স্বীয় শক্তির লয়, বিক্ষেপ কষায়াদি দোষ নষ্ট করিয়া, একাগ্রতা সাধন করিতে পারিলে, এ জগতে তাহার শক্তির অসাধ্য অতি অল্প কার্য্যই থাকিবে।

অন্তঃকরণের সহিত জগতের শক্তি সম্বন্ধ।

অন্তঃকরণের সহিত আমাদিগের বহিরিন্দ্রিয়াদির সম্বন্ধ ব্যতীতও শুদ্ধ অন্তঃকরণ লইয়া আবার আমাদিগের অনেক জ্ঞান ভোগ ও ক্রিয়াদি নিষ্পন্ন হয়। আমরা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মদ্বারা অন্তঃকরণে বৃত্ত্যাকারে যে সকল শক্তির সঞ্চার করিয়াছি, স্মৃতিকল্পনাদির সাহায্যে যথা ইচ্ছা সেই সকল বৃত্তি নানাকারে অন্তঃকরণে পুনরুত্থাপিত করিয়া, অনেক সময়েই আমরা জ্ঞান, ভোগ ও ইচ্ছা বাসনা চরিতার্থ করিয়া থাকি। আমাদিগের মানসিক চিন্তা, মানসিক কল্পনা ও স্বপ্নাদি ইহার দৃষ্টান্ত। তবে স্বপ্নাদি যে সকল সময়েই আমাদিগের স্বীয় মনঃকল্পনামাত্র তাহা নহে। আমাদিগের মনোজগতের সহিত যখন বহির্মনোজগতের শক্তি-সম্বন্ধ, তখন নিদ্রাদিদ্বারা শরীরেন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় হইলে, বহির্ম্মনোজগতের বিষয় বা অন্যব্যক্তির মনোবৃত্তি

অন্তঃকরণের অন্য কার্য্য।

স্বপ্ন, সময়ে সত্য।

আমাদিগের মনে আগত হওয়া, (১৪) ও তাহার সহিত আমাদিগের চৈতন্য সম্বন্ধ হওয়া, কিছুই অসম্ভব নহে।

অতএব, অন্তঃকরণই সাক্ষাৎসম্বন্ধে জীবের একমাত্র চৈতন্য ক্ষেত্র এবং প্রকৃত উপাধি। জীব আপন শরীরে থাকিয়া কার্য্য করুক, কি শরীর হইতে বাহিরে গিয়া করুক, যেখানেই করুক, অন্তঃকরণের সাহায্য ব্যতীত তাহার কোন কর্তৃত্ব জ্ঞাতৃত্ব ভোক্তৃত্বই হইতে পারে না। কাজেই জীবের, কি ঐহিক কি পারমার্থিক, সর্ব্বপ্রকার উন্নতির জন্যই, অন্তঃকরণের উপর স্বীয় আধিপত্য-সংস্থাপন, অন্তঃকরণকে সর্ব্বতোভাবে আয়ত্বে আনয়ন, ও আপন ইচ্ছায় অন্তঃকরণ-বৃত্তির নিরোধ, প্রকাশ ও তাহাকে একাগ্র করিতে শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

জীব অন্তঃকরণাপেক্ষী।

—*—

সপ্তম স্তবক।

অন্তঃকরণ জীবের করণত্বের অন্য কারণ।

তুমি দেখিলে যে, অন্তঃকরণজাত অহং-বৃত্তিতে তোমার আত্মজ্ঞান এবং সেই কারণেই ঐ বৃত্তির উৎপত্তি-ক্ষেত্ররূপ অন্তঃকরণের সহিত তোমার সঙ্গলিপ্সু আত্মার চৈতন্যসম্বন্ধ। কাজেই অন্তঃকরণ বহির্ব্বিষয়সম্বন্ধে যে বৃত্তি উৎপাদন করে, সেই বৃত্তির সহিত তোমার সম্বন্ধ। আবার দেখিবে যে, ঐ বৃত্তিগুলি উহাদিগের উত্তেজক বহির্ব্বিষয়ের অনুরূপ হইলেও ঐ উভয়ের মধ্যে জড়তা ও স্বচ্ছতা সম্বন্ধে একটু বিশেষ প্রভেদ আছে।

অন্তঃকরণের চৈতন্য ক্ষেত্রত্ব সম্বন্ধের অন্য কারণ।

(১৪) এক ব্যক্তির মানসিক চিন্তা যে অন্য ব্যক্তি জানিতে পারে, তাহার এই কারণ।

পদার্থগত শক্তি-সঞ্চালনের কেন্দ্রকে যন্ত্র বলে। কাজেই যন্ত্রে শক্তি সঞ্চালনের আধিক্য, এবং সেই কারণে যন্ত্রের উপাদানে লঘু ও স্বচ্ছ প্রকাশস্বভাবেরও আধিক্য। মৃত্তিকাদি অযান্ত্রিক পদার্থের তুলনায় ধাত্বাদি যান্ত্রিক পদার্থের তেজঃ প্রকাশ অধিক। এই কারণে ধাতুকে তৈজস পদার্থ বলে।

অযান্ত্রিক হইতে যন্ত্রগত উপাদানের পার্থক্য।

এই রূপ, উপাদানের লঘুত্বহেতু যন্ত্রজাত শক্তিপ্রবর্ত্তনে জড়-পুষ্টি-মূলক অস্থিরতার, এবং প্রজ্বলন ভাবের, হ্রাস হইয়া সূক্ষ্ম সবল স্থির প্রকাশ ভাবের, উদয় হয়; কাষ্ঠ সংযোগে অগ্নির প্রথম যেরূপ প্রচণ্ড স্থূল প্রজ্বলনভাব থাকে, কাষ্ঠ জ্বলিয়া জ্বলদঙ্গাররূপ লঘুত্ব পাইলে, তাহাতে আর অগ্নির সে প্রজ্বলনভাব থাকে না। শক্তিকেন্দ্রস্থ উপাদানও ঐরূপ শক্তি-সঞ্চারের আধিক্য হেতু, ক্রমে কাষ্ঠবৎ জড়ভাব পরিত্যাগ করিয়া জ্বলদঙ্গারের ন্যায় লঘুত্ব প্রাপ্ত হয়।

আবার, যে যন্ত্র অন্তঃকরণের ন্যায় শরীরস্থ সমস্ত যন্ত্রনিচয়ের নিয়ন্তা হইবে, শরীরাদি সমস্ত যন্ত্রকে একাত্মক করিবে, এবং বহির্জ্জগতের সহিত ও মিত্রভাব রাখিবে, তাহাদিগের কম্পনেও কম্পিত হইবে, এবং কি স্থূল কি সূক্ষ্ম, কি অজ্ঞান-বিষয় কি জ্ঞানবিষয়, আপন উপাদানদ্বারা সকল বিষয়াকার ধারণ করিতে সক্ষম হইবে, অন্যান্য যন্ত্রাপেক্ষা সে যন্ত্রের উপাদান অবশ্য আরও লঘু, আরও স্বচ্ছ ও স্থিরপ্রকাশ ভাবের হওয়া আবশ্যক।

অন্তঃকরণোপাদান লঘু ও স্বচ্ছতম।

অন্তঃকরণোপাদানের এই স্বচ্ছ প্রকাশাত্মক সত্ত্বভাবজন্য, বহির্জ্জগতের জড় বিষয় অপেক্ষা অন্তঃকরণজাত বিষয় বৃত্তির সহিত, আমাদিগের দুর্ব্বল চৈতন্য তাদাত্ম্য ধারণে অধিকতর সক্ষম। সূর্য্যের আলোক যেরূপ স্বতেজে স্বচ্ছ কাচাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে, অথচ অন্য জড়াভ্যন্তরে

পারে না, আমাদিগের দুর্ব্বল চৈতন্যও তদ্রূপ স্বচ্ছ অন্তঃকরণ-বৃত্তিতে প্রবেশ করিতে পারে, অথচ বহির্জ্জড় বিষয়ে পারে না। আমাদের জ্ঞান-ক্ষেত্র বহির্জ্জগৎ না হইয়া অন্তঃকরণ কেন যে হইল, এটীও তাহার এক কারণ *।

পঞ্চম অধ্যায়।

সিদ্ধান্ত

এখন আমরা স্থূলভাবে দেখিলাম যে, আমাদিগের যাহা আত্মা, তাহা এক অহং-অভিমানী চৈতন্য। সেই চৈতন্যই প্রকৃত কর্ত্তা, ভোক্তা, জ্ঞাতা। এই বিচিত্র জগৎ তাহারই জ্ঞেয়, ভোগ্য ও কর্ম্মক্ষেত্র। সে আত্মা, শরীর ইন্দ্রিয় প্রাণ বা অন্তঃকরণ, ইহার কিছুই নহে। ইহারা সকলই জড়, সে আত্মা চেতন। জড়ে চেতনধর্ম্মের অভাব, যাহাতে যাহার অভাব, তাহা হইতে তাহার উৎপত্তি অসম্ভব। জড়-ধর্ম্ম চেতন-ধর্ম্মের বিরুদ্ধ। কাজেই চেতন আত্মা জড়োৎপন্ন নহে, জড় হইতে আত্যন্তিক ভিন্ন। তবে আত্মা জড় না হইলেও জড়ের সহিত সম্বন্ধবিরহিত নহে। অঙ্গারের সহিত অগ্নির ন্যায়, চেতনাত্মা জড় অন্তঃকরণের সহিত অভিন্ন, উপাধীউপহিতভাবে মিলিত। এই মিলনদ্বারা আত্মা স্বরূপতঃ অবিকৃত থাকিলেও, জবাপুষ্পোপহিত স্ফটিকের ন্যায় অন্তঃকরণ-ধর্ম্ম লাভ করে। আত্মা যখন চেতন, তখন জড় স্ফটিকের ন্যায় তাহার ঐ ধর্ম্মপ্রাপ্তি স্বতঃ স্বাভাবিক নহে। চৈতন্যের সহিত অচেতনের সম্বন্ধ সতত্তই জ্ঞানজ, এবং চেতনের ইচ্ছাধীন। অন্তঃকরণে চেতনআত্মার

* অন্তঃকরণের উৎপত্তি, উপাদান ও আত্মার সহিত তাহার সম্বন্ধের বিষয় পরে আরও বিবৃত হইবে।

অহংজ্ঞান। এই কারণে, সে আপন ইচ্ছায় অন্তঃকরণের জড়ধর্ম্ম তাহার আপন ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করে। এই রূপে আত্মা উপাধি-ধর্ম্মাক্রান্ত হয়। অন্তঃকরণে তাহার এই অহং-অভিমানের নাম 'অহঙ্কার'। এ অহঙ্কার তাহারই অন্তঃকরণজাত বৃত্তিজ্ঞানবিশেষ। ইহাই অন্তঃকরণের সহিত তাহার বন্ধনের সূত্র। এই বন্ধনজন্যই তাহার স্বীয় অন্তঃকরণবৃত্তিমাত্র সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাহার জ্ঞেয় ভোগ্য ও কার্য্য। এ অহম্-সূত্র জড় বলিয়া জড় জগতের সহিত ইহার আকর্ষণবিকর্ষণ সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধজন্য জীবের জড়সঙ্গলিপ্সা (১৫)। অন্তঃকরণ সূক্ষ্ম বিধায় বহিঃস্থূল জগতের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধস্থাপনে অক্ষম। সেই জন্য স্থূলাভিমানী জীবের স্থূল শরীরেন্দ্রিয়ের (কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের) প্রয়োজন।

দ্বিতীয় বিভাগ।

আত্মা প্রত্যক্ষের অযোগ্য। আত্ম-বিজ্ঞান প্রণালী।

প্রথম অধ্যায়।—জৈবকার্য্য দৃষ্টে আত্মা নির্ণয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।—জীবাত্মা ও পরমাত্মা।

আমরা দেখিয়াছি যে, জীবাত্মা অহং-অভিমানী ও সঙ্গলিপ্সু, এবং অন্তঃকরণের সহিত তাহার তাদাত্ম্যাভিমান। অগ্নি যেরূপ জ্বলদঙ্গারের সহিত

(১৫) যাহা জড়ের আকর্ষণ তাহাই জীবের রাগ (আসক্তি, সঙ্গলিপ্সা); যাহা জড়ের বিকর্ষণ তাহাই জীবের দ্বেষ। এই রাগ ও দ্বেষ আত্মাশ্রিত জড় আকর্ষণ-বিকর্ষণ শক্তিমাত্র। ইহা জীবের জড়ধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম নহে।

একাত্মভাবে মিলিত, সে তদ্রূপ তাহার অন্তঃকরণের সহিত মিলিত। অন্তঃকরণের সাহায্যব্যতীত সে কোন কার্য্য করিতে সক্ষম নহে। অন্তঃকরণ যখন আপন জড়স্বভাবগুণে নিষ্ক্রিয়, জীব ও তখন সুষুপ্ত। অন্তঃকরণই তাহার শক্তিকেন্দ্র। আবার অন্তঃকরণই তাহার আবরক। অন্তঃকরণের জড়ত্বজন্য তাহার নিদ্রা, তন্দ্রা, আলস্য, মোহ, ভ্রান্তি আদি; অন্তকরণের চাঞ্চল্যজন্য তাহার কাম ক্রোধ আদি; এবং অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ ও স্থির হইলে তাহার প্রসন্নতা, প্রেম, শম, দম, তিতিক্ষা, বৈরাগ্য, ঔদার্য্য, ক্ষমা, বিবেকাদি ভাবের উদয়। অন্তঃকরণের সহিতই তাহার অহং-অভিমান এবং অন্তঃকরণ জড় বলিয়াই তাহার সঙ্কোচভাব, তাহার আত্ম-পর ভেদজ্ঞান, জড়াসক্তি, জড়ের প্রয়োজন ও অভাবজ্ঞান।

জীবাত্মা। অন্তঃকরণ সহ জীবের অভিন্ন একীভাব।

অহং-অভিমান সাধারণতঃ জীবের নির্ব্বিশেষ ভাবরূপে দৃষ্ট হইলেও, সর্ব্বাবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে, এ অভিমান তাহার আত্মার প্রকৃত স্বভাব বলিয়া অনুমিত হয় না। তাহার কার্য্যের দ্বারা তাহার এ জড়সঙ্গলিপ্সার যেরূপ পরিচয় পাই, তদ্রূপ আবার তাহার অসঙ্গ জ্ঞানানন্দসত্তাপ্রকাশরূপ চৈতন্য স্বভাবেরও পরিচয় পাই। এবং যদিও প্রথমে বিষয়সঙ্গদ্বারাই জ্ঞানানন্দাদিতৃষ্ণা চরিতার্থ করিবার জন্য তাহার বিশেষ ব্যগ্রতা দেখি, তবুও আবার দেখি যে, ক্রমে সে বিষয়বিরক্তির ও নির্ব্বিশেষ জ্ঞানানন্দাদির আসক্তিরও পরিচয় দেয়; এবং সময়ে তাহাতে সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিত অনাসক্ত জীবন্মুক্ত ভাবেরও কতক চিহ্ন দেখি।

সংস্কার অনিত্য।

এই সকল দেখিয়া অনুমান হয় যে, ঐ জড় অহং-অভিমান বা সঙ্গলিপ্সা চৈতন্যস্বরূপ আত্মার প্রকৃত ধর্ম্ম নহে। এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, শ্রুত্যুক্ত নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তসত্যস্বভাবের আত্মা বা

ঐ অহং-বৃত্তি, ইহার কোনটীই, পৃথক্‌ভাবে, জীবপদবাচ্য নহে। এবং ঐ উভয় স্বভাব লইয়াই জীবের জীবত্ব। তবুও উন্নতিসহকারে জীব অসঙ্গচৈতন্য স্বভাবেরই বেশী পরিচয় দেয় বলিয়া বোধ হয় যেন, ঐ শ্রুত্যুক্ত অসঙ্গচৈতন্যই প্রকৃত আত্মা ; এবং তাহার যে জড়সঙ্গলিপ্সা, তাহা তাহার অস্বাভাবিক অজ্ঞানাত্মক প্রবৃত্তিজাত।

জীবও আত্মা

এখন আমরা আরও একটু বিশেষ পর্য্যালোচনাসহকারে দেখিব যে, এই অনুমান কতদূর সঙ্গত এবং জীবের প্রকৃত আত্মা কে ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আত্মাস্বরূপতঃ অন্তঃকরণের অজ্ঞেয়।

আত্মাই যখন আমাদিগের মনোবুদ্ধির প্রকাশক, এবং মনোবুদ্ধির সাহায্য ব্যতীত যখন আমরা জ্ঞানপরিচালনে অক্ষম, তখন সেই মনোবুদ্ধির প্রকাশক আত্মার সাক্ষাৎকার, আমাদিগের পক্ষে কি রূপে সম্ভবপর হইবে ? যে বুদ্ধিদ্বারা আমরা তাঁহাকে জানিব, পরিচ্ছিন্ন জড়স্বভাবের সেই বুদ্ধি, অপরিচ্ছিন্ন তাঁহাকে কিরূপে পরিচ্ছিন্ন করিয়া, তাহার স্বীয় বিষয়বৃত্তি আকারে পরিণত করিবে ? এবং বুদ্ধি যদি তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন করিতে না পারিল, তদ্বিষয়ক বৃত্তি উৎপাদনে অক্ষম হইল, তবে আমরাই বা তাঁহাকে কি রূপে জ্ঞানগোচর করিতে পারিব ? * আমাদিগের জ্ঞান ত বুদ্ধিরই আশ্রিত। বুদ্ধিবৃত্তি বলেই ত আমাদিগের যাবতীয় জ্ঞান।

আত্মা অগৃহ্য, অন্তঃকরণের প্রকাশক। তদ্দ্বারা প্রকাশ্য নহে।

* "যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ ? বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ ?" "স এষ নেতি নেত্যাত্মাহ গৃহ্যঃ"—বৃহদারণ্যক শ্রুতি। Deussen's Metaphysics §138.

আমাদিগের যে রূপ পরিচ্ছিন্ন জড় স্বভাবের বুদ্ধি, তাহাতে আত্মার কথা দূরে থাকুক্, সামান্য একটী জড়পদার্থের মূল কারণ দর্শনও আমাদিগের পক্ষে অসম্ভব। আমরা কার্য্যব্যতীত কোন বস্তুরই মূল-কারণ, প্রকাশব্যতীত কোন পদার্থেরই মূল-প্রকাশক, দেখিতে সমর্থ নহি।

কার্য্য বা প্রকাশ অন্তঃকরণ গৃহ্য,কারণ বা প্রকাশক নহে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কার্য্য দৃষ্টে কারণ অনুমেয়।

তবে কারণ অদৃশ্য হইলেও, কার্য্য দৃষ্টে আমরা তাহার অস্তিত্বের ও স্বভাবের নির্ণয় করিয়া থাকি এবং ঐ নির্ণয় অভ্রান্তও হয়। কার্য্য সর্ব্বত্রই কারণের স্বভাবানুযায়ী। বৃক্ষবীজতত্ব পর্য্যালোচনা করিলে দেখিবে যে, কারণ সত্তা অপ্রকাশ থাকে এবং সে সত্তার কার্য্যপ্রকাশ ঠিক তাহার নিজ স্বভাব অনুযায়ী হয়। বৃক্ষবীজে যদি বৃক্ষসত্তা না থাকে, তবে সে বীজ হইতে বিচিত্র বৃক্ষের উৎপত্তি কি রূপে সম্ভবে? আবার সেই সত্তার প্রকৃত স্বভাব অনুযায়ী কার্য্য প্রকাশ না হইলে, যে বৃক্ষের যে বীজ সে বীজ তদনুরূপ বৃক্ষই বা কি রূপে উৎপাদন করিবে? যে বৃক্ষের বীজ হইতে যে বৃক্ষের উৎপত্তি, সেই বৃক্ষে ও তাহার ফল, মূল, পুষ্প, পত্রাদিতে তজ্জাতীয় অপরাপর বৃক্ষ হইতে যে যে পার্থক্য থাকে, নবজাত বৃক্ষেও সেই সমস্ত পার্থক্য দৃষ্ট হয়। অথচ এক জাতীয় দুইটী বৃক্ষের দুইটী বীজ খণ্ড বিখণ্ড করিয়া তুমি যত দূর পার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তুলনা কর, ঐ রূপ পার্থক্যের কোনই চিহ্ন পাইবে না, বীজে ঐ বিচিত্র বৃক্ষের কোনই প্রকাশ দেখিবে না। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে বীজে যদি অপ্রকাশ

কার্য্য দৃষ্টে কারণানুমেয়।

অবস্থায় কারণরূপ বৃক্ষসত্তা না থাকিবে, তবে পরে ঐ সত্তা উহা হইতে কি রূপে প্রকাশ হইবে? একরূপ ভূমিতে প্রোথিত ঐ দুইটী বৃক্ষের বীজে একই রূপ জল-সিঞ্চনাদি প্রযত্নসহকারে দুইটী পৃথক্ বৃক্ষই বা কি রূপে উৎপন্ন হইবে? যেটী যে বৃক্ষের বীজ সেইটী হইতে তদনুরূপ বৃক্ষই বা কি জন্য হইবে? সেই বৃক্ষের সত্তা অপ্রকাশকারণ-রূপে যদি তাহাতে না থাকিত এবং কার্য্য প্রকাশ যদি সেই সত্তার স্বস্বভাবানুরূপ না হইত, তবে এক বৃক্ষের বীজে অপর বৃক্ষ উৎপন্ন হইবার ব্যাঘাত কি হইত? অতএব প্রকাশিত কার্য্যের দ্বারা অপ্রকাশিত কারণের অস্তিত্ব ও তাহার স্বভাব নির্ণয় যুক্তিসঙ্গত।

কার্য্যতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলেও এই অনুমান সঙ্গত বোধ হইবে। উপাদানকারণের ত কথাই নাই। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, কার্য্য তাহার উপাদানকারণসমষ্টির প্রকাশব্যতীত অন্য কিছুই নহে। তবে নিমিত্ত বা কর্তৃরূপী কারণ সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে যে, সে কারণের সত্তা কার্য্যে কি রূপে আসিতে পারে? সপ্রণিধান হইলে দেখিবে যে, কর্ত্তার সত্তাও তাহার কার্য্যে বিদ্যমান থাকে। কার্য্য মাত্রই শক্তির প্রকাশরূপ ব্যাপার। শক্তি স্ফূরণ ব্যতীত কোন প্রকাশ, কোন কার্য্যই, হয় না। পরে দেখিবে শক্তি স্বয়ং কোন বস্তু নহে, গুণ মাত্র, এবং গুণ সততই গুণীবস্তুর আশ্রিত। কাজেই বস্তুর আশ্রয় ব্যতীত শক্তি স্ফূর্ত্তি কি রূপে হইবে? শক্তি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে কি রূপে সঞ্চলন করিবে? বস্তুরই স্থানত্যাগ সম্ভবে। অথচ স্থানত্যাগ ব্যতীত স্ফূর্ত্তি বা সঞ্চলন অসম্ভব। এই কারণে শক্তি কোন না কোন একটী বস্তুসত্তা লইয়া, সেই সত্তাকে সঞ্চালন করিয়াই, স্ফূর্ত্তি পায়। কাজেই শক্তির সঞ্চালন-কর্ত্তা, স্বীয়সত্তা সঞ্চালন না করিয়া, শক্তিসঞ্চালন করিতে সক্ষম নহে।

কার্য্য, কারণ সত্তার প্রকাশ মাত্র।

বস্তুর আশ্রয় ব্যতীত শক্তি স্ফূর্ত্তি অসম্ভব।

কাজেই কার্য্যে কর্ত্তৃ-সত্তা।

বহির্ব্বস্তু অবলম্বনে কার্য্য করিতে হইলেও, সেই বস্তুর উপর আপন শক্তি প্রচার করিয়াই করিতে হয়, এবং সে বস্তু যখন কর্ত্তাহইতে পৃথক্, তখন পূর্ব্বে কর্ত্তা আপন সত্তা সঞ্চালন না করিয়া, বহির্ব্বস্তুকে স্পর্শ করিতে অক্ষম। কারণ, সেবস্তু স্পর্শ করিবার পূর্ব্বে কর্ত্তা অপর কোন্ সত্তা পাইবে যে, তদাশ্রয়ে সে তাহার শক্তি পরিচালিত করিবে? স্বীয় শক্তিবলেই ত সে সেই বস্তু স্পর্শ করিবে। কাজেই, প্রথমে কর্ত্তাকে স্বীয় সত্তাবলম্বনেই শক্তি প্রকাশ করিতে হয়। পরে, কর্ত্তার সত্তাত্মক তৎপ্রসারিত সেই শক্তি তাহার ঈপ্সিত বস্তু প্রাপ্ত হইয়া, ঐ বস্তু অবলম্বনে কার্য্যরূপে পরিণত হয়। সমাহিতচিত্তে কার্য্যতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে দেখিবে যে, সকল কার্য্যেরই প্রকাশ এই রূপ; সকল কার্য্যেই কর্ত্তার সত্তা বিদ্যমান। অবশ্য কার্য্যসাধন জন্য, শক্তি যে বহির্ব্বস্তুর উপর প্রকাশিত হয়, শক্তি-প্রকাশ-কর্ত্তার স্বীয় সত্তার ন্যায়, তৎপ্রকাশিত শক্তি সে বস্তুরও সত্তা গ্রহণ করে।

কার্য্যে অন্যবস্তুসত্তা।

কর্ত্তার সত্তা ও ঐ বহির্ব্বস্তুর সত্তা, এ উভয় সত্তাই ঐ কার্য্যের উপাদানকারণ; এবং ঐ উপাদানাত্মক শক্তি প্রকাশের নামই কার্য্য। পরে দেখিবে, কারণেরই পরিচ্ছিন্ন প্রকাশবিশেষের নাম কার্য্য। কার্য্যগত ঐ বিভিন্ন উপাদানের কোন্‌টী কাহার সত্তা, তাহা কারণনির্ণায়ক যুক্তিবলে স্থির করা সুসাধ্য।

যদি বল যে, তোমাকর্ত্তৃক নির্ম্মিত গৃহাদিতে তোমার সত্তার পরিচয় কোথায়? তাহার উত্তর এই যে, সেরূপ বহিষ্কর্ম্ম সাক্ষাৎসম্বন্ধে তোমার কর্ম্ম নহে। পরম্পরাসম্বন্ধে মাত্র তুমি তাহার কর্ত্তা। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তুমি যে কার্য্যের কর্ত্তা, তোমার সেই কার্য্য যে কালপর্য্যন্ত স্বস্বভাবে বিদ্যমান থাকিবে, তৎকালপর্য্যন্তই সে কার্য্যে

কার্য্য কখন সাক্ষাৎ, কখন আবার পরম্পরা, সম্বন্ধে কর্ত্তৃ-সত্তার পরিচায়ক।

তুমি তোমার আপন সত্তার স্পষ্ট পরিচয় পাইবে। তুমি দেখিয়াছ যে, তোমাকর্ত্তৃক গৃহনির্ম্মাণাদি যে সকল বহিষ্কার্য্য সম্পাদিত হয়, সে বহিঃকর্ম্ম বিষয়ক অভীষ্ট জ্ঞান, আলোচনা ও ইচ্ছাপ্রকাশরূপ আভ্যন্তরিক কার্য্যেরই সাক্ষাৎসম্বন্ধে তুমি কর্ত্তা। কাজেই তাহাতেই কেবল সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমার সত্তা বিদ্যমান্। গৃহাদি, তোমার ইচ্ছাবলে তোমার হস্তাদি বহিরিন্দ্রিয় দ্বারাই, নির্ম্মিত হয়। তুমি পরম্পরা সম্বন্ধে ইহার কর্ত্তা। কাজেই গৃহাদিতে তোমার স্বীয় ঐ আভ্যন্তরিক কার্য্য স্বস্বভাবে বিদ্যমান থাকে না। এই কারণে, গৃহাদিতে সাক্ষাৎসম্বন্ধে তোমার সত্তা, অপ্রকাশ। তবে সাক্ষাৎপ্রকাশ না থাকিলেও গৃহাদিতে তোমার সত্তার পরম্পরাপ্রকাশের ঐকান্তিক অভাব নাই; গৃহাদি পরম্পরাসম্বন্ধে তোমার বুদ্ধিকৌশল ও প্রয়োজন জ্ঞানাদির যথেষ্ট পরিচয় দেয়। প্রয়োজনাভাবে কাহারও কোন কার্য্যপ্রবৃত্তি হইতে দেখা যায় না। এবং প্রয়োজন সাধারণতঃ কর্ত্তার স্বভাবের অনুরূপ হইয়া থাকে। কাজেই অবস্থানুসারে এরূপ কার্য্য দৃষ্টেও কর্ত্তৃরূপী কারণের প্রয়োজনানুমান এবং তদ্বলে কর্ত্তার স্বভাবের পরিচয় সুসঙ্গত। অতএব দৃষ্টান্ততঃ ও যুক্তিতঃ উভয়তঃই আমরা পাইলাম যে, কার্য্য দৃষ্টে কারণের প্রকৃত সত্তা ও স্বভাবের অনুমান হইতে পারে এবং কার্য্যসত্তায় কারণসত্তা বিদ্যমান থাকে।

আমরা দেখিয়াছি যে কার্য্য সত্তার প্রত্যেক উপাদানই কর্ত্তার স্বভাবজ নহে। কার্য্য করিবার জন্য কর্ত্তাকে স্বীয় স্বভাব ছাড়াও তাহার অস্থায়ী-গুণ, কার্য্যোপযোগী ইন্দ্রিয়াদিকরণ এবং কার্য্যের সহকারী অন্যান্য কারণাদির সাহায্য অবলম্বন করিতে হয়। কাজেই ঐ সকলের স্বভাবও কার্য্যে প্রকাশ পাইবার কথা। উহা বাদেও যে বহির্ব্বস্তুর উপর এবং যে দেশকাল আদি সম্বলিত জগতে

কার্য্য কারণাদির সত্তা থাকিলেও ইহার আত্ম-স্বভাব অনুমেয়।

কার্য্য সপ্রকাশ হয়, তৎসমস্তের সত্তা ও গুণও উহাতে প্রকাশ পায়। তবে কার্য্য সত্তায় এইরূপ নানা সত্তা মিশ্রিত থাকিলেও উহার কোন্ কোন্টী কর্ত্তার প্রকৃত সত্তা ও স্বভাব, কোন্ কোন্টীই বা তাহার অস্থায়ী গুণজাত বিকৃত ভাব, এবং কোন্ কোন্টী অন্যান্য সহকারী কারণ ও অধিকরণাদি কারকজাত, তাহা স্থির করা কঠিন হইলেও অসাধ্য নহে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কার্য্যদৃষ্টে আত্মনির্ণয়ের সাধারণ প্রণালী।

জীবের কার্য্যদৃষ্টে তাহার আত্মনির্ণয়ের সাধারণ প্রণালী এই। প্রণিহিত চিত্তে অন্তর্দৃষ্টিসহকারে তোমার যাবতীয় কার্য্য পর্য্যালোচনা কর; এবং সেই কার্য্যনিচয়ের উপাদান বা সাধন গুলি বিশ্লিষ্ট করিয়া, তাহার কোনটী পরিত্যাগ না করিয়া, তৎসমস্তের উপর লক্ষ্য কর। এই রূপে ঐ উপাদানসমূহের মধ্যে যে গুলি সকল কার্য্যে পাইবে না, সে গুলিকে সবিশেষ ও অন্য কার্য্যদ্বারা পরিচ্ছিন্ন বলিয়া, এক শ্রেণীভুক্ত কর। তদ্ভিন্ন আবার অন্য যে গুলি নির্ব্বিশেষ, অপরিচ্ছিন্ন ও অভিন্নভাবে সকল কার্য্যেই অবস্থিত দেখিবে, সে গুলিকে অন্য এক শ্রেণী কর। পরে অন্যান্য বিভিন্ন শ্রেণীর স্বাভাবিক অবস্থাপন্ন জীবের কার্য্যোপাদানের সহিত এই দ্বিতীয় নির্ব্বিশেষ শ্রেণীর উপাদানগুলি তুলনা করিয়া, তোমাদিগের সকল জীবের যাবতীয় কার্য্যের যে নির্ব্বিশেষ অব্যভিচারী উপাদান পাইবে, সেগুলিকে জীবের আত্মার নিজের বলিয়া স্থির করিবে।

কার্য্যদৃষ্টে আত্ম-নির্ণয়ে জৈব কার্য্যোপাদান-নিচয়ের বিশেষ ও নির্ব্বিশেষ শ্রেণী বিভাগ।

পরে আবার ঐ অব্যভিচারী শ্রেণীর মধ্যে পশু পক্ষী মানবাদি সর্ব্ব

জীবের জাগ্রৎ স্বপ্নাদি, শৈশব বাল্য যৌবন প্রৌঢ়াদি, সর্ব্বাবস্থার কার্য্যে যে গুলি নির্ব্বিশেষ ভাবে বর্ত্তমান পাইবে, সেই গুলিকেই আত্মার প্রকৃত স্বভাব বলিয়া অনুমান করিবে। এই শ্রেণীর অন্যগুলি তাহার গুণ-প্রকাশ বলিয়া ধরিবে। পরে এতৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য বিজ্ঞতর বৈজ্ঞানিক-দিগের মত ও প্রামাণ্য শ্রুতিআদি শাস্ত্রের সহিত তুলনায়, চিন্তা, যুক্তি ও বিচারদ্বারা দেখিবে যে, তোমার ঐ অনুমান প্রকৃত হইয়াছে কি না। যদি প্রকৃত হইবার পরিচয় পাও, তবে ঐ অনুমান সিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিবে।

নির্ব্বিশেষোপাদান আত্মস্বভাবজাত।

এই প্রণালী কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য কোন বৈজ্ঞানিকের মত বিরুদ্ধ হইবার কথা নহে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আর্য্যবিজ্ঞানমতে আত্মবিজ্ঞান।

১ম পরিচ্ছেদ।—সূচনা।

আর্য্য বৈজ্ঞানিকগণের আত্মনির্ণয় প্রণালীও কতকাংশে এই রূপ। তবে তাঁহাদিগের প্রযত্ন চেষ্টা ও ক্ষমতা অতি মহৎ। বাল্যকাল হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত এই এক উদ্দেশ্যেই শত শত আর্য্য মহাত্মা জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। আত্মদর্শন, আত্মজ্ঞান লাভই, তাঁহাদিগের মতে ত্রিবিধ দুঃখের একমাত্র আত্যন্তিকনাশোপায় বলিয়া আত্মজ্ঞান তাঁহাদিগের জীবনের একমাত্র চরম উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহাদিগের জানিবারও সুবিধা ছিল। একের ভ্রম অন্যদ্বারা সংশোধনের উপায় ছিল। তাঁহারা আত্মাকে অনুমান বা পরোক্ষ জ্ঞানগম্য করিয়াই নিরস্ত থাকিতেন না। আত্মজ্ঞান লাভেচ্ছুগণ প্রথম শাস্ত্র ও গুরুর নিকট আত্মতত্ত্ব

শুনিতেন ও বুঝিতেন, পরে স্বয়ং যুক্তি ও প্রমাণ বলে সেই তত্ত্ব মননদ্বারা অনুমান বা পরোক্ষ জ্ঞানগম্য করিতেন, তৎপর নিদিধ্যাসন ও সমাধিবলে আত্মার অপরোক্ষ (সাক্ষাৎ) জ্ঞান লাভ করিতেন। এই অপরোক্ষ জ্ঞানের নামই আত্মদর্শন।

২য় পরিচ্ছেদ।

আত্মবিজ্ঞান জন্য চিত্ত।

১ম স্তবক—জীব ও তাহার চিত্ত।

বেদান্ত বলেন বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত আত্মছায়ার (*) নাম জীব। এই কারণে জীবকে বিজ্ঞানময় বা প্রজ্ঞাসনারূঢ় (†) আত্মা বলে। অতএব

জীব।

আত্মা ও অনাত্মক জড়—এই উভয়ের মিলনে জীব। এই উভয়ের প্রথমটী আত্মা, দ্বিতীয়টী নাশক উপাধি বা শরীর। আর্য্যবিজ্ঞান স্থূল শরীরবিরহিত জীবের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু বুদ্ধিভিন্ন জীবত্ব মানেন না। আসক্তি জীববুদ্ধির আশ্রিত। বুদ্ধির আশ্রয়ের অবসানেই আত্মার জীবভাবের মুক্তি, তাঁহার পরমাত্মত্ব লাভ। আত্মা নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধমুক্ত সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। কাজেই আত্মাংশে জীব বিকারধর্ম্মের অতীত, অসংস্কার্য্য; কিন্তু বুদ্ধি বা চিত্ত জড়াত্মক বিধায়, বুদ্ধ্যংশে জীব বিকারধর্ম্মের অধীন, সংস্কার্য্য। এই কারণে আত্মোন্নতি, আত্ম সাক্ষাৎকারজন্য চিত্ত সংস্কার, চিত্ত প্রসাদন, জীবের একমাত্র অবলম্বন।

আর্য্য বৈজ্ঞানিক বলেন চিত্ত যত বিশুদ্ধ, যত প্রসন্ন হইবে, ইহার

(*) "ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি।"—কঠ ১।৩।১

(†) "যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ।"—বৃহদারণ্যক। "আভাস এব চ।"—বেদান্তদর্শন ২।৩।৫০। বিজ্ঞান, প্রজ্ঞা, বুদ্ধি ও চিত্ত একার্থক।

সামর্থ্য তত বৃদ্ধি পাইবে। চিত্ত বিশুদ্ধ ও প্রশান্ত হইলে, চতুর্দ্দশ ভুবনে মনুষ্যের অজ্ঞেয় কিছুই থাকিতে পারে না। সমস্ত বিশ্বশক্তিরই চিত্তের সহিত সম্বন্ধ বিধায়, তারহীন টেলিগ্রাফ, রন্‌জন্‌রে প্রভৃতি যন্ত্রের ন্যায়, সে চিত্ত সর্ব্ব বিশ্বশক্তির গ্রাহক ও প্রকাশক হয়।

২য় স্তবক।

বেদান্তমতে আত্মদর্শন-সাধন, নিদিধ্যাসন ও সমাধি।

আত্মার মিশ্র ও অমিশ্র দুই প্রকার জ্ঞানের জন্যই নিদিধ্যাসন ও সমাধির আবশ্যক। আত্মা হইতে বিজাতীয় যে দেহাদি, তৎসমস্তের চিন্তা পরিত্যাগে, একাগ্রতাসহকারে শুদ্ধ অদ্বিতীয় আত্মচিন্তনে চিত্তপ্রবহণের নাম নিদিধ্যাসন। এই নিদিধ্যাসনের পরিপাক দশার নাম সমাধি। সমাধিকালে কেবল এক ধ্যেয় বিষয় ব্যতীত বিষয়ান্তরজ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব হয়। এমন কি শরেরন্দ্রিয়াদির জ্ঞান পর্য্যন্ত অন্তর্হিত হইয়া, সমস্ত চৈতন্য এক-কেন্দ্রিত্ব গ্রহণে, কেবলমাত্র ধ্যেয় বিষয় প্রকাশেই নিযুক্ত হয়। শরীরাদি ক্লিষ্ট কি আহত হইলেও, তদ্দ্বারা চৈতন্য বিচলিত হইয়া, স্বীয় অবলম্বন পরিত্যাগে, উক্ত ক্লেশ বা আঘাতের জ্ঞান জন্মায় না।

নিদিধ্যাসন, সমাধি।

সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প ভেদে সমাধি দুই প্রকার। যে সমাধিতে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান,—এই বিকল্পত্রয়ের পৃথগনুভব থাকে, তাহার নাম সবিকল্পসমাধি। মৃন্ময়হস্তীতে যেরূপ হস্তিজ্ঞান সত্ত্বেও মৃত্তিকার জ্ঞান হয়, এ সমাধিকালেও তদ্রূপ, দ্বৈত বিকল্পজ্ঞানসত্ত্বেও অদ্বৈত আত্মজ্ঞান জন্মে। তবে এই জ্ঞান আত্মার নির্ব্বিশেষ জ্ঞান নহে। মৃত্তিকা যেরূপ নির্ব্বিশেষ স্বরূপ অবস্থায় হস্তী আদি আকার বিরহিত হইলেও, সবিশেষ হস্তীকৃত অবস্থায় হস্তী

সমাধিঃ-সবিকল্প নির্ব্বিকল্প।

সবিকল্প সমাধি-বলে আত্মদর্শন।

আকারে প্রকাশ পায়, আত্মাও তদ্রূপ নির্ব্বিশেষ স্বরূপাবস্থায় সর্ব্ব-বিকল্পবিরহিত হইলেও, এ সমাধিকালে উক্ত বিকল্পত্রয়ের আকার গ্রহণে প্রকাশ পায়। একই আত্মা, চিত্ত-জাত-কল্পনা-গুণে, জ্ঞাতা জ্ঞেয় ও জ্ঞান,—এই তিনরূপ ধারণ করিয়া, প্রকাশ হয়। তবে হস্তী-আকার বিশিষ্ট করিয়া দেখিলে, হস্তিমৃত্তিকা যেরূপ প্রকৃত মৃত্তিকা হইতে অভিন্ন, ঐ বিকল্পভেদ বিশ্লেষ করিয়া দেখিলে, এ সমাধিস্থ চৈতন্য ও তদ্রূপ প্রকৃত আত্মস্বরূপ হইতে অভিন্ন। সংযমের ক্রমোন্নতি সহকারে ঐ বিকল্পত্রয়ের জ্ঞানও নষ্ট হয়। বিকল্পবিরহিত সেই প্রগাঢ় সমাধির নাম নির্ব্বিকল্প-সমাধি। এ সমাধিতে চিত্তের বৃত্তি-স্বাতন্ত্র্য থাকে না। লবণ যেরূপ জলে মিশিয়া যায়, তদ্রূপ নিবৃত্ত চিত্ত আত্মপ্রকাশে মিলিত হয়। লবণমিশ্রিত জল যেরূপ জলাকারে প্রকাশ পায়, এই অস্ফুট চিত্ত-সংস্কার (১৬) মিশ্রিত আত্মা তদ্রূপ তখন আত্মস্বরূপেই প্রকাশ পায়।

নির্ব্বিকল্প সমাধি-বলে আত্মদর্শন।

---

(১৬) আমরা বৈজ্ঞানিক বলেন, যদিও জড়াসক্তিজাত চাঞ্চল্য ও মোহভাব অপগত হইলে, চিত্তের প্রশান্ত স্বচ্ছস্বভাব না হইলে, এ সমাধি অসম্ভব, তবুও অবিদ্যারূপ চিত্তের মূল উপাদানই যখন জড়, তখন তদাবৃত জীবকে সেই আবরণ ভেদ করিয়াই আত্ম-দর্শন করিতে হয়। কাজেই সে আবরণের দোষগুণদ্বারা তাহার জ্ঞানস্পৃষ্ট না হইয়া পারে না।

নির্ব্বিকল্প সমাধিকালে চিত্ত সর্ব্ব বিকল্প বিবর্জ্জিত হওয়ায় স্বাভাবিক জড়তা জন্য তাহার নিদ্রাসক্তির আবির্ভাব হয়। এই নিদ্রার নাম লয়। চিত্ত নিদ্রিত হইলে তদাশ্রিত জীব ও সুষুপ্ত হয় এবং সমাধি নিষ্ফল হয়। কাজেই নিদ্রার চিহ্ন পাইলেই, চিত্তকে প্রবুদ্ধ করিয়া, নিদ্রার হস্ত হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে হয়। আবার, যোগীর একটু ধ্যান শৈথিল্য জন্মিলেই, সেই প্রবুদ্ধ চিত্ত আপন বিক্ষেপ ধর্ম্ম-গুণে, কোন না কোন একটী জড় বিষয়াকারবৃত্তি গ্রহণে, যোগীর চৈতন্যকে তদভিমুখে প্রবাহিত করে। কাজেই, যোগীর লক্ষ্য তখন স্বীয় আত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া, সেই বিষয়াভিমুখেই ধাবিত হয় এবং সমাধি বিঘ্ন প্রাপ্ত হয়। চিত্তকে এইরূপ বিষয়-

চক্ষুর বহির্মুখী দৃষ্টি অন্তর্মুখী করিয়া যেরূপে আপনাকে দেখিতে হয়, এই সমাধিদ্বয় দ্বারা জ্ঞান অন্তর্মুখী করিয়া তদ্রূপ আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতে হয়। সমাধিকালে জ্ঞাতা-স্বরূপ আত্মা, জ্ঞান-স্বরূপ আত্মার সাহায্যে, জ্ঞেয়-স্বরূপ আত্মাকে জানেন, এবং যে পর্য্যন্ত সমাধিতে এই কল্পিত স্বরূপ পার্থক্যের উপর পরিস্ফুট লক্ষ্য থাকে, সে পর্য্যন্ত সমাধি বিকল্প। সমাধির উন্নতি সহকারে যোগীর সম্পূর্ণ লক্ষ্য যখন আপন আত্মার উপর নিপতিত হয়, তখন জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয়—এ তিন একই পদার্থ বিধায়, পার্থক্য জ্ঞানের অভাবে, তিনি যে দেখিতেছেন, তাঁহার এরূপ জ্ঞানেরও অভাব হয়। কাজেই তখন তাঁহার বিকল্প বিরহিত এক জ্ঞান-স্বরূপতা মাত্রই লাভ হয়। সমাধির এই অবস্থার নাম নির্ব্বিকল্প সমাধি। এ সমাধিতে চিত্তের স্বতন্ত্র কার্য্য থাকে না। কাজেই তাহার কার্য্যজাত কল্পনাও থাকে না। তবে যোগী এ অবস্থায় চিত্তের স্বতন্ত্র বৃত্তি উৎপাদিকা শক্তির হস্ত হইতে মুক্ত হইলেও, সম্পূর্ণ রূপে তাহার আশ্রয়

সমাধি বলে নির্ব্বিশেষ জ্ঞান।

বৃত্ত্যাকারগ্রহণ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য অভ্যাস সহকারে সংযত হইতে হয়। এতদ্ব্যতীত, এ সমাধিকালে আবার চিত্তে যদি রাগ দ্বেষাত্মক কোন প্রবল বাসনার আবির্ভাব হয়, তবে সেই বাসনা-প্রাবল্যে চিত্তের একরূপ স্তব্ধীভাব জন্মে। এই ভাবের নাম কষায় ভাব। এরূপ ভাব হইলে, স্বচ্ছতার অভাবে, চিত্ত আত্মার প্রতিবিম্ব গ্রহণে অযোগ্য হয়। এরূপ স্থলে, বিবেকদ্বারা চিত্তকে সমাহিত করিয়া, তাহা এই কষায় ভাব বিদূরিত করিতে হয়। এই তিনটী বিঘ্নের হস্ত হইতে মুক্তি পাইলেও আবার, এই সমাধিকালে স্বচ্ছতা নিবন্ধন, চিত্তে এরূপ এক পরমসুখের আবির্ভাব হয় যে, চিত্ত আত্মপ্রতিবিম্বগ্রহণ পরিত্যাগে, যোগীকে সেই সুখাস্বাদনেই প্রবৃত্তি দেয়। সুখাস্বাদনের দিকে দৃষ্টি দিলে যোগী আর তখন আত্মদর্শনে সমর্থ হন না। কাজেই সুখাস্বাদনে অনাসক্ত হইয়া আপনাকে এই বিঘ্নের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে হয়। এই চারি বিঘ্নের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিলেই কেবল তিনি নির্ব্বিকল্প সমাধিদ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার লাভে কৃতকার্য্য হন।

ত্যাগ করিতে সমর্থ হন না। এখনও তাঁহার চিত্তের সমাধি ও ব্যুত্থান—এ দুই অবস্থা বর্ত্তমান। সমাধিভঙ্গ অবস্থার নাম ব্যুত্থান অবস্থা। ব্যুত্থানে আবার চিত্তের স্বতন্ত্র বৃত্তি উৎপাদন-ক্ষমতার আবির্ভাব হয়। তখন আবার যোগী জগৎ ও জগতের বিচিত্রতাই দেখেন। তবে তাঁহার চিত্ত জড় বাসনাবিবর্জ্জিত বলিয়া তিনি আমাদিগের ন্যায় ঐ বিচিত্র সংসার দৃশ্য দ্বারা মুগ্ধ হন্ না। বিকল্পভাবই জ্ঞানাশ্রিত জড়তার প্রথম প্রকাশ। কাজেই নির্ব্বিকল্প সমাধিই জ্ঞানাশ্রিত জড়তা নাশের সর্ব্ব প্রধান অবলম্বন।

নির্ব্বিকল্প সমাধি অভ্যাস কালে, চিত্তের বৃত্তিস্বাতন্ত্র্য থাকে না বলিয়া, চিত্তের যে ঐকান্তিক অভাব হয়, তাহা নহে। প্রশান্ত নিরুদ্ধ সংস্কারাত্মক চিত্তের মূলক্ষেত্রে যে অবিদ্যারূপ আবরণ, বুদ্ধিসত্ত্ব রূপ,—সে আবরণ এ সমাধিকালেও বর্ত্তমান থাকে। কেবল সে আবরণ অতি স্থির বিশুদ্ধ প্রকাশ স্বভাবের বলিয়া, মিথ্যা কল্পনাত্মক স্থূল বৃত্তি উৎপাদনে অনাসক্ত এবং আত্ম প্রকাশের সহিত অভিন্ন ভাবে মিলিত। ব্যুত্থান অবস্থায় সে অবিদ্যা সংস্কার পুনরায় প্রগাঢ় হইয়া চিত্তরূপে পরিণত হয়। যোগীর এ চিত্ত অবিচলিত প্রকাশাত্মক-সত্ত্ব-প্রধান স্বভাবের। কাজেই সমাধি কালের বুদ্ধিসত্ত্বে প্রকাশিত সেই আত্ম-প্রতিবিম্ব ব্যুত্থিত চিত্তে উদ্গত হইয়া, যোগীর জ্ঞানগোচর হইতে পারে। যোগীর জন্মান্তরীয় বৃত্তান্ত স্মরণের কারণও তাঁহার চিত্তের এই স্বচ্ছতা।

—✱—•—

৩য় স্তবক।

পাতঞ্জল মতে সমাধি আদি।

পাতঞ্জলদর্শনে সবীজ ও নির্ব্বীজ ভেদে সমাধি দুই প্রকার। সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত—ঐ দুইয়ের নামান্তর। ভাব্য বিষয়ের সবিশেষ জ্ঞান থাকে বলিয়া, সবীজ সমাধির নাম সম্প্রজ্ঞাত; এবং ঐ বিশেষ জ্ঞানের অভাব প্রযুক্ত নির্ব্বীজটীকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। নির্ব্বীজ সমাধি দ্বারা চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধ হয়। ইহার ক্রম অভ্যাসদ্বারা যোগী আত্মজ্ঞান লাভকরেন এবং পরিশেষে অবিদ্যার হস্ত হইতেও মুক্তি পান।

সবীজ ও নির্ব্বীজ সমাধি।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি, আত্ম জ্ঞানের এই কয়েকটী সাধন অঙ্গ। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ,—এই পাঁচটার নাম 'যম'। যোগভাষ্যকার ব্যাসদেব বলেন, অহিংসাই সত্যাদি অপর চারিটী যমের এবং শৌচাদি নিয়মের মূল। অহিংসা রক্ষা না করিয়া সত্যাদির অনুষ্ঠান বিফল। সর্ব্ব ভূতের উপকার জন্যই সত্য। কাজেই হিংসা-উদ্দিষ্ট সত্যও মিথ্যারূপে গণনীয়। শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর-প্রণিধান,—এই পাঁচটী 'নিয়ম'। পদ্ম, স্বস্তিকাদি স্থিরসুখ উপবেশন প্রণালীর নাম 'আসন'। নিশ্বাস প্রশ্বাস নিয়মনের নাম 'প্রাণায়াম'। ইন্দ্রিয়দিগকে স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রত্যাহরণের নাম 'প্রত্যাহার'। একটীমাত্র জ্ঞেয় বিষয়ে অন্তঃকরণ ধারণের নাম 'ধারণা'। ধারণা লইয়া চিত্তকে প্রবাহিত করার নাম 'ধ্যান'। ধ্যানের প্রগাঢ় অবস্থার নাম 'সমাধি'। সর্ব্ব বিক্ষেপ পরিহার পূর্ব্বক ধ্যেয়মাত্রে চিত্তের যে সম্যক্ আধান বা একাগ্রীকরণ, তাহাই 'সমাধি'। সমাধিকালে কেবল ধ্যেয় বস্তুমাত্রেরই প্রকাশ থাকে। একালম্বনে ধ্যান, ধারণা ও

যোগাঙ্গ যম নিয়মাদি

সমাধি,—এই তিনের প্রয়োগের নাম সংযম। (১৭) অসম্প্রজ্ঞাত

সমাধি।

সমাধিপরিপাকে চিত্ত, পূর্ব্বাভ্যস্ত সংযমাদি বলে, পরিশেষে সর্ব্ব প্রকার বিষয়াকার ধারণ বিরহিত হয়। কাজেই তখন সংযমেরজন্য চেষ্টার অভাব হয়। চিত্তের

সংযম

বিক্ষেপ আদি বৃত্তি স্বাতন্ত্র্য পরিহার জন্য সংযমের চেষ্টা। যখন বিক্ষেপাদিরই অভাব তখন আর সংযমের জন্য চেষ্টার কি প্রয়োজন? চিত্ত তখন স্বভাবতঃ নিবৃত্ত (সমাহিত)। তবে চিত্ত নিবৃত্ত হইয়াও তখন সর্ব্বসংস্কারবিরহিত হয় না।

(১৭) পাতঞ্জল বলেন, সংযম যখন নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় যোগীর আয়ত্তাধীন হয়, তখন তাঁহার 'প্রজ্ঞালোক' নামক অলৌকিক নির্ম্মল এক জ্ঞানপ্রভা জন্মে। তিনি সংযত হইয়া এই জ্ঞানপ্রভা বলে যাহা ইচ্ছা জানিতে সমর্থ হন। তখন মৈত্রী, করুণা, মুদিতাদি, বা শারীরিক বলাদি, শরীরেন্দ্রিয়, অন্তঃকরণের কোন এক ভাব অবলম্বনে সংযমী হইলে, যোগীর সেই ভাবের বলাধিক্য হয়। প্রতিভা অবলম্বনে সংযম দ্বারা সংসার-বন্ধন ছেদক 'তারক' জ্ঞান জন্মে। এ জ্ঞান 'বিবেকখ্যাতি' নামক পর বৈরাগ্যের পূর্ব্বভাব। যেরূপ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রভার উদয় হয়, তদ্রূপ বিবেক খ্যাতির পূর্ব্বে এই সর্ব্ববিষয়জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। 'তারক' জ্ঞান জন্মিলে, বিনা উপদেশে সকল বিষয় জানা যায়॥ কারণে চিত্ত সংযোগ করিলে কার্য্যের জ্ঞান জন্মে। ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা,—ভূতের এই তিন প্রকার পরিণাম জন্যই উহার বিভিন্ন আকার, বিভিন্ন দ্রব্যত্ব। এই পরিণামত্রয়ের উপর চিত্ত সংযত করিলে যোগী ত্রিকালজ্ঞ হন। যে যে সংস্কারনিচয়ের মিলনে যে কোন জ্ঞান হয়, বিশ্লিষ্ট করিয়া পৃথক্ রূপে, সেই সেই সংস্কার নিচয়ে চিত্ত সংযম করিলে তৎসম্বন্ধীয় সর্ব্ব প্রকার সংযোগ উৎপন্ন বিষয়ের জ্ঞান জন্মে। শব্দ, তাহার অর্থ, ও তল্লক্ষ্য বিষয়ক জ্ঞান - এই তিনটীকে বিশ্লিষ্ট করিয়া, এই তিনের উপর পৃথক্ পৃথক্ রূপে চিত্তসংযম করিলে, সর্ব্ব প্রাণীর শব্দার্থজ্ঞান জন্মে। পুরুষ ও বুদ্ধি—এতদুভয়ের পার্থক্যের উপর চিত্ত সংযম করিলে, পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েরই পৃথক্ জ্ঞান, এবং প্রকৃতির উপর আধিপত্য জন্মে। ক্রমে এই পার্থক্য সম্বন্ধে প্রগাঢ় ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উদয় হইলে, চিত্ত বিবেক প্রমুখী হইয়া বিষয় প্রকাশে বিনিবৃত্ত হয়, কেবল আত্মাকেই প্রকাশ করে। ধ্যান সহকারে চিত্ত, সত্ত্ব তমো

রজঃ মল হইতে বিশুদ্ধ হওয়ায়, তখন চিত্তে এক নূতন ঐশী সামর্থ্যের উদয় হয়; এই সামর্থ্যের নাম ‘প্রসংখ্যান’। ইহার দ্বারা যোগীর বিবেক-সাক্ষাৎকার ও সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃত্বাদি ঐশ্বর্য্য জন্মে। উহাদ্বারা লুব্ধ বা বিচলিত না হইলে, যোগীর ‘পর বৈরাগ্য’ নামক বিবেক খ্যাতি এবং ‘ধর্ম্মমেঘ’ সমাধি জন্মে। এই সমাধি অশুক্ল কৃষ্ণ পরম পুরুষার্থরূপ মোক্ষফলদায়ক ধর্ম্ম সিঞ্চন করে বলিয়া ইহার নাম ‘ধর্ম্মমেঘ’; এখন চিত্তসত্ত্ব সকল ক্লেশ ও কর্ম্ম আবরণ হইতে বিমুক্ত এবং যোগী জীবন্মুক্ত; পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ প্রদান মাত্রই গুণের কার্য্য। ধর্ম্মমেঘোদয়ে গুণের ঐ উভয় কার্য্যই শেষ হয় বলিয়া, গুণত্রয় কৃতার্থ হয়; এবং আর পুরুষকে মোহিত করিতে সক্ষম হয় না বলিয়া তাহাদিগের পরিণাম ক্রমের অবসান হয়। পরে, এইরূপে বুদ্ধিসত্ত্বের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগে আত্মা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত ও কৈবল্য প্রাপ্ত হন। এই দর্শন মতে দ্রষ্টা পুরুষ এবং দৃশ্য বুদ্ধিতত্ত্ব। অবিবেক সংস্কার দ্বারা এ দুইয়ের মিলনরূপ ভোগ্য-ভোক্তৃত্ব সম্বন্ধ। সেই সম্বন্ধই যাবতীয় সংসার পরিণামের মূল ইহার নিবৃত্তিতে সংসার-নিবৃত্তি। সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম প্রকাশ। রজোগুণের ধর্ম্ম, ক্রিয়া বা প্রবৃত্তি; এবং তমোগুণের ধর্ম্ম, স্থিতি বা নিয়ামকত্ব। এই ধর্ম্মত্রয় দৃশ্যের স্বভাব; স্থূলসূক্ষ্ম ভূত, ইন্দ্রিয়, ও অন্তঃকরণ ইহাদিগের নাম দৃশ্য। দ্রষ্টার অবিবেক কালে ভোগ, এবং বিবেক উদয়ে অপবর্গ সাধন, দৃশ্যের কার্য্য। গুণত্রয়ের বিশেষ, অবিশেষ লিঙ্গমাত্র, ও অলিঙ্গ এই চারি অবস্থা। মহাভূত ইন্দ্রিয় ও মনকে,—‘বিশেষ,’ তন্মাত্র ও অস্মিতাকে,—‘অবিশেষ,’ বুদ্ধিকে,—‘লিঙ্গমাত্র,’ এবং অব্যক্তকে —অলিঙ্গ অবস্থা বলে।

প্রত্যয়, অবিদ্যা

দ্রষ্টাপুরুষ ধর্ম্মাধর্ম্মীভাব-বিরহিত চেতনা মাত্র। তিনি বিশুদ্ধ। বিষয়োপরক্ত (বিষয়মিশ্রিত) জ্ঞানের নাম প্রত্যয়। এই প্রত্যয় জন্য পুরুষ বিষয়ের দ্রষ্টা। দৃশ্যের শক্তি জড় বলিয়া দৃশ্য দর্শনের যোগ্য, দ্রষ্টার শক্তি চেতন বলিয়া তাহার দ্রষ্টৃত্ব। এই উভয় শক্তির উপলব্ধি জন্য ভোগ্য ভোক্তৃস্বরূপ প্রতীতিজন্য, দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগ। অবিদ্যা এই সংযোগের হেতু — অনাত্মে আত্মজ্ঞান সংস্কারের নাম ‘অবিদ্যা’। এই সংস্কারের তিরোভাবে ঐ সম্বন্ধের অবসান এবং পুরুষের কৈবল্য।

অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ,—জীবের এই পাঁচ প্রকার ক্লেশ; উহাদের মধ্যে অবিদ্যাই অপর চারিটির ক্ষেত্র। চিত্তের সহিত আত্মার একত্ব ভ্রান্তির নাম ‘অস্মিতা’। মৃত্যুত্রাসের নাম ‘অভিনিবেশ’। এই পাঁচটী ক্লেশ হইতে

কর্ম্মাশয়ের উৎপত্তি। চিত্তগত বাসনা নামক সংস্কারের নাম 'কর্ম্মাশয়'। কর্ম্মাশয় হইতে ইহ-পরকালের ভোগ্য কর্ম্মফল জন্মে। জীবের জাতি আয়ু ও ভোগকে 'কর্ম্মফল' বলে। স্বীয় পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্ম-বাসনার পরিপাকে, প্রকৃতির আপূরণ গুণে, জীবের সূক্ষ্ম স্থূল শরীরাদি আকারে, তাহার জাতি আয়ু ও ভোগের উৎপত্তি হয়। পূর্ণতা-প্রাপ্তির জন্য সজাতীয় পরমাণুর আকর্ষণ প্রবৃত্তির নাম 'আপূরণ'। জাতি বলিতে, মনুষ্য দেব তীর্য্যগাদি জাতি বুঝায়। মনুষ্য, শরীর মন ও বাক্য দ্বারা যে কোন কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে, তাহার স্বীয় রাগ দ্বেষাদি দ্বারা সংগৃহীত তজ্জাত সংস্কার দ্বারা তাহার চিত্ত বাসিত হয় এবং বাসনাকারে ঐ সংস্কার তাহার চিত্তে থাকিয়া যায়। সেই বাসনাই 'কর্ম্মাশয়'। পুণ্যকর্ম্ম শুক্ল, তাহা দেবশরীরের; পাপকর্ম্ম কৃষ্ণ, তাহা তীর্য্যগশরীরের; ও পাপপুণ্য-মিশ্রিত কর্ম্ম শুক্লকৃষ্ণ, তাহা মনুষ্যশরীরের, উপাদানবীজ। পুণ্য কর্ম্মের ফল হ্লাদাত্মক এবং পাপের পরিণাম দুঃখ। হ্লাদের পরিণামেও দুঃখ-সংস্কার বিদ্যমান। যে চিত্ত-ক্ষেত্র হইতে হ্লাদের উৎপত্তি, সে ক্ষেত্র সর্ব্বদা পরিণামশীল বলিয়া হ্লাদ অস্থায়ী। এই কারণে, যোগী হ্লাদকেও ক্লেশ বলিয়া গণনা করেন। তিনি বলেন, অনাগত দুঃখ ও হেয়। ক্লেশ সমূহের কারণ যে অবিদ্যা, বিবেকখ্যাতি দ্বারা তাহার নাশ হয়। বুদ্ধি আদি গুণ ও পুরুষের স্বরূপ, এতদুভয়ের পৃথক্‌রূপে বিজ্ঞানের, নাম 'বিবেক খ্যাতি'। চারিটী কার্য্যবিমুক্তি ও তিনটী চিত্তবিমুক্তি এই সাতটী ইহার প্রান্তভূমি।

জীবের পঞ্চ ক্লেশ।
কর্ম্মাশয়, কর্ম্মফল।
সংস্কার, বাসনা।

যম নিয়মাদি যোগাঙ্গ অনুষ্ঠান দ্বারা রজস্তমো জাত চিত্তের মলিন পাপ-বাসনা সকল নষ্ট হইয়া জ্ঞানদীপ্তির প্রকাশ হয়। সেই জ্ঞানদীপ্তি ক্রমে বিশুদ্ধ হইয়া 'বিবেক খ্যাতি'রূপে পরিণত হয়।

যোগী বলেন, সংসার-মার্গ হইতে যোগ-মার্গের, প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্তির, ভোগোৎপাদন-সামর্থ্য অধিক। যে ব্যক্তির চিত্ত হইতে হিংসাবীজ একেবারে নির্ম্মূলিত হয়, তাঁহার নিকট মনুষ্যের ত কথাই নাই, সর্প ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুগণ ও স্বীয় স্বাভাবিক বৈর ভাব পরিত্যাগ করে। মিথ্যার আসক্তি বিদূরিত হইয়া, যে ব্যক্তির চিত্তে কেবল সত্যেরই স্ফুরণ হয়, তাঁহার বাক্য অমোঘ। তিনি যাহা বলেন তাহাই ফলে। মিথ্যা বলিতে শুদ্ধ বাক্যের যাথার্থ্যের অপলাপ বুঝায় না। অশাস্ত্রীয় হিংসা প্রভৃতি জাত সত্যও মিথ্যা-শব্দ বাচ্য। অশাস্ত্রীয় মার্গে পরদ্রব্যগ্রহণের নাম স্তেয়। পরদ্রব্যাপ-

হরণাসক্তি নির্ম্মূলিত হইয়া যাহার চিত্তে অস্তেয় প্রতিষ্ঠা হয়, তাহার নিকট সর্ব্ব রত্ন আপনিই উপস্থিত হয়। সম্রাট জাহাঙ্গিরের কড়চায় বৃন্দাবনের গোস্বামীদিগের নিকট যে অলৌকিক স্বর্ণ মুদ্রা বর্ষণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহা ইহার পোষক। ব্রহ্মচর্য্য-প্রতিষ্ঠায় বীর্য্য লাভ হয়। শাস্ত্রবিরুদ্ধ দেহযাত্রা নির্ব্বাহক ভোগ সাধন, অথবা দেহ রক্ষাতিরিক্ত ভোগসাধন, স্বীকারের নাম পরিগ্রহ। পরিগ্রহাসক্তি নির্ম্মূলিত হইলে, চিত্ত প্রসন্ন হয় ও পূর্ব্ব জন্মবৃত্তান্ত স্মরণ হয়।

বাহ্যাভ্যন্তর ভেদে শৌচ দ্বিবিধ। মৃজ্জলাদি দ্বারা কায়-ক্ষালন, 'বাহ্য শৌচ' এবং মৈত্রী মুদিতাদি দ্বারা মদমানাদি চিত্তমল প্রক্ষালন 'আভ্যন্তর শৌচ'। বাহ্য শৌচ সিদ্ধি-দ্বারা শরীরের উপর তুচ্ছ জ্ঞান জন্মে এবং পর শরীরের সহিত সঙ্গ-ইচ্ছা বিদূরিত হয়। আভ্যন্তর শৌচ সিদ্ধিদ্বারা সত্বশুদ্ধি, প্রীতি, একাগ্রতা, ইন্দ্রিয় জয় ও আত্ম দর্শনযোগ্যতা জন্মে। সন্তোষ বলিতে রাগাদি প্রবৃত্তি-জাত সুখ বুঝায় না। নিবৃত্তি-জাত সতত পরিতৃপ্তি-আত্মক তুষ্টি বুঝায়। চিত্তে সন্তোষ প্রতিষ্ঠিত হইলে এক অপূর্ব্ব নিবিড় আনন্দ ভাবের উদয় হয়। পুরাণে আছে, "যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্। তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্॥" স্থিরচিত্তে শরীরেন্দ্রিয়াদির নিগ্রহ লক্ষণ শীতোষ্ণ ক্ষুৎপিপাসাদি দ্বন্দ্ব সহনাত্মক ব্রত নিয়মাদির নাম "তপঃ"। তপঃ সিদ্ধিদ্বারা শরীরেন্দ্রিয়াদির সামর্থ্য বৃদ্ধি হয়। উহারা জীবের আয়ত্তা-ধীন হয়; এবং শরীরেন্দ্রিয়াদির সুখ দুঃখ জীবের স্বীয় সুখ দুঃখ বলিয়া উপস্থিত হয়। প্রণব ও তত্ত্ব শাস্ত্রানুশীলনের নাম 'স্বাধ্যায়'। স্বাধ্যায় সিদ্ধিতে ইষ্টদেবতা প্রত্যক্ষ ও আত্মজ্ঞান লাভ হয়। ভক্তি পূর্ব্বক ঈশ্বরোপাসনার নাম ঈশ্বর-প্রণিধান। ইহার সিদ্ধিতে সমাধি ও আত্মজ্ঞান লাভ হয়। আসন সিদ্ধি দ্বারা দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা জন্মে। প্রাণায়াম সিদ্ধ হইলে চিত্ত আয়ত্ত হয় এবং প্রত্যাহার ফলে ইন্দ্রিয় বশ্য হয়।

তপঃ, স্বাধ্যায়, ও ঈশ্বরপ্রণিধান,—এই তিনটীর নাম 'ক্রিয়াযোগ'। ক্রিয়াযোগ-দ্বারা অবিদ্যাদি ক্লেশ তনূকৃত হয় ও সমাধির আসক্তি জন্মে। প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন, ও উদার,—ক্লেশপঞ্চকের এই চারিটী অবস্থা। অনুদ্বুদ্ধ ভাবের নাম 'প্রসুপ্ত'। বাল্যকালে মানবের অনেক বাসনা 'প্রসুপ্ত' থাকে। যৌবনে তাহা প্রবুদ্ধ হয়। অতীব দুর্ব্বল শিথিলীকৃত অবস্থার নাম 'তনু'। 'তনু' অবস্থায় ক্লেশগুলি সূক্ষ্ম বাসনাকারে উচ্ছেদের যোগ্য হইয়া থাকে। বৃত্তি আকারে প্রকাশের নাম 'উদার'।

একটী বৃত্তি অন্যটীর দ্বারা অভিভূত হইয়া অপ্রকাশহওয়ার নাম 'বিচ্ছিন্ন'। চিত্তে এককালে পরস্পরবিরুদ্ধস্বভাববিশিষ্ট দুই বৃত্তির উদয় হয় না। যেরূপ রাগের উদয়ে দ্বেষ, ভয়ের উদয়ে ক্রোধ, অভিভূত হইয়া অপ্রকাশ হয়, তদ্রূপ এক বাসনা উদয়ে তদ্বিরুদ্ধ বাসনার অভিভবের নাম 'বিচ্ছিন্ন' ভাব। ক্লেশগুলি সর্ব্বচিত্ত বিক্ষেপের মূল ও তত্বজ্ঞানলাভের পরম শত্রু বলিয়া, প্রথমে তাহাদিগের উচ্ছেদের জন্য প্রযত্ন কর্ত্তব্য। ক্লেশ ধ্যানদ্বারা তনূকৃত এবং প্রতিলোম পরিণামদ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অন্তঃকরণে আত্মজ্ঞানের নাম 'অস্মিতা'। 'অস্মিতা' জন্যই চিত্তগত বাসনার সহিত জীবের সম্বন্ধ। প্রতিলোম পরিণাম দ্বারা বাসনার সহিত চিত্ত অস্মিতায় লয় হইলে, আর কোন বাসনার পুনরুৎপত্তি হয় না। ভাষ্যকার ব্যাসদেব বলেন, জীবন্মুক্তিদ্বারা ক্লেশগুলি দগ্ধবীজ হয়, আর তাহাদিগের পুনরুদ্গম হয় না। এই দগ্ধবীজ অবস্থা ক্লেশগুলির পঞ্চমাবস্থা। ক্লেশ দগ্ধবীজ হয় বলিয়া জীবন্মুক্তের আর পুনর্জন্ম নাই। বর্ত্তমান দেহই তাঁহার শেষ দেহ। অভ্যাস ও বৈরাগ্য,—চিত্তবৃত্তিনিরোধের এই দুই উপায়। বৈরাগ্যদ্বারা চিত্তের বিষয়স্রোত রুদ্ধ করিয়া বিবেক দর্শনাভ্যাসদ্বারা উহার বিবেক স্রোত উদ্ঘাটিত করিতে হয়। দীর্ঘকাল নিরবচ্ছিন্নরূপে, সজ্ঞানে, প্রযত্ন এবং শ্রদ্ধা সহকারে, করিলে, অভ্যাস দৃঢ় ও ফলোৎপাদনক্ষম হয়। বৈরাগ্য দুই শ্রেণীর,—অপর এবং পর। শরীর ইন্দ্রিয় ও মনোজাত ভোগে বিতৃষ্ণার নাম 'অপরবৈরাগ্য'। যতমান, ব্যতিরেক, একেন্দ্রিয় ও বশীকার,—অপরবৈরাগ্য এই চারিপ্রকার। বিবেকবুদ্ধিজাত পরম ঐশ্বর্য্যেরনাম 'প্রসংখ্যান'; বিতৃষ্ণার নাম 'পরবৈরাগ্য'।

শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা,—মুক্তির জন্য সমাধির এই পাঁচটী অবলম্বন। ভাষ্যকার বলেন, শ্রদ্ধারূপ চিত্তের সম্প্রসাদ, জননীর ন্যায়, যোগীকে রক্ষা করে। 'বীর্য্য' শব্দের অর্থ যত্ন বা উৎসাহ। স্মৃতি জন্য চিত্তের অব্যাকুলতা জন্মে। জ্ঞাতব্য বিষয়ের বিশেষ বিবেকের নাম 'প্রজ্ঞা'। যে সংস্কারবিশেষহইতে এই শ্রদ্ধাদিতে প্রযত্ন ও প্রবৃত্তি জন্মে, তাহার নাম 'সম্বেগ'। সম্বেগ, মৃদু মধ্যম ও অধিমাত্রভেদে তিন প্রকার। সম্বেগের যত তীব্রতাধিক্য হইবে, তজ্জাত প্রযত্নের ফললাভও তত শীঘ্র হইবে।

ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, অলব্ধভূমিকত্ব, অনবস্থিতত্ব, চিত্তবিক্ষেপ এবং চিত্তবিক্ষেপজাত দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য, অঙ্গকম্পন এবং

শ্বাসপ্রশ্বাসোদ্বেগ,—এইগুলি সমাধির বিঘ্ন। মনের অক্ষমতার নাম 'স্ত্যান'। পারিব কিনা, এই সন্দেহের নাম 'সংশয়'। উদ্যমরাহিত্যের নাম 'প্রমাদ'। এদিক ওদিক আসক্তির নাম 'অবিরতি'। শুক্তিতে রজতজ্ঞানরূপ বিপর্য্যয় জ্ঞানের নাম 'ভ্রান্তি-দর্শন'। সমাধিকালে চিত্তোত্থিত অনেক সংস্কারকে আত্মা বলিয়া ভ্রম জন্মে। প্রতিবন্ধক বশতঃ সমাধির নিষ্ফলতার নাম 'অলব্ধ ভূমিকত্ব'।

সুখ, দুঃখ, পুণ্য এবং পাপে, যথাক্রমে মৈত্রী, করুণা মুদিত ও উপেক্ষা, ভাবনা করিলে, চিত্তপ্রসাদ জন্মে। এই ভাবনাভ্যাসে মোহ ও বিক্ষেপভাব নষ্ট হইয়া, চিত্তে নির্ম্মল সাত্ত্বিক এক প্রশান্ত ভাবের উদয় হয়। ইহাকে চিত্তের 'শুক্ল' ধর্ম্ম বলে। চিত্ত প্রসন্ন হইলে, একাগ্রতা ও স্থিরতা লাভ করে। একাগ্রতা ও প্রসন্নতা না জন্মিলে, চিত্ত সমাহিত বা আত্মার প্রতিবিম্বগ্রহণক্ষম হয় না। জীবের পূর্ব্বসঞ্চিতকর্ম্মজাত পাপপুণ্যবাসনা থাকে বলিয়া চিত্তের ঐরূপ মোহ (মুগ্ধিত) এবং বিক্ষিপ্ত (চঞ্চল) ভাব এবং সঞ্চিত বাসনানুরূপ বৃত্তি উৎপাদনে প্রবৃত্তি। এই কারণে তাহার তখন আত্মপ্রতিবিম্বগ্রহণ যোগ্য স্বচ্ছতার ও প্রশান্ততার অভাব। বাসনা দ্বিবিধ-মলিন ও শুদ্ধ। কৃষ্ণ শুক্ল, বা ক্লিষ্ট অক্লিষ্ট, এই বিভাগদ্বয়ের নামান্তর। বিরুদ্ধ বাসনা উৎপাদন ব্যতীত তীব্র বাসনা ক্ষয়ের উপায়ান্তর নাই। এই কারণে মৈত্রীকরুণাদি প্রশান্ত শুদ্ধ বাসনা উৎপাদন দ্বারা রাগদ্বেষাদি মলিন বাসনা নষ্ট করা কর্ত্তব্য।

শত্রু মিত্র এইরূপ প্রভেদ না রাখিয়া, জগতের যাবতীয় জীবকে সস্নেহ মিত্রভাবে গ্রহণ করিয়া, সকলের সুখেই সুখী হইতে অভ্যাস করিলে, চিত্তের রাগদ্বেষ মল কমিয়া যায়; এবং পরের সুখে সুখলাভ হয় বলিয়া পরগুণে দোষাবিষ্করণ রূপ 'অসূয়া,' পরগুণাসহনরূপ 'ঈর্ষা', পরোক্ষে পরদোষ প্রকাশনরূপ 'পৈশুন,' পরোৎকর্ষ সহনপূর্ব্বক স্বোৎকর্ষ বাঞ্ছাত্মক 'মাৎসর্য্যাদি' মল, চিত্ত হইতে বিদূরিত হয়। করুণা অর্থ 'কৃপা'। পরের দুঃখ দৃষ্টে করুণা করিতে অভ্যাস করিলে, ক্রমে বৈরী আদি নিষ্ঠুর ভাবের নিবৃত্তি হয়। পরের দুঃখ ও অক্ষমতার সহিত আপনার সুখ ও সক্ষমতার তুলনা প্রযুক্ত যে দর্পাদি মলিন বৃত্তির উৎপত্তি, তৎসমস্ত নষ্ট হয়। মুদিত বা মোদ শব্দের অর্থ হর্ষ। পর পুণ্য দৃষ্টে হর্ষিত হইতে শিখিলে মনের অসূয়াদি মল নষ্ট হয়। পরের পাপে বিদ্বেষ বা ঘৃণা না করিয়া সর্ব্বতোভাবে উদাসীন থাকিলে, চিত্তের চঞ্চলতা ও অসহিষ্ণুতাত্মক অমর্ষ মল বিদূরিত হয়। এইরূপ শুক্ল ভাবোৎপাদনের ফলে চিত্তে সতত ঐশিক (প্রকৃত) আনন্দ স্বভাবের স্নেহময়শান্তি-আত্মক বিশুদ্ধ এক

নিবৃত্ত যে সংস্কার থাকে তাহার নাম নিরোধসংস্কার।' ব্যুত্থান সংস্কারের ন্যায় তাহাতে কোন চাঞ্চল্যাদি মল নাই। সে সংস্কার প্রশান্তবাহিত। চিত্তের সর্ব্বার্থতা (সর্ব্ববিষয়ক প্রয়োজনীয়তা) ধর্ম্মজন্য বিক্ষেপ (চাঞ্চল্য)। একার্থতাধর্ম্মফলে চিত্তের একাগ্রতা, নিরোধ, বা সমাধি পরিণাম। এই নিরোধ পরিণামই চিত্তের শেষ পরিণাম। এইটীই আত্মার উন্নতি জন্য জীবের সম্বন্ধে চিত্তের শেষ কার্য্য। এই কার্য্যটী সফল হইয়া আত্মার সর্ব্ব বাসনার অবসান হইলে, চিত্তের সহিত আত্মার সম্বন্ধ বিরহিত হয়। আত্মা তখন অনাত্মে আত্মজ্ঞানোৎপাদিকা অবিদ্যার হস্তহইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হইয়া স্বস্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হন।

নিরোধসংস্কার।

মুক্তি।

৪র্থ স্তবক।

আর্য্যবিজ্ঞানমতে আত্মদর্শনের অধিকারী।

এখন দেখিলে যে, আত্মদর্শন জন্য নির্ব্বিকল্প বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির প্রয়োজন। কিন্তু চিত্তের মূঢ় বা ক্ষিপ্তাবস্থা থাকিতে তাহাকে এরূপে সমাহিত করা অসম্ভব। মূঢ়াবস্থায় চিত্তের জড়তা, তামসিক স্তব্ধতা, এরূপ অধিক যে, তখন তাহাতে নির্ম্মল আত্মপ্রতিবিম্ব গ্রহণোপযুক্ত স্বচ্ছতার আদৌ অভাব থাকে; এবং ক্ষিপ্তাবস্থায় যদিচ জড়তার আংশিকাপগমন হয়, তথাপি তখনও জীব অবিদ্যার মোহে মুগ্ধ, তখনও তাহার অনাত্মে আত্মজ্ঞান প্রবল এবং

আত্মদর্শনাধিকার

প্রেম ভাবের আবির্ভাব হয়। সেই আনন্দই আত্মার প্রকৃত স্বভাব বলিয়া তাহার আবির্ভাবে চিত্ত বিনাক্লেশেই সমাহিত ও আত্মজ্ঞান প্রকাশে সক্ষম হয়।

—পাতঞ্জলদর্শন।

মূঢ়াবস্থার তামসিক জড়তা কতক নষ্ট হওয়ায়, চিত্ত তখন মঙ্গলময় নৈসর্গিক নিয়মে,ইন্ধনপ্রবিষ্ট অগ্নির ন্যায়, প্রবল চাঞ্চল্যজ্বালায় প্রজ্জলিত। সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মনই তখন সবল, নিশ্চয়াত্মিক বুদ্ধি অতি দুর্ব্বল। চঞ্চল জলে নিপতিত সূর্য্যপ্রতিবিম্বের ন্যায়, সে চিত্তে প্রতিফলিত আত্ম-প্রতিবিম্ব. তখন অস্থির; এবং জীবের জড়ে আত্মজ্ঞান ও বিষয়তৃষ্ণা, ও তজ্জাত মানসিক সঙ্কল্প বিকল্পের প্রাবল্যে, জ্ঞানানন্দাত্মক সে প্রতিবিম্ব তখন সহজেই জড়বিষয় মিশ্রিত হইয়া জীবের জড়বিষয়জ্ঞান ও ভোগেরই সাহায্য করে। তখনও জীব সেই আত্মপ্রতিবিম্বকে বিষয় হইতে বিশ্লিষ্ট করিতে অক্ষম। তখনও জ্ঞেয়বিরহিত জ্ঞান বা ভোগ্য-বিরহিত আনন্দ তাহার পূর্ণ অবিদিত। কাজেই, তখন সে আত্মদর্শনের সম্পূর্ণ অনধিকারী। পরে বিষয় ভোগাদি দ্বারা জ্ঞানানন্দের ক্রমবৃদ্ধি সহকারে, তাহার চিত্তের যখন বিক্ষিপ্তাবস্থা লাভ হয়, তখন সদ্গুরুর উপদেশে তত্ত্বজ্ঞানাত্মক বিদ্যালাভে, যদি সে ব্যক্তি ক্রমে অবিদ্যার কুহক বুঝিতে সক্ষম হয় এবং শমদমাদি দ্বারা চিত্তের সেই তমোরূপী ইন্ধন-দগ্ধকারী রাজসিক অগ্নিজ্বালা নির্ব্বাপিত করিয়া, চিত্তকে জলদঙ্গারবৎ সাত্ত্বিক স্থির স্বচ্ছাবস্থায় পরিণত করিতে পারে, তবে তাহার আত্মদর্শনের সামর্থ্য জন্মে। তদ্রূপ স্বচ্ছ স্থির ভাবই চিত্তের একাগ্র পরিণাম। সেই অবস্থায়ই চিত্ত সমাধির যোগ্য, জীব আত্মদর্শনের অধিকারী।

শ্রুতিমতে শমদমাদির আবশ্যকতা।

শ্রুতি বলেন, শান্ত দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আত্মসাক্ষাৎকারে সযত্ন হইবে। কারণ, শমদমাদি অভ্যাসবলে চিত্তের বাসনাসক্তির ক্ষয় ও বিশুদ্ধিতাসাধন দ্বারা তাহার স্বাভাবিক প্রেমাত্মক প্রসন্নভাব উদ্ধার করিতে না পারিলে, চিত্তকে আত্মদর্শনে সংযত বা সক্ষম করা অসাধ্য। এই সস্নেহ প্রেমভাবে আনন্দের প্রকাশ

বলিয়া, ইহাই প্রকৃত আত্মদর্শনযোগ্য চিত্তের স্বচ্ছভাব এবং নির্ব্বিশেষ-প্রেমভাবে শান্তি বিরাজমান বলিয়া, এ ভাব প্রশান্ত। প্রেমভাব যখন সর্ব্বদ্বেষবিরহিত হয়, তখন তাহাহইতে হেয় উপাদেয়রূপ পৃথক্ উপলব্ধিরও অভাব হয়। কাজেই তখন প্রেমনির্ব্বিশেষ ও সততই একরসাত্মক ও প্রশান্ত হয়। বিষয়বিশেষে ভাবের বিশেষত্ব জন্যই প্রেমের হ্রাসবৃদ্ধি, এবং তজ্জন্যই তাহার মোহচাঞ্চল্য। ইহাই প্রেমের জড় কামভাব। এই কামই চিত্তশুদ্ধির প্রধান বিঘ্ন এবং ইহার দমন জন্যই শমদমাদির প্রধান প্রয়োজন। তবে অনন্তকাল-সঞ্চিত এই কামভাব, এই বাসনাজাল, উন্মোচন ত সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। বিশেষতঃ চিত্তাশ্রিত বলিয়া জীবের নিজেরই যখন চিত্তজাত প্রবৃত্তিকে আপন প্রবৃত্তি বলিয়া ধারণা, এবং সেই প্রবৃত্তি চারিতার্থ্যে পরম সুখজ্ঞান, তখন গুরু মহাজনাদির বাক্যে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা না জন্মিলেই বা, ঐ প্রকৃত-স্বাভাবিক ভ্রান্তির হস্ত হইতে তাহার উদ্ধার কিরূপে সম্ভবে? এবং শমদমাদি হিতকর বলিয়া তাহার প্রতীতি না জন্মিলেই বা সে তদভ্যাসে কেন প্রযত্নবান্ হইবে? সামান্য চেষ্টায় ত আর ঐ অনন্ত জন্মজাত প্রবল বেগবান্ চিত্তস্রোত অবরোধ সম্ভবপর নহে। এই কারণেই শ্রদ্ধার বিশেষ প্রয়োজন। আস্তিক্যবুদ্ধি-মিশ্র চিত্তপ্রসন্নতার নাম 'শ্রদ্ধা'। শ্রদ্ধাব্যতীত শমদমাদি জন্য প্রযত্নের ঐকান্তিকতা জন্মে না, এবং প্রযত্নের ঐকান্তিকতা ব্যতীতও চিত্তের অভ্যাস পরিবর্তন অসম্ভব। এই কারণেই আত্মদর্শনেচ্ছুর পক্ষে শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা এবং শ্রদ্ধার এরূপ পূর্ব্বাভ্যাসের আবশ্যকতা। নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক, শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা শ্রদ্ধাদি ইহারা পরস্পর পরস্পরের উন্নতিসাধক।

হিন্দুশাস্ত্রমতে, এই চিত্তশুদ্ধিই মনুষ্যের যাবতীয় সন্ধ্যা, আহ্নিক, পূজা ইত্যাদি নিত্য ধর্ম্মকর্ম্মের উদ্দেশ্য। চিত্ত প্রসন্ন ও স্বচ্ছ হইলে

মনুষ্য তাহার প্রকৃত কর্ত্তব্য বুঝিতে পারে। তখন চিত্তে বিবেক ও বিদ্যার উদয় হয়। অবিদ্যার আশ্রয় জন্য যেরূপ জীবের পতন, বিদ্যার আশ্রয়ে তদ্রূপ তাহার উদ্ধার। প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের নাম বিদ্যা। ইহার বলে জীব অবিদ্যাজাত ভ্রান্তি নষ্ট করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠালাভ করিতে সক্ষম হয়।

শারীরক ভাষ্যকার বলেন, নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক ইহামুত্রফলভোগ-বৈরাগ্য, শমদমাদি ষট্‌সাধনসম্পৎ (১৮) ও মুমুক্ষা,—এই সকল লাভ হইলে সাধক আত্মদর্শনের প্রকৃত অধিকারী হন্।

এখন দেখ আত্মদর্শনোদ্যোগের পূর্ব্বে কর্ম্মপ্রবৃত্তির হস্ত হইতে এইরূপ বিশেষ মুক্তিলাভের ব্যবস্থার প্রয়োজন কি। এ বিষয়টী

কর্ম্ম ও জ্ঞানের পার্থক্য। কর্ম্ম পুরুষতন্ত্র, জ্ঞান বস্তুতন্ত্র।

বুঝিতে হইলে, জৈব কর্ম্ম ও জ্ঞানতত্ত্বের পার্থক্য আরও একটু পরিস্ফুটরূপে বুঝা আবশ্যক। পর্য্যালোচনাকরিলে দেখিবে, যে কর্ম্ম মাত্রই তোমার ক্রিয়া; তুমি করিলে হয়, না করিলে না হয়। তুমি ইহার কর্ত্তা। ইহা সর্ব্বতোভাবে তোমারই ব্যাপারাধীন, তোমারই ইচ্ছা সাপেক্ষ। কিন্তু জ্ঞান ঠিক তদ্রূপ নহে। জ্ঞেয় বিষয়টী তোমার ইন্দ্রিয়ান্তঃকরণের গোচরহইলে, স্বতঃই, তোমার তদ্বিষয়ক জ্ঞান জন্মে। কর্ম্মের ন্যায় জ্ঞানের জন্য তোমার কর্ত্তৃত্বের প্রয়োজন নাই। কর্ম্ম যেরূপ পুরুষব্যাপারাধীন, জ্ঞান তদ্রূপ বস্তুসান্নিধ্যের অধীন। অতএব, কর্ম্ম পুরুষতন্ত্র, জ্ঞান বস্তুতন্ত্র।

---

(১৮) শম (বহিরিন্দ্রিয় সংযম), দম (অন্তঃকরণনিগ্রহ), উপরতি (বিষয়ানুভব বিরতি), তিতিক্ষা (শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা), সমাধান (আত্মতত্ত্বে মনঃসংযোগ), ও শ্রদ্ধা (গুরু-বেদান্ত-বাক্যে বিশ্বাস)—এই ছয়টীর নাম ষট্‌সাধন সম্পৎ। —শারীরক ভাষ্য ১।১।১।

আবার দেখ পুণ্যই হউক, আর পাপই হউক, সৎ হউক, আর অসৎ হউক, কর্ম্মমাত্রই প্রবৃত্তিসাপেক্ষ, রজঃগুণের কার্য্য। চিত্ত সঞ্চালনব্যতীত কর্ম্ম অসম্ভব। কিন্তু জ্ঞান সত্ত্বগুণের প্রকাশ। জ্ঞানজন্য চাই, চিত্তের স্বচ্ছ, স্থির ও সংযতভাব। জ্ঞান স্বয়ং সপ্রকাশ। কাজেই ইহার প্রকাশ জন্য চিত্তের কার্য্য, চিত্তের চাঞ্চল্য, নিষ্প্রয়োজন। যে চিত্ত যত বিশুদ্ধ, স্বচ্ছ, স্থির ও নিবৃত্ত হইবে, সে চিত্তে জ্ঞান প্রকাশের ততই স্ফূর্ত্তি বাড়িবে।

কর্ম্ম রাজসিক, জ্ঞান সাত্ত্বিক।

তবে তুমি বলিতে পার যে, বিষয়জ্ঞানমাত্রই ত কর্ম্মসাপেক্ষ। ক্রিয়া দ্বারা দেশকালবস্তুপরিচ্ছিন্ন বিষয়বিশেষকে চিত্তের গোচরকরিতে হয়। তৎপর চিত্তদ্বারা তদ্বিষয়াকারবৃত্তি ধারণ করিতে হয়; তবে ত সে বিষয়ের জ্ঞান (cognition) জন্মে। আবার, এই যে বৃত্তিজ্ঞান, ইহাও জ্ঞাত বিষয়টীর পরিস্ফুট জ্ঞান নহে। পরিস্ফুট জ্ঞানলাভ জন্য আরও মনোব্যাপারের প্রয়োজন। জ্ঞানাগত বিষয়টা, কোন্ জাতীয়, পূর্ব্বদৃষ্ট কোনটা বা কোনটার অনুরূপ কিনা; উহার নাম কি ইত্যাদি; নানা মানসিক বিকল্প ও স্মৃত্যাত্মক প্রত্যভিজ্ঞান (recognition) দ্বারা বিষয়টীর জাতিনামাদিসম্বলিত পরিস্ফুট জ্ঞানলাভ করিতে হয়। এ সমস্তই ইন্দ্রিয় ও মনের ক্রিয়াসাধ্য। কাজেই, এরূপ বিষয়জ্ঞানকে ক্রিয়াবিরহিত কি করিয়া বলিব?

বিষয়জ্ঞান ক্রিয়াসাধ্য।

তোমার এ কথা স্বীকার্য্য। কিন্তু আত্মতত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝিবে যে, বিষয়জ্ঞানজন্য এইরূপ মনোব্যাপার প্রয়োজনীয় হইলেও, আত্মজ্ঞানজন্য তাহা নিষ্প্রয়োজন। আত্মা তোমারই আত্মা, তোমারই চৈতন্যের স্বরূপ। কাজেই তাহাকে চিত্তের গোচরকরিবার জন্য অন্য কোন স্থানহইতে

আত্মজ্ঞান ক্রিয়াসাধ্য নহে।

আনিতে হয় না। তাহা আত্মারূপে তোমার চিত্তে বর্ত্তমান। তাহারই চৈতন্য প্রকাশে তোমার যাবতীয় বিষয়জ্ঞান। আবার, তাহা কোন বাহ্য বা মানসিক পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তিবিশেষও নহে যে, তাহার জ্ঞান-জন্য তোমার চিত্তকে তদনুরূপ বৃত্তি উৎপাদনকরিতে হইবে। আত্মা তোমার চৈতন্যের, তোমার জ্ঞানের স্বরূপ ; এবং তাহা তোমার পূর্ব্ব-দৃষ্ট কোন পদার্থও নহে, পদার্থের ন্যায়ও নহে যে, তাহার জ্ঞানজন্য তোমাকে তোমার মানসিক বিকল্পনা বা প্রত্যভিজ্ঞানের সাহায্য লইতে হইবে। তাহারস্বরূপ সর্ব্বতোভাবে তোমারনিকট অপূর্ব্ব। কাজেই পরিচ্ছিন্ন বিষয়জ্ঞান ক্রিয়াব্যাপারসাধ্য হইলেও, আত্মজ্ঞানজন্য ক্রিয়া সর্ব্বতোভাবে নিষ্প্রয়োজন *।

বেদান্ত মতে আত্মাই একমাত্র সৎ, একমাত্র বস্তু। তাঁহার সত্তায় জগতের সত্তা। আত্মা নিত্যসিদ্ধ, সংস্কারসাধ্য নহেন। কাজেই

আত্মজ্ঞান সংস্কার-সাধ্য নহে।

চিত্তজাত সংস্কারের সাহায্যে তাঁহাকে কি করিয়া দেখিবে? জড় সংস্কার, আত্মজ্ঞানের বিরোধী। তবে তুমি বলিতে পার যে সংস্কারজন্যই

আত্মার জীবভাব।

অবিদ্যাসংস্কারাবৃত, অবিদ্যাসংস্কার-প্রতিবিম্বিত আত্মাই ত জীব ; এবং জীব তাহার সেই

সংস্কারাশ্রিত আত্মাই জীব।

সূক্ষ্ম-স্বচ্ছ-অবিদ্যা-সংস্কারজাত আসক্তি বলে স্বীয় প্রবৃত্তিজ কর্ম্মদ্বারা প্রতিমুহূর্ত্তে, সত্ত্ব-রজঃ তামসিক ত শত নূতনসংস্কার সংগ্রহকরিয়া উর্ণনাভের ন্যায় তদ্দ্বারা তাহার সেই আত্মাবরণ যে ক্রমেই আরও প্রগাঢ় করিতেছে, তাহার সেই প্রগাঢ় আত্মাবরণের নামই ত

চিত্ত সংস্কারাত্মক।

* "ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা। জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ ॥"—মুণ্ডক ৩।১।৮। দেব = ইন্দ্রিয়। সত্ত্ব = বুদ্ধি।

চিত্ত। অতএব, সংস্কারের প্রগাঢ় ভাবের নাম যখন চিত্ত, তখন জীব সংস্কারবিরহিত চিত্ত কোথায় পাইবে যে, তৎসাহায্যে আত্মদর্শনলাভ করিবে?

তোমার এ কথাও ঠিক। চিত্তের সাহায্যে আত্মার প্রতিবিম্ব-জ্ঞান ব্যতীত, প্রকৃত স্বরূপজ্ঞান অসম্ভব। তবে, চিত্ত বিশুদ্ধ স্বচ্ছ ও নিরুদ্ধ হইলে, সে চিত্তে যে আত্মপ্রতিবিম্ব পড়ে, সে প্রতিবিম্ব আত্মস্বরূপেরই একরূপ প্রতিকৃতি। কাজেই, তদ্দর্শনবলে একরূপ আত্মার স্বরূপ-জ্ঞানই লাভ হয়; এবং সেই জ্ঞানের প্রসাদে কালে জীবের চিত্তগ্রন্থি খসিয়া যায়, জীব অবিদ্যার হস্তহইতে মুক্ত হয় এবং স্ব স্বরূপ লাভ করে।

চিত্তজ আত্মজ্ঞান প্রকৃত আত্মজ্ঞানের পূর্ব্বভাবী

বস্তু বিরহিত হইয়া শক্তির অবস্থান অসম্ভব। কাজেই আত্মা যখন একমাত্র বস্তু, তখন আত্মার আশ্রয় ব্যতীত সংস্কারের অস্তিত্ব অসম্ভব। পরে দেখিবে, স্থাবর জঙ্গমাদি সকল পদার্থের ন্যায় সংস্কারও আত্মাশ্রিত অজ্ঞান শক্তিমাত্র। সংস্কারের অজ্ঞানশক্তি ভাগের তারতম্যজন্যই সংস্কারের সত্ত্ব রজঃ তামসিক শ্রেণীভেদ। সাত্বিক সংস্কারে অজ্ঞানাংশ সর্ব্বাপেক্ষা কম ও সূক্ষ্ম। কাজেই আত্মদর্শন জন্য তামসিক বা রাজসিক সংস্কারাপেক্ষা সাত্বিক সংস্কার কম বিঘ্নকর। সৎ ও পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা অসৎ ও পাপ কর্ম্মজ তমোরাজসিক সংস্কারের হ্রাস, ও সাত্বিক সংস্কারের বৃদ্ধি, হয়। জ্ঞান ও প্রেমই আত্মার প্রকাশ। সুতরাং জ্ঞান ও প্রেম পরিচালনাভ্যাস দ্বারা আত্মস্ফূর্ত্তির বৃদ্ধি হয়। সংস্কার-

সংস্কারের আত্মা

আত্ম নাম্নক অংশ-দ্বয়ের আপেক্ষিক ন্যূনাধিক্য জন্য সংস্কারের গুণভেদ।

এই আত্মাংশের বৃদ্ধিজন্যই সংস্কারের স্বচ্ছতা। যে সংস্কারে আত্মস্ফূর্ত্তি যত বেশী, সে সংস্কার তত স্বচ্ছ ও সাত্বিক। এই কারণে,

চিত্তোন্নতির জন্য সংসারের প্রয়োজন।

যাহারা আত্মজ্ঞান লাভের প্রত্যাশী, তাহাদিগের পূর্ব্বে সৎকর্ম্মানুশীলন, জ্ঞান ও প্রেম ভাবের বৃদ্ধি, দ্বারা চিত্তকে শুদ্ধ স্বচ্ছ প্রশান্ত ও স্থির করা কর্ত্তব্য। এ সকল অনুশীলনের উপযুক্ত ক্ষেত্র সংসার। কাজেই, সংসার দশায়ই মানবকে এ উন্নতি সাধন করিতে হয়।

অস্ফুটচিত্তের সংযম অহিতকর।

এরূপ না করিয়া চিত্তশুদ্ধির পূর্ব্বে, হঠকারিতা বলে প্রাণায়ামাদি অভ্যাসদ্বারা জড় ও পাপাসক্ত মলিন চিত্তের প্রাণশক্তি হ্রাস করতঃ, চিত্তকে নিবৃত্ত করিলে, চিত্তগত ক্লেশ প্রসুপ্ত ও চিত্ত দুর্ব্বল হয়, এবং চিত্তের তমোভাব আরও বর্দ্ধিত হয়। এরূপ চিত্তদ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার প্রত্যাশা কখনই ফলবতী হয় না। এরূপে চিত্ত নিরুদ্ধ হইলে, তদ্দ্বারা তমঃস্বরূপ অন্ধকার প্রতিফলিত হয় ব্যতীত আত্মজ্যোতিঃ কদাচ প্রতিফলিত হইতে পারে না। কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধির পূর্ব্বে, প্রাণায়ামাদি চিত্তশক্তি হ্রাসকারক জ্ঞানসাধন-অভ্যাস জীবের বিশেষ অহিতকর। এতদ্দ্বারা মুক্তিলাভ না হইয়া জীবের মূঢ় বা জড় পরিণাম প্রাপ্তি অধিকতর সম্ভবপর। এই কারণে স্মৃতি শ্রুতি আদি শাস্ত্র এরূপ অনুষ্ঠানের বিরোধী (১৯)।

(১৯) তামসিক জড়তা ও রাজসিক চাঞ্চল্য,—চিত্তের এই দুই ভাবই আত্মসাক্ষাৎকারের বিরোধী। তন্মধ্যে জড়তাই প্রধান। রাহুর পূর্ণগ্রাসে সূর্য্য যেরূপ অপ্রকাশ হয়, জড়তার প্রগাঢ় আবরণে আত্মাও তদ্রূপ আবৃত হয়। জড়তার আধিক্যেই জীবের মূঢ়ত্ব। ইহার পূর্ণতায়, জীবের জড়পরিণাম। চাঞ্চল্য জড়তানাশের একমাত্র সহায়। রজোগুণজাত স্ফুরণদ্বারাই তমোগুণজাত সঙ্কোচ বিশ্লিষ্ট হইয়া চিত্তের স্থূল জড়ভাব অপগত হয় এবং চিত্ত সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ হয়। এই চাঞ্চল্যেরই নাম প্রাণশক্তি। ইহাই সর্ব্বস্ফূর্ত্তি, ইহাই চিত্তবৃত্তির কারণ, ইহাই জীবের সর্ব্বাসক্তির উৎপাদক। যে চিত্তে ইহার যত আধিক্য, সে চিত্ত তত অধিক সবল, সপ্রাণ,

এখন দেখিলে যে, কর্ম্ম আত্মদর্শনের সাক্ষাৎসাধন নহে, কর্ম্ম আত্মদর্শনের বিরোধী। কর্ম্মের প্রয়োজন চিত্তশুদ্ধি জন্য, চিত্তকে বিশুদ্ধ স্থির স্বচ্ছ অনাসক্ত ভাবে আনয়ন জন্য; এবং চিত্তের এরূপ ভাবের প্রয়োজন আত্মদর্শন জন্য। চিত্ত এরূপ উন্নত না হইলে, সে চিত্তের

কর্ম্মের প্রয়োজন, চিত্তশুদ্ধি।

কর্ম্মক্ষম ও সবৃত্ত। ইহার বলেই জীবের ক্রমোন্নতি, তাহার মুক্তির আশা। অবশ্য চিত্তে জড়প্রাণরূপ চাঞ্চল্য বর্ত্তমান থাকিতে মুক্তি অসম্ভব। চাঞ্চল্য জড়তা নাশজন্য পরম হিতকর হইলেও, আত্মসাক্ষাৎকারপক্ষে জীবের পরমবৈরী। ইহাই চৈতন্যের সহিত মিলিত হইয়া, তৃষ্ণা নাম গ্রহণে জীবের সর্ব্ব অশান্তির মূল। কর্ম্মাসক্তি উৎপাদনদ্বারা চিত্তের জড় তামসিক স্তব্ধভাব নষ্ট করিয়া, চিত্ত নির্ম্মল, স্বচ্ছ ও আত্ম চৈতন্য গ্রহণের উপযুক্ত করে বলিয়া, পূর্ব্বে চাঞ্চল্য, পরম্পরা সম্বন্ধে মুক্তির হেতু, এবং এই চাঞ্চল্য বলে চিত্ত যখন নির্ম্মল, উন্নত ও আত্মদর্শনযোগ্য হয়, তখন সেই নির্ম্মল চিত্তকে অস্থির করে বলিয়া, পরে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইহা আবার মুক্তির বাধক। নির্ম্মল চঞ্চল জলের ন্যায় স্বচ্ছ চিত্তও চঞ্চল হইলে, আত্ম-প্রতিবিম্ব গ্রহণে অক্ষম হয়। এই কারণে, চাপল্যের সাহায্যে চিত্ত আত্ম-বিম্ব গ্রহণোপযুক্ত নির্ম্মল ও স্বচ্ছ ভাব প্রাপ্ত হইলে, চিত্তের চাঞ্চল্যনাশের জন্য প্রাণায়ামাদির প্রয়োজন। তখনই প্রাণায়ামাদি অভ্যাসদ্বারা, কৃতকর্ম্ম রাজসিক চাঞ্চল্য নষ্ট এবং চিত্তকে নিবৃত্ত ও সমাহিত করিয়া আত্মপ্রতিবিম্ব-গ্রহণের উপযুক্ত করা বিধেয়। এরূপ না করিয়া প্রাণায়ামাদি অভ্যাসদ্বারা মলিন, পাপপঙ্কিল, জড়, অস্বচ্ছ চিত্তের চাঞ্চল্য, তাহার বৃত্তিউৎপাদনসামর্থ্য, নষ্ট করিতে চেষ্টা করিলে, চিত্তের জড়তা থাকিয়া যায় এবং সে চিত্তদ্বারা কখনই আত্ম সাক্ষাৎকার লাভ হয় না। জীব চিত্তাশ্রিত আত্মা। চিত্তের সাহায্য ব্যতীত জীব আত্মজ্ঞান লাভ করিতে অক্ষম। এই কারণে স্মৃতি বলেন, "কষায়পংক্তি কর্ম্মানি জ্ঞানন্তু পরমাগতিঃ। কষায়ে কর্ম্মভিঃ পক্কে ততো জ্ঞানং প্রবর্ত্ততে॥" যখন কর্ম্মদ্বারা চিত্তের কষায়স্বরূপ পাপবাসনাজাত মোহবিক্ষেপভাবের পরিপাক জন্মে, তখনই জ্ঞান জীবের পরমাগতি। কর্ম্মদ্বারা কষায় ভাবের পরিপাকে চিত্তে বিবেক ও তজ্জাত মুমুক্ষার স্ফূর্ত্তি হইলে, তৎপর জ্ঞানমার্গে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। "অবিদ্যয়া মৃত্যুংতীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥"—শ্রুতি।

সাহায্যে আত্মদর্শন অসম্ভব। কাজেই আত্মদর্শন জন্য জ্ঞানমার্গাবলম্বনের পূর্ব্বে শমদমাদি সাধন আবশ্যক।

আবার সপ্রণিধান হও, তবে দেখিবে যে, একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানই বস্তুতন্ত্র। তত্ত্বজ্ঞান বলেই বস্তুর প্রকৃত স্বরূপজ্ঞানের সাহায্য হয়।

তত্ত্বজ্ঞান ও তত্ত্বশাস্ত্রানুশীলন।

সংশয় বিকল্পাদি বুদ্ধির দোষ। তদ্‌যুক্ত জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান নহে। এরূপ জ্ঞানবলে বস্তুস্বরূপের অনুভব অসম্ভব। কাজেই নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক এবং বেদান্তাদি তত্ত্বশাস্ত্রের আলোচনা প্রয়োজনীয়। ইহাদ্বারা বুদ্ধি বিশুদ্ধ হয়। শ্রুতি বলেন, আত্মা গুহা নিহিত। গুহা অর্থ তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা সংস্কৃত বিশুদ্ধ বুদ্ধি। তত্ত্বশাস্ত্রের মর্ম্ম অতিগূঢ়। কাজেই সদ্‌গুরুর সাহায্য ব্যতীত তল্লাভ অসম্ভব। এই কারণে শ্রুতি (*) সদ্‌গুরুর এত পক্ষপাতী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আত্মদর্শনোপায়—যোগ, ভক্তি, ও জ্ঞান।

প্রথম স্তবক।

সূচনা, যোগাদির অধিকার।

বশিষ্ঠ বলেন, তত্ত্বজ্ঞান, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়,—আত্মসাক্ষাৎকারের এই তিন উপায়। এ তিনটী মিথঃকারণরূপে, পরস্পর পরস্পরের

আত্মদর্শনোপায়।

উন্নতি সাধন করে। তত্ত্বতঃ, এ তিনই এক, যাহা বাসনা তাহাই মন। কার্য্য আর কারণে, প্রকাশ আর অপ্রকাশে, মাত্র ভেদ। ব্যষ্টিবাসনানিচয়ের সমষ্টির নাম মন। এবং সেই মনই আত্মার বন্ধন। পুষ্প যেরূপ স্বীয় সুগন্ধবলে

(*) "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ।"—শ্রুতি।

মানবচিত্ত আকর্ষণ করে. চিত্তগতবাসনাও তদ্রূপ স্বীয় আসক্তিবলে জীবাত্মাকে আকর্ষণ করে। কাজেই মনের ক্রমক্ষয়েই, বাসনার ক্রমক্ষয় এবং মনোবাসনার ক্রমক্ষয়ে তত্ত্বজ্ঞানের ক্রমোদ্গম। ইহার একের সাধনে অন্য দুয়েরও সিদ্ধিলাভ হয়। বশিষ্ঠ বলেন, পৌরুষ ও বিবেকের সাহায্যে মুমুক্ষুব্যক্তি আত্মসাক্ষাৎকারলাভার্থ ভোগেচ্ছাত্যাগ করিয়া, এই তিনের অভ্যাস ও আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। তত্ত্ববিষয়ক শ্রবণ মননাদি, তদ্বিষয়ক আলাপন ও পুনঃ পুনঃ তাঁহার অনুস্মরণের নাম তত্ত্বজ্ঞানাভ্যাস। মৈত্রাদি শুভবাসনার উদ্বোধন করিয়া কাম-ক্রোধাদি অশুভ বাসনাক্ষয়দ্বারা বাসনাক্ষয় অভ্যাস করিতে হয়। বশিষ্ঠ বলেন, শুভ বাসনা বৃদ্ধি দ্বারা মুমুক্ষুর কোন অনিষ্ট নাই। (২০) বাসনার বিশুদ্ধিতাসহকারে চিত্তে যখন বিবেকের উদয় হইয়া আত্ম-সঙ্কোচক সংস্কারের হস্তহইতে মুক্তির ঐকান্তিক ইচ্ছা জন্মে, তখনই মানব আত্মসাক্ষাৎকার লাভের অধিকারী হন্।

তখন স্বীয় চিত্তের গতি অনুসারে তিনি গুরু উপদেশ গ্রহণপূর্ব্বক যোগ,ভক্তি,বা জ্ঞান,—আত্মসাক্ষাৎকারের এই তিনমার্গের কোন একটী অবলম্বনে, অভীষ্টসিদ্ধিলাভে প্রযত্নবান্ হন। সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ আত্মার এই তিন স্বভাবের স্ফূর্ত্তি জন্য জীবে ইচ্ছা জ্ঞান ও প্রেমের প্রকাশ।

যোগ,ভক্তি ও জ্ঞানের অধিকারী নির্ণয়।

• (২০) শুভাশুভাভ্যাং মার্গাভ্যাং বহন্তী বাসনাসরিৎ। পৌরুষেণ প্রযত্নেন যোজনীয়া শুভে পথি। অশুভেষু সমাবিষ্টং শুভেষ্বেবাবতারয়। স্বমনঃ পুরুষার্থেন বলেন বলিনাং বর॥ প্রাগভ্যাসবশাদ্ যাতি যদা তে বাসনোদয়ম্। তদাভ্যাসস্য সাফল্যং বিদ্ধি ত্বমরিমর্দ্দন॥...সন্দিগ্ধায়ামপিভৃশাং শুভামেব সমাহর। শুভায়াং বাসনাবৃদ্ধৌ তাত দোষো ন কশ্চন॥ অব্যুৎপন্নমনা যাবদ্ ভবানজ্ঞাততৎপদঃ গুরুশাস্ত্রপ্রমাণৈস্তু‌ং নির্ণীতং তাবদাচর॥ ততঃ পক্ককষায়েন নূনং বিজ্ঞাতবস্তুনা শুভোপ্যসৌ ত্বয়া ত্যাজ্যো বাসনৌঘো নিরোধিনা॥"—বশিষ্ঠরামায়ণ।

যে মুমুক্ষুর চিত্তে ইহার যেটীর প্রকাশাধিক্য, তাঁহার জন্য তদনুরূপ মার্গই প্রশস্ত। ইচ্ছাপ্রবল ব্যক্তির পক্ষে যোগ, জ্ঞানপ্রবল ব্যক্তির পক্ষে জ্ঞান, ও ভক্তিপ্রবলের পক্ষে ভক্তিমার্গ, সুগম। তবে তিন মার্গেরই গন্তব্য স্থান এক এবং মার্গ পৃথক্ হইলেও যে, যোগীর পক্ষে জ্ঞান ভক্তি, বা জ্ঞানীর পক্ষে ইচ্ছা ভক্তি, বা ভক্তের পক্ষে জ্ঞান ইচ্ছা, একেবারে নিস্প্রয়োজন, তাহা নহে। এ তিনই যখন আত্মার প্রকাশ, তখন আত্মান্বেষী ইহার কোনটীকে ছাড়িলে, কিরূপ চলিবে? বিশেষতঃ, এ তিনই একাত্মক। যিনি যখন ইহার যে ভাবের উপরই লক্ষ্য করুন না কেন, ইহার কোনটীকেই তিনি অন্য দুইটী হইতে কখনও পৃথক্ করিতে পারেন না। আবার, প্রত্যেক মার্গেই ন্যূনাধিক-রূপে এ তিনেরই প্রয়োজন; এবং যখন এ তিন ভাবের উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি ব্যতীত চিত্তে বিবেকের উদয় হয়না, তখন একথাও অসঙ্গত যে, উহাঁদিগের এক মার্গাবলম্বীর অপর দুই ভাবের স্ফূর্ত্তি দুর্ব্বল। প্রথমে এ তিন মার্গের একটী হইতে অপরটীর দূরত্ব অধিক হইলেও, ক্রমে গন্তব্য স্থান যত নিকটস্থ হয়, সে দূরত্বও তত কমিয়া যায় এবং প্রত্যেক পথিকেরই জ্ঞান-আনন্দ-ইচ্ছা স্ফূর্ত্তি ততই তুল্য হইয়া আইসে। পরে গন্তব্য স্থানে তিন পথিক একই সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মপ্রতিষ্ঠালাভ করেন। ধ্যান ধারণা সমাধি আদি যোগাঙ্গ, ভাবভেদে ন্যূনাধিকরূপে, এ তিন মার্গেরই অবলম্বনীয়। সস্নেহ ধ্যানেরই নাম উপাসনা এবং আনন্দাত্মক সমাধির নাম মহাভাব। আমরা দেখিয়াছি যে, মনোনাশ, বাসনাক্ষয়, ও তত্ত্বজ্ঞান প্রকৃততঃ এ তিনই একার্থিক। এ তিনের মধ্যে যোগীর প্রধান সহায় চিত্তনিরোধ বা 'মনোনাশ', জ্ঞানীর 'তত্ত্বজ্ঞান' এবং ভক্তের ভক্তি বৃদ্ধিদ্বারা 'বাসনাশুদ্ধি'। বশিষ্ঠ বলেন, 'যোগোবৃত্তিনিরোধোহি জ্ঞানং সম্যগবেক্ষণং।' তবে এ তিনই যখন পরস্পর পরস্পরের সহায়, তখন তিন মার্গেই ন্যূনাধিকরূপে এ তিনের সহায়তা গ্রহণকরিতে হয়।

২য় স্তবক।

যোগ মার্গ।

যোগমার্গ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, জ্ঞানানন্দ অপেক্ষা প্রবলতর ইচ্ছাজাত সম্বেগ ও প্রযত্ন সহকারে, অভ্যাস ও বৈরাগ্য এবং গুরুবাক্যে শ্রদ্ধার আবশ্যকতা এমার্গে অধিক। জ্ঞানী যাহা শ্রবণ মননাদি জাত তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা জানেন, যোগী তাহা গুরুবাক্যে বিশ্বাস বলে মানেন। জ্ঞানীর প্রধান বল জ্ঞান, যোগীর প্রধান বল অদম্য ইচ্ছাজাত প্রতিজ্ঞা। তবে একেবারে জ্ঞানাবলম্বন বিরহিত যে হঠ যোগ, বশিষ্ঠ বলেন, তদ্দ্বারা মনোনিগ্রহ অসম্ভব এবং সে যোগ অনিষ্ট জনক *। চক্ষু কর্ণ হস্তপদাদি জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় হঠাৎ বন্ধ করিয়া, যেরূপ নিগ্রহ করা যায়, হৃদয়কমল তদ্রূপ হঠকারিত্বে নিগৃহীত হয় না। কাজেই ক্রম যোগ বা জ্ঞান সহকৃত রাজযোগই যোগীর পক্ষে শ্রেয়স্কর।

রাজযোগ

যোগী প্রথমে কোন স্থূল ভৌতিক পদার্থ বা চিত্তাকর্ষক মূর্ত্তিবিশেষ অবলম্বনে, ধ্যানধারণাদিদ্বারা চিত্তসংযম শিক্ষা করেন। ক্রমে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মহইতে সূক্ষ্মতর, ভৌতিক বিষয়অবলম্বনে, তৎপর ইন্দ্রিয়াদি করণ অবলম্বনে, সংযম শিক্ষার উন্নতি সাধন করেন। এই রূপে ক্রমে সংযম অভ্যস্ত হয় এবং চিত্তের জড়ত্ব কমিয়া গিয়া, চিত্ত তনুভাব গ্রহণ করে। তনুত্ব না জন্মিলে, চিত্তের সূক্ষ্ম গ্রহণ সামর্থ্য হয় না।

* উপবিশ্যোপবিশ্যৈব চিত্তজ্ঞেন মুহুর্মুহুঃ। ন শক্যতে মনো জেতুং বিনা যুক্তিমনিন্দিতাম্॥ অঙ্কুশেন বিনা মত্তো যথা দুষ্টমতঙ্গজঃ। অধ্যাত্মবিদ্যাধিগমঃ সাধুসঙ্গম এব চ॥ বাসনা সংপরিত্যাগঃ প্রাণস্পন্দনিরোধনম্। এতাস্তা যুক্তয়ঃ পুষ্টাঃ সন্তি চিত্তজয়ে কিল॥ সতীষু যুক্তিষ্বেতাসু হঠান্নিয়মযন্তি যে। চেতস্তে দীপমুৎসৃজ্য বিনিঘ্নন্তি তমোঽঞ্জনৈঃ॥—যোগ বাশিষ্ঠ।

ত্বমুত্বলাভ হইলে, অভ্যাস বলে যোগী অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ করিয়া আত্ম সাক্ষাৎকারের যোগ্য হন (২১)। যোগ বিষয়ে সবিস্তার পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া কর্ত্তব্যজ্ঞানে সৎকর্ম্মাভ্যাসের নাম কর্ম্মযোগ। ফলাকাঙ্ক্ষাত্যাগে অনাসক্তভাবে কর্ম্ম করিলে সেই কর্ম্ম জন্য চিত্তগত পূর্ব্বসঞ্চিত শক্তি সঞ্চালিত ও বিশ্লিষ্ট হয়, অথচ নূতন শক্তি সংগৃহীত হয় না। শক্তিসঞ্চালন কর্ম্মের স্বভাব। শক্তি বিশ্লেষণই ইহার ফল। কাজেই কর্ম্ম যত করিবে, চিত্তগত শক্তি তত সঞ্চালিত, তত বিশ্লিষ্ট হইবে। কর্ম্ম জন্য চিত্তে যে বহিঃশক্তির সঞ্চার, তাহার কারণ কর্ম্ম নহে, তাহার কারণ কর্ম্মজন্য আসক্তি, কর্ম্ম-ফলাকাঙ্ক্ষা। কাজেই, এই আসক্তি, এই ফলাকাঙ্ক্ষাবিরহিত কর্ম্ম নূতন শক্তির আকর্ষক নহে। এরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা চিত্তগত জড়শক্তি ক্রমে বিশ্লিষ্ট হয়, অথচ চিত্তে নূতন শক্তি সংগৃহীত হয় না। আসক্তির

কর্ম্মযোগ।

(২১) যোগভাষ্যকার ব্যাসদেব বলেন, 'প্রথমকল্পিক', 'মধুভূমিক', 'প্রজ্ঞা জ্যোতিঃ', 'অতিক্রান্তভাবনীয়' ভেদে যোগী চারি প্রকার। যাঁহারা যোগাভ্যাসে অভিনব, সংযমকালে কোনরূপ সিদ্ধি দেখিতে পান না, কেবল অত্যল্প আলোক বা জ্ঞান বিকাশমাত্র অনুভব করেন, তাঁহারা 'প্রথম কল্পিক'। যাঁহারা ঋতম্ভরা প্রজ্ঞালাভ করিয়া, ভূত ও ইন্দ্রিয় বশীভূত করিয়াছেন, তাঁহারা মধুভূমিক। মধুভূমি-কেরও চিত্ত দৃঢ় হয় না, যোগসিদ্ধির অঙ্কুরমাত্র হয়। ভাষ্যকার বলেন, এই অবস্থায় দেবগণ যোগীকে স্বর্গভোগার্থ আমন্ত্রণ করেন। যদি তিনি ভোগাকৃষ্ট হইয়া আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন, তবে ভোগবলে তাঁহার চিত্তের জড়ত্ব বৃদ্ধি পায় এবং তিনি যোগভ্রষ্ট হন। নচেৎ ক্রমোন্নতি সহকারে তিনি প্রজ্ঞাজ্যোতিত্ব লাভ করেন। পঞ্চভূত ও ইন্দ্রিয়বর্গকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিতে পারিলে যোগী 'প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ' হন। যাঁহাদিগের অন্যান্য সকল সিদ্ধি, পরবৈরাগ্য পর্য্যন্ত, লাভ হইয়া সমস্ত যোগৈশ্বর্য্যের প্রতি বিরক্তি জন্মিয়াছে, সমাধিকালে যাঁহাদিগের কোনরূপ বিঘ্নের উদ্ভব হয় না, কেবল এক চিন্মাত্র মাত্র অবশিষ্ট থাকে, সেই জীবন্মুক্ত যোগীর নাম, 'অতিক্রান্তভাবনীয়'।

আত্যন্তিক অভাব সাংসারিক জীবের অসম্ভব বলিয়া, তাহার পক্ষে সৎকর্ম্মাসক্তি হিতকর। সদাসক্তি বলে যে শক্তি সংগৃহীত হয়, সে শক্তি সাত্বিক বিধায়, তাহার বৃদ্ধিতে আসক্তির জড়তা ক্রমে হ্রাস হয় এবং অনাসক্ত ভাবে বিশুদ্ধ কর্ত্তব্যকার্য্য করিবার ক্ষমতা পরিবর্দ্ধিত হয়। বিবেক বুদ্ধিযুক্ত অনাসক্ত ভাবে কর্ত্তব্যজ্ঞানে কৃত কর্ম্মের নাম নিত্য কর্ম্ম। ইহা পাপ পুণ্য বিরহিত ও জীবন্মুক্তির কারণ। *

৩য় স্তবক।

জ্ঞানমার্গ।

জ্ঞানমার্গে অধ্যারোপ ও অপবাদ (২২) প্রণালীমতে শিষ্যকে গুরু আত্মতত্ত্ব বুঝাইয়া, উপদেশ দেন যে তুমিই সেই আত্মা, "তত্ত্বমসি"। শিষ্য সেই উপদেশ অবলম্বনে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও সমাধি বলে, আত্মসাক্ষাৎকার লাভে প্রযত্নবান্ হন।

শ্রবণ, মনন।

শাস্ত্রার্থ পরিজ্ঞানাদিদ্বারা গুরুর উপদেশবাক্যের অর্থ ও ভাব সম্পূর্ণরূপ হৃদয়ঙ্গম করার নাম 'শ্রবণ'। যুক্তি অনুসন্ধানাদি দ্বারা উপদিষ্ট বিষয়ের অভ্রান্ততা উপলব্ধি করিয়া, সেই তত্ত্ব অনুমান সিদ্ধ করার নাম 'মনন' বা 'পরোক্ষ জ্ঞান'। শ্রবণ ও মননদ্বারা যখন গুরু কর্ত্তৃক উপদিষ্ট তত্ত্ব প্রকৃত বোধে, শিষ্যের হৃদয়গ্রাহী হয়, তখন সেই তত্ত্ব অবলম্বনে নিদিধ্যাসন ও সমাধি-দ্বারা, শিষ্যকে সেই তত্ত্বের অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপাদন করিতে হয়।

* সবিস্তর ভগবৎগীতায় দেখুন।

(২২) আত্মায় অনাত্মের আরোপের নাম 'অধ্যারোপ'; এবং ঐ আরোপিত ধর্ম্ম বিরহিত করিয়া আত্মোপলব্ধির নাম 'অপবাদ'।

ইহার নাম 'তত্ত্বসাক্ষাৎকার' বা 'কৃতোপাস্তি'। যে কাল পর্য্যন্ত উপাস্য বা জ্ঞেয় সাক্ষাৎকার লাভ না হয়, সে কাল পর্য্যন্ত তাহার অভ্যাস ও তল্লাভার্থ সংযম কর্ত্তব্য। জ্ঞানীরা অজ্ঞানাবরণের 'সদ্বস্তুকে অসৎ' ও 'ভাত বস্তুকে অভাত', করণরূপ দুই শক্তি স্বীকার করেন।

অজ্ঞানাবরণ দ্বিবিধ।

তাঁহাদিগের মতে শ্রবণমননদ্বারা অবিদ্যার প্রথমোক্ত আবরণটী মাত্র অপগত হইয়া, জ্ঞেয় বস্তুটী সম্বন্ধে আস্তিক্য বিশ্বাস জন্মে। কিন্তু যে কাল পর্য্যন্ত দ্বিতীয় আবরণটীও উৎঘাটিত হইয়া, জ্ঞেয় বিষয়টী জ্ঞানচক্ষুর নিকট প্রতিভাত না হয়, বিশ্বাসকারী সেই বস্তুটির স্বরূপ দর্শন করিতে না পারেন, সেকাল পর্য্যন্ত তৎসম্বন্ধীয় অজ্ঞানতার পূর্ণ অভাব হয় না, বা প্রকৃত জ্ঞানলাভ হয় না। কাজেই, শুদ্ধ শ্রবণ মনন করিয়াই তাঁহারা নিরস্ত নহেন।

নিদিধ্যাসন ব্যতীত চিত্তের অতি সূক্ষ্ম বিষয় গ্রহণের সামর্থ্য জন্মে না। সূক্ষ্ম চুল হইতেও সূক্ষ্মতর ছিদ্রের মধ্যে দ্বাদশ দল একটী পদ্ম চিন্তা করিতে চেষ্টা করিলেই, এ তথ্য বুঝা যায়।

নিদিধ্যাসন, সমাধি।

সমাধি ব্যতীত বুদ্ধিসত্ত্বে অতি সূক্ষ্ম বিষয়ের উদ্গম হয় না। বুদ্ধিসত্ত্বে উৎগত না হইলে, জ্ঞানচক্ষুরও গোচর হয় না। কাজেই অস্থূল তত্ত্বজ্ঞান সিদ্ধিজন্য নিদিধ্যাসন ও সমাধির প্রয়োজন। নিদিধ্যাসন ও সমাধি সম্বন্ধে পূর্ব্বে সবিস্তার বলা হইয়াছে।

তৈত্তিরীয়োপনিষদে 'ভার্গবী-বারুণী-বিদ্যা' নামে ভৃগু মুনির তত্ত্বজ্ঞানলাভের একটী আখ্যায়িকা আছে। তদ্দ্বারা পূর্ব্বকালের জ্ঞানসাধন প্রণালী বুঝা যাইতে পারে। শিক্ষাকালে, ভৃগু তৎপিতা বরুণের নিকট ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইলে, বরুণ বলিলেন, "যাহা হইতে এই চরাচর ভৌতিক জগতের উৎপত্তি, যাহাদ্বারা ইহার জীবন ও স্থিতি, এবং যাঁহাতে পুনরায় ইহার লয়, তিনিই ব্রহ্ম, তুমি তপস্যা (শরীর নিগ্রহপূর্ব্বক শ্রবণ মনন নিদি-

ভৃগুর আত্মসাক্ষাৎকার।

ধ্যাসন সমাধি) দ্বারা তাঁহাকে পূর্ণরূপে জান তবেই ব্রহ্মকে জানিবে।” ঐ উপদেশ গ্রহণে ভৃগু তপস্যা করিয়া প্রথমে দেখিলেন, অন্নের ঐ সকল সামর্থ্য আছে, এবং পিতাকে বলিলেন, ‘অন্ন’ ব্রহ্ম। পিতা বলিলেন, পুনরায় তপস্যা কর। ভৃগু পুনরায় তপস্যা করিয়া দেখিলেন, ‘প্রাণ’, আবার তপস্যায় দেখিলেন ‘মন’, তৎপর দেখিলেন ‘বিজ্ঞান’, ব্রহ্ম। পিতা আবারও তপস্যা করিতে বলিলেন। সে বার তপস্যায় দেখিলেন, ‘আনন্দ’ ব্রহ্ম, আনন্দ হইতে এ প্রপঞ্চের উৎপত্তি। আনন্দ ইহার জীবন এবং আনন্দেই (২৩) ইহার প্রতিগমন। এইরূপে তিনি ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করেন।

কঠশ্রুতি, সর্ব্বভূতে গূঢ় ভাবে অবস্থিত, বিষ্ণুর পরমপদস্বরূপ আত্মার

---

(২৩) শ্রুতি মতে, ‘অন্নময়’, ‘প্রাণময়’, ‘মনোময়’ ‘বিজ্ঞানময়’ ও ‘আনন্দময়’,—আত্মার এই পাঁচটী কোষ বা আবরণ। ঐ কয়েকটীতেই চৈতন্য প্রকাশ বলিয়া পূর্ব্বে ভৃগু উহার একএকটা কোষ সাক্ষাৎ করিয়া, তাহাকেই আত্মা বলিয়া গ্রহণ করিয়া, পরিশেষে প্রকৃত আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করেন।

‘স্থূল শরীর’—‘অন্নময় কোষের’ নামান্তর। এটী আত্মার স্থূল বিষয়ভোগের আয়তন। কর্ম্মেন্দ্রিয়যুক্ত প্রাণশক্তির নাম “প্রাণময় কোষ”। ইহাই জীবের ক্রিয়াশক্তি। ইন্দ্রিয়যুক্ত মননশক্তির নাম “মনোময় কোষ”। এই কোষে ইচ্ছা-শক্তির প্রকাশ। জ্ঞানেন্দ্রিয়যুক্ত বুদ্ধির নাম “বিজ্ঞানময় কোষ”। ইহাই জীবের জ্ঞানশক্তি। এই শক্তি বলেই জীব জ্ঞাতা ভোক্তা ও কর্ত্তা। “প্রাণময়”, “মনোময়”, ও “বিজ্ঞান ময়”, এই কোষত্রয়ের নাম “সূক্ষ্মশরীর”। পঞ্চদশী বলেন, আনন্দময় কোষেই আত্মার প্রথম প্রতিবিম্ব। জলদঙ্গারের ন্যায় অবিদ্যাজাত সংস্কার-শক্তির সহিত ওতঃ প্রোতঃ ভাবে আত্মপ্রতিবিম্ব, স্বচ্ছ স্থির জলের সহিত সূর্য্যের প্রতিবিম্ব যেরূপ মিলিত, তদ্রূপ মিলিত। সূর্য্যের জড়প্রকাশ বলিয়া সূর্য্যপ্রতিবিম্ব জড়, আত্মার সচ্চিদানন্দ প্রকাশ বলিয়া আত্মপ্রতিবিম্বের চৈতন্য। প্রদীপের উত্তাপ যেরূপ প্রদীপেই মাত্র থাকে, অথচ আলোক বহুদূর বিস্তৃত হয়, আনন্দও তদ্রূপ আত্মার নিকটেই থাকে, চৈতন্য বহুদূরপর্য্যন্ত যায়। এই কারণে, আনন্দময় আত্মার এই প্রথম প্রতিবিম্বাবরণে আনন্দপ্রকাশ প্রচুর বলিয়া, ইহার নাম “আনন্দময় কোষ”।

ইহার্বোধ্যতা প্রদর্শন পূর্ব্বক, তদ্বোধের নিমিত্ত এই জ্ঞানযোগ বলিয়াছেন,—

কঠমতে, আত্ম সাক্ষাৎকারের অন্যতম উপায়।

বুদ্ধিমান্ যোগী প্রথমে বাগিন্দ্রিয়কে মনে সংযত করিবেন (বহিরিন্দ্রিয়ব্যাপার ত্যাগ করিয়া মনোমাত্রে অবস্থান করিবেন); পরে, মনকে জ্ঞানে ধারণ করিবেন, অর্থাৎ বিকল্পদোষদর্শন করতঃ বিষয়বিকল্পাত্মক মনকে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিতে পর্য্যবসান করিবেন। অনন্তর, বুদ্ধিকে মহদাত্মায় নিযুক্ত করিবেন, অর্থাৎ সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম করিয়া ভোক্তৃ আত্মায় (জীবাত্মায়) প্রবিষ্ট করাইবেন। অবশেষে, আপনাকে (জীবকে) শান্ত-আত্মায় (পরমাত্মায়) প্রতিষ্ঠাপিত করিবেন। এই আত্মাই সর্ব্বপর, এই আত্মাই পরমপুরুষ ও প্রাপ্তির শেষ (*)।

বেদান্ত মতে, বহিরিন্দ্রিয়ের মন, মনের ব্যষ্টিজৈববুদ্ধি, সে বুদ্ধির মহন্নামক সমষ্টি হিরণ্যগর্ভ বুদ্ধি, এবং মহতের পরমাত্মা, লয়স্থান।

আত্মা ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধির লয় স্থান বা কারণ।

পরমাত্মার আর লয় নাই, লয়স্থানও নাই। তিনি একভাবেই নিত্য অবস্থিত। তিনি অব্যয় কূটস্থ। আর্য্যশাস্ত্রীয় সৃষ্টি প্রকরণে দেখিবে, যাহা যাহার কারণ, তাহাই তাহার লয় স্থান। পরমাত্মা সর্ব্ব কারণের কারণ। তাঁহার আর কারণান্তর নাই। কাজেই লয় স্থানও নাই। বুদ্ধি মনের কারণ। কাজেই বুদ্ধি মনের লয় স্থান। উৎপত্তি

কার্য্য কারণ ভাব, ও উৎপত্তি বিনাশ।

বিনাশ, এই কার্য্যকারণরূপ ভাবভেদের নামান্তর মাত্র। কারণের কার্য্যভাব প্রাপ্তির নামই উৎপত্তি এবং পুনঃ কারণভাবে আগমনের নাম বিনাশ। এ ভাব পরিবর্ত্তনদ্বারা কারণনিচয়ের মূল উপাদানের বস্তুগত উৎপত্তি বিনাশ হয় না। উপাদান গুলির শক্তিগত গৌণিক অবস্থা

(*) শারীরক ভাষ্য ১।৪।১।

পরিবর্ত্তন হয় মাত্র। এই কারণে বেদান্তশাস্ত্রে, উৎপত্তি বিনাশাদি, শক্তির 'ভাব-বিকার' বলিয়া, উক্ত হইয়াছে। শক্তি, সত্ত্ব রজঃ তমঃ,—এই ত্রিগুণাত্মিকা। ত্রিগুণের আপেক্ষিক হ্রাস বৃদ্ধি জন্যই ঐ ভাব-বিকার। পরে দেখিবে শক্তি জড় এবং সততই পরতন্ত্র, আত্মার আশ্রিত। কাজেই, ইহা স্বয়ং উৎপত্তি বিনাশ রূপ নূতন কোন ভাববিকার জন্মাইতে সক্ষম নহে। জীবাত্মার আশ্রিত মনোবুদ্ধিরূপ শক্তির ভাবপরিবর্ত্তন তদধিষ্ঠিত জীবেরই করিতে হয়। ইহা জীবেরই কর্ম্মসাধ্য, জীবের কর্ম্মফল। আহারের দ্বারা জীব বহির্জ্জগৎ হইতে স্থূল উপাদান সংগ্রহ করিয়া যেরূপ তাহার স্থূলশরীর পোষণ ও পরিবর্ত্তন করে; শারীরিক মানসিক আদি সর্ব্বকার্য্যদ্বারা, সে তদ্রূপ বহির্জ্জগৎ হইতে জড়শক্তি সংগ্রহ করিয়া, তাহার এই মনোবুদ্ধিরূপ সূক্ষ্ম শরীরের পোষণ, পরিবর্ত্তন, করে। জীব বহুবিষয়ক প্রয়োজন, বহুবিষয়ক তৃষ্ণা, বহুবিষয়জন্য উন্মত্ততা, নানা বিষয়ক ভেদ জ্ঞানাদি, সাধন জন্য, স্বয়ং তমোরাজসিক কর্ম্মদ্বারা তাহার বুদ্ধিতে কল্পনাত্মক নানা তমোরাজসিক আসক্তি সঞ্চার করে বলিয়া, বুদ্ধির এইরূপ মনঃপরিণতি; এবং তাহার আপন কর্ম্মব্যতীত যেরূপ তাহার বুদ্ধির এ পরিণাম হইত না, তদ্রূপ আবার তাহার আপন সাত্ত্বিক কর্ম্মদ্বারা সে স্বয়ং যেকালপর্য্যন্ত তাহার বুদ্ধিতে সংশ্লিষ্ট (সঞ্চিত) ঐ শক্তি বিকার পুনরায় বিশ্লিষ্ট (ক্ষয়) না করিবে, সে পর্য্যন্ত এ পরিণাম অপগত হইয়া, তাহার মনঃ পুনঃ বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে পরিণত হইবে না। তুমি স্বকার্য্যদ্বারা তাহাকে মনঃ, বুদ্ধি, বা মহৎ, যে ভাবে পরিবর্ত্তন করিবে, সে সেই ভাবেই অনন্তকাল থাকিবে। শক্তিগত বিশুদ্ধ গুণসঞ্চয়দ্বারা এই পূর্ব্বসংশ্লিষ্ট গুণ বিশ্লেষণের নাম 'লয়'। আমরা দেখিয়াছি যে, কায়িক বাচনিক মানসিক, সকল কর্ম্মেরই এরূপ শক্তি সংশ্লেষ-বিশ্লেষের সামর্থ্য আছে। কামরাগদ্বেষাত্মক বাসনাই প্রকৃত

অন্তঃকরণের উন্নতি অবনতি, জীবের কর্ম্মায়ত্ত।

কর্ম্মাশয়। তদ্দ্বারাই কর্ম্মজাত শক্তি সংগৃহীত হয়। উদাসীনের এরূপ বাসনা নাই বলিয়া কর্ম্মফলও নাই।

কঠশ্রুতি, আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি, মনকে প্রগ্রহ (লাগাম), ইন্দ্রিয়গণকে অশ্ব, এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপরসাদি বিষয়সমূহকে পথ, রূপে কল্পনা করিয়া, বলিয়াছেন, "তত্ত্বজ্ঞান যাহার সারথি, মন যাহার প্রগ্রহ, সেই মনুষ্য সংসার-পথের পার-স্বরূপ বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করে। যে অবিবেকী সর্ব্বদা অসংযতমনা, তাহার ইন্দ্রিয় সমূহ সারথির দুষ্টাশ্বের ন্যায় অনায়ত্ত। যে বিবেকী সংযতমনা, তাহার ইন্দ্রিয়সমূহ, সারথির সাধু অশ্বের ন্যায় আয়ত্তাধীন। অসংযতমনা অবিবেকী ব্যক্তি জন্মমরণাত্মক সংসারগতি লাভকরে। যে বিবেকী সমাহিতচিত্ত ও সর্ব্বদা শুচি, কেবল সেই ব্যক্তিই, সেই পদ প্রাপ্ত হয়, যে পদ হইতে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।"

বুদ্ধির উন্নতি ও মনঃসংযম মুক্তির কারণ।

—*—

৪র্থ স্তবক।—ভক্তিমার্গ।

সস্নেহ ঈশ্বরানুধ্যানের নাম ভক্তি। শ্রুতি বলেন,—"আনন্দ হইতেই এই জগতের উৎপত্তি, আনন্দ হইতেই ইহার জীবন, আনন্দেই ইহার পুনর্লয় (*)।" "আনন্দই ব্রহ্ম।" "আত্মাই রস (প্রেম) স্বরূপ। জীব সেই আত্মপ্রেম লাভ করিয়াই আনন্দিত হয়। যদি হৃদয়াকাশে এই আনন্দ না থাকিত, তবে কে প্রাণাপানের কার্য্যদ্বারা জীবনধারণ করিতে চাহিত? এই আত্মাই জীবকে আনন্দ দান করেন। যখন জীব এই অদৃশ্য অশরীর নির্ব্বিশেষ

ভক্তি।

* "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।"—তৈত্তিরীয় ৩।৬

ও অনাধার আত্মায় নির্ভয়ে প্রতিষ্ঠালাভ করেন, তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হন। যখন তিনি ইহাতে অল্পমাত্রও ভেদদর্শন করেন, তখন তাঁহার ভয়ের উদয় হয়" (*)। অতএব আনন্দই যখন ব্রহ্ম, তখন এ মার্গে তাঁহার লাভ কেন না হইবে? জ্ঞানদ্বারা জ্ঞান-স্বরূপের উপলব্ধি যেরূপ সম্ভব, আনন্দদ্বারা আনন্দ-স্বরূপের উপলব্ধি ও তদ্রূপ সম্ভব।

আনন্দ-মার্গ।

ভক্তিমার্গ না বলিয়া এ মার্গকে রস বা আনন্দ-মার্গ বলা অসঙ্গ নহে। ভক্তি এ মার্গের অন্যতম পন্থামাত্র। বিষয়সম্বন্ধযুক্ত আনন্দ প্রকাশ, জীবে ভক্তি, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও প্রেম, এই পাঁচভাব ধারণ করে। তবে ভক্তি শব্দটী কেহ কেহ প্রেমের নির্ব্বিশেষ শান্তভাব বলিয়াও গ্রহণ করেন। ঈশ্বরকে এ পাঁচের কোন এক ভাবের বিষয় করিয়াই আনন্দ-স্ফূর্ত্তি বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। এইরূপে চিত্তে যখন আনন্দভাব যথেষ্টরূপে বর্দ্ধিত হয়, তখন তদবলম্বনে নির্ব্বিকল্প সমাধি বা নির্ব্বিশেষ মহাভাব অভ্যাসদ্বারা আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হয়। যতকাল মনের সবিকল্পভাব থাকে, যতকাল আনন্দ আস্বাদনের আসক্তিজাত বিষয় বিষয়ীভাব চিত্ত হইতে অপগত না হয়, ততকাল প্রকৃত আত্ম-সাক্ষাৎকার অসম্ভব। আমরা পূর্ব্বে নারায়ণের বাক্যে জানিয়াছি যে, ভক্তশ্রেষ্ঠ নারদও আত্ম-সাক্ষাৎকারে অসমর্থ। ইহাই তাহার কারণ।

সংসারের প্রয়োজন

সংসারে আত্মীয়াদি অবলম্বনে স্নেহভাব বৃদ্ধি না করিলে, অদৃশ্য ঈশ্বরে ভক্তি অসম্ভব। প্রথমে পিতামাতাদি গুরুজন হইতে ভক্তি, প্রভু আদি হইতে দাস্য,

(*) "রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি। যদাহ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে। অথ তস্য ভয়ং ভবতি"—তৈত্তিরীয় ২।৭

সন্তান আদি হইতে বাৎসল্য, স্ত্রী হইতে প্রেম, মিত্র হইতে সখ্য এবং শত্রু মিত্র জাতি বিজাতি অভেদে সকল জগৎ হইতে নির্ব্বিশেষ ভ্রাতৃ-ভাবের ভালবাসা শিক্ষা করিতে হয়। এইরূপ শিক্ষাদ্বারা যখন জড়ত্ব কমিয়া চিত্তে আনন্দরসের সঞ্চার হয়, তখন যাঁহার হৃদয়ে উপরি উক্ত যে ভাবের উৎকর্ষতা, তিনি ভগবানকে সেই ভাবে আপন স্নেহের বিষয় করিতে সক্ষম হন। যাঁহার সাংসারিক ভালবাসা শিক্ষা যত বেশী সতেজ হইবে, ভগবানে সস্নেহভাবও তাঁহার ততই সতেজ ও সহজ হইবে। কাজেই সংসারে ভালবাসা শিক্ষা আত্মোন্নতির জন্য বিশেষ প্রয়োজন।

এই মার্গে আত্ম-সাক্ষাৎকার যত সহজ, আর কোন মার্গেই তত সহজ নহে। ভাগবৎ বলেন,—'হে উদ্ধব! আমার উর্জ্জিতা (শ্রেষ্ঠা) ভক্তি যেরূপ আমাকে রুদ্ধ করে (বশীভূত করে), যোগ, জ্ঞান, গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম, স্বাধ্যায়, তপস্যা বা ত্যাগ (সন্ন্যাস), ইহার কিছুই আমাকে সেরূপ বশীভূত করিতে পারে না।'*

ভক্তি-মার্গের শ্রেষ্ঠত্ব

তত্ত্বালোচনা করিলে এ বাক্য অসঙ্গত বোধ হয় না। সৎ, চিৎ, আনন্দ, এ তিনই আত্মার স্বভাব হইলেও, আনন্দদ্বারাই তিনি বেশী আকৃষ্ট হন। আমরা দেখিয়াছি পঞ্চকোষ মধ্যে, আনন্দময় নামক প্রথম কোষে জ্ঞানেচ্ছা অপেক্ষা আনন্দপ্রকাশের আধিক্য। ক্রমে জড়াবরণের ও যত বৃদ্ধি, আনন্দপ্রকাশেরও তত খর্ব্বতা। বিজ্ঞান-ময় নামক দ্বিতীয় আবরণে, আনন্দ অপেক্ষা জ্ঞান প্রকাশেরই আধিক্য; এবং মনোময় নামক তৃতীয় কোষে, জ্ঞানাদি অপেক্ষা সৎপ্রকাশমূলক ইচ্ছারই আধিক্য। এতদ্দৃষ্টে অনুমিত হয় যে, জ্ঞানেচ্ছাপেক্ষা আনন্দ

---

* "ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥"

কম জড়, সহিষ্ণু এবং পবিত্র আত্মার নিকটেই ইহার প্রকাশাধিক্য। তাঁহাকে ছাড়িয়া ইহা থাকিতে অসক্ত। পঞ্চদশী বলেন, যেরূপ উষ্ণতা ও প্রকাশ, এ উভয়ই দীপের স্বভাব হইলেও, প্রভামাত্রই গৃহে প্রকাশ হয়, উষ্ণতা দীপের নিকট থাকে, তদ্রূপ চিদানন্দস্বরূপ আত্মার চিৎমাত্রই বুদ্ধিদ্বারা প্রকাশ্য। আনন্দ আত্মার সন্নিধান ত্যাগ করে না। * এই কারণেই আমরা বুঝিতে পারি যে, শাস্ত্রে ভগবান্‌কে যে ভক্তেরই বেশী আয়ত্তাধীন বলিয়াছেন,—তাহা সঙ্গত। আনন্দ তাঁহার সহিত অভিন্ন। কাজেই আনন্দের আকর্ষণেই তিনি বেশী আকৃষ্ট।

জগৎ পর্য্যালোচনা করিলেও চেতনাচেতন সর্ব্ব পদার্থেই আমরা আত্মার সৎ প্রকাশের পরিচয় পাই, কিন্তু চেতন মাত্রেই চিতের প্রকাশ দেখি। আবার অনেক জ্ঞানীর মধ্যেও তৃষ্ণাক্ষয়জাত পবিত্র আত্মানন্দ-প্রকাশের পরিচয় দৃষ্ট হয় না। অনেক জ্ঞানীও কেবল চিৎকেই পবিত্র আত্মাস্বরূপ বলিতে উৎসুক। জড়াসক্তিজাত আনন্দাভাস ভিন্ন, আত্মার ন্যায় পবিত্র শান্ত যে আনন্দ হইতে পারে, তাহা যেন তাঁহাদেরও ভাল উপলব্ধি হয় না। কাজেই তাঁহারা আনন্দকে আত্মার স্বরূপ বলিতে সঙ্কুচিত হন।

শ্রুতি বলেন,—"বেদার্থ-জ্ঞান, মেধা বা বহুশ্রুতি-পাঠদ্বারা আত্মা লভ্য নহেন। তিনি স্বীয় স্বরূপ দর্শনজন্য যাঁহাকে বরণ করেন, সেই ব্যক্তিই তাঁহাকে লাভ করেন"॥ ভগবদ্ভক্তি অপেক্ষা চিত্তশুদ্ধির উৎকৃষ্টতর সহজ উপায় আর নাই।

ভক্তি বলে চিত্ত শুদ্ধি

ইহাদ্বারা শোক, তাপ, ভয়, মোহ, কাম, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ, অহঙ্কারাদি, সমস্ত অশুদ্ধ-বাসনাই বিনাক্লেশে বিদূরিত হয়। জগৎপিতার

---

* "মৈব মুক্তপ্রকাশাত্মা দীপস্তস্য প্রভা গৃহে। ব্যাপ্নোতি নোষ্ণতা তদ্বচ্চিতে রেবানুবর্ত্তনং॥" পঞ্চদশী।

উপর যাঁহার প্রকৃত ভক্তি, তাঁহার ভালবাসার জন্য যে ভক্তের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা, সে ভক্তের পক্ষে তাঁহার সন্তানের উপর বিদ্বেষভাব প্রকাশ অসম্ভব। বিশেষতঃ যে চিত্ত একবার প্রকৃত ভগবৎ-প্রেমের আস্বাদন পায়, সে চিত্তে হিংসাদ্বেষদম্ভদর্পাদি প্রেমের অবচ্ছেদক কোন ভাবই স্থান পায় না। এক প্রেমানন্দ-আস্বাদনেই ভক্তের পূর্ণাসক্তি এবং সেই প্রেমভাবেই তাঁহার চিত্ত স্থির ও প্রসন্ন থাকে। কাজেই চিত্তের অন্য বাসনা নিচয় ও কষায় বিক্ষেপভাব নষ্ট করিবার জন্য, ভক্তের পক্ষে এক স্নেহভাব বৃদ্ধি ব্যতীত অন্য কোন প্রযত্নেরই প্রয়োজন হয় না। চিত্তে যখন এক-রসাত্মক-প্রেমভাবের আধিক্য জন্মে, তখন ভক্তের সমস্ত আত্ম-পর-ভেদ-জ্ঞান বিগত হয়, ভগবানসহ সমস্ত জগতই তুল্যরূপে তখন তাঁহার সেই স্নেহভাবের বিষয় হয় (২৪)। তিনি তখন সর্ব্বত্রই এক আত্ম-প্রকাশ অবলোকন করেন।

---

(২৪) শ্রীমদ্ভাগবত বলেন "অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে। ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ"। 'যিনি শ্রদ্ধা সহকারে প্রতিমাতে ভগবানের পূজা করেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তের বা অপর কাহারও পূজা করেন না, তিনি প্রাকৃত ভক্ত।' এই অধিকারীকে প্রাকৃত বা তামসিক ভক্ত বলিবার কারণ এই যে, এখনও তাঁহার চিত্তের সাংসারিক জড়ভাব কিছুই অপগত হয় নাই। আত্মপর-ভেদজ্ঞান ও তজ্জাত বিভিন্ন প্রকারে বাসনানিচয় সমস্তই তাঁহাতে বিদ্যমান। তিনি কেবল ভগবদাশ্রয় ভক্তিভাবে প্রেমবৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন মাত্র।

যখন প্রেমস্ফূর্ত্তির বৃদ্ধি হয়, প্রেমের মধুরতা ভক্তের উপলব্ধি হয়, তখন আনন্দ-বিকারজাত আত্মপর ভেদজ্ঞানাত্মক অহঙ্কারাদিভাবের উপর হৃদয়ের আসক্তি কমিয়া যায়। ক্রমে ভক্ত হৃদয়ের নিম্নতম জড় বিদ্বেষভাব, উপেক্ষায় পরিণত হয়। হিংসা দ্বেষাদি সে হৃদয় হইতে একেবারে অপগত হয়। ভক্ত তখন শত্রুকেও হিংসা করিতে অক্ষম হন। ভক্তির এই ভূমি আরোহণ করিলে, তিনি মধ্যমাধিকারের ভগবদ্ভক্ত হন। "ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ প্রেম মৈত্রী কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স

আনন্দপ্রকাশ ক্রমে যখন গাঢ়ত্ব পায়, তখন চিত্তে প্রকৃত আত্মার প্রকাশ হয়। কাজেই তখন আত্মার পূর্ণ সচ্চিদানন্দস্বভাব ভক্তের হৃদয়ে প্রতিভাত হয়। তখন ভক্ত ভগবানের জ্ঞানানন্দবল সকলই অনুভব করিতে পারেন। তখন যদি আত্মার সেই পূর্ণস্বভাবের আকর্ষণে, তাঁহার হৃদয় আপন সঙ্কোচভাব পরিত্যাগ করিয়া, আনন্দের স্বাভাবিক শান্তিভাবদ্বারা আকৃষ্ট হয়, এবং ভক্তের যদি প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় ও আনন্দ আস্বাদনে বৈরাগ্য জন্মে, তবে তাঁহার হৃদয়ে আত্মার সেই পূর্ণ প্রতিভা আরও পরিস্ফুট ও প্রবল হয় এবং ভক্তের সর্ব্ব সংশয় ছিন্ন হয়; সর্ব্ব সঙ্কোচবিরহিতপূর্ণ আত্মানন্দ তাঁহার হৃদয়ে প্রকাশিত হয়, এবং সেই আনন্দের উচ্ছ্বাসে ভক্তের হৃদয়গ্রন্থি খসিয়া যায়, তাঁহার হৃদয়ের তামসিক-সঙ্কোচাত্মক ভেদজ্ঞানজাত আস্বাদনাসক্তিসহ সর্ব্ব বাসনা, সর্ব্ববিকল্পভাব, নির্ম্মূলিত হয়। নির্ব্বিকল্প সমাধি বা নির্ব্বিশেষ মহাভাব তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হয়। পরিশেষে সর্ব্ববিকল্পের

মধ্যম।" 'ঈশ্বরে, তদ্‌ভক্তে ভগবদ্ভক্তি বিষয়ে অনভিজ্ঞ উদাসীনে ও শত্রুর প্রতি যিনি যথাক্রমে মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষা করেন, তাঁহার নাম মধ্যম ভগবদ্ভক্ত।

পরে প্রেমের স্ফূর্ত্তি আরও বৃদ্ধি হইলে, তাঁহার চিত্ত হইতে আনন্দ-বিকারজ সকল ক্লিষ্ট ভাবের লোপ হয়। এক প্রেমভাব ব্যতীত অন্য সকলভাব তাঁহার চিত্ত সহ্য করিতে অক্ষম হয়; কাজেই তাঁহার আত্মপর, হেয় উপাদেয়াদি বিকৃত সমস্ত ভাব বিগত হয়। তিনি যাহা দেখেন, তাহাতেই তুল্যরূপে, তাঁহার প্রেমের স্ফূর্ত্তি হয়। জীবং প্রেমই তাঁহার লক্ষ্য হয় এবং সর্ব্বভূতেই তিনি ভগবদ্ভাবদর্শন করেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার আর কোন দর্শনই থাকে না। তিনি তখন ভাগবদ্ভক্ত উত্তম ভক্ত। "সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্‌ভগবদ্‌ভাবমাত্মনঃ। ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥" যে ভক্ত সর্ব্বভূতে আত্মার ভগবদ্ভাব এবং ভগবানে সর্ব্বভূত দর্শন করেন, তিনি উত্তম ভগবদ্ভক্ত।

অভিন্ন আত্মপ্রতিষ্ঠা ভেদাত্মক এ ভক্তিভাবেরও উপর। তাহাই ঈশ্বরত্ব লাভ। ভক্তত্ব হইতে ঈশ্বরত্ব, কাহার না বেশী বাঞ্ছনীয়? জীবত্বে আর ঈশ্বরত্বে যে নিত্য-ভেদ, এ মত শ্রুতি বিরুদ্ধ।

মূল যে অবিদ্যাসংস্কার তাঁহা হইতে তাহারও লোপ হয়। তখনই ভক্ত আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেন, ভক্ত ও ভগবান, পুত্র ও পিতা, এক হন।

শ্রুতি বলেন,—"সেই পর ও অবর পরমাত্মাকে দর্শন করিলে অবিদ্যাজাত হৃদয়গ্রন্থি § ভিন্ন হয়, সর্ব্ব সংশয় ছিন্ন হয় এবং সকল কর্ম্মফল ক্ষয় হয়।" * "যিনি গুহাস্থিত (বুদ্ধিসত্ত্বে প্রতিবিম্বিত) আত্মাকে জানেন, তিনি ইহলোকেই অবিদ্যাগ্রন্থির † হস্তহইতে মুক্ত হন এবং ব্রহ্মবিদ্ হইয়া ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন।" "জগন্নিয়ন্তা ঈশ্বরকে জানিলে, সমুদয় বন্ধন ছিন্ন হয়, মোহজ সমুদয় দুঃখ নষ্ট হইয়া, জন্ম মৃত্যুর নিবৃত্তি হয়। সাধনফলে সাধকের বিশ্বৈশ্বর্য্য নামক বন্ধন মোক্ষাপেক্ষা তৃতীয় যে দেহ ‡ লাভ হয়, ঈশ্বর সাক্ষাৎকারে সে দেহেরও পতন হয় এবং সাধক আত্মানন্দ লাভে পূর্ণ আপ্তকাম হইয়া কৈবল্য-মুক্তি প্রাপ্ত হন"।* এই কৈবল্য মুক্তি সকল মার্গেরই পূর্ণ মুক্তি। আত্মা তখন সর্ব্বোপাধি পরিত্যক্ত বলিয়া এ মুক্তির নাম কৈবল্য-মুক্তি। স্থূলসূক্ষ্মকারণ,—এ সর্ব্ব শরীর (বাণ) বিরহিত বলিয়া, এ মুক্তির অপর নাম নির্ব্বাণ মুক্তি।

---

§ কামগ্রন্থি বা কামাশয়। মানব হৃদয়ের এই শক্তি—কেন্দ্ররূপ গ্রন্থিদ্বারাই মানবে সর্ব্ব বাসনা, সর্ব্বাসক্তি উৎপন্ন হয়। জ্ঞানোদয়ে এইগ্রন্থি নষ্ট হয়, তখন আর জ্ঞানীর কোন বসনা বা বিষয়াসক্তি জন্মে না।

* "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥" মণ্ডুক ২।২।৮।

† অবিদ্যা অস্মিতা রাগ দ্বেষ অভিনিবেশ নামক ক্লেশপঞ্চক।

‡ অনিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্যাত্মক সিদ্ধদেহ। "জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ। তস্যাভিধ্যানাৎ তৃতীয়ং দেহভেদে বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবল আপ্তকামঃ॥" শ্বেতাশ্বতর ১।১১।

* মুক্তি বিজ্ঞানে এ সকল বিষয় সবিস্তর আলোচিত হইবে। তবে সে বিজ্ঞান-তত্ত্ব যাইতে সক্ষম হইব কি না এই আশঙ্কায় অপ্রাসঙ্গিকদোষ উপেক্ষা করিয়াও এই প্রসঙ্গে এ বিষয়ের কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা হইল।

৩য় বিভাগ আত্মা সচ্চিদানন্দ।

প্রথম অধ্যায়।

মানব-কর্ম্ম। জ্ঞানানন্দেচ্ছাবাসনা ও আত্মা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মানব-চিত্তের ক্রমোন্নতি। মূঢ়াদি অবস্থায় মানব-কার্য্য।

প্রথম স্তবক।

সূচনা। মূঢ়াবস্থাগত কার্য্য। বিষয়সম্বন্ধজ জ্ঞানানন্দেচ্ছা।

সূচনা।

জীবের কার্য্যদৃষ্টে তাহার আত্মার স্বরূপানুমান আমাদিগের প্রতিপাদ্য। এখন আমরা সেই প্রতিজ্ঞাসিদ্ধি-জন্য জীবের কার্য্যনিচয় পর্য্যালোচনা করিব। নিশ্বাস প্রশ্বাস চক্ষুস্পন্দন শরীরাভ্যন্তরিক যন্ত্রাদির কার্য্য, মূর্চ্ছা, রোগাদি.—সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এ সকল জীবের কার্য্য নহে, তাহার শরীর ও

শরীর ও শারীরিক যন্ত্রাদির কার্য্য।

শারীরিক যন্ত্রাদির কার্য্য। অতএব এ সকল পরিত্যাগ করিয়া যাহা তাহার আপনকার্য্য, যাহার সহিত তাহার সাক্ষাৎসম্বন্ধ.—আমরা কেবল সেই কার্য্যগুলি পর্য্যালোচনা করিব। কারণ কেবল সেই কার্য্যই তাহার আত্মার পরিচায়ক।

আর্য্যবিজ্ঞান মূঢ়, ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ,—চিত্তের এই পাঁচ অবস্থা স্বীকার করেন (*)। তন্মধ্যে নিরুদ্ধাবস্থায় চিত্তের বৃত্তি

(*) পাতঞ্জল ব্যাস-ভাষ্য ১পা ১সূ।

উৎপাদনের আসক্তি, অপগত। কাজেই সে নিবৃত্ত চিত্তে আত্মপ্রকাশ একরূপ নির্ব্বিশেষ। এ অবস্থা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির পরিণাম বিধায় সাংসারিকের অপ্রাপ্য। এই কারণে আমরা এখন এ অবস্থা পর্য্যালোচনা পরিত্যাগ করিব।

চিত্তের অবস্থাপঞ্চ।

একাগ্রাবস্থায় চিত্তচাঞ্চল্য খুব কম। চিত্তের মুহুর্মুহুঃ বৃত্তি-পরিবর্ত্তন আসক্তি, অপগত। কাজেই চিত্ত তখন একটী বৃত্তি উৎপাদন করিয়া সেই বৃত্তিটীকে বহুক্ষণ একভাবে রক্ষা করিতে সমর্থ। এই কারণে মানব তখন অনন্যমনা হইয়া, বহুকাল পর্য্যন্ত সেই বৃত্তির ধ্যান, সেই বৃত্তিবিষয়ক পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম। এ অবস্থারও কেবল অঙ্কুরমাত্র আমরা সংসারে দেখি। যোগে ইহার নাম সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। ইহার যে পরিপাক,—যখন সমাধিস্থ ব্যক্তির কোন অঙ্গচ্ছেদন হইলেও তাঁহার চিত্তগত সে বৃত্তিজ্ঞান নষ্ট হয় না বা তিনি অন্যমনস্ক হন না, সে বৃত্তি এ হণে পূর্ণ সচেতন থাকিতে পারেন,—সে পরিপাক কেবল যোগীরই জ্ঞেয়। কাজেই সে অবস্থাও আমরা বিবৃত করিব না।

একাগ্রাবস্থা।

পর্ব্বত, জঙ্গল, দ্বীপাদি অনেক স্থানে পশু-কল্প অনেক মনুষ্য দৃষ্ট হয়। তাহাদিগের কার্য্য, তাহাদিগের বাসনা ও প্রবৃত্তি, পশু হইতে প্রভিন্ন নহে। পশুর ন্যায় তাহাদিগেরও স্থূল শরীরেই আত্মবোধ। তবে জ্ঞানানন্দের স্ফূর্ত্তি সামান্য বেশী। স্ত্রী সন্তান পিতা মাতা ও ভ্রাতা ভগিনীতে মাত্র আত্মীয় ও স্নেহ বোধ। আপন অভাব আপনি মোচন করিতে যতদিন অসমর্থ, পিতামাতার সহিত তাহাদিগের প্রায় ততদিনই সম্বন্ধ এবং পিতামাতার সহিত সম্বন্ধের অবসানে, ভ্রাতা ভগিনীর সহিতও সম্বন্ধের একরূপ শেষ।

মূঢ় ব্যক্তি তমঃপ্রধান, পূর্ণ স্থূলাভিমানী।

মানবের এ অবস্থায় পাশব-চৈতন্যেরই পরিচয় অধিক। পশুর ন্যায়

এ মানবেরও বহিরিন্দ্রিয়-জ্ঞান প্রবল। শব্দ ঘ্রাণাদি গ্রহণ-সামর্থ্য অনেক সময়ে উন্নত মানবাপেক্ষাও অধিক। অথচ বুদ্ধির ত কথাই নাই, মানসিক চৈতন্য ও অতিদুর্ব্বল। কল্পনাশক্তি, হিতাহিত বিচার, ভবিষ্যদ্দৃষ্টি, চিন্তা-সামর্থ্যাদি নাই বলিলেও, অত্যুক্তি হয় না। পশুর ন্যায় কাম-মনের সামান্য উত্তেজনা মাত্র সবল। অবশ্য পশুর কার্য্যকলাপ দৃষ্টে তাহাতে মানসিক চৈতন্যের আত্যন্তিক অভাবের যেরূপ পরিচয় দৃষ্ট হয়, এ মানবের কার্য্যকলাপে তদ্রূপ নহে। মানসিক চৈতন্যের দুর্ব্বলতারই পরিচয় অধিক। মনন (conception) ও মনোভাব-প্রকাশাদি-সামর্থ্য আছে, তবে অতি দুর্ব্বল। সুখ, দুঃখ, ভয়, ক্রোধ, বিস্ময়াদি ও দৃষ্ট হয়। চিত্তের জড়াধিক্য জন্য এখন আলস্য নিদ্রাদি প্রবল, চিত্ত-প্রবৃত্তি ও চিত্তগত বাসনার বিকাশ দুর্ব্বল। পশুতেও যে মনের আত্যন্তিক অভাব ইহা স্বীকার করা কঠিন। স্মৃতি, বিস্ময়, হিতাহিতবিচারাদি সঙ্কল্পাত্মক মানোধর্ম্মের পরিচয় কুকুর, ঘোটক, শুকাদি অনেক গৃহপালিত পশুপক্ষীতেও দৃষ্ট হয়।

এ অবস্থার জ্ঞান পশুর ন্যায়। তবে মনন ও মনোভাব প্রকাশ-সামর্থ্য কতক সপ্রকাশ।

পশুতে মনের পরিচয়।

জ্ঞান-আনন্দ-ইচ্ছা কাহাকে বলে পশুর ন্যায় এ অবস্থায় মানব তাহা জানিতে অক্ষম। এখনও মানবের জ্ঞান পূর্ণ অহমাত্মক। স্বার্থ, জ্ঞান, ও জ্ঞেয় বিষয়,—এ তিন তাহার নিকট অভিন্নভাবে মিলিত (subjective and immanent)। কাজেই স্বার্থ-ত্যাগে, বিষয়-চিন্তন (contemplation), বা জ্ঞানের সহিত জ্ঞেয় বিষয়ের এবং স্বার্থের সম্বন্ধ উপলব্ধি আত্মক বিচারণ (reasoning), বা যুক্তিবলে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ তাহার পক্ষে অসম্ভব। যে যাহা করে তাহাই তাহার নিকট স্বাভাবিক ও এক মাত্র কর্ত্তব্য কার্য্য। সে যে

মূঢ় মানবের চিন্তা বিচার ও কর্ত্তব্য নির্ণয় সামর্থ্য একরূপ অপ্রকাশ।

তদন্যথা করিতে সক্ষম তদ্‌বিষয় তাহার উপলব্ধির অতীত। তবুও তাহার যত কিছু কার্য্য তৎসমস্তেই জড়বিষয়মিশ্রিত জ্ঞান-আনন্দ-ইচ্ছা-প্রকাশ সততই বিদ্যমান।

২য় স্তবক। ক্ষিপ্তাবস্থা।

জ্ঞানানন্দ ইচ্ছারূপ চৈতন্যের ক্রম—স্ফূর্ত্তিতে চিত্তের ক্রমবিকাশ।

ক্রমোন্নতি সহকারে আবার দেখিবে যে, এই মূঢ় ব্যক্তিরই বাসনার (২৫) বৃদ্ধির সহিত জ্ঞান-আনন্দ-ইচ্ছা-স্ফূর্ত্তি ক্রমেই বাড়িবে এবং চিত্তগত এই জ্ঞান-আনন্দ ইচ্ছা-স্ফূর্ত্তির হ্রাসবৃদ্ধি, মনুষ্যের মূঢ়ক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্তাদি অবস্থা ভেদের প্রকৃত কারণ।

---

(২৫) ন্যায়কারিকা বলেন জীবের ইষ্ট-সাধন-জ্ঞান জন্য কার্য্যের ইচ্ছা জন্মে। ইচ্ছাজন্য কৃতি। প্রবৃত্তি, যত্ন, আগ্রহ, কৃতির নামান্তর। কৃতি হইতে চেষ্টা এবং চেষ্টা হইতে ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়। "জ্ঞানজন্য ভবেদিচ্ছা, ইচ্ছাজন্য কৃতির্ভবেৎ। কৃতিজন্য ভবেচ্চেষ্টা চেষ্টাজন্য ক্রিয়া ভবেৎ॥"

সাংখ্য বলেন পুরুষ স্বয়ং নিত্য মুক্ত উদাসীন দ্রষ্টা মাত্র। প্রকৃতির আশ্রয় জন্যই তাঁহার জীবত্ব। বুদ্ধি জীবের 'অধ্যবসায়' ক্ষেত্র। 'এই কার্য্যটী আমার কর্ত্তব্য,'—এইরূপ নিশ্চয়ের নাম 'অধ্যবসায়'। ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য,—এই চারিটী বুদ্ধির সত্ত্বাংশের ফল। অধর্ম্ম, অজ্ঞান, বিষয়সঙ্গলিপ্সা ও অনৈশ্বর্য্য,—ইহার তমোভাবের ফল। আমি বা আমার,—এরূপ অভিমান, অহঙ্কারের কার্য্য। শব্দাদি বহির্ব্বিষয়সম্বন্ধীয় 'আলোচন' নামক বিকল্পশূন্য শিশুর জ্ঞানের ন্যায় সাধারণ জ্ঞানোৎপাদন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য। বিকল্পনাসহকারে শব্দাদির একটী হইতে অন্যটীর জাতি ক্রিয়া গুণ ও ধর্ম্মের পার্থক্য বিচারপূর্ব্বক তাহাদিগের যে বিশেষ উপলব্ধি, তাহা মনের কার্য্য। তাহারই নাম প্রত্যক্ষ। বুদ্ধির 'অধ্যবসায়', অহঙ্কারের 'অভিমান,' এবং ইন্দ্রিয়ের 'আলোচনা'র ন্যায়, এই 'সঙ্কল্পই' মনের বিশিষ্ট ব্যাপার।—পণ্ডিত পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচঞ্চুকৃত সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী।

মূঢ় ব্যক্তির বর্ত্তমান বাসনা-সূত্র গ্রহণে ক্রমে সেই বাসনা-চরিতার্থতা-যোগ্য ভাল মন্দ বিবিধ বিষয় প্রদান কর, তবে দেখিবে যে, তাহার বাসনা ক্রমেই সবল ও উত্তেজিত হইবে এবং তৎসহ সুখ-ইচ্ছা এবং চৈতন্য-স্ফূর্ত্তিও বাড়িবে। বিষয়গুলির ভাল মন্দের বিচার জন্মিবে এবং বাসনায় রাগ ও দ্বেষ,—এই উভয় ভাবেরই স্ফূর্ত্তি বাড়িবে। ভাল বিষয়টীর উপর যেরূপ তৃষ্ণার বৃদ্ধি হইবে, মন্দটীর উপর তদ্রূপ আবার বিদ্বেষভাব বাড়িবে।

বাসনা চরিতার্থতা-বলে মূঢ় চিত্তে ক্রমে রাগ দ্বেষের স্ফূর্ত্তি।

বাসনার আশ্রয়-ক্ষেত্রেরও বৃদ্ধি হইবে। স্থূল শরীরের ন্যায় সূক্ষ্ম জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির উপরও তাহার দৃষ্টি পড়িবে। তাহাদিগের উপরও আত্ম-জ্ঞান জন্মিবে এবং তাহারাও তাহার বাসনার ক্ষেত্র হইবে। এই রূপে শারীরিক ক্ষুৎপিপাসাদির অভাবেও শুদ্ধ রসনাদি ইন্দ্রিয় চরিতার্থতাজন্য আহারাদিতে প্রবৃত্তি জন্মিবে। বাসনার বৃদ্ধিসহকারে বিষয় সংগ্রহাদির প্রয়োজন বাড়িবে, কাজেই কর্ম্মেন্দ্রিয়েরও কার্য্য বৃদ্ধি হইবে। তাহারাও সবলতা ও স্ফূর্ত্তি লাভ করিবে। এবং তাহাদিগের উপরও বাসনার দৃষ্টি পড়িবে। অন্য প্রয়োজন অভাবেও ইন্দ্রিয়-সঞ্চালন করিতে বাসনা জন্মিবে। অহৈতুকি ব্যায়ামাদি এই রূপে বাসনার বিষয় হইবে। মানবের ক্রমোন্নতির উপর লক্ষ্য করিলে, বোধ হইবে যেন, ক্রমোন্নতিসহকারে, তাহার স্থূল শরীর হইতে ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় হইতে কাম-মনে, * কাম-মন হইতে শুদ্ধমনে,

বাসনার বৃদ্ধিতে তাহার ক্ষেত্রের বৃদ্ধি।

---

* মনোহি দ্বিবিধং প্রোক্তং শুদ্ধঞ্চাশুদ্ধমেব চ।
অশুদ্ধং কামসঙ্কল্পং শুদ্ধং কামবিবর্জ্জিতং॥
মনএব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসঙ্গং মোক্ষো নির্ব্বিষয়ং স্মৃতং॥ মৈত্রী উপনিষদ্।

শুদ্ধমন হইতে বুদ্ধিতে, (২৬) আত্মজ্ঞান প্রসারিত হয়। তবে পূর্ব্ব-সঞ্চিত সংস্কারের ও বর্ত্তমান সংসারাসক্তির বিচিত্রতাজন্য মানব-চিত্তের ক্রমবিকাশের পারস্পর্য্য একরূপ অনিয়মিত। যখন যাহাতে আমাদিগের আত্মবোধ, তখন আমাদিগের সংস্কার হয় যেন সেই বস্তুই আমরা, তাহার সহিত আমরা অভিন্ন। এই কারণে তাহার গুণ, তাহার ধর্ম্মকেই, আমাদিগের গুণ, আমাদিগের ধর্ম্ম, বলিয়া, আমাদিগের প্রতীতি জন্মে। কাজেই তখন তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যই আমাদিগের বাসনার বিষয় হয়। আমরা দেখিয়াছি যে শরীরের উপর আত্মবোধজন্য শারীরিক প্রয়োজনীয় বিষয়ে আমাদিগের বাসনা জন্মে। জ্ঞানেন্দ্রিয়ে আত্মবোধ জন্য শব্দস্পর্শাদি, কর্ম্মেন্দ্রিয়ে আত্মবোধজন্য কর্ম্মেন্দ্রিয়ের প্রয়োজনীয় বিষয়, কামমনে আত্মবোধকালে কামসঙ্কল্প, শুদ্ধমনে আত্মবোধকালে শুদ্ধসঙ্কল্প, এবং বুদ্ধিতে আত্মবোধকালে বিশুদ্ধ জ্ঞানানন্দ-ঐশ্বর্য্য, আমাদিগের বাসনার বিষয় হয়। যখন শুদ্ধ স্থূল শরীরে আমাদিগের আত্মবোধ থাকে, * তখন

বাসনা-ক্ষেত্র তাহার ক্রম বিকাশ।

শরীরাদিতে আত্মজ্ঞানের ফল।

---

(২৬) আমরা দেখিয়াছি যে বুদ্ধিও প্রকৃত আত্মা নহে। ইহা অন্তঃকরণেরই এক অবস্থা। কাজেই বুদ্ধিতে আত্মজ্ঞান পর্য্যন্ত আমাদিগের জ্ঞানের অধ্যস্তভাব। অধ্যাস একরূপ মিথ্যা প্রত্যয়। এক পদার্থে অন্য পদার্থের বা অন্য ধর্ম্মের অবভাসের নাম অধ্যাস। স্মৃতির ন্যায় ইহা পূর্ব্বসংস্কার অনুসারে উৎপন্ন হয়। অদ্বৈতবাদী বলেন রজ্জুতে অধ্যস্ত সর্পের ন্যায় যাহাতে যাহার অধ্যাস তাহাতে তাহার দোষ গুণ অণুমাত্রও স্পর্শ করে না। আত্মায় আত্মজ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অনাত্মে আত্মজ্ঞানরূপ এই অধ্যাস বর্ত্তমান থাকে। বেদান্তদর্শন।

* যে কারণে কার্য্যের উৎপত্তি, সে কারণ যেমন অনুমান বলে জানিতে হয়, কার্য্য মাত্রেরই উপলব্ধি জন্মে, এ শরীরাদিতে আত্মবোধরূপ কারণ ও তদ্রূপ অনুমানগম্য, ইহাদিগের কার্য্যস্বরূপ শরীরাদির প্রয়োজন তৎপরতা মাত্রেরই উপলব্ধি হয়।

সেই শরীরের প্রয়োজন সাধনজন্য শব্দ স্পর্শাদির সাহায্য আবশ্যক বলিয়া, শব্দ স্পর্শাদির সহিত আমাদিগের কেবলমাত্র পরম্পরা-সম্বন্ধ থাকে। পরে জ্ঞানেন্দ্রিয়ে যখন আমাদিগের আত্মবোধ জন্মে, তখন ঐ শব্দ স্পর্শাদি সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে আমাদিগের বাসনার বিষয় হয়। তখন সুশ্রাব্য শব্দ গীতবাদ্য, সুখস্পর্শ শয্যা, সুদৃশ্য রূপ, সুস্বাদু অন্ন, সুগন্ধ পুষ্পাদিতে, শারীরিক প্রয়োজন ব্যতীতও আমাদিগের তৃষ্ণা জন্মে।

বাসনা বৃদ্ধিতে মনের বিকাশ।

বাসনার বৃদ্ধিসহকারে ক্রমে চিত্তের জড়-ভাব কমিয়া চাঞ্চল্যের বৃদ্ধি হয়। তখন চিত্তে ইচ্ছা, প্রযত্ন, উৎসাহ, ভাল-মন্দ-বিচার, সঙ্কল্প, বিকল্প আদির প্রকাশ অধিক হয়। এই রূপে বাসনার বৃদ্ধিসহকারে মনের স্ফূর্ত্তি বৃদ্ধি হওয়ায়, পূর্ব্বের ন্যায় আমাদিগের সহজে আর বাসনার শান্তি হয় না। মন পূর্ণ রাজসিক। মনই ইচ্ছা, বাসনা ও অহঙ্কারের প্রকৃত ক্ষেত্র। কাজেই মনের স্ফূর্ত্তিবৃদ্ধিসহকারে এসকলেরই স্ফূর্ত্তি বৃদ্ধি হয়। এখন জড়ে আমাদিগের অহং-জ্ঞান-জন্য জড় জগতের উপরই উহার পূর্ণ দৃষ্টি। কাজেই জড় বিষয় বাসনা ক্রমেই বাড়িয়া যায়। এই বিচিত্র জগতে জড় ভোগ্যের অভাব নাই এবং মনের ও বাসনা-উৎপাদনশক্তির ইয়ত্তা নাই। মনই আবার শরীরেন্দ্রিয় ও প্রাণের নিয়ন্তা। কাজেই মনের স্ফূর্ত্তিদ্বারা তাহাদিগেরও স্ফূর্ত্তি বৃদ্ধি পায়। তাহাদিগের ভোগের শক্তি ও ভালমন্দ বিচার ক্রমেই বেশী হয়। স্বভাবজাত ভোগ্যদ্বারা তাহারা আর এখন তৃপ্ত থাকে না। প্রতিদিনই মন আপন কল্পনাগুণে শরীরেন্দ্রিয়াদির জন্য নূতন নূতন ভোগ্য প্রস্তুত এবং দেশ বিদেশ হইতে সংগ্রহ করে। এখন ভবিষ্যতের উপরও দৃষ্টি পড়ে। পূর্ব্বের ন্যায় শুদ্ধ

স্থূলাভিমানজ মনো বিকাশে জড়ভোগ বাসনা ও তন্মূলক নানা বাসনা প্রকাশ।

বর্ত্তমান ভোগ্য সংগ্রহ করিলেই আর আমাদিগের বাসনার অবসান হয় না। ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় না করিয়া আমরা স্থির থাকিতে পারি না। সঞ্চয়ের ইয়ত্তা ও ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। বিষয়-সঞ্চয় অসুবিধা দৃষ্টে তাহা সংগ্রহযোগ্য অর্থ উপার্জ্জন ও সঞ্চয়ে আমাদিগের বাসনা জন্মে। এবং সঞ্চিত বিষয় সংরক্ষণজন্য সমাজ-বন্ধন এবং রাজ্য-সংস্থাপন ও আমাদিগের বাসনার বিষয় হয়। এইরূপে পরস্পরের সহিত মনুষ্য-গণের পরস্পরের সম্বন্ধ হয়, এবং নানবৈষণার উৎপত্তি হয়। শরী-রেন্দ্রিয়াদির, সবলতা, ভোগসামর্থ্য পরিবর্দ্ধন; এবং তাহাদিগের রোগ জরা মরণ নিরাকরণ, জন্যও আমাদিগের বাসনা জন্মে। এক দীপ হইতে যেরূপ শত শত দীপ মুহূর্ত্ত মধ্যেই প্রজ্ব-লিত হইয়া প্রত্যেকটী ভিন্ন ভিন্ন স্থান, ভিন্ন ভিন্ন পদার্থকে দৃষ্টির বিষয়ীভূত করে, তদ্রূপ বাসনাজ্বালাও প্রতি মুহূর্ত্তে একটা হইতে অন্যটী প্রদীপ্ত হইয়া, প্রত্যেকটী আমাদিগের নূতন বিষয়ের আসক্তি জন্মায়। দীপবর্ত্তি যেরূপ অন্য দীপজ্বালাদ্বারা স্পৃষ্ট হইলেই নূতন দীপত্ব প্রাপ্ত হয়, জড় বিষয়ও তদ্রূপ অন্য বাসনাজ্বালাদ্বারা একবার স্পৃষ্ট হইলে, নূতন বাসনা প্রজ্বলিত করে। যে দ্রব্য একবার পরম্পরাসম্বন্ধে কোন বাস-নার বিষয় হইতে পারে, তাহাই পরে নূতন বাসনা উৎপাদন করিয়া সাক্ষাৎসম্বন্ধে সেই নবজাত বাসনার বিষয় হয়। শরীরেন্দ্রিয়ের ভোগ্য সংগ্রহ মাত্র পূর্ব্বে যে ধনের প্রয়োজন ছিল, এখন সেই ধন আবার স্বতঃ প্রয়োজনীয়। তাহার উপার্জ্জন ও সঞ্চয় এখন পৃথক্ পৃথক্ বাস-নার বিষয়। শরীরেন্দ্রিয়ের ভোগ্যসংগ্রহ দূরে থাকুক,—ধনাভাবে শরীরের নাশের আশঙ্কা হইলেও এখন আর এই নূতন বাসনাজন্য ধন ব্যয়ে প্রবৃত্তি জন্মে না। এইরূপে প্রবুদ্ধ বাসনানিচয়ের বিষয় সংগ্রহ সঞ্চয় উৎপত্তি ও তদ্বিরুদ্ধ বিষয় নিগ্রহ আদি জন্য, মনে—ইচ্ছা, কল্পনা

বাসনাবিকাশের ক্রম।

বিচার আদি—নানা বৃত্তির এখন আধিক্য; এবং এইসকল নবপ্রবুদ্ধ মনোবৃত্তি ক্রমে আমাদিগের নূতন নূতন বাসনার বিষয় হয়। বাসনার রাগ দ্বেষ ভাব এখন এত প্রবুদ্ধ যে, যে কোন দ্রব্য আমাদিগের দৃষ্টিপথে পড়ে, তৎসমস্তই আমাদিগের বাসনার বিষয় হয়। বাসনার এইরূপ আকর্ষণ-বিকর্ষণাসক্তি পরিত্যাগে আমরা কোন কর্ম্ম করিতেই এখন সক্ষম নহি *। বিত্তৈষণার উত্তেজনায় এখন মন উদ্বিগ্ন।

বাসনার স্ফূর্ত্তি বৃদ্ধি-সহকারে অন্তঃকরণের জড়তার হ্রাস, চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি-বৃদ্ধি।

অন্তঃকরণের জড়তার ক্রমহ্রাসে, ভালবাসারও এখন আধিক্য। স্ত্রী, পুত্র, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী আদির উপর স্নেহভাব পূর্ব্বাপেক্ষা সতেজ। জ্ঞান-ইচ্ছার বৃদ্ধির সহিত ভালবাসার পাত্রের সংখ্যাও ক্রমে বর্দ্ধিত। সমাজ-বন্ধনজন্য আমাদিগের পরস্পরের সহিত সম্পর্কের যে সূত্র হইয়াছে, সেই সূত্র অবলম্বনে এখন প্রজ্বলিত বাসনাজ্বালা দিনদিনই শত্রুমিত্রের, আত্মীয়স্বজনের, সংখ্যা বৃদ্ধি করে। লোককে ভাল বাসিতে এবং তাহাদিগের নিকট ভালবাসা পাইতে বাসনা জন্মে। তাহাদিগের সুখ্যাতি অখ্যাতির উপরও দৃষ্টি পড়ে। মনের এইরূপ স্ফূর্ত্তি-বৃদ্ধি-সহকারে, মনেও এখন আমাদিগের অহংজ্ঞান।

মনের স্ফূর্ত্তি বৃদ্ধিতে মন বাসনার বিষয়।

কাজেই শুদ্ধ বহির্জ্জগৎ লইয়াই, আমাদিগের বাসনা এখন সীমাবদ্ধ নহে। প্রাকৃত শব্দ স্পর্শাদি ও ইন্দ্রিয় শরীরের প্রকৃত ভোগ, আমাদিগের যেরূপ বাসনার বিষয়, ঐসকল বিষয়ক মানসিক কল্পনাও এখন তদ্রূপ আমাদিগের সুখদুঃখের উৎপাদক। শরীরেন্দ্রিয় ভোগ সম্বন্ধে মনে কল্পনা করিতে বা তদ্বিষয়ক উপন্যাসাদি শুনিতে বা পড়িতে এখন আমাদিগের বাসনা হয়। বিত্তৈষণা—ভোজ্য-

* এই বাসনাই কর্ম্মফল। ইহা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল ও পরবর্ত্তী কর্ম্মের প্রবর্ত্তক।

মান ও কাম্যমান,—এই দুই ভাবেই এখন প্রজ্বলিত। সঙ্গ-লিপ্সাও ক্রমেই বর্দ্ধিত। কোন বিষয় আমরা অনাসক্ত বা উদাসীনভাবে দেখিতে বা করিতে অক্ষম। যাহা দেখি বা যাহা করি, তাহাকেই আমরা রাগদ্বেষাত্মক বাসনার বিষয় না করিয়া পারি না। তাহাই ভোগ, তাহাই আস্বাদন, করিতে বাসনা জন্মে। এই বিষয়ভোগ, বিষয়াস্বাদন, আসক্তির নাম 'কাম'। কামভাবজন্যই আনন্দের রাগ-দ্বেষাত্মক বিকার। এবং সেই বিকৃত আনন্দাত্মক রাগ-দ্বেষই এখন আমাদিগের নিকট প্রকৃত আনন্দ। আমাদিগের জড় হৃদয় এখনও বিশুদ্ধ প্রকৃত আনন্দের প্রবল উচ্ছ্বাস সহ্য করিতে অক্ষম। কাজেই শিশুর পক্ষে জলমিশ্রিত দুগ্ধের ন্যায়, আমাদিগের পক্ষে এখন সে আনন্দ অপেক্ষা এই বিষয়মিশ্রিত আনন্দাভাসই হিতকর। ইহাই আমরা উপলব্ধি করিতে সক্ষম। এই কারণে ইহার উপরই এখন আমাদিগের আসক্তি।

বাসনার বৃদ্ধিতে রাগদ্বেষের বৃদ্ধি।

কামের প্রয়োজন।

মনের চাঞ্চল্যও এখন প্রবল। এই চাঞ্চল্যাসক্তির নামই কর্ম্ম-বাসনা। এই বাসনার জ্বালায় এখন আমরা সততই অস্থির, সততই কর্ম্মাসক্ত। চঞ্চল জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যকিরণের ন্যায় আমাদিগের মনে এখন বাসনার বিষয় প্রতিমুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত।

চাঞ্চল্যে আসক্তিজন্য কর্ম্ম-বাসনা।

কাম-বাসনায় যেরূপ আনন্দাসক্তির আধিক্য, কর্ম্ম-বাসনায় তদ্রূপ ইচ্ছাসক্তির আধিক্য। কামের বিশুদ্ধতায় যেরূপ প্রেমের প্রকাশ, কর্ম্ম-বাসনার বিশুদ্ধতায় তদ্রূপ ইচ্ছার প্রকাশ। কাষ্ঠসংযুক্ত অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠদগ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রজ্বলিত থাকে, মঙ্গলময় নৈসর্গিক নিয়মে আমাদিগের অন্তঃকরণের জড়তা দগ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত, বাসনাজ্বালাও

কাম ও কর্ম্মবাসনার ফল।

তদ্রূপ নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয় না। ইহার প্রসাদেই আমাদিগের নিদ্রা, তন্দ্রা, আলস্য, দীর্ঘসূত্রতা, স্তব্ধতা, সঙ্কোচাদি জড়ভাব নষ্ট হইয়া, অস্থৈর্য্য, অসহিষ্ণুতা, পরে উন্নতি সহকারে ক্রমে উদ্যোগ, উৎসাহ, প্রযত্ন, বল, বীর্য্য, সাহসাদি উৎপন্ন হয়। অপব্যবহৃত না হইলে, এই উভয় বাসনাই এখন আমাদিগের পক্ষে হিতকর। তবে এখনও যখন আমাদিগের প্রকৃত আত্মজ্ঞানের অভাব, তখন গুরু, বিজ্ঞ, সাধুজনের উপর ভক্তি ও তাঁহাদিগের উপদেশের উপর শ্রদ্ধা না থাকিলে, ঐ বাসনাদ্বয়ের অপব্যবহারই এ অবস্থায় আমাদিগেরপক্ষে বেশী সম্ভব। আমাদিগের যত প্রকার পাপ, তাপ, পুণ্য, সুখ,—তৎ সমস্তই প্রায় এই বাসনাদ্বয়ের সদসদ্ব্যবহারের ফল।

গুরু মহাজনের উপর শ্রদ্ধার প্রয়োজন।

এখন মনে এই দুই বাসনারই প্রাধান্য। নানা আকারে, এই রূপে, উপলব্ধির বৃদ্ধিসহকারে, সেই উপলব্ধি-স্বরূপ জ্ঞানও এখন পরিবর্দ্ধিত। তবে জ্ঞান এখনও ঐ বাসনানিচয়ের পরিপোষক ব্যতীত স্বয়ং পৃথক্ পরিস্ফুট বাসনায় পরিণত নহে। জ্ঞানালোকের সাহায্যে এখন কেবল ঐ বাসনাদ্বয়ের জড়াসক্তিজাত মলিনভাব পরিবর্দ্ধিত হয়। জ্ঞানদ্বারা স্বার্থসিদ্ধির উপায় দেখিবার সুবিধা হইয়া, স্বার্থপরতা ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। এইরূপ নানা কারণে স্বার্থপরতা যখন সচেতন হয়, তখন আবার স্বার্থপরতার আত্মাস্বরূপ অহঙ্কারেও আমাদিগের বাসনাদৃষ্টি নিপতিত হয়। শরীরাদির ন্যায় অহঙ্কারও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাসনার বিষয় হয়। অহংভাব-সম্বন্ধীয় স্বার্থপরতা আমাদিগের নিকট সপ্রকাশ। অন্যাপেক্ষা বড় হইতে, অন্যের উপর আধিপত্য করিতে, অন্যের নিকট মান্য গণ্য পূজ্য হইতে, আমাদিগের বাসনা

জ্ঞানবাসনা উৎপত্তির পূর্ব্বে জ্ঞানের কার্য্য।

অহং-বিষয়ক বাসনার ফল।

জন্মে। মান, মদ, দম্ভ, দর্প, অহঙ্কার, অভিমান,—এইরূপ নানা ভাবে আমাদিগের বাসনা পরিবর্দ্ধিত হয়।

আমার স্বার্থের সহিত অন্যের স্বার্থের নানা রূপ একত্বাদি হেতু অহমেষণার সহিত মানৈষণার নিকট সম্বন্ধ। কাজেই অন্য এবং আমি, আমরা উভয়েই এখন আমার বাসনার বিষয়। এ উভয় বিষয়সম্বন্ধে আমার বাসনার তারতম্য আছে বলিয়াই, আমার আত্মপর ভেদজ্ঞান। জগতে যদি আমি একা হইতাম, অন্যের সহিত যদি আমার কোন সম্বন্ধ না থাকিত, অথবা আমার ন্যায় সকল জগৎই যদি তুল্যভাবে আমার ভালবাসার বিষয় হইত, তবে আর অহঙ্কারের উপর আমার বিশেষদৃষ্টির অবকাশ থাকিত না। মান, মদ, দম্ভ, দর্পাদি ভাবেরও উৎপত্তি হইত না। আত্মপর ভেদজ্ঞানই এ সকলের মূল।

মানমদাদি উৎপত্তির কারণ।

অহমেষণা ও মানৈষণার পরস্পরসম্বন্ধজন্য উহারা পরস্পর পরস্পরের পরিবর্দ্ধক। একের উত্তেজনায় উভয়ই প্রবল হয়। অহংজ্ঞান সর্ব্ব সংসারবাসনার মূল। কাজেই অহংজ্ঞান যে বাসনার বিষয়, সে বাসনা কেন না প্রবল হইবে? এবং সমাজ বন্ধন ও মানবসঙ্গবাসনাদি-বলে মানৈষণাও এখন সতেজ। কাজেই অন্যে যে আমাকে ভাল বাসে, তৎপ্রতি আমারলক্ষ্য। আমাকে আমি বড় জানিয়াই এখন সন্তুষ্ট নই। অন্যে যাহাতে বড় জানে, মান্য ও প্রশংসা করে, তাহার দিকেও আমার দৃষ্টি। এই রূপে যশঃ কীর্ত্তি আদিও আমার বাসনার বিষয়। ক্রমে অন্যের সহিত আমার সংস্রব এতই বর্দ্ধিত হয় যে, অন্যের সুখ্যাতি, অখ্যাতি, প্রশংসা, অপ্রশংসা, মতামতের উপর লক্ষ্য না

অহমেষণা ও লোকৈষণা।

যশঃ কীর্ত্ত্যাদিজন্য আসক্তি উৎপত্তির কারণ। তৎকালে অন্যের কর্ম্মদৃষ্টি তাহার মানসিক অভিসন্ধির অনুমান বাসনা।

করিয়া, আমি প্রায় কোন কার্য্যই করিতে পারি না। প্রত্যেক কার্য্যজন্যই আমি অন্যের মুখাপেক্ষী। এইরূপে অন্যের মতামতের উপর আমার আসক্তি ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া, অন্যের কার্য্যের উপরও আমার দৃষ্টি পড়ে। কে কোন্ কার্য্যের দ্বারা আমার সম্বন্ধে কি ভাব ব্যক্ত করে, তাহা জানিতে আমার বাসনা জন্মে এবং সেই বাসনা চরিতার্থ করিতে গিয়া লোকের কার্য্যদৃষ্টে তাহার উদ্দেশ্য অনুমানের আসক্তি জন্মে। ক্রমে সে আসক্তি প্রবল অভিসন্ধি-আরোপ-বাসনায় পরিণত হয়। এইরূপে ক্রমে অভিসন্ধির আরোপ না করিয়া, নিঃস্বার্থভাবে আমি অন্যের কার্য্য দেখিতে অক্ষম হই। মানবের কার্য্য-বাসনা অসংখ্য, প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই মানব শত শত বাসনার বিষয়-জালে আবৃত, তাহাতে আবার ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির জ্ঞানানন্দ ইচ্ছাস্ফূর্ত্তির তারতম্যজন্য একই অবস্থায় একই কারণে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মনে ভিন্ন ভিন্ন বাসনার উদয় হয়। সুতরাং কার্য্যদৃষ্টে মানবের অভীষ্টের অনুমান ভ্রান্ত হওয়াই সম্ভবপর। কিন্তু ভ্রান্তই হউক আর অভ্রান্তই হউক, অভ্যাসজ আসক্তিগুণে, আমি অভিসন্ধির আরোপ না করিয়া পারি না। উদারতার অভাবে সে আরোপে নীচভাবেরই আধিক্য দৃষ্ট হয়। এবং স্বার্থপরতার আধিক্যে ঐরূপই অভিসন্ধির আরোপজন্য অন্য ব্যক্তির সহিত আমাদিগের সম্বন্ধেরও পরিবর্ত্তন হয়। এইরূপে আমার আত্মপরভেদজ্ঞান এবং অন্যের উপর বিদ্বেষভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পায়; এবং আমার মনে হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা, অসূয়া, অভিমানাদি নানা বিদ্বেষভাবের উদয় হয়। আমার শত্রুর সংখ্যাও ক্রমে বর্দ্ধিত হয়। আমার আনন্দের সৌম্য প্রেমভাব ক্রমে বিকৃত হইয়া দ্বেষভাব গ্রহণে নানা হিংসা-মূর্ত্তিতে আমার হৃদয়কে বিষ-দংশনে জর্জ্জরিত করে। ক্রমে জগৎকে আমি শত্রু-

অন্যের কার্য্যে অভিসন্ধি আরোপ-বাসনা ও তৎ ফল।

রূপে পরিণত করি এবং আমার আসক্তি আমার স্বার্থপর কর্কশ পরুষভাব ক্রমেই বৃদ্ধি করি। দয়া, করুণা, ভালবাসা, উদারতা ক্রমেই আমার হৃদয়কে পরিত্যাগ করে। এখন আমাদিগের জ্ঞানানন্দ-ইচ্ছা সকলই কামমিশ্রিত। কাজেই এখন গুরুমহাজনের উপদেশগ্রহণ ও সৎসঙ্গসেবন আমাদিগের বিশেষ হিতকর। পূর্ণ স্বাধীনতা এখন নানা পাপাসক্তির, নানা উচ্ছৃঙ্খলতার, কারণ।

গুরুমহাজনাদিতে শ্রদ্ধার প্রয়োজন।

ধর্ম্মের উপরও যে এখন চিত্তের একবারে আসক্তি নাই, তাহা নহে। জ্ঞানের ক্রমোদয়ে মৃত্যুর সহিত আমার এই প্রিয় আমিত্বের লোপ হইবে কিনা,—এ বিষয়েও এখন আমার ভাবনা-দৃষ্টি পড়িয়াছে এবং মৃত্যুজন্য স্বাভাবিক অভিনিবেশের বৃদ্ধিসহকারে, মৃত্যুদ্বারা আমার আমিত্বের লোপ, আমার ভোগের অবসান, হইবে না,—এরূপ আশার উপর একটু আসক্তিও জন্মিয়াছে। বিশেষতঃ জ্ঞানের স্ফূর্ত্তিসহকারে কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধের উপর দৃষ্টি পড়িয়াছে; এবং জগতের এই বিচিত্র সৃষ্টি-কৌশল দৃষ্টে, চিত্তে বিস্ময়-ভাবেরও উদয় হইয়াছে। এই রূপে অন্যের নিকট ঈশ্বর ও পরকালের কথা শুনিলে তাহা বিশ্বাস এবং ধর্ম্মাচরণ করিতে আমার প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে। কিন্তু এ প্রবৃত্তি এখনও জ্ঞানের সহিত অসম্বদ্ধ। প্রকৃত তত্ত্ব-জ্ঞানের এখনও আমার সম্পূর্ণ অভাব। এখন আত্ম-জ্ঞান শরীরেন্দ্রিয়ে। কাজেই সে জ্ঞানের সাহায্যে শরীরেন্দ্রিয়ের অনিত্যতা দর্শনে, আত্মার অনিত্যতাই বরং সিদ্ধ হয়। এরূপ অজ্ঞানজ স্বার্থ-প্রবৃত্তি মাত্র যে পরকালাদি বিশ্বাসের ভিত্তি, সে বিশ্বাস অতিদুর্ব্বল। কাজেই তদ্রূপ অনিশ্চিত ও অসম্ভবপর পারত্রিক সুখের দুর্ব্বল আশার উপর নির্ভর করিয়া কেহ নিশ্চিত ঐহিক বর্ত্তমান সুখ বা পাপাসক্তি পরিত্যাগ করিতে পারে

ভ্রূড আত্মজ্ঞান-কালের ধর্ম্মাসক্তি।

না। হয়ত পরকালে কাজ দিতে পারে,—এই ভাবমিশ্রিত ঐহিক সুখ, ঐহিক আমোদ, ঐহিক সম্মান, প্রশংসাদি প্রবৃত্তিই, সাধারণতঃ, এ অবস্থায়, আমাদিগের ধর্ম্ম-কর্ম্মের প্রধান প্রবর্ত্তক।

জড় আত্মজ্ঞানকালে জ্ঞান-বাসনা।

জ্ঞান এখন এইরূপ নানা বাসনা প্রকাশ করিয়া স্বয়ংও কতক সপ্রকাশ। কাজেই তাহার উপর এখন আমাদিগের বাসনা-দৃষ্টি পড়িয়াছে। বিদ্যাশিক্ষা, বিদ্যালোচনা ও বিদ্যার উন্নতি সাধনেও এখন আমাদিগের প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে। তবে বিশুদ্ধ জ্ঞান এখনও আমাদের বাসনার বিষয় নহে।

আমার জন্যই আমার সর্ব্বপ্রয়োজন। কাজেই আমার মনোবুদ্ধি সকলই আমার আত্ম-জ্ঞানের অনুরূপ ও সহায়।

মনই বল, আর বুদ্ধিই বল, সকলের প্রয়োজনই আমার জন্য। কাজেই এখন আমার সেই আমিত্ব যখন জড় শরীরেন্দ্রিয়ে, তখন আমার মনোবুদ্ধিও অবশ্য আমার সেই আমি-জ্ঞানের অনুরূপ, তাহারই সহায়, হইবে। কাজেই মন ও বুদ্ধি,—এ উভয়েরই বৃত্তি এখন আমার আমি-জ্ঞানের অনুরূপ। এই কারণে মনও এখন কামভাবাপন্ন ও অবিশুদ্ধ এবং বুদ্ধিও তাহারই সহায়। কাজেই আমাদিগের বিদ্যার বিষয়, এখন আমাদিগের ভোগ্য বাহিক ও মানসিক বিষয়াবলম্বনে নানা বিষয়ক গদ্য-পদ্য সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতি, চিকিৎসা, জড়-বিজ্ঞানাদি নানাবিধ শাস্ত্র। আমরা এখন ঐ সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন ও প্রণয়নদ্বারা আমাদিগের জ্ঞান-বাসনা চরিতার্থ করিতে প্রবৃত্ত।

এইরূপে আমার বর্ত্তমান জড়-আত্মজ্ঞানের অনুরূপ বাসনাজালে এখন আমি সম্পূর্ণ আবদ্ধ। এবং তদনুরূপ প্রবৃত্তির উত্তেজনায় সতত উন্মত্ত। ইহাকে বলে চিত্তের ক্ষিপ্তাবস্থা। এ অবস্থার উপর আমার

আসক্তির হ্রাস না হইলে যে কতকাল আমি এ অবস্থায় থাকিতে পারি, তাহা বলা যায় না। ভোগে ভোগ ক্ষয় না হইয়া, ক্রমে ভোগবাসনার বৃদ্ধিই হইতে থাকে। এবং কর্ম্মের দ্বারা অন্তঃকরণের জড়তার যে অংশ আমরা ক্ষয় করি, ভোগ ও কাম বাসনা প্রজ্বালিত করিয়া, পুনরায় তদধিক অংশ বৃদ্ধি করি। কাজেই এরূপ কাম ভোগের বৃদ্ধিসহকারে ক্রমে আমাদিগের চিত্তের জড়তার বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস হয় না। সুতরাং বাসনা-স্রোত পরিবর্ত্তিত না হইলে, ইহার পরিণাম পুনরায় মূঢ়ত্ব।

জড় ভোগে জড় বাসনার বৃদ্ধি। সে বৃদ্ধির শেষফল পুনঃ মূঢ়ত্ব লাভ

এখন দেখ মূঢ়ের ন্যায় ক্ষিপ্তাবস্থায়ও তোমার যত কিছু কার্য্য, যতকিছু বাসনা, কাম, কর্ম্ম, জ্ঞান, লোকৈষণা, পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা,—তৎসমস্তেরই উদ্বোধক, পরিবর্ত্তক, বিনাশক, তোমার জ্ঞান-আনন্দ-ইচ্ছারূপ চৈতন্য। এই চৈতন্য উহাদিগের প্রত্যেকটীতেই বর্ত্তমান। ইহার অভাবে উহাদিগের কোনটীরই প্রকাশ সম্ভবপর নহে। কাজেই ইহাই উহাদিগের প্রত্যেকটীর আত্মা-স্থানীয়।

জ্ঞান নন্দইচ্ছা, বাসনার আত্মা।

৩য় স্তবক।

বিক্ষিপ্ত ও একাগ্র অবস্থা।

মানবের আত্ম-বিকাশাধিক্যে আত্মাসক্তি।

যে নৈসর্গিক নিয়মবলে অযান্ত্রিক মৃত্তিকাদি ভৌতিক পদার্থের ধাতু উদ্ভিদাদি যান্ত্রিক পরিণতি এবং অচেতন ধাতু উদ্ভিদাদির যন্ত্র হইতে সচেতন কীট, পতঙ্গ, পশ্বাদির যন্ত্রের উদ্গতি, যে মঙ্গলময় নিয়মপ্রসাদে

জীব-চিত্তের মূঢ় হইতে ক্ষিপ্তাবস্থার উৎপত্তি, সে নিয়মের যে ক্ষিপ্তাবস্থা উৎপাদন পর্য্যন্তই অবসান, এই নানাক্লেশসমাকীর্ণ দুষ্পূর বিষয়-ভোগ-তৃষ্ণা উত্তেজনা করিয়া, জীবকে সংসারতরঙ্গে নিক্ষেপ করাই যে সে নিয়মের শেষ ফল,—এ অনুমান সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। মনুষ্যের সর্ব্বাবস্থা পর্য্যালোচনা করিলেও ইহার অযৌক্তিকতার পরিচয় পাওয়া যায়; এবং জীব-স্বভাবে ক্ষিপ্তাবস্থার ছিদ্রে বিক্ষিপ্ততার, চাঞ্চল্যের ছিদ্রে স্থৈর্য্যের, স্বার্থপরতার ছিদ্রে নিঃস্বার্থতার অশান্তির ছিদ্রে শান্তির, অজ্ঞানতার ছিদ্রে জ্ঞানের, নিরানন্দের ছিদ্রে আনন্দের, অঙ্কুরের অবস্থান দৃষ্ট হয়। এবং এই নানাক্লেশপূর্ণ ক্ষিপ্তাবস্থার যে সর্ব্বক্লেশবিরহিত আনন্দঘনশান্তি-পরিণাম আছে —এই অনুমানই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

নৈসর্গিক নিয়মবলে ক্ষিপ্তাবস্থার বিক্ষিপ্ত-পরিণতি।

প্রবল বাসনা-জ্বালাদ্বারা চিত্তের জড়াত্মক মূঢ়-ভাব নষ্ট হইয়া, যখন তাহাতে চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি হয়, তখন ভোগের চরিতার্থতাসহকারে ভোগ্য বিষয়ের মোহিনী শক্তির হ্রাস হইয়া, ভোগের শুভাশুভ ফলের উপর আমাদিগের লক্ষ্য পড়িবার সুবিধা জন্মে। জ্ঞানের উন্নতিসহকারে ক্রমে ভবিষ্যদ্দৃষ্টির সীমা বর্দ্ধিত হইয়া, বর্ত্তমানের ন্যায় ভবিষ্যৎ সুখও আমাদিগের বাসনার বিষয় হয়। ভবিষ্যৎ সুখ-বাসনাদ্বারা বর্ত্তমান সুখ-বাসনা প্রত্যাখ্যানের, ভবিষ্যতের অধিকতরস্থায়ীসুখের জন্য বর্ত্তমান অস্থায়ীসুখ পরিত্যাগের অভ্যাস জন্মে। এইরূপ অভ্যাসদ্বারা ভোগাসক্তি সংযত হয় (×),

ভোগ বলে ভোগ্যের মোহিনী শক্তির হ্রাস, ভোগের শুভাশুভ ফলে লক্ষ্য ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টি বৃদ্ধি সহকারে, চাঞ্চল্য সুখবোধের হ্রাস ও তৃপ্তি ও শান্তিতে সুখবোধের বৃদ্ধি।

× এই ভোগ বাসনা সংযমই হিন্দু-শাস্ত্রের ব্রত নিয়মাদির প্রধান উদ্দেশ্য।

তাহার তীব্রতা কমিয়া যায়, এবং হিতাহিত জ্ঞান পরিবর্দ্ধিত হয়, তৃপ্তি ও শান্তির উপর সুখজ্ঞান ও চাঞ্চল্যের উপর বিতৃষ্ণা জন্মে।

ক্রমে হিতাহিত জ্ঞান ও শান্তি স্ফূর্ত্তি বৃদ্ধিসহকারে জড় ভোগের অসারত্বের উপর দৃষ্টিপড়ে। তখন আমরা দেখি যে, শরীরাদির প্রকৃত হিতের সহিত ভোগের সম্বন্ধ অতি সামান্য। শরীরাদির প্রকৃত মঙ্গলসাধনউদ্দেশ্যে হিতাহিত জ্ঞানদৃষ্টিতে আহারাদিদ্বারা, শরীরাদির যেরূপ উপকার সাধিত হয়, ভোগাসক্ত হইয়া ভোগ-বাসনা চরিতার্থতাদ্বারা তদ্রূপ হয় না। ভোগে শান্তি অপেক্ষা অশান্তি অধিক। ভোগ করিব বলিয়া, নানা ক্লেশ ও যত্নসহকারে, ভোগের বিষয়টী সংগ্রহ হইতে না হইতেই, বাসনা সে বিষয়টীকে পরিত্যাগ করিয়া, অসংগৃহীত অন্য নূতন বিষয় আশ্রয় করে। এইরূপে আবার সেই নূতন বিষয় সংগ্রহজন্য ক্লেশও অশান্তিতে নিপতিত হই। বিষয় যতই সংগ্রহ করি না কেন, শান্তির আর লাভ হয় না। যে বিষয়টী সংগ্রহ বা সংরক্ষণে যত ক্লেশাধিক্য, সেই বিষয়টীর ভোগ বাসনাও তত প্রবল। এইরূপে ভোগ-বাসনার বৃদ্ধিসহকারে, আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই পরিবর্দ্ধিত হয় ও অন্তঃকরণের শান্তি নষ্ট হয়। আকাঙ্ক্ষানুরূপ ভোগ্য বিষয় সংগ্রহ সংরক্ষণ আয়ত্তাধীন নহে বলিয়া, অনেক সময়েই তৃষ্ণাভঙ্গজন্য মনঃক্লেশ ভোগ করিতে হয় এবং অনেক বাসনার বিষয়ের স্বাভাবিক অনিত্যতা জন্য হৃদয়ভেদী বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়। তবে অন্তঃকরণের মত্ততার আধিক্যকালে এইরূপ হওয়াই মঙ্গল ছিল। এরূপ না হইয়া সে অবস্থায় যাহার চাঞ্চল্য অপেক্ষা ভোগের উপর আসক্তির আধিক্য হয়, জড় বিলাসিতার বৃদ্ধিসহকারে তাহার কর্ম্মাসক্তি কমিয়া যায় ও শরীর

ভোগে হিতাহিত জ্ঞান ও তৃপ্তি কম, চাঞ্চল্য ও আসক্তি অধিক।

জড়াসক্তির আধিক্যে ভোগাপেক্ষা চাঞ্চল্য অধিকতর হিতকর।

ইন্দ্রিয় অন্তঃকরণে জড় ও স্তব্ধ তামসিক ভাবের আধিক্য জন্মে, ক্রমে শরীরাদি নিস্তেজ ও আলস্যাচ্ছন্ন হয়। পরিশেষে সে ব্যক্তির পুনরায় মূঢ়াবস্থায় পতন হয়। এই কারণেই নৈসর্গিক নিয়মে তখন তৃপ্তি অপেক্ষা তৃষ্ণাই বেশী প্রিয়, বেশী প্রবল।

জড়তার হ্রাসে জ্ঞানানন্দের স্ফূর্ত্তি-বৃদ্ধি। চাঞ্চল্যের হ্রাসে বল বীর্য্যের বৃদ্ধি।

পরে যখন চাঞ্চল্যের বৃদ্ধিতে অন্তঃকরণের জড়তার হ্রাস ও বিশুদ্ধ জ্ঞানানন্দ-প্রকাশ বৃদ্ধি হয়, তখন তৃষ্ণার ও তজ্জাত চাঞ্চল্যের প্রয়োজন কম হয়। কাজেই তখন মঙ্গলময় নৈসর্গিক নিয়ম-বলে, কর্ম্ম-বাসনাও জড়-অস্থিরতা পরিত্যাগে স্থির-প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। চাঞ্চল্যের পরিবর্ত্তে বল, বীর্য্য, সহিষ্ণুতাদির আধিক্য জন্মে।

ক্রমে জড়ে অহং জ্ঞানের হ্রাস ও আত্মায় অহংজ্ঞানের বৃদ্ধি. জড়ভোগাপেক্ষা প্রেম বাসনার বৃদ্ধি।

আত্মায় আত্ম-জ্ঞানের আধিক্যজন্য জীবে ভালবাসার আধিক্য জন্মে। আত্মাই সকলের প্রিয়। কাজেই যখন যাহাতে যাহার আত্মজ্ঞান, তখন তদনুরূপ বিষয়েই তাহার প্রয়োজন. তাহাই তাহার প্রিয়। অহংজ্ঞানের বিশুদ্ধতাসহকারে সঙ্কোচাত্মক স্বার্থপরতায়ও হেয় জ্ঞান জন্মে। উদারতা, পরার্থপরতা ও স্বার্থ-ত্যাগই এখন উপাদেয়, গ্রহণাপেক্ষা দানেই আনন্দের আধিক্য।

জড়তার হ্রাসে পরিচ্ছেদাসক্তির হ্রাস, নিত্য দৃষ্টি, নিত্যাসক্তির বৃদ্ধি।

পরে দেখিবে যে, দেশ-কাল-বস্তুপরিচ্ছেদ জড়ের স্বভাব। জড়াশ্রিত আত্ম প্রকাশেরই এ সকল ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মগুণেই জড় জগতের এই বিচিত্রতা, জড়াশ্রিত, চৈতন্যের বিষয়াসক্তি। বিষয়জ-জ্ঞান-আনন্দ উপলব্ধির তারতম্যহেতু আত্ম-পর, নিকটদূর, ভূতভবিষ্যৎবর্ত্তমানাদি, ভেদ-জ্ঞান*। আত্ম-প্রকাশ যত বৃদ্ধি পায়,তদাশ্রিত জড়-

---

* c. f. Deussen's Elements of Metaphysics, § 47. এখন হইতে শুদ্ধ § যুক্ত অঙ্ক দ্বারা ঐ পুস্তকের প্যারা লক্ষিত হইবে।

তার যত হ্রাস হয়, এ সকল ভেদ-জ্ঞান তত অপগত হয়। ভবিষ্যৎ সুখ-দুঃখ তত বর্ত্তমানের তুল্য হয়, কার্য্যকারণ তত একত্ব পায়। সূক্ষ্ম কারণে কার্য্যদৃষ্টি, কারণে লুক্কায়িত কার্য্যের উপলব্ধি, তত পরিস্ফুট হয়। এ অবস্থায় জড় চাঞ্চল্যজ ভ্রান্ত সুখ-মরীচিকায় সুখ-জ্ঞানের হ্রাস হয়। জড়-চাঞ্চল্যের কুহক ক্রমে অপগত হয়। ইন্দ্রিয়স্পর্শজাত সুখে ক্লেশ-জ্ঞান জন্মে। এইরূপে শরীরেন্দ্রিয়ে আসক্তির হ্রাস হইয়া, শরীরাদিতে আত্ম-ভ্রান্তি ক্রমে শিথিল হয়। শারীরিক স্বাস্থ্য, যৌবন, সৌন্দর্য্য, জড়-স্বাধীনতাদির অনিত্যতা ও সঙ্কীর্ণতাহেতু তদাত্মক সুখে অনিচ্ছা জন্মে। প্রবৃত্তিজ অনিত্য কর্ম্মফলের অন্তর্নিহিত ভবিষ্যৎ অবসাদাদির উপলব্ধি-সহকারে, সে অনিত্য ক্ষণিক সুখের উপর বিতৃষ্ণা দিন দিন প্রগাঢ় হয়। কর্ম্মবাসনা প্রবৃত্তি-স্রোত পরিত্যাগে নিবৃত্তি-স্রোত অবলম্বনে প্রবাহিত হয়, অন্তর্দ্দৃষ্টির আধিক্যহেতু চিত্ত-শুদ্ধি, প্রকৃত সুখ ও প্রকৃত জ্ঞানের কারণ বলিয়া, বাসনার বিষয় হয়।

কর্ম্ম বাসনার স্রোত পরিবর্ত্তন ও তৎফল।

ক্ষিপ্তাবস্থায় যেরূপ চিত্তের তামসিক মূঢ়-ভাবের উপর অনাসক্তি জন্মিয়া, নৈসর্গিক নিয়মে সেই ভাব-ধ্বংসকারী চাঞ্চল্যের উপর আমাদিগের আসক্তি জন্মে এবং আমাদিগের বাসনাস্রোত সবেগে প্রবৃত্তি-মার্গে প্রবাহিত হয়, এখন আবার তদ্রূপ চিত্তের স্থূল মোহভাব অপসৃত হওয়ায়, চাঞ্চল্যের তৃষ্ণার উপর আমাদিগের আসক্তি কমিয়া যায়, স্থির প্রকাশাত্মক চিত্তের সাত্ত্বিক প্রসন্নভাবের তৃপ্তির উপর আসক্তি জন্মে। ক্রমে বাসনা-স্রোত, প্রবৃত্তি অপেক্ষা নিবৃত্তিমার্গে অধিকতর বেগবান্ হয়। স্থূল-শারীরিক সুখ হইতে মানসিক সুখ, ব্যষ্টি-বিষয়জ সুখ হইতে সমষ্টি-বিষয়জ ও বিশুদ্ধ-ভাবজ সুখ, অধিকতর স্থায়ী বলিয়া, সেই সুখের আসক্তি বৃদ্ধি হয়।

অবস্থাভেদে তৃষ্ণা ও তৃপ্তির প্রয়োজনের ভেদ।

এখনও মানব কর্ম্মাসক্তির হস্ত হইতে পূর্ণমুক্ত নহেন। এতকাল

প্রবৃত্তিজ-কর্ম্মের দ্বারা তিনি যে জড়শক্তি সঞ্চয় করিয়াছেন, সে শক্তি অন্তঃকরণ আকারে এখনও তাঁহার আত্ম-প্রকাশের আবরক ও সঙ্কোচক। প্রবৃত্তিজ চাঞ্চল্য-গুণে সে জড়-শক্তির জড়-স্থৌল্যমাত্র অপগত; সূক্ষ্মভাবে ইহা এখনও তাঁহাতে বিদ্যমান। শক্তির স্থূলত্ব অপগত হওয়ায়, এখন তাঁহার স্থূল-শরীরে আত্মাসক্তির হ্রাস হইয়াছে বটে, কিন্তু অন্তঃকরণে আত্মজ্ঞান তাঁহার এখনও বিদ্যমান। এখন তিনি সূক্ষ্মদর্শী হইলেও, প্রকৃত আত্মদর্শী নহেন। আত্মধর্ম্মে তাঁহার আসক্তি বৃদ্ধি হইলেও, প্রকৃত আত্মজ্ঞান এখনও তাঁহার পক্ষে একরূপ বিশ্বাসজ। কাজেই সে বিশ্বাস দুর্ব্বল হইলে, এখনও তিনি জড়াত্মবাদী। যে কাল পর্য্যন্ত তিনি জড়-শক্তির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে না পারিবেন, সে কালপর্য্যন্ত তাঁহার আত্মলাভ অসম্ভব। কাজেই জড়-শক্তি ক্ষয়ের চেষ্টা এখনও তাঁহার কর্ত্তব্য। বিরুদ্ধ শক্তির প্রয়োগই শক্তি-ক্ষয়ের একমাত্র উপায়। শক্তি-প্রয়োগ শক্তি-পরিচালনের নামান্তর; এবং যাহা শক্তি-পরিচালন তাহাই কর্ম্ম। কাজেই এখনও তিনি কর্ম্মী। তবে তিনি এখন প্রবৃত্তিজ-কর্ম্মী নহেন, নিবৃত্তিজ-কর্ম্মী (§ ১৬৯)।

এখন মানব সূক্ষ্মদর্শী, আত্মদর্শী নহেন। এখনও তিনি কর্ম্মী।

জড়-প্রকাশে (বহির্ভাবে) সুখ-জ্ঞানজন্য জড়াসক্তি, সেই আসক্তি-মূলক কর্ম্মের নাম প্রবৃত্তিজ কর্ম্ম। তাহার ফল জড়-শক্তি সংগ্রহ, সঞ্চয়। আত্ম-প্রকাশে (অন্তর্ভাবে) সুখ-জ্ঞান হইতে আত্ম-প্রকাশে আসক্তি। সে আসক্তিজ কর্ম্মের নাম নিবৃত্তিজ কর্ম্ম। তাহার ফল আত্ম-প্রকাশাবরোধক জড়শক্তির ক্ষয়। আত্মাশ্রিত জড়-শক্তি এখন সূক্ষ্ম বলিয়া, মানবে আত্ম-প্রকাশের আধিক্য। কাজেই তাঁহার বাসনার এখন প্রবৃত্তি-স্রোত অপেক্ষা নিবৃত্তি-স্রোত প্রবলতর। এইরূপে যে নৈসর্গিক

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিজ কর্ম্ম ও তৎফলের পার্থক্য।

নিয়ম-প্রসাদে তিনি পূর্ব্বে প্রবৃত্তিজ কর্ম্মে সুখ-জ্ঞান করিয়া ক্ষিপ্ততা-বলে মূঢ়াবস্থার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন, সেই নিয়ম-প্রসাদে, এখন তাঁহার নিবৃত্তিজ-কর্ম্মে সুখ-জ্ঞান। তাহাই তাঁহার বাসনার বিষয়। সে বাসনা চরিতার্থতারও কার্য্যক্ষেত্র সংসার বিধায়, এখনও তিনি সংসারী। তবে পূর্ব্বে যেরূপ জড়-শরীরে আত্ম-বোধ জন্য, স্বার্থপরতাই তাঁহার কার্য্যের প্রধান প্রবর্ত্তক ছিল, এখন আত্ম-প্রকাশের আধিক্যে পরার্থ-পরতা তদ্রূপ তাঁহার কর্ম্মের প্রধান প্রবর্ত্তক।

এখন মানব পরার্থ-পর-সংসারী।

জ্ঞান, প্রেম ও কর্ত্তব্য-পরায়ণতায় তাঁহার আসক্তির আধিক্য। স্বার্থ-পরতাত্মক মলিন বাসনায় ক্লেশ-জ্ঞান, বিশুদ্ধ-বাসনায় আসক্তি। সর্ব্ব-প্রকার সঙ্কোচভাবে হেয় ও উদারভাবে উপাদেয়, জ্ঞান। লোভ, মোহ, অহঙ্কার, আধিপত্য, অভিমান, দম্ভ, দর্প, মদ, মান, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, ক্রূরতা, ক্রোধ, পারুষ্য, পরনিন্দা, হিংসা, দ্বেষ, কৃতঘ্নতাদি,—কামজ-প্রবৃত্তির উপর আসক্তি কমিয়া, অলোভ, প্রেম, সৌহৃন্ত, সরলতা, শম, দম, তিতিক্ষা, প্রসন্নতা, অচাপল্য, বিনয়, কৃতজ্ঞতা, দয়া, দান, ত্যাগ, উদারতা, তেজ, বল, বীর্য্য, ক্ষমা, ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, সত্য, শ্রদ্ধা, ভক্তি, শৌচ, তত্ত্বানুশীলনাদি,—বিশুদ্ধ-বাসনার উপর তাঁহার আসক্তির বৃদ্ধি।

এইরূপে ক্রমে মনের সুখের উপর শারীরিক ভোগাপেক্ষা আসক্তির আধিক্য জন্মিয়া, সেই সুখশান্তি সাধনজন্য পরম্পরা সম্বন্ধে স্থূল শরীরে প্রয়োজন বোধ জন্মে; এবং স্থূল শরীর হইতে আত্মজ্ঞান অপসৃত হইয়া, মনের অস্তিত্বে প্রত্যয় ও মনে আত্মজ্ঞান জন্মে। এই ভাবের বৃদ্ধিসহকারে মনের স্ফূর্ত্তির যত আধিক্য জন্মে, স্থূল শরীরের সহিত তাহার নিত্য সম্বন্ধের প্রত্যয় তত হ্রাস হয়। ক্রমে স্থূল শরীর ত্যাগে,

মনে আত্মজ্ঞান, মনের নিত্যত্বে বিশ্বাস।

মনের অস্তিত্ব, মনের কার্য্য-করণ-সামর্থ্য সম্ভবপর বোধ জন্মে। কাজেই পূর্ব্বে যখন মনের পৃথক অস্তিত্ব আদৌ উপলব্ধির অতীত ছিল, তখন মৃত্যুর পর ইহার অস্তিত্ব বিষয়ে সার উইলিয়ম্ ক্রুক্‌স প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক বা বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ সাক্ষ্য প্রদান করিলে, বা আপনি বিশ্বাসের কারণ পাইলেও জ্ঞানের সঙ্কোচজন্য বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া বোধ হইত, এখন আর তদ্রূপ বোধ হয় না।

বিশ্বাসের সহিত প্রত্যয় ও শ্রদ্ধার সম্বন্ধ। প্রত্যয়ের বিশুদ্ধতায় বিশ্বাসের বিশুদ্ধি।

মানবের বিশ্বাস প্রত্যয়ের অনুগামী; এবং প্রত্যয় বিষয়-জ্ঞান-জন্য। কাজেই বিষয়-জ্ঞানের উন্নতি-অবনতির সহিত বিশ্বাসেরও হ্রাস-বৃদ্ধি। বিশ্বাসের সহিত শ্রদ্ধারও সম্বন্ধ। এই জন্য বক্তার উপর শ্রদ্ধার আধিক্য থাকিলে, তাহার বাক্যের উপর বিশ্বাস সহজ হয়। শ্রদ্ধা আবার ভক্তি ও ভালবাসার অনুগামী এবং স্বতন্ত্র স্বাধীনভাবের বিরোধী। কাজেই যে ব্যক্তির স্বভাবে ভক্তিভালবাসা অপেক্ষা স্বতন্ত্র স্বাধীনভাব প্রবল, সে ব্যক্তির বিশ্বাস শ্রদ্ধা অপেক্ষা প্রত্যয়েরই অধিকতর অনুগামী। এই কারণে স্থূল শরীরে আত্ম-বোধকালে মানবের শাস্ত্র, গুরু, মহাজনে শ্রদ্ধা ভক্তির আধিক্য না থাকিলে, ঈশ্বরে ও ধর্ম্মে বিশ্বাস অসম্ভব।

এখন প্রকৃত ধর্ম্ম-বিশ্বাস।

চৈতন্যের বিকাশহেতু মানবের এ অবস্থায় পরকালের ও জড়াতীত আত্মার উপর বিশ্বাস জন্মে ও বিবেকের উদয় হয়। এখন আর তাঁহার ধর্ম্মচর্চ্চা ক্ষিপ্তাবস্থার ন্যায় লোকদেখানের, লোকের নিকট সুখ্যাতি পাইবার জন্য, বা অর্দ্ধ বা অন্ধ বিশ্বাস বলে, নহে। এখন ইহাতে তাঁহার প্রকৃত সুখজ্ঞান, প্রকৃত বিশ্বাস। এখনই সাংসারিক অর্থে মানবের ধর্ম্ম-জীবন (moral-life)। এখনই তিনি প্রকৃত ধার্ম্মিক-সংসারী। তবে এ অবস্থার প্রথম দশায় তাঁহার ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি, স্বার্থপরতাত্মক,—হয় ঐহিক, না হয়

পারলৌকিক, ভোগজ স্বার্থ-জন্য। ক্রমে চিত্ত যত নির্ম্মল হয়, এ স্বার্থপরতাও তত অপগত হয়। চিত্তগত জড়তা-জন্যই জীব-চৈতন্যের যাবতীয় অনুদারতা। ইহাই তাহার পরিচ্ছিন্ন অহংভাবের প্রকৃত উৎপাদক। এই অহঙ্কারজন্যই তাহার সর্ব্ব আত্ম-পর-ভেদ-জ্ঞান, সর্ব্ব স্বার্থপরতা। শরীরে অহংজ্ঞানজন্য তাহার শারীরিক ভোগেচ্ছা; এবং ভোগেচ্ছাজন্য সর্ব্ব স্বার্থপরতা। স্বার্থপরতা, ভোগেচ্ছা ও অহংজ্ঞান,—ইহারা পরস্পর পরস্পরের পরিবর্দ্ধক ও পরিরক্ষক। ইহারা সততই আত্মার বদ্ধত্বের কারণ। ইহারা জড়-ধর্ম্মের নামান্তর। জীবে প্রেম

স্বার্থপরতা অহং-কারও ভোগেচ্ছা, জড়ধর্ম্ম।

(love to animate being) সহানুভূতির উৎপাদক, স্বার্থভাবের (self-interest) অভিভব-কারক, পরার্থপর, উদার। উদারতার বৃদ্ধিসহকারে, জীবে প্রেম, নিঃস্বার্থ-তার (disinterestedness) ও ক্রমে, নির্ব্বিশেষ একাত্মকতার, নির্ব্বিশেষ আত্মপ্রেমের, উৎপাদক বলিয়া,—এ প্রেম মুক্তির হেতু। এই কারণে এ প্রেমকে আত্ম-ধর্ম্ম বলে। এখন চিত্তে চৈতন্যের প্রকাশে আত্মধর্ম্ম সপ্রকাশ। মানব যদি এখন সেই ধর্ম্মের উপর লক্ষ্য করেন, সেই ধর্ম্মের বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হন, তবে তাঁহার চিত্ত আরও স্বচ্ছ হয় এবং আত্ম-ধর্ম্মের উপর তাঁহার আসক্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। ক্রমোন্নতি লাভেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে ইহাই কর্ত্তব্য। ইহার ফলে স্বার্থ-জ্ঞানের ক্রম-ক্ষয় এবং উদারতা ও নির্ব্বিশেষ সহানুভূতির ক্রম-বৃদ্ধি হয়। এইরূপে যখন সহানুভূতি প্রবল হয় ও স্বার্থভাব দুর্ব্বল হয়, তখন ঐহিকের কথা দূরে থাকুক, অন্যের হিতার্থে মানব ক্রমে পারত্রিক স্বর্গ-সুখও পরিত্যাগ করিতে উৎসুক হন। এইরূপে ক্রমে তিনি প্রকৃত নিঃস্বার্থভাব (disinterestedness) লাভ করেন। নিঃস্বার্থতাই যথার্থ ধর্ম্ম (morality)।

প্রেম আত্মধর্ম্ম

নিঃস্বার্থতাই প্রকৃত ধর্ম্ম।

স্বার্থজ্ঞান, কি পাপ বিষয়ক, কি পুণ্যবিষয়ক, কি ঐহিক, কি পারলৌকিক, সুখজন্য, সর্ব্ববিষয়ে, সর্ব্বভাবেই, প্রকৃত উন্নতির বাধক, আত্মায় জীবভাবের, জড়াসক্তির, পরিবর্দ্ধক ও পরিপোষক। সঙ্কীর্ণ জড়স্বার্থভাববিশিষ্ট মহা পুণ্যও ভোগাত্মক ও অনিত্য। যাহা স্বার্থজন্য তাহাই জড়াত্মক, জড়াহন্তাবের বর্দ্ধক, তাহাই কাম।

স্বার্থপরতা ও কাম এক। নিঃস্বার্থতা জড়ধর্ম্ম বিনাশক। আত্মধর্ম্ম নিত্য।

কাম ভালবিষয়ক হউক, আর মন্দবিষয়ক হউক, আদানাত্মক হউক, আর প্রদানাত্মক হউক, সর্ব্বত্রই কাম, সর্ব্বত্রই জড়ভোগ্য, সর্ব্বত্রই নীচ-লৌকিক, অনিত্য। এ ভাবে মানব পুণ্যার্থে তাঁহার সর্ব্বস্ব ত্যাগকরিয়াও নিত্য ফল লাভ করিবেন না। অথচ নিঃস্বার্থভাবে সামান্য ত্যাগ ফলও নিত্য নিঃস্বার্থ দানাদি, নিঃস্বার্থ প্রেমও জ্ঞানালোচনা, স্বার্থভাব বিনাশের কারণ বলিয়াই স্বতঃ (metaphysically) আত্মোন্নতি-সাধক। কাজেই সর্ব্বফলকামনাবিরহিত দানাদি মহৎ। ঐহিক বা পারত্রিক স্বার্থ উদ্দিষ্ট দানাদি উচ্চ শ্রেণীর কাম ভিন্ন নহে। নিঃস্বার্থতা লাভের ফল শুদ্ধ পারলৌকিক নহে, ইহপর উভয় লৌকিক ও নিত্য। নিঃস্বার্থ নির্ব্বিশেষ সহানুভূতিজন্য কর্ত্তব্যকর্ম্মই চিত্তগত জড়তার প্রকৃত ক্ষয়কারক, আত্ম-প্রকাশের প্রকৃত পরিবর্দ্ধক। এই কারণে মহাভারতে নিঃস্বার্থতার এত অধিক প্রশংসা (§§ ১৯৭—১৯৯ ও দেখুন)। নিঃস্বার্থ ত্যাগ, কর্ত্তব্য কর্ম্ম, স্বার্থ দৃষ্টি বিরহিত প্রেম, সহানু-ভূতি আদি বলে মানব যে অতি উচ্চলোক লাভ করেন, স্বার্থযুক্ত মহা-পুণ্যবান্‌ও সে লোকের অধিকারী নহেন। নিঃস্বার্থতাই প্রকৃত আত্মতৃপ্তির প্রকাশক। ইহাই প্রকৃত শান্তি। অতএব নিঃস্বার্থতাই প্রকৃত ধর্ম্ম (morality)। এই ধর্ম্ম এবং তৎফলক স্বরূপ নির্ব্বিশেষ আত্মজ্ঞান, আত্মানন্দ, লাভই তত্ত্বতঃ দানাদি সমস্ত ত্যাগাত্মক কর্ম্মের

নিঃস্বার্থতা আত্ম-জ্ঞানের হেতু।

প্রকৃত ও মুখ্য উদ্দেশ্য। এই ধর্ম্ম উপার্জ্জন বলেই চিত্তের সর্ব্ব জড়তা, সর্ব্ব চাঞ্চল্য, অপগত হয়, চিত্ত স্থির প্রশান্ত ও স্বচ্ছভাব লাভ করে। এই রূপে চিত্ত তাহার স্বীয় জড়ধর্ম্ম পরিত্যাগে ক্রমে বিশুদ্ধ ও আত্মপ্রকাশের যোগ্য হইয়া একাগ্র পরিণাম লাভ করে। চিত্ত যত বিশুদ্ধ হয়, মানব তত তত্ত্বজ্ঞান লাভের অধিকারী হয়, তত্ত্বজ্ঞানে তত তাহার আসক্তি জন্মে। আত্মপ্রকাশের প্রাবল্যে মানবের এখন আত্মা-নাত্মবিবেকের উদয় হয়, শরীরাদিতে শরীর জ্ঞান, নির্ব্বিশেষ আত্মায় আত্মজ্ঞান জন্মে। কাজেই মানব এখন সেই আত্মারই সেবক, শরীরাদি এখন তাহার নিকট তাহার সেই সেবার সহায় মাত্র।

শরীরে আত্মজ্ঞান নষ্ট হইয়া, শরীর জ্ঞানের উৎপত্তি হওয়ায়, শরীরীর প্রয়োজনের তুলনায় শরীরের প্রয়োজনে তুচ্ছতা এবং শরীরীর আনন্দেই আনন্দজ্ঞান শরীরের ভোগে অনাসক্তি, শরীরীর প্রয়োজন জন্যই শরীরে প্রয়োজন জ্ঞান, জন্মে। ক্রমে জ্ঞান বিবেকমুখী হয়।

শরীরে আত্মজ্ঞান নাশ হইয়া শরীরজ্ঞানোদয় ও তৎফল।

চৈতন্য স্বতই স্বাধীন, স্বতই স্বতন্ত্র। চৈতন্য জড়-পদার্থের ন্যায় শুদ্ধ বহিঃশক্তির দ্বারা পরিচালিত নহে। তাহার আপন উপলব্ধি, আপন আনন্দজ্ঞানের বিরুদ্ধে জড়শক্তির কথা দূরে থাকুক, নৈসর্গিক নিয়মও তাহাকে নিয়মিত করিতে সক্ষম নহে *। চৈতন্যাশ্রিত জড়শক্তির সহিত একত্ব ভ্রান্তিজন্য, সে শক্তির সেবায় চৈতন্যের আনন্দজ্ঞান বলিয়াই, চৈতন্য জড়াসক্ত। কাজেই চৈতন্যের স্বীয় স্বভাব যত সপ্রকাশ, যত বৃদ্ধি পায়, সে ভ্রান্তিজ আসক্তি তত অপগত হয়। চৈতন্যের স্বাভাবিক উদারতা, তত সপ্রকাশ হয়। জড়াসক্তির স্থূলপ্রকাশ মানবের স্থূল শরীর, সূক্ষ্ম প্রকাশ তাহার অন্তঃকরণ। †

চৈতন্য স্বতন্ত্র। জড়ে আনন্দ জ্ঞান জন্য চৈতন্যের জড়ত্ব।

---

* বেদান্তদর্শন ২।৩।৩৭। † Deussen's metaphysics § 156, দেখুন।

বিক্ষিপ্তাবস্থা মানবচৈতন্যের একটী বিষমাবস্থা। এখন জড় সঙ্কীর্ণতা ও তদাত্মক দেশকালবস্তুপরিচ্ছেদের উপর মানবের অনাসক্তি জন্য তিনি সর্ব্ব বিষয়েই অনন্তের পক্ষপাতী। এই কারণে ভাবী অবসাদ ও দুঃখাত্মক অনিত্য ইন্দ্রিয় চরিতার্থতাজাত জড় সংস্কার সুখ তাঁহার নিকট এখন অকিঞ্চিৎকর সুখ-স্বপ্নের ন্যায় তুচ্ছ। কাজেই এই অবস্থায় সেই সুখ-মরীচিকার প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইবার পর, তদপেক্ষা স্থায়িতর অন্যসুখের উপর লক্ষ্য না পড়িলে, মানবকে অসহনীয় নৈরাশ্যে নিপতিত হইতে হয়। জ্ঞান আনন্দই মানবের একমাত্র সম্বল, একমাত্র অভীষ্ট। তাহার উদ্দেশ্যেই মানব এই অসীম সংসার ক্লেশে অক্লিষ্ট, সকল যন্ত্রণা সহ্য করিতে সক্ষম। কাজেই জ্ঞানানন্দের জড় উত্তেজক বিষয় বা জড় ক্ষেত্রের ন্যায় জ্ঞানানন্দেও যদি তাঁহার নাস্তি জ্ঞান জন্মে, জ্ঞান আনন্দকেও যদি তাঁহার ভ্রান্ত প্রকাশধর্ম্ম বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হয় *, তবে তিনি যতই কর্ত্তব্যপরায়ণ, সহিষ্ণু, সংযত-চিত্ত হউন না কেন, তাঁহাকে অবশ্যই বিষম অশান্তিতে নিপতিত হইতে হইবে †।

বিক্ষিপ্তাবস্থায় জীবন নৈরাশ্য।

বিক্ষিপ্তাবস্থায় মানবের তত্ত্বজ্ঞানাসক্তি ক্রমে বর্দ্ধিত হইলে তাহার চৈতন্য-সরিতেরও বহিঃপ্রবাহ ক্রমে কমিয়া অন্তঃপ্রবাহ বর্দ্ধিত হয়। এই রূপে ক্রমে তাহার বিষয়াসক্তি হ্রাস হইয়া, তত্ত্বজ্ঞানাসক্তি বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং চিত্ত জড় অস্থির ভাব পরিত্যাগে, স্থির স্বচ্ছ একাগ্রভাব ধারণ করে। এই ভাবের ক্রমবৃদ্ধিসহকারে চিত্ত ক্রমেই সংযত ও জীবের আয়ত্তাধীন হয়।

একাগ্র অবস্থা।

* Deussen § § 35, 74, 154, 163, 164, Schopenhour—Metaphysics of love.

† Schopenhour, The Misery of Life.

বাসনার ক্রম ক্ষয়ে তাহার পূর্ব্ব-সঞ্চিত সংস্কারজাত স্বাতন্ত্র্যভাব ক্রমেই অপগত হয়, কাজেই আত্মপ্রকাশ ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থাকে চিত্তের একাগ্র অবস্থা বলে (২৭)। এ অবস্থায় জ্ঞানানন্দ ইচ্ছা আরও নির্ব্বিশেষ ভাবে মানবের নিকট সপ্রকাশ হয়।

(২৭) এক জন্মে মানবের এই সমস্ত ভূমি বিচরণ, বাসনার এই সমস্ত পরিবর্ত্তন, অসম্ভব। বৈদান্তিক বলেন ইহার জন্য এক জীবের শত শত জন্মের আবশ্যক। বৈদান্তিক জীবের বহু জন্ম স্বীকার করেন। আমি এ জন্মে কর্ম্মদ্বারা পাপ পুণ্যাত্মক যে বাসনা, যে সংস্কার, সংগ্রহ করিলাম, স্থূল শরীর নাশান্তে আমার সহিত তৎসমস্তের সম্বন্ধ অবসান হইবে, আমারও শেষ হইবে এবং পুনরায় তদনুরূপ বাসনা ও সংস্কারের সৃষ্টি হইয়া তৎসহ নূতন জীবের উৎপত্তি হইবে, এবং ক্রমোন্নতির যে যে ভূমি আমার আরোহণের অবশিষ্ট ছিল, সেই নূতন জীব তৎসমস্ত আরোহণ করিবে,— এইরূপ কৃতকর্ম্মের নাশ ও অকৃতের উদ্ভব বৈদান্তিকের মতে স্বভাবের নিয়ম বিরুদ্ধ। আমার শুভাশুভ কর্ম্মের ফল আমি না ভোগ করিয়া অন্য নূতন এক জীব ভোগ করিবে, জগৎ দৃষ্টে ঈশ্বরের যেরূপ সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বশক্তিমত্তা ও সুবিচারের পরিচয় পাওয়া যায়, এ অনুমান তদনুরূপ বোধ হয় না। বৈদান্তিক বলেন জীব অনাদি। প্রাচীন কর্ম্মই তাহার জন্মের কারণ। পূর্ব্ব কর্ম্মজাত সংস্কারশক্তি বলে জীবের নূতন সূক্ষ্ম ও তৎপর স্থূল শরীর গঠিত হইয়া সেই একই জীবের পুনর্জ্জন্ম ও আমুক্তি সাবনতি ক্রমোন্নতি হয় এবং সে স্বয়ংই তাহার স্বকৃত কর্ম্মফল ভোগ করে। এই কারণে কোন্ ব্যক্তির অন্তঃকরণ কিরূপ উন্নত, শৈশবাবস্থায়ই তাহার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। জন্মমাত্র শিক্ষার কোন সুবিধা পাইবার পূর্ব্বেই স্তন্যপায়ী মানব শিশু ও পশুশাবকের যে স্তন্য পানের চেষ্টা এবং অর্দ্ধ প্রসূত বানরশাবকের যে বৃক্ষ শাখা অবলম্বনে মাতৃ গর্ভ হইতে পূর্ণমুক্তি,—এই সমস্ত পূর্ব্ব জন্ম সঞ্চিত সংস্কারের পরিচয়। জীবস্বভাব পর্য্যালোচনা করিলে তাহাতে পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সংস্কারের এরূপ আরও অনেক উদাহরণ পাইবে।

পূর্ব্ব কর্ম্মজাত সংস্কার ও বাসনা শক্তির নাম স্বভাব। যে ব্যক্তির খর্ব্ব শরীর লইয়া জন্ম, তাহার পক্ষে সে জন্মে দীর্ঘ শরীর প্রাপ্তি যেরূপ অসম্ভব, জন্মকালীয় পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত অন্তঃকরণ-রূপ স্বভাবের আত্যন্তিক পরিবর্ত্তনও সে জন্মে তদ্রূপ অসম্ভব।

বিক্ষিপ্তাবস্থায় চৈতন্যপ্রকাশের আধিক্যে চৈতন্যধর্ম্মে জীবের আসক্তিআধিক্য এবং শারীরিক সঙ্কীর্ণ স্বার্থ-পরতায় আসক্তির হ্রাস।

বিক্ষিপ্তাবস্থায় চৈতন্যাসক্তি ও তৎফল।

নিঃস্বার্থতা (disinterestedness) চৈতন্যের ধর্ম্ম বলিয়া নিঃস্বার্থতাই অধিক প্রিয়। উদ্দেশ্যান্তর (motive) সাধন ব্যতীতও জ্ঞান আনন্দ ইচ্ছা এখন অনেক সময়ে স্বতঃই (transcendentally.—§ 241) প্রিয়। স্বার্থ-প্রবৃত্তিতে (physical interest) এখন একরূপ হেয় ও নিঃস্বার্থতায় (metaphysical interest) উপাদেয় জ্ঞান। উদারতা, সহানুভূতি, পরদুঃখমোচন, দান আদিতেই সন্তোষ-জ্ঞানের আধিক্য। এখন চিত্তের গুণ-ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের প্রারম্ভ মাত্র। চাঞ্চল্য গুণে চিত্তগত স্তব্ধ তমোভাব সূক্ষ্মীকৃত ও সঞ্চালিত বলিয়া এখন চিত্তে সত্ত্বভাবের কিয়ৎপরিমাণ আবির্ভাব এবং তদাশ্রিত চৈতন্যের নির্ম্মলতা। তবে তমোভাব এখনও সঞ্চালিত মাত্র। কাজেই এখন চিত্তে সাত্ত্বিকভাবের যে উদয়, সে উদয় সাময়িক। চঞ্চল খণ্ডীকৃত মেঘরাশি পরিবেষ্টিত সূর্য্যকিরণের ন্যায় কখন সপ্রকাশ, কখন অপ্রকাশ। যখন সপ্রকাশ, তখন মানব নিঃস্বার্থ, সমষ্টি-ধর্ম্মী, সমষ্টি-সংসারী, বিবেকাসক্ত, তত্ত্বানুসন্ধিৎসু। যখন অপ্রকাশ, তখন পুনরায় স্বার্থপর, সঙ্কীর্ণ ব্যষ্টি-ধর্ম্মী, ব্যষ্টি-সংসারী। কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা তমোভাব অনেক সূক্ষ্মীকৃত

সংস্কারাত্মক্ জৈব স্বভাব যখন বিনা শিক্ষায়ও জন্মমাত্র সপ্রকাশ হয় এবং আমরণ থাকিয়া যায়, সে স্বভাব যখন নিত্য পরিবর্ত্তনশীল স্থূল শরীর পেশীতে অনুস্যূত বলিয়া বোধ হয় না, অন্তঃকরণরূপে আত্মার সহিতই যখন তাহার বেশী সম্বন্ধ, তখন স্থূল শরীরের সহিত জীবের সম্বন্ধের অবসানে, সে স্বভাবের, সে অন্তঃকরণের, সহিত ও তাহার সম্বন্ধের শেষ, বলিয়া অনুমান অসঙ্গত। অনাত্মে আত্মজ্ঞানরূপ অবিদ্যা সংস্কারের সহিত আত্মার যতকাল সম্বন্ধ, ততকাল তাহার জীবত্বের স্থিতি। বেদান্ত বলেন নির্ব্বাণমুক্তির পূর্ব্বে সে সম্বন্ধের অবসান অসম্ভব। নির্ব্বাণমুক্তি অতি দুর্ল্লভ।

বলিয়া ব্যষ্টি-স্বার্থে (physical interest) আর পূর্ব্বের ন্যায় আত্মজ্ঞান নাই। আত্মজ্ঞানই সন্তোষের কারণ। কাজেই এখন আর ব্যষ্টিস্বার্থে বা স্থূল শারীরিক প্রয়োজন সাধনে পূর্ব্বের ন্যায় সন্তোষ জ্ঞান বা আসক্তি নাই। এইরূপে এখন স্থূল শরীর ও তজ্জাত স্বার্থজ্ঞান মানবের সন্তোষের আশ্রয়ত্ব হইতে ভ্রষ্ট হওয়ায়, সন্তোষের অন্য কোন প্রকৃত আশ্রয়ের অনুসন্ধানে মানব এখন সচেষ্ট। এই কারণে এখনই সে প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধিৎসু। এ অবস্থা মানবোন্নতির একটী বিষম পরিবর্ত্তনাবস্থা

এখন মানবোন্নতির পরিবর্ত্তনাবস্থা।

(crisis)। যে ভ্রান্তিজন্য শারীরিক সুখের আশ্রয়ে মানব এতকাল সংসার তরঙ্গে সন্তরণ করিতেছিল, এখন চৈতন্যের প্রকাশাধিক্যে সে ভ্রান্তি শিথিল। কাজেই সে আশ্রয় একরূপ অপগত। সে আশ্রয়ে এখন সুখজ্ঞান দূরে থাকুক, দিন দিন ক্লেশ জ্ঞানেরই আধিক্য। অথচ চিত্ত এখনও এত স্বচ্ছ নহে যে তদ্বলে মানব আত্মদর্শনে সক্ষম হইবেন। তাঁহার আত্ম-ভ্রান্তি এখনও বর্ত্তমান। কাজেই পূর্ব্বশিক্ষা, অভ্যাস, প্রত্যয়, গুরুমহাজনের বাক্যে শ্রদ্ধা, বা তত্ত্বশাস্ত্র আলোচনাদি, বলে এখন আনন্দের অন্য হৃদয়গ্রাহী উপযুক্ত আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলে তিনি তদাশ্রয়ে তাঁহার বর্ত্তমান চিন্তাসক্তির অনুকূল সৎকর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা

সৎকর্ম্মের ফল।

চিত্তের তামসিক জড়তা ও তদাত্মক স্বার্থপরতাসক্তি আরও হ্রাস করিতে পারেন। তদ্রূপ করিলে চিত্ত ক্রমেই আরও স্বচ্ছ উদার ও পরার্থপর হয়, চিত্তের চাঞ্চল্য গুণেরও হ্রাস হয়। চিন্তাশীল হইলে দেখিবে স্বার্থ-পরতায় যেরূপ চাঞ্চল্য, যেরূপ অশান্তি, পরার্থপরতায় সহানুভূতিতে ও তদাত্মক ধর্ম্ম পন্থায়, তদ্রূপ অশান্তি নাই (c. f. § 286)। অতএব এই আসক্তি পরিবর্ত্তন বলে এখন আমাদিগের চিত্তের চাঞ্চল্য, তাহার অশান্তভাবও ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। চিত্তে চৈতন্য প্রকাশ আরও সবল হয়। প্রেম

কর্ত্তব্য-জ্ঞান (justice), কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, আরও সমষ্টি-ধর্ম্ম লাভ করে এবং ইহাদিগের সহিত আত্মজ্ঞান (individuality § § 242, 292 ও সমষ্টি-ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। ক্রমে অনুভব হয় যেন প্রকৃত পক্ষেই আমাদিগের আত্মা আমাদিগের আপন আপন স্থূল শরীরাবচ্ছিন্ন নহে, বিশ্ব ব্যাপী (§ ২৮৯)। অবশ্য এ অনুভব এখন পূর্ণ জ্ঞানাত্মক নহে, পশ্বাদির জ্ঞানের ন্যায় অস্ফুট। কাজেই পূর্ব্বের স্থূল আত্মজ্ঞানের (physical consciousness) বিরুদ্ধ এই নূতন সূক্ষ্ম আত্মজ্ঞান (transcendetal consciousness of individuality) প্রকৃত কি না এবং এই নবজ্ঞাত আত্মার প্রকৃত স্বরূপই বা কি—এখন এইরূপ নানাবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানলাভের বাসনা জন্মে। চাঞ্চল্যই চিত্তের জীবনীশক্তি। জড়তা গুণে সে শক্তির জড়চিত্ত-ধর্ম্ম, জড়স্বাতন্ত্র্য এবং তদাশ্রিত চৈতন্যের জড় চাঞ্চল্য। চিত্তগত জড়তা ও চাঞ্চল্য যত অপগত হয়, চিত্ত তত স্বীয় জড়স্বাতন্ত্র্য পরিত্যাগ করে, তত স্বচ্ছ ও চৈতন্যের আশ্রিত, চৈতন্যপ্রকাশের যোগ্য ; তদাশ্রিত চৈতন্য তত স্বধর্ম্মলাভ করে। চিত্ত ও চৈতন্য এ উভয়ের স্বভাব পরস্পর পরস্পরের বিরোধী। কাজেই ইহার একের প্রকাশে অপরের অপ্রকাশ, একের জয়ে অপরের পরাভব হয়। বেদান্ত বলেন চিত্ত স্বাতন্ত্র্যের পূর্ণ বৃদ্ধিতে, চৈতন্য স্বাতন্ত্র্যের পূর্ণ লোপ ও চিত্তাশ্রিত জীবের নিশ্চল (পূর্ণতামসিক) জড় পরিণাম, চৈতন্যের পূর্ণ লোপ। এইরূপ আবার চৈতন্যধর্ম্মের পূর্ণ প্রকাশে চিত্তধর্ম্মের পূর্ণ লোপ, জীবের নিশ্চল (পূর্ণস্বচ্ছ) আত্ম-স্বরূপতা লাভ। পরে দেখিবে আনন্দ উপলব্ধিই এ সকল পরিবর্ত্তনের কারণ। এবং চিত্ত ধর্ম্ম নিগ্রহাসক্তি ও চৈতন্য-ধর্ম্ম অনুগ্রহাসক্তি, এ উভয় আসক্তি পরস্পর পরস্পরের সহায়।

চিত্তর ও চৈতন্যের স্বরূপাধিকা।

মানবের তত্ত্ব-জ্ঞান লাভে যত আসক্তি জন্মে, তাহার চিত্ত তত জড়

ধৰ্ম্ম ও তদাশ্রিত জড় চাঞ্চল্যের হস্তহইতে বিমুক্ত হয়, চিত্তাশ্রিত চৈতন্য তত সপ্রকাশ হয়, তত স্থিরত্ব লাভ করে। চৈতন্যের এই স্থির প্রকাশ স্বভাব লাভের আধিক্যে মানবের জড়বিষয়াসক্তির হ্রাস হয়। বহুত্ব জড়েরই ধৰ্ম্ম। জড়চাঞ্চল্যগুণেই চিত্তের মুহুর্মুহুঃ বৃত্তিপরিবর্ত্তন প্রবণতা; এবং সেই প্রবণতাবলে, চিত্তধর্ম্মের অধ্যাসগুণে, তদাশ্রিত চৈতন্যের বিষয় পরিবর্ত্তনাসক্তি। কাজেই চিত্ত যত স্থিরস্বচ্ছত্ব লাভ করিয়া আপন স্বাতন্ত্র্য ধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করে, তদাশ্রিত চৈতন্য তত স্বীয় ধৰ্ম্ম লাভ করে, চিত্ত তত চৈতন্যধর্ম্মের আশ্রিত, চৈতন্যের নিয়মনাধীন হয়। চৈতন্যের এই নিয়মন শক্তির নাম ইচ্ছা। এখনই চিত্ত মানব ইচ্ছার অধীন। এখনই চিত্ত সংযমের যোগ্য, মানবের প্রকৃত চিত্ত-সংযম-সামর্থ্য। এখন তিনি যে বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, সেই বিষয়েই স্বীয় চিত্ত সংযোগ করিতে সক্ষম হন। বিষয়ান্তর হইতে পূর্ণ বিনিবৃত্ত হইয়া, তাঁহার চিত্ত তাঁহার ইচ্ছায় সেই বিষয়ক বৃত্তি উৎপাদন করিয়া স্থির ভাবে সেই বৃত্তির ক্রম পরিণাম-প্রবাহ প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়। এই কারণে এখন তিনি সে বিষয়ের সম্যক জ্ঞানলাভ করিতে সক্ষম *। চিত্তের একাগ্র পরিণামের অপর নাম সবিকল্পসমাধিপরিণাম। ঐ সমাধি অভ্যাস বলে ক্রমে চিত্ত আরও স্থির, আরও স্বচ্ছ হয়। ক্রমে মানবের নির্ব্বিকল্প সমাধিতে আসক্তি জন্মে। এ সমাধি বলে ক্রমে চিত্তের

তত্ত্বজ্ঞানাসক্তি ও একাগ্রতা।

চিত্ত সংযম। ইচ্ছা।

একাগ্রতায় বিষয়-জ্ঞানাধিক্য।

* "All great theoretical achievements...... are accomplished,...and he concentrates them [all the powers of his mind] so strongly,...that all the remaining world vanishes, and his object fills all reality."—Schopenhour on Genius.

পরিচ্ছেদ (বৃত্তি) উৎপাদিকা শক্তি অপগত হয়, চিত্ত নিবৃত্ত হয়।

নিবৃত্ত চিত্তে আত্ম-জ্ঞান।

স্বচ্ছ দর্পণে দ্রষ্টা যেরূপ অবিকৃত ভাবে আপন মূর্ত্তি দেখিতে সক্ষম হন, এ চিত্তাশ্রিত মানবও তদ্রূপ এ বিনিবৃত্ত স্বচ্ছ চিত্তে অবিকৃতভাবে আপন আত্মপ্রকাশ (২৮) দেখিতে সক্ষম হন।

বিক্ষিপ্তাবস্থায় যখন মানবের চিরাভ্যস্ত স্বার্থজ্ঞান ও তজ্জাত আসক্তির পরিবর্ত্তন হয়, অথচ চৈতন্যের জড়ত্বে সে পরিবর্ত্তনের কারণ অজ্ঞাত থাকে (§ ২৪২,২৪৪), তখন যদি মানব অজ্ঞানতা নিবন্ধন তাঁহার এই স্বাভাবিক আসক্তি পরিবর্ত্তন উপেক্ষা করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় শারীরিক প্রয়োজনের বশবর্ত্তী হইয়া আপনাকে সেই স্বার্থ তরঙ্গে নিক্ষেপ করেন, তবে সেই অস্বাভাবিক কর্ম্মফল স্বরূপ বিষম জীবন-নৈরাশ্য (pessimism) তাঁহাকে অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। কর্ম্মফল ভোগ অবশ্যম্ভাবী।

বিক্ষিপ্তাবস্থায় স্বার্থ-পরতাসক্তির ফল।

আনন্দ বিষয়ে নাই, বহিঃপ্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিতেও নাই। আনন্দ আপন আত্মায়, আপন উপলব্ধিতে, আপন চৈতন্যে (subjectively objec-

(২৮) যোগী বলেন এখন তিনি দেখেন, যে জ্ঞানানন্দ সত্তাত্মক চৈতন্যকে বিষয়ত্ব প্রদানে সেই বিষয়ের জন্য তিনি এতকাল সংসারে উন্মত্ত ছিলেন, যে চৈতন্যের অনুসন্ধানে, যাহার সেবায় তিনি আজীবন কত ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন, সে চৈতন্য তাঁহারই আপন স্বরূপ, আপন আত্মা, তাহা হইতে নিত্য অভিন্ন। এতকাল তিনি অজ্ঞানতার (অবিদ্যার) আশ্রিত হইয়া তাহাকে না চিনিয়া তাহাকে জাগতিক পদার্থ জ্ঞানে, বহির্জ্জগৎ হইতে পাইতে চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়াই তিনি তাহা লাভ করিতে অক্ষম হইয়াছেন। এখন সম্যক্ জ্ঞানের (বিদ্যার) আশ্রয়ে তাহাতে আত্মজ্ঞানে, চেষ্টা বলে, আবার তাঁহার আপন আত্মায় তাহা লাভ করিয়া সফল-প্রযত্ন হইলেন। ইহাই চিত্তের নিরোধ। এ অবস্থায় মানব জীবন্মুক্ত এখনই তাঁহার সর্ব্ব জ্ঞাতব্য জ্ঞাত, সর্ব্বলব্ধব্য লব্ধ, সর্ব্ব কর্ত্তব্য কৃত। এখনই তিনি প্রকৃত কৃতকৃত্য।

tive)। চিত্তগত অজ্ঞান সংস্কার ধর্ম্মে আমরা বহির্ব্বিষয়ের সহিত আনন্দের সম্বন্ধ করি বলিয়াই, সে বিষয়ে আনন্দ পাই। যাহাতে আমাদিগের স্বাভাবিক প্রয়োজন (অভীষ্ট-জ্ঞান) তাহাতেই আমাদিগের আনন্দ জ্ঞান, তাহাতেই আমাদিগের আসক্তি। ক্ষিপ্তাবস্থায় চিত্তে

আনন্দ আত্মার স্বরূপ। ইহা বহির্ব্বিষয়ে নহে।

জড়চাঞ্চল্যের আধিক্য ছিল বলিয়া তখন তজ্জাত তৃষ্ণায়ই মানবের অভীষ্ট জ্ঞান, মানবের আসক্তি (আনন্দ জ্ঞান), ছিল। তৃপ্তির উপর তখন তাঁহার দৃষ্টিও ছিল না, তৃপ্ত্যানন্দ তিনি জানিতেনও না। তৃপ্তিতে তাঁহার আনন্দ জ্ঞানও ছিল না। চিত্তের জড়তা সূক্ষ্মীকৃত হওয়ায় বিক্ষিপ্তাবস্থায় চৈতন্যের প্রকৃত স্বভাব তাঁহার নিকট কতক সপ্রকাশ বলিয়া, জড়তৃষ্ণায় ও তজ্জাত স্বার্থপরতায় এখন তাঁহার প্রয়োজনও নাই, আনন্দ জ্ঞানও নাই। এখন যদি তিনি তাঁহার সেই স্বাভাবিক আসক্তি পরিবর্ত্তন উপেক্ষা করেন, তবে তাঁহার সে অস্বাভাবিক কর্ম্মফল তিনি কেন না ভোগ করিবেন? এরূপ ব্যক্তির জীবন-নৈরাশ্য সহজ বোধ্য। এবং তিনি তাঁহার স্বীয় জীবনে আনন্দ না পাইলেও, আনন্দকে জীবনের উদ্দেশ্য বলিতে অস্বীকার করিবেন, একথাও অনুমানসঙ্গত।

জীবন-নৈরাশ্যের কারণ।

বহির্দৃষ্টিসহকারে যেরূপ বহির্জ্জগৎ দেখিতে হয় এবং বহির্দৃষ্টির বিশুদ্ধতায় যেরূপ বহির্জ্ঞানের বিশুদ্ধতা জন্মে, অন্তর্দৃষ্টি সহকারে তদ্রূপ অন্তর্জ্জগৎ ও অন্তরাত্মা দেখিতে হয় এবং অন্তর্দৃষ্টির বিশুদ্ধতায় অন্তর্জ্ঞানের বিশুদ্ধি জন্মে। বহিশ্চক্ষু যেরূপ বহির্জ্ঞানের দ্বার, অন্তঃকরণরূপ অন্তশ্চক্ষু তদ্রূপ অন্তর্জ্ঞানের দ্বার। যে অন্তঃকরণ-ক্ষেত্রে বহিরাসক্তির পূর্ণাবস্থান, সে অন্তঃকরণদ্বারা অন্তর্দৃষ্টি অসম্ভব। আবার

অন্তঃকরণ শুদ্ধি ও তৎফল।

সূক্ষ্ম বহির্জ্জগৎ দর্শনজন্য স্থির দৃষ্টি যেরূপ আবশ্যক, সূক্ষ্ম অন্তর্জ্জগৎ দেখিবার জন্য ইহা তদপেক্ষাও অধিকতর প্রয়োজনীয়। কাজেই অন্তঃকরণের জড়তা ও চাঞ্চল্য নষ্ট হইয়া, অন্তঃকরণ স্বচ্ছ ও স্থির না হইলে, অন্তর্দৃষ্টি অসম্ভব। স্নেহাত্মক বৃত্তিদ্বারা অন্তঃকরণ যেরূপ স্বচ্ছ, প্রসন্ন ও স্থিরপ্রশান্ত ভাব প্রাপ্ত হয়, দ্বেষাত্মক বৃত্তিদ্বারা তদ্রূপ অপ্রসন্ন অস্থির স্তব্ধ ভাব লাভ করে। এই কারণে চিত্তের সর্ব্বপ্রকার দ্বেষ ও বহিরাসক্তি আধিক্যকালে অন্তর্দৃষ্টি অসম্ভব।

২য় পরিচ্ছেদ

জ্ঞানানন্দ—ইচ্ছাবাসনা

আমরা জৈব কার্য্য পর্য্যালোচনা করিলে দেখি যে আনন্দই জীবের সকল বাসনা, সর্ব্বাসক্তির মূল। আনন্দই সকল সুখের সুখ, সকল মধুর মধু, সকল রসের রস। আনন্দেই জীবের প্রকৃত প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন সাধনজন্যই ইচ্ছাবলে তাহার যাবতীয় বাসনা, যাবতীয় সংস্কারাসক্তির উৎপত্তি। জ্ঞান তৎসমস্তের উপলব্ধি, তৎসমস্তের সাধন-পথ-প্রদর্শক।

জ্ঞানানন্দইচ্ছার পরস্পরের সহিত পরস্পরের সম্বন্ধ।

আনন্দ জীবের সর্ব্বাভীষ্টের, সর্ব্ববাসনার, আত্মাস্থানীয় বলিয়া আনন্দাত্মক ভোগবাসনাই মূঢ়াবস্থার পর মানবোন্নতির প্রথম সোপান। এই বাসনার আশ্রয়েই অন্তঃকরণ হইতে জড়ত্বের প্রথমক্ষয়। ভোগতৃষ্ণাদি জন্যই জ্ঞান আনন্দ ও ইচ্ছার প্রথমোপলব্ধি। মূঢ়াবস্থায় যখন মানব জড় তমোগুণে পূর্ণাচ্ছন্ন, স্থূল শরীরে অহংজ্ঞানজন্য সেই শরীরের উত্তেজনা-

ভোগবলে জ্ঞানানন্দ ইচ্ছার উপলব্ধি।

জাত সামান্য অভীষ্টমাত্র দ্বারা কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত, তখন জ্ঞানানন্দেচ্ছার কর্ত্তা হইলেও, সে পশুর ন্যায় তাহাদিগের সত্তা উপলব্ধি করিতে অক্ষম।

ভোগ হইতে সুখের, সুখ হইতে ইচ্ছার, ইচ্ছা হইতে জ্ঞানের, উপলব্ধি। উহাদিগের তিন উপলব্ধিতেই আনন্দ বলিয়া তিনই পৃথক্ তিন বাসনার বিষয়।

পরে ভোগতৃষ্ণার প্রসাদে জড় শরীরের প্রয়োজন সাধন ব্যতীতও সুখ বলিয়া যে পৃথক্ একটী ভোগ্য আছে, তৎপ্রতি তাহার লক্ষ্য পড়ে। এই রূপে সুখেরও তদাত্মক বাসনার বৃদ্ধি সহকারে, ক্রমে আবার সুখ হইতে ইচ্ছা এবং ইচ্ছা হইতে জ্ঞান, তাহার চিত্তে পরিস্ফুট হইয়া জ্ঞান ইচ্ছা ও তাহার উপলব্ধির বিষয় হয়। যাহা উপলব্ধি, তাহাই চৈতন্য; এবং পরে দেখিবে যে, চৈতন্য সততই জ্ঞানানন্দসত্তাত্মক। কাজেই উপলব্ধি যত পরিস্ফুট হয়, তাহার স্বাভাবিক আনন্দাংশ তত সপ্রকাশ হয়। এই কারণে জ্ঞান ও ইচ্ছার স্ফূর্ত্তি বৃদ্ধি সহকারে, তাহাদিগের আনন্দভাব সপ্রকাশ হইয়া, তাহারাও বাসনার (আনন্দাত্মক তৃষ্ণার) বিষয় হয়। ভোগ বা ভালবাসার তৃষ্ণা চরিতার্থতা আমাদিগের যেরূপ প্রিয় হয়, জ্ঞানতৃষ্ণা এবং সত্তাপরিচালনাত্মক ইচ্ছাতৃষ্ণা চরিতার্থতাও আমাদিগের তদ্রূপ প্রিয় হয়। আনন্দ, জ্ঞান, ইচ্ছা,—এ তিনের স্ফূর্ত্তিতেই আমাদিগের আনন্দ জন্মে। কাজেই এ তিনের স্ফূর্ত্তিই আমাদিগের অভীষ্ট হয়। এ তিন অভীষ্ট অবলম্বনে আমাদিগের বাসনা তিন শ্রেণীর। ভোগবাসনা আনন্দবাসনা শ্রেণীর অন্তর্গত এবং কর্ম্মবাসনা ইচ্ছাবাসনা শ্রেণীর অন্যতম।

ভোগে আনন্দ।

অন্তর্দৃষ্টিতৎপর হইলে দেখিবে যে, ভোগে জড়ত্বের আধিক্য থাকিলেও আনন্দ স্ফূর্ত্তির পূর্ণাভাব নাই। তুমি যে বিষয়টী ভালবাস তাহাই তোমার ভোগ্য। প্রিয় বিষয়ের সঙ্গকরণের নামই, সে বিষয়ের আস্বাদন বা ভোগকরণ। তুমি মিষ্টান্নটীকে আস্বাদন করিতে ভালবাস, তাহার আস্বা-

দনে তোমার রসাত্মক তৃপ্তিলাভ হয়, বলিয়াই তুমি সেটী আস্বাদন কর। অতএব এই ভালবাসা ও তল্লাভজনিত তৃপ্তিই যখন আনন্দ, তখন ভোগদ্বারা যে আনন্দ-স্ফূর্ত্তিলাভ হয়, এ কথা অস্বীকার্য্য নহে। চিন্তাশীল হইলে দেখিবে যে, এই আনন্দ-স্ফূর্ত্তিলাভজন্যই তোমার যাবতীয় ভোগবাসনা। আনন্দ-স্ফূর্ত্তিলাভই এ বাসনার একমাত্র অভীষ্ট। স্থূল শরীরে তোমার আত্মবোধজন্যই জড়ভোগে তোমার আনন্দ-স্ফূর্ত্তি। তুমি পূর্ব্বে দেখিয়াছ যে ভক্ষণদ্বারা মিষ্টান্নটীর সহিত তোমার স্থূল শরীরের যে প্রাকৃতিক মিলন, সে মিলন তোমার সহিত নহে। তোমার সহিত ইহার যে সম্বন্ধ সে সম্বন্ধ এই আনন্দদ্বারা।

তবে এ ভোগটী জড়, তোমার আপন জড়শরীরের উত্তেজনা, প্রয়োজন, জন্যই ইহার সহিত তোমার সম্বন্ধ। জড় পদার্থের আত্ম-প্রকাশ নাই, সুখদুঃখজ্ঞানও নাই। কাজেই এইরূপ পদার্থের উপর আসক্তিদ্বারা তোমার বাসনাগত জড়শক্তির, শারীরিক ভোগতৃষ্ণার, এবং তজ্জাত স্বার্থপরতাদি জড়স্বভাবের বৃদ্ধি হয়।

জড়ভোগে জড়-স্বভাবের আধিক্য জন্মে।

কিন্তু এরূপ জড়বিষয়কে আশ্রয় না করিয়া তোমার ভালবাসা যখন অন্য মানবকে অবলম্বন করে, তখন সে ভালবাসার বৃদ্ধিতে সেই মানবের সুখেই তোমার সুখজ্ঞান এবং তাহার স্বার্থসাধনেই তোমার স্বার্থজ্ঞান জন্মে। কাজেই এরূপ ভালবাসাদ্বারা তোমার স্বার্থপরতা স্বীয় সঙ্কীর্ণ ভাব পরিত্যাগে, উদার পরার্থপরতায় পরিণত হয়। প্রগাঢ় ভালবাসার এরূপ নিঃস্বার্থ উদার পরার্থপরতার উদাহরণ স্নেহময়ী জননী আদিতে আমরা একরূপ সর্ব্বদাই দেখি। এরূপ ভালবাসার যত বৃদ্ধি হয়, ইহার বিষয়ীভূত মানবের সংখ্যা যত বিস্তৃত হয়, ইহা যত প্রগাঢ় হয়, ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে স্বার্থপরতাত্মক অন্য অভীষ্টের যত প্রয়োজনাভাব হয়,

মানবে ভালবাসায় পরস্বভাবের বৃদ্ধি।

ইহার উৎপত্তি যত অহৈতুকী ও নির্ব্বিশেষ হয়, এই ভালবাসার স্বাভাবিক নিঃস্বার্থ উদার ভাব তত অধিক সপ্রকাশ হয়। এই ভালবাসাই প্রকৃত প্রেমাত্মক আনন্দ-প্রকাশ। ভোগবাসনার বৃদ্ধিতে যেরূপ জড় স্বভাবের বৃদ্ধি, এরূপ ভালবাসার বৃদ্ধিতে তদ্রূপ উদারতার ও পরার্থপরতার বৃদ্ধি।

শোকতাপাদি ভালবাসা জন্য নহে, অজ্ঞান সংস্কার জন্য।

যে উদ্বেগ শোক বিচ্ছেদ তাপাদি মনঃ ক্লেশকে এ ভালবাসার অবশ্যম্ভাবী ফল বলিয়া ইহার পক্ষপাতী হইতে অপ্রবৃত্তি, সে শোক-তাপাদি ভালবাসার স্বভাবজ ফল নহে, তাহা তোমার মোহাত্মক কামজ জড়সঙ্গলিপ্সার ফল। অনাত্মে আত্মজ্ঞানরূপ অজ্ঞান সংস্কার জন্য তোমার ভালবাসার কামভাব। কামে জড়শক্তি বিদ্যমান। জড়শক্তি স্বভাবতঃ পরিণামশীল, জড়াসক্ত। এই জড়াসক্তি জন্য বিচ্ছেদ-বোধ এবং বিচ্ছেদ-বোধ হইতে শোকতাপাদি। তোমার প্রেম কামাশ্রিত বলিয়া কামের উত্তেজনাদ্বারা ইহার স্ফূর্ত্তি। সেই কারণেই তোমার প্রেমের এই সাময়িক শোকতাপাদি কামপরিণতি ভোগাসক্তি সঙ্গলিপ্সার নামান্তর। তুমি জড়ভোগদ্বারা স্বয়ং যখন এ আসক্তি বৃদ্ধি করিয়াছ, তখন তোমার আপন কর্ম্মফল তুমি কেন না ভোগ করিবে? তবে মঙ্গলময় নৈসর্গিক নিয়মে এ ভোগ যেরূপ তোমার

শোকতাপাদি আত্মোন্নতি সাধক, সহিষ্ণুতা বৰ্দ্ধক।

অবশ্যম্ভাবী কর্ম্মফল, তদ্রূপ ইহা আবার তোমার হিতকরও বটে। জড়ে আত্মবোধকালে কামের ন্যায়, কামফল স্বরূপ এ শোকতাপাদিদ্বারাও তোমার প্রেমের বৃদ্ধি হয়। বিচ্ছেদে যে ভালবাসার বৃদ্ধি, ইহা কে না স্বীকার করেন? বৃক্ষ ও তাহার ফলের ন্যায় কার্য্য কারণের এই রূপই সম্বন্ধ:—যাহা এককালে যাহার কার্য্য বা ফল, তাহাই কালান্তরে পুনরায় তাহার কারণ বা বীজ। এইরূপে কাম ও

তৎফল স্বরূপ শোকতাপাদি,—এ উভয়ই তোমার প্রেমের স্ফূর্ত্তিবর্দ্ধক। আবার শোকতাপাদি বিরহিত কামাত্মক জড়ভোগের বৃদ্ধিদ্বারা যেরূপ তোমার কামে জড়শক্তির অপ্রতিহত ক্রমবৃদ্ধি, শোকতাপাদিদ্বারা তদ্রূপ নহে। শোকতাপাদি জাত ক্লেশে ক্লিষ্ট হইলে, ক্রমে তুমি সহিষ্ণুতা শিক্ষাকরিবে ও তত্ত্বানুসন্ধিৎসু হইবে। এইরূপে তত্ত্বজ্ঞানের উপর দৃষ্টি পড়িয়া, তোমার শরীরাদির অনিত্যতার উপলব্ধি জন্মিবে, তাহাদিগের উপর আত্মজ্ঞানের ও তজ্জাত আসক্তির লাঘব হইবে। শোকতাপাদির দাহিকাশক্তিবলে তোমার প্রেমের কামাত্মক জড়শক্তি দগ্ধ হইয়া, ক্রমে প্রেম স্বীয় বিশুদ্ধ স্বভাব লাভ করিতে থাকিবে। তখন তুমি বুঝিবে যে, শোকতাপাদি তোমার পক্ষে কামাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং মানবে ভালবাসায় শোকতাপাদির আধিক্য জন্য এ ভালবাসা জড় ভোগাপেক্ষা তোমার আরও অধিকতর হিতকর (২৯)।

ভোগ জড়স্বভাব বর্দ্ধক।

এ ভালবাসা না বাড়াইয়া জড়ভোগ বৃদ্ধি করিলে, প্রেমাশ্রিত জড়শক্তি ক্রমে আরও বেশী হইয়া তোমার জড়স্বভাব আরও বাড়াইবে এবং তাহার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে তোমাকে আরও অধিকতর ক্লেশ পাইতে হইবে। জড় স্বভাবেই পরিণামশীল;—জন্ম মৃত্যু, অপক্ষয়, পরিণামাদি জড়ের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। কাজেই জড়ভোগবৃদ্ধিদ্বারা তোমার চৈতন্যে তুমি জড়শক্তি বৃদ্ধি করিলে, সে শক্তির স্বভাবজ জড়ধর্ম্মের উপলব্ধি তোমার কেন না বাড়িবে? সেই শক্তিতে আত্মবোধ জন্য, তাহার স্বভাবজ পরিণামকে তোমার আপন পরিণাম জ্ঞানে, তুমি তজ্জাত উদ্বেগ দুঃখ সুখাদির আধিক্য অবশ্যই অনুভব করিবে। জড়স্বভাবগুণে এই রূপে তোমার

---

(২৯) জীবের শোকতাপাদি, তাহার শরীরেন্দ্রিয়ের গঠন দোষাদি জাগতিক অভাব (wantings and imperfections) দৃষ্টে ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব, সৃষ্টির সুকৌশলাদি অস্বীকার তত্ত্বজ্ঞানের বিরুদ্ধ। এ সমস্ত জীবের স্বকর্ম্মফল। তাহার ভ্রান্তিনাশ ও ক্রমোন্নতি জন্য এ সকলের প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী।

আত্ম-চৈতন্য ক্রমে নানাক্লেশ, নানা অশান্তি, পূর্ণ হইবে। তখন সর্ব্ব চৈতন্য বিরহিত জড়পরিণাম ভিন্ন সচেতন কোন অবস্থায় আর তুমি সে ক্লেশের অবসান দেখিবে না। অথচ অচেতন জড় পরিণাম ও সহজে তোমার বাঞ্ছনীয় হইবে না। চৈতন্য যখন তোমার আত্ম-প্রকাশ, তখন যতই ক্লেশপূর্ণ হউক না কেন, তাহা সততই তোমার প্রিয় থাকিবে। কাজেই জড়ভোগে ক্রমেই তোমার ক্লেশের বৃদ্ধি হইবে। জড়স্বভাবজ মোহে মুগ্ধ বলিয়া আজ না চাহিলেও কালে যখন সে মোহের হ্রাস হইবে, তখন সচেতন নির্ম্মল আনন্দ, যাহাতে শান্তি তৃপ্তি পূর্ণ, তাহাই তুমি চাহিবে। আত্মাকে প্রেমের বিষয় করা, অনাত্মত্যাগে আত্মাকে ভালবাসা, সে আনন্দলাভের একমাত্র উপায়। মানবকে ভালবাসিলেই কেবল তুমি সেই আত্মপ্রেমের অধিকারী হইবে। মানবকে ভালবাসিয়াই তুমি আত্মাকে ভালবাসিতে শিখিবে। কাজেই মানবকে ভালবাসা তোমার পরম হিতকর। ইহার দ্বারাই তোমার প্রেমাশ্রিত জড়শক্তি ক্রমেই বিশ্লিষ্ট হইবে। কতক শক্তি তাহার ফল-স্বরূপ শোকতাপাদি ভোগদ্বারা তুমি ক্ষয় করিবে, কতক আবার সেই ভোগজাত সহিষ্ণুতা ও অভিজ্ঞতা বলে, চিত্ত সংযমাদি প্রযত্নদ্বারা তুমি এড়াইবে এবং আর যাহা বাকি থাকিবে, তোমার নিঃস্বার্থ উদার ভাল-বাসা তত্ত্বজ্ঞান ও কর্ত্তব্য-পরায়ণতার বৃদ্ধিতে ক্রমে তোমার চিত্তে যখন নির্ম্মল আনন্দ সপ্রকাশ হইবে, তখন সেই আনন্দের সৌম্যশক্তি বলে, তাহা আপনা হইতেই তোমাকে পরিত্যাগ করিবে। তুমি তখন আর শোকতাপাদি দ্বারা ক্লিষ্ট হইবে না। আনন্দ যখন তোমার স্বভাবসিদ্ধ হইবে, মোহ বা শোক-তাপাদি জড় পরিণাম তখন আর তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। তুমি যদি আবার আশঙ্কা কর যে প্রিয়জনের

মানবে প্রেম আত্ম-প্রেম বর্দ্ধক

প্রেম একাত্মকতা ও সহানুভূতির বর্দ্ধক।

ক্লেশে ক্লিষ্ট না হওয়া, তাহাদিগের বিচ্ছেদে বিচ্ছেদ বোধ না করা, সহানুভূতির বিরোধী। কাজেই যে প্রেমে শোকতাপাদিরূপ সহানুভূতি প্রকাশের অভাব, সে প্রেম কিরূপে প্রশংসনীয় হইবে। তবে তাহার উত্তরে আমি বলিব যে তোমার ঐ আশঙ্কা ভ্রান্ত। সহানুভূতি সততই প্রেমের স্বভাব। প্রেম রসস্বরূপ। রসের বৃদ্ধিতে সহানুভূতির বৃদ্ধি। জড়ত্ব নীরস ও কঠিন। কাঠিন্যে সহানুভূতি কোথায়? জড়ত্বই সহানুভূতির প্রকৃত বিরোধী। প্রেমের বৃদ্ধিতে একাত্মকতার বৃদ্ধি। প্রেম যাহার স্বভাবে পূর্ণ, জগতের সমস্ত জীব তাহার সহিত একাত্মক, কেহই তাহার পর নহে। কাজেই সকলের সহিতই তাহার সহানুভূতি। সকলেই তাহার আত্মজ্ঞান। জ্ঞানের বৃদ্ধিতে যেরূপ সকল পদার্থ তুল্যরূপ জ্ঞানগম্য হয়, আনন্দের বৃদ্ধিতে তদ্রূপ সকল জগৎ আনন্দাবগাহী হয়, সকলই তুল্যরূপ প্রিয় হয়। যে অনাত্মে আত্মজ্ঞানরূপ অজ্ঞানতা কামের মূল, সেই অজ্ঞানতাই আবার সকল স্বার্থপরতা, সকল জড়স্বভাবের মূল।

প্রেম বৃদ্ধির ফল।

অজ্ঞানতার হ্রাসে যেরূপ কামভাবের হ্রাস, ইহার হ্রাসে তদ্রূপ আবার স্বার্থপরতাদি জড়স্বভাবের হ্রাস। জড়তাই সকল তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধী এবং স্বার্থপরতাই কর্ত্তব্যপরায়ণতার বিরোধী। কাজেই জড়তা ও স্বার্থপরতার হ্রাসে তত্ত্বজ্ঞান ও উদার কর্ত্তব্যপরায়ণতা এ উভয়েরই বৃদ্ধি হয়। এই কারণে প্রেমের কামভাব যতই অপগত হয়, চিত্তগত জড়তার ততই হ্রাস হয়, চৈতন্য একাত্মক বিধায় প্রেমের ও তৎসহ জ্ঞানেচ্ছার স্বস্বভাবের ততই স্ফূর্ত্তি বৃদ্ধি হয়। জ্ঞান, আনন্দ ও ইচ্ছা এ তিনই স্বরূপতঃ নির্ম্মল, নিঃস্বার্থ, পরার্থপর, উদার ও একাত্মক। কাজেই প্রেমের কামভাব যত কমিয়া যায় সহা

বিশুদ্ধ সহানুভূতি কর্ত্তব্য পরায়ণ। শোকতাপাদি অজ্ঞানজ সহানুভূতি।

অশুদ্ধ ও বিশুদ্ধ সহানুভূতি।

সুভূতিও তত কর্ত্তব্য-জ্ঞানের উত্তেজক হয় এবং ইচ্ছা সেই জ্ঞানের সহায় হইয়া তদনুকূল কর্ম্মের প্রবর্ত্তক হয়। শোকতাপাদি জড়াত্মক। ইহারা কামজ অশুদ্ধ সহানুভূতির প্রকাশ। কাম যেরূপ মলিন ও প্রেমাপেক্ষা হেয়,কামজ সহানুভূতিও তদ্রূপ মলিন ও প্রেমজ সহানুভূতি হইতে হেয়। শোকতাপাদির ন্যায় ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষাদিও জড় সহানুভূতির ফল। বিশুদ্ধ প্রেমের ন্যায় তজ্জাত সহানুভূতি নির্ম্মল। সে সহানুভূতিতে রাগও নাই দ্বেষও নাই। কাজেই রাগদ্বেষাত্মক শোকতাপাদিও নাই, ক্রোধ হিংসাদিও নাই। বিশুদ্ধ প্রেমের ন্যায় এই বিশুদ্ধ সহানুভূতি ও ভাববিকারবিরহিত, সততই প্রেম ও কর্ত্তব্য জ্ঞানাত্মক। অতএব দেখিলে যে শোকতাপোদ্বেগাদিকে বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা সহানুভূতির পরিচায়ক বলিয়া প্রশংসা করি, সে শোকতাপাদি প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদিগের অজ্ঞানতার পরিচায়ক ভিন্ন, বিশুদ্ধ সহানুভূতির পরিচায়ক নহে। শোকতাপ যে কর্ত্তব্যজ্ঞানের বিরোধী, প্রকৃত উপকার সাধন পক্ষে কর্ত্তব্যজ্ঞান হইতে হেয়, তাহা সকলেরই বিদিত।

এখনও সন্দেহ হইতে পারে যে ব্যক্তিগত ভালবাসার বৃদ্ধিতে অনেক সময়ে কর্ত্তব্যপরায়ণতার হ্রাস হয়। নিজের প্রয়োজন না হইলেও আত্মীয়ের জন্য অনেককে পাপাচরণে রত হইতে হয়। কাজেই এরূপ ভালবাসা যখন একরূপ পরিবর্দ্ধিত স্বার্থপরতা, তখন ইহার বৃদ্ধি মঙ্গলজনক কিরূপে হইতে পারে? এ সন্দেহ নিরাকরণ জন্য বুঝিতে হইবে যে ঐরূপ পাপাচরণ ভালবাসার ফল নহে। উহা আমাদিগের অনাত্মে আত্মজ্ঞানরূপ অজ্ঞান সংস্কারাশ্রয়ের ফল। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে এই অজ্ঞানতা জন্য অনাত্মক শরীরেন্দ্রিয়ান্তঃকরণে আমাদিগের আত্মজ্ঞান। তাহারা আমাদিগের প্রেমের, আমাদিগের আসক্তির বিষয়। তাহাদিগের প্রয়োজন স্থূল সূক্ষ্ম জড়পদার্থে,

প্রিয় ব্যক্তির জন্য পাপাচরণ প্রেমের ফল নহে, অজ্ঞানতার ফল।

জড়াভিমানাত্মক সংস্কারে। তৎসমস্ত সতত সহজসাধ্য নহে, এবং তাহা লইয়া অনেক সময়েই আমাদিগের পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কাজেই তাহাই আমাদিগের স্বার্থপরতার কারণ। যতকাল আমাদিগের এরূপ অনাত্মে আত্মজ্ঞান, জড়াসক্তির আধিক্য, অভীষ্টাপ্রাপ্তিতে অসহিষ্ণুতা, থাকিবে, ততকাল, আপনার জন্যই হউক আর আত্মীয়ের জন্যই হউক, আমাদিগের এরূপ পাপবৃত্তির অভাব হইবে না। ইহার জন্যই রাজশাসন, সমাজশাসন। এবং এই অজ্ঞান সংস্কারের বিশুদ্ধিসাধন, পুণ্যাসক্তির পরিবর্দ্ধন, জন্য তত্ত্বজ্ঞানোপার্জ্জন, সদনুষ্ঠান, সদভ্যাস, সাধুসঙ্গাদির, প্রয়োজন। তদুপায়াবলম্বন না করিয়া উহার ভয়ে এরূপ প্রেম বৃদ্ধিতে বিরত থাকা, আর জ্ঞানেচ্ছা শরীরেন্দ্রিয়াদির শক্তি বৃদ্ধিদ্বারা পাপকর্ম্মের সামর্থ্য বৃদ্ধি হইবে ভয়ে তাহাদিগকে নিস্তেজ রাখা, এ উভয়ই তুল্য ফলদ। এরূপ করিলে জৈবোন্নতির আশা পরিত্যাগ করিতে হয়। জৈবোন্নতি চাহিলে জ্ঞানানন্দেচ্ছা স্ফূর্ত্তি অবশ্যই বৃদ্ধি করিতে হইবে। কাজেই আমরা যখন অন্তঃকরণাশ্রিত, সংস্কারের সাহায্য ব্যতীত জ্ঞানানন্দেচ্ছার স্ফূর্ত্তি বৃদ্ধি করিতে অক্ষম, তখন উহারা আমাদিগের অন্তঃকরণে যখন যেরূপ সংস্কারের আশ্রিত থাকিবে, তখন আমাদিগকে তদনুরূপ সংস্কারের উত্তেজনা বলেই উহাদিগের স্ফূর্ত্তি বৃদ্ধি করিতে হইবে।

পাপ প্রবৃত্তিনাশের প্রকৃত উপায়।

প্রেম বৃদ্ধি প্রয়োজনীয়।

আনন্দই জীবের সর্ব্বাভীষ্টের মূল। অদ্বৈত আত্মিক ভাবে ইহাই শান্তি এবং দ্বৈত প্রকাশভাবে আবার ইহাই প্রেম ও সুখ। প্রেম, ভক্তি, বাৎসল্য, সখ্য, দাস্য, কৃতজ্ঞতা, সহানুভূতি, সহিষ্ণুতা, সহৃদয়তা, উদারতা, দয়া, করুণা, ক্ষমা প্রভৃতি পরার্থপর চিত্ত-বেদনা (feelings) গুলি প্রেমের এবং কামরাগ-

আনন্দ ও তাহার ভাবভেদ।

দ্বেষাভিমানজাত সমস্ত স্বার্থপর চিত্ত-বেদনাগুলি সুখদুঃখের, চিত্তগত সংস্কারজ ভাবভেদ মাত্র। অনাত্মক সংস্কারাশ্রিত আনন্দাভাস হইতেই আমাদিগের যাবতীয় আসক্তি. যাবতীয় বিষয়বেদনা, যাবতীয় কামরাগ দ্বেষ, যাবতীয় অভাব জ্ঞান, যাবতীয় অভীষ্ট। ইহাই আমাদিগের সর্ব্ব-কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। আমরা জ্ঞানেচ্ছার যতই পক্ষপাতী হই না কেন, জৈব কার্য্য পর্য্যালোচনা করিলে দেখিব যে,জ্ঞানও ইচ্ছা সততই আনন্দাশ্রিত।

জ্ঞানেচ্ছা আনন্দাশ্রিত। কাজেই আনন্দের বিশুদ্ধি ব্যতীত ইহাদিগের বিশুদ্ধি অসম্ভব।

আনন্দই যেন আমাদিগের কর্ত্তৃস্থানীয় আত্মা। জ্ঞান যেন সে কর্ত্তার চক্ষু কর্ণ এবং ইচ্ছা তাহার হস্ত পদ। যে ব্যক্তির যেরূপ আসক্তি, যেরূপ কামরাগদ্বেষাদিজাত প্রবৃত্তি, তাহার জ্ঞানেচ্ছাও তদনুরূপ। আমাদিগের যে অনাত্মক আত্মাভিমান, অহঙ্কার, ধরিতে গেলে; তাহারও উৎপাদক, সংরক্ষক, পরিবর্দ্ধক, সংস্কারক ও সংহারক আমাদিগের সংস্কারজ আনন্দাসক্তি। মাত্রাস্পর্শ-জাত বিষয় সুখ যেরূপ আমাদিগের স্বার্থপরতার সংরক্ষক, পরিবর্দ্ধক, পরিপোষক, আত্মপ্রেম, অন্য জীবে ভালবাসা, তদ্রূপ স্বার্থপরতার সংস্কারক, সংহারক ও পরার্থপরতার উৎপাদক, পরিবর্দ্ধক ও পরিপোষক। পর্য্যালোচনা করিলে দেখিবে যে আমাদিগের যে কোন পুণ্যপ্রবৃত্তি, ধর্ম্মাত্মক চিত্তবেদনা (virtuous emotions) তৎসমস্তই প্রেমজ। প্রেমই আমাদিগের সর্ব্বধর্ম্মকর্ম্মের একমাত্র নিঃস্বার্থ প্রবর্ত্তক। আহারাদি যেরূপ শারীরিক ভোগ্য, যশঃকীর্ত্তি আদি তদ্রূপ মানসিক ভোগ্য। এ সকল ঐহিক ভোগ বা পারলৌকিক স্বর্গভোগ, সমস্তই সুখাত্মক ও জড়স্বার্থপরিবর্দ্ধক বিধায় হেয়। আনন্দের একমাত্র প্রেম প্রকাশজ বৃত্তিই আত্মপ্রকাশের পরিবর্দ্ধক বলিয়া উপাদেয়।

এই কারণে প্রেমবৃদ্ধিদ্বারা অনাত্মক স্বার্থপরতা ক্ষয়ের চেষ্টাবিরহিত হইয়া শুদ্ধ জ্ঞান ও ইচ্ছা স্ফূর্ত্তি বৃদ্ধি করিলে স্বার্থপরাত্মক চিত্তাসক্তির

গুণে জ্ঞান ও ইচ্ছা তদ্বিষয়ক আসক্তিরই পরিপুষ্টি সাধন করিবে। সেই আসক্তিকেই নানাভাবে উপলব্ধির বিষয় করিবে। এইরূপে স্বার্থপরতা ও তদাত্মক সংকীর্ণ শারীরিক ও মানসিক সুখ-তৃষ্ণা ক্রমেই পরিবর্দ্ধিত হইবে। জ্ঞান ও ইচ্ছা স্বয়ং উদাসীন হইলেও সততই আনন্দের, আনন্দজ আসক্তির, আশ্রিত। কাজেই আনন্দের জড়ভাব, জড়াসক্তি নষ্ট না করিয়া জ্ঞানেচ্ছা বৃদ্ধি করিলে আমাদিগের স্বাভাবিক আনন্দতৃষ্ণা বলে, জড়াসক্তিজাত ঐশ্বর্য্যমত্ততা, জড়ভোগাসক্তি, কাম, রাগ, দ্বেষ, আরও প্রবল হইবে। ক্রমে জ্ঞান ও ইচ্ছার জড়াসক্তি, জড়স্বার্থভাব, অদম্য হইবে। অসহিষ্ণুতা, স্বেচ্ছাচারিতা, স্বতন্ত্রতা, ক্রোধ, হিংসা, ঈর্ষা, অসূয়া, পরশ্রীকাতরতা, ভয়, ত্রাস, শোক, তাপ, পরচ্ছিদ্রানুসন্ধিৎসা, মিথ্যা, তঞ্চকতা, প্রবঞ্চনা, দম্ভ, দর্প, মদ, মাৎসর্য্য, জ্ঞানাভিমানাদি মন্দবুদ্ধি ক্রমে পরিপুষ্ট হইবে। জ্ঞান ও ইচ্ছা আপন উদাসীন স্বভাব পরিত্যাগ করিবে। উহারা তখন মানবের ক্রমোন্নতির কারণ না হইয়া, অবনতিরই অধিক সাধক হইবে।

> প্রেম বিরহিত ভাবে জ্ঞানেচ্ছাবৃদ্ধির ফল।

প্রেমই সর্ব্ব-সহানুভূতির মূল। আমরা অন্যকে ভালবাসি বলিয়াই তাহার সহিত সহানুভূতি। নির্ব্বিশেষ সহানুভূতিই প্রকৃত কর্ত্তব্য-জ্ঞান। আমরা যখন সকলকে নির্ব্বিশেষরূপে (তুল্যরূপে) ভালবাসি, তখনই আমরা প্রকৃত কর্ত্তব্যজ্ঞানী, তখনই আমাদিগের প্রকৃত কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, কর্ত্তব্যকরণে আসক্তি। কাজেই প্রেমস্ফূর্ত্তি ব্যতীত কর্ত্তব্য-পরায়ণতা অসম্ভব। আবার আনন্দ যখন আমাদিগের ন্যায় সকল জীবেরই সর্ব্বাভীষ্টের মূল, তখন আমাদিগের আপন আনন্দস্ফূর্ত্তি যত বাড়িবে, যত বিশুদ্ধ হইবে, আমরা তাহার বৃদ্ধি ও বিশুদ্ধিতার উপায়ও তত জানিব। কাজেই অন্যের আনন্দও তত বাড়াইতে, তত বিশুদ্ধ

> প্রেম সহানুভূতির মূল।

করিতে সক্ষম হইব। জগতের আনন্দ-বৃদ্ধির উপায়বিষয়ক জ্ঞানকেই ত কর্ত্তব্য-জ্ঞান বলে। পরে দেখিবে আনন্দই মানবের উন্নতি ও মুক্তির হেতু। কাজেই যাহার আনন্দ যত অধিক, যত বিশুদ্ধ, তাহার উন্নতি ও কর্ত্তব্যজ্ঞান তত অধিক। এবং আমরা দেখিয়াছি যে, যাহার প্রেমস্ফূর্ত্তি যত অধিক ও নির্ব্বিশেষ, তাহার কর্ত্তব্যপরায়ণতাও তত অধিক। এই কারণে কর্ত্তব্য-জ্ঞান, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, বৃদ্ধিজন্য মানবের পক্ষে আপন প্রেমানন্দের বৃদ্ধিও বিশুদ্ধতা সাধন অবশ্য কর্ত্তব্য। (৩০)

প্রেমানন্দ শিক্ষণীয়। চিত্তোন্নতি এ শিক্ষার কার্য্য।

প্রেমানন্দ জীবের স্বাভাবিক বলিয়া যে, ইহা শিক্ষা বা প্রযত্নের আয়ত্ত নহে, এই কথা অস্বীকার্য্য। পরে দেখিবে যে জীব চিত্তাশ্রিত; তাহার জ্ঞানানন্দইচ্ছা সকলই চিত্তাশ্রিত সংস্কার দ্বারা প্রকাশ্য। অগ্নি যেরূপ ইন্ধনাপেক্ষী, ইন্ধনের সাহায্যভিন্ন প্রকাশাক্ষম, জৈব জ্ঞানানন্দেচ্ছাত্মক চৈতন্যও তদ্রূপ চিত্তাপেক্ষী। চিত্তগত সংস্কার শক্তিই চৈতন্যাগ্নির ইন্ধন। অগ্নি যেরূপ স্বরূপতঃ সর্ব্বত্রই তুল্য ইন্ধনের দোষগুণেই তাহার প্রকাশের হ্রাসবৃদ্ধি, দোষগুণ; চৈতন্যও তদ্রূপ স্বরূপতঃ সর্ব্বজীবে সর্ব্বাবস্থায় এক, কেবল সংস্কারের দোষগুণেই ইহার স্ফূর্ত্তির হ্রাসবৃদ্ধি, দোষগুণ। সংস্কারজ ভাবভেদজন্যই একই আনন্দাসক্তির সঙ্কীর্ণতা, উদারতা, স্বার্থপরতা, পরার্থপরতা, কাম, ক্রোধ, ভয়, রাগদ্বেষাদি নানা প্রকাশভেদ। আবার সংস্কারের প্রভেদেই

(৩০) বেদান্তমতে আনন্দই আত্মা এবং সেই আত্মা সর্ব্বজীবের এক। প্রেম—প্রকাশই একাত্মকতার সাধন। সহানুভূতি একাত্মকতার পূর্ব্বভাব। প্রেম যত বাড়িবে, সহানুভূতি তত একাত্মকতার নিকটবর্ত্তী হইবে। প্রেম যখন পূর্ণ, সহানুভূতি তখন একাত্মকতা, প্রেম ও আনন্দ তখন এক। ইহা তখন শান্তি। সে শান্তি জৈব জড়শান্তি নহে, অতুল রসঘন পূর্ণশান্তি।

পরিবর্ত্তনে তদাশ্রিত কামাদির উত্তেজক বিষয়েরও ভেদও পরিবর্ত্তন। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন উত্তেজক, এক সময়ে যে বিষয়টী যে ভাবের উত্তেজক, অন্য সময়ে আবার তদ্বিরুদ্ধ বিষয়ও সেই ভাবের উত্তেজক। আজ যে বিষয়ে আমার অনুরাগ, কাল আবার সে বিষয়ে আমার বিরাগ। সংস্কারশক্তির এই ভাবও বিষয়াসক্তি পরিবর্ত্তন, বিশুদ্ধিসাধন এবং আনন্দ-স্ফূর্ত্তি-বৃদ্ধিযোগ্যকরণ জন্যই শিক্ষা ও প্রযত্নের প্রয়োজন। শিক্ষার বলে কালে আমরা ক্রোধাদি ভাব-বিশেষের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ, কোনটীর উত্তেজক বিষয়ের পরিবর্ত্তন, কোন ভাবের স্ফূর্ত্তিবর্দ্ধনাদি, করিতে সক্ষম। সংস্কার আনন্দ-প্রকাশের সঙ্কোচক, আনন্দের সহিত পরিচ্ছিন্ন জড়বিষয়সম্বন্ধের উৎপাদক। ইহা আনন্দ প্রকাশের ভাবভেদক জড়প্রবণতা। অস্বা-ভাবিক বলিয়াই ইহা পরিবর্ত্তনশীল। এই প্রবণতা উৎপাদক শক্তির নাম চিত্ত বলিয়া, চিত্তোন্নতি সর্ব্বশিক্ষার মূল। আমাদিগের জ্ঞান আনন্দ ও ইচ্ছা এ তিনই চিত্তাশ্রিত আসক্তিজাত বলিয়া এ তিনের জন্যই শিক্ষার প্রয়োজন।

বিদ্যালয় যেরূপ জ্ঞানশিক্ষার প্রশস্ত স্থান, পরিবার সমাজাদি তদ্রূপ প্রেমশিক্ষার প্রশস্ত স্থান। প্রেম শিক্ষার প্রধান সহায় পরিবারাদি ব্যক্তিগণ। জ্ঞান অপেক্ষা আনন্দই অধিকতর সংস্কারাশ্রিত। আমরা দেখিয়াছি যে, যে আসক্তির প্রভাবে আমাদিগের জ্ঞান আনন্দ ও ইচ্ছার প্রকাশ, সে আসক্তিও আনন্দের ভাববিকার মাত্র। কাজেই জ্ঞানেচ্ছার সহিত সংস্কারের যে সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধ আনন্দজাত এই আসক্তি জন্য, পরম্পরা সম্বন্ধমাত্র। জ্ঞান ও ইচ্ছা স্বরূপতঃ অনাসক্ত, উদাসীন। আনন্দবিকারের আশ্রয়জন্যই জ্ঞান ও ইচ্ছার বিষয়াসক্তি, ভাবাসক্তি, ইহাদিগের প্রত্যয়, তৃষ্ণাদি পরিণতি। এই কারণে প্রেমানন্দের স্ফূর্ত্তি

প্রেম শিক্ষার স্থান সহায় ও প্রধান্য।

বৃদ্ধি ও বিশুদ্ধি সাধন বিষয়ক শিক্ষাই সর্ব্বশিক্ষার মূল। এই শিক্ষাই জৈবোন্নতি পক্ষে সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।

এ শিক্ষা ব্যষ্টি, সমষ্টি, সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ ভেদে চতুর্ব্বিধ। ব্যষ্টি-প্রেম ব্যষ্টিব্যক্তিগত। স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বান্ধবাদি ব্যক্তিবিশেষ হইতে ইহার শিক্ষা। সমষ্টি-প্রেম সমষ্টি ব্যক্তিগত। সমাজ, দেশ, বিশ্বাদি. ব্যক্তিসমষ্টি হইতে ইহার শিক্ষা। সমষ্টি-প্রেম, ব্যষ্টি-প্রেম হইতে অধিকতর উদার. অধিকতর বিশুদ্ধ। ব্যষ্টি ও সমষ্টি এ উভয় প্রেমেই ভাবভেদ আছে। উভয়ই জাগতিক প্রেম। কাজেই উভয়েই জগদ্ধর্ম্ম বিদ্যমান। উভয়ই ন্যূনাধিকরূপে শরীরাদি জড়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, জড়সংস্কারাশ্রিত, কামরসাত্মক। এই কারণে এ উভয় প্রেমই বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত। সর্ব্বজড়লেশবিবর্জ্জিত, সর্ব্ব ভাবভেদ-বিরহিত, এক অদ্বিতীয় আত্মপ্রেমই প্রকৃত নির্ব্বিশেষ প্রেম। তাহারই পরিপাকাবস্থার নাম শান্তি। পরমাত্মা পরমেশ্বরই এ প্রেমশিক্ষার আশ্রয়। তিনিই ইহার শিক্ষক॥ বুঝিবার সুবিধার জন্য এইরূপ শ্রেণী ভেদের প্রয়োজন হইলেও প্রকৃতপক্ষে ন্যূনাধিকরূপে, এ চারি ভাবই ইহার প্রত্যেকটীতে বিদ্যমান। কেবল এক শ্রেণীর সংস্কারের আশ্রয়ে এক শ্রেণীর ভাবপ্রকাশের আধিক্য, অন্য শ্রেণীর সংস্কারের আশ্রয়ে অন্য শ্রেণীর ভাবপ্রকাশের আধিক্যমাত্র। জৈব উন্নতিপক্ষে এ চারিটীর প্রত্যেক শ্রেণীরই ভাবশুদ্ধির প্রয়োজন। কোনটীকে উপেক্ষা করিলে জীবের প্রকৃত উন্নতি সম্ভবপর নহে। জীবের স্বভাব এ চারি শ্রেণীর ভাবদ্বারাই গঠিত।

প্রেম শিক্ষার প্রকার ভেদ। ব্যষ্টি, সমষ্টি সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ, প্রেম।

চিত্ত জড় স্বভাবের বলিয়া, ক্রম পরিবর্ত্তন চিত্তের ধর্ম্ম। এই কারণে ক্রমোন্নতিই জীবের পক্ষে সুসম্ভব। চিত্ত যখন যেরূপ সংস্কারাশ্রিত তখন তদনুকূল সংস্কারের সাহায্যেই চিত্তে প্রেমস্ফূর্ত্তি সুসম্ভব। চিত্ত,পরিচ্ছন্ন

জড়স্বভাব গুণে সঙ্কীর্ণ। কাজেই স্বার্থপরাত্মক ব্যষ্টি পারিবারিক ব্যক্তির আশ্রয়েই তাহার ক্রমোন্নতির আশা। তদ্রূপ না করিয়া ব্যষ্টি স্বভাবের উপেক্ষায়, চিত্তে শুদ্ধ সামাজিক বা দেশীয় প্রেম উত্তেজনার চেষ্টা করিলে, সে চিত্তে যে কেবল আবশ্যকীয় ব্যষ্টি ধর্ম্মেরই উন্নতি হইবে না, এরূপ নহে, সে চিত্তে প্রেমস্ফূর্ত্তির আধিক্যও অসম্ভব হইবে। চিত্তের জড় স্বভাবগত সঙ্কীর্ণতা ও তদাত্মক স্বার্থপরতা, কাম, রাগ, দ্বেষাদি ব্যষ্টিভাবে, ব্যক্তি বিশেষের আশ্রয়ে, ক্রমে উদারতা লাভ করিবার অবকাশ না পাইলে, স্বীয় শারীরিক সম্ভোগ, বিষয়ভোগ তৃষ্ণা এবং তজ্জাত স্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণতাদি জড়াসক্তির আরও বৃদ্ধি করিবে। এইরূপ চিত্তে উদার দেশহিতৈষিতাদি সমষ্টিধর্ম্মের প্রগাঢ়তা অসম্ভব। ইহাতে যে স্বদেশানুরাগাদি সমষ্টি-প্রেম প্রকাশ সম্ভব, সে প্রেমেও সঙ্কীর্ণ স্বার্থভাবেরই আধিক্য এবং প্রকৃত সমদর্শিতা পরার্থপরতাদির খর্ব্বতা অবশ্যম্ভাবী। পরে দেখিবে যে, সমাজাদির কথা দূরে থাকুক, ক্রমোন্নতির নিয়ম লঙ্ঘন ফলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে ঐশ-প্রেম তাহার বৃদ্ধিদ্বারাও অনেক সময়ে মানবের চিত্ত বিকাশের ব্যাঘাত জন্মে, মানবকে নীচাসক্তিতে নিপতিত হইতে হয়। যে ব্যক্তির সহিত যাহার শরীরেন্দ্রিয়ান্তঃকরণ সংসারাদির সর্ব্ববিষয়ক স্বার্থের যত একত্ব, সেই ব্যক্তি তাহার প্রেমবৃদ্ধির তত উপযুক্ত পাত্র। প্রেমবর্দ্ধক ক্রমোন্নতির ইহাই নিয়ম। এই নিয়মাবলম্বনে, ব্যষ্টিভাবে স্বীয় পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী স্ত্রী সন্তানাদি পরিবার, বন্ধু, কুটুম্ব, গুরু, প্রভু, নিকটবাসী প্রভৃতি ব্যক্তি বিশেষের আশ্রয়ে ক্রমে ভক্তি, বাৎসল্য, প্রেম, সখ্য, দাস্য, সৌহৃদ্য, কৃতজ্ঞতা, সহানুভূতি, সহিষ্ণুতা, পরার্থপরতা, সমতা,

ক্রমোন্নতির নিয়ম। প্রথম ব্যষ্টি, তৎপর সমষ্টি, প্রেম বৃদ্ধি।

ঐ নিয়ম লঙ্ঘনে সমষ্টি ও নির্ব্বিশেষ প্রেমবৃদ্ধির ফল।

প্রেম বৃদ্ধির পাত্র।

দয়া, ক্ষমা, শৌর্য্য, বীর্য্য, কর্ত্তব্য পরায়ণতাদি বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য। এই রূপে ক্রমে হৃদয়ের জড়তা ও তদাত্মক স্বার্থপরতার হ্রাস ও উদারতার বৃদ্ধি হইয়া প্রেমের বৃদ্ধি ও বিশুদ্ধি উভয়ই লাভ হয়।

প্রেমের স্ফূর্ত্তি বৃদ্ধি ও বিশুদ্ধি জীবের উন্নতি জন্য এই উভয়েরই সাধন কর্ত্তব্য। প্রথমে বৃদ্ধি, তৎপর বিশুদ্ধিসাধন,—ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। চিত্তগত জড়তা প্রেম-স্ফূর্ত্তির বিরোধী। জড়তার যত হ্রাস হয়, চিত্তে প্রেমস্ফূর্ত্তির তত আধিক্য জন্মে॥ আমরা ইতিপূর্ব্বে চিত্তগত সংস্কারের সহিত ইন্ধনের যে তুলনা করিয়াছি, তদনুসরণে এ কথা বলা যাইতে পারে, যে প্রেমাগ্নি যত সপ্রকাশ, যত সতেজ. হইবে, তদুত্তেজক ইন্ধন তত দগ্ধ, তত ভস্মীভূত, হইবে। কাজেই এই ইন্ধনরূপ পাপাসক্তি দগ্ধ হইলেই যখন প্রেম বিশুদ্ধ হয়, তখন কেবল বৃদ্ধিদ্বারাই প্রেমের বিশুদ্ধতা সাধিত হইতে পারে। বিশুদ্ধির জন্য আর পৃথক উপায় অবলম্বনের প্রয়োজন কি? তাহার উত্তরে আমি বলিব যে, বৃদ্ধিবলে যে বিশুদ্ধিসাধন সম্ভব, সবিশেষ ও ব্যষ্টি প্রেমের বৃদ্ধিতে যে নির্ব্বিশেষ ও সমষ্টি প্রেমলাভ হইতে পারে, স্ত্রীপুত্রাদির ভালবাসা বৃদ্ধি হইলে প্রেম সপ্রকাশ হইয়া, প্রেম স্বভাব উদারতা, পরার্থপরতা, সহৃদয়তা, সহিষ্ণুতা, সমতা, দয়া, ক্ষমাদি নির্ব্বিশেষ ভাবের যে বৃদ্ধি হইতে পারে, এ কথা অস্বীকার্য্য নহে। তবে জৈব চিত্তগত সংস্কাররূপ ইন্ধন একরূপ অক্ষয়। আবার সানুকূল আসক্তির উত্তেজনাদ্বারাই যখন চিত্তে প্রেমাগ্নির সঞ্চার, তখন প্রেমের বৃদ্ধির সহিত তদুত্তেজক ঐ জড়াসক্তিও চিত্তে পরিবর্দ্ধিত হয়। এবং জড়াসক্তিপ্রবল মানবের সেই আসক্তিজাত কামভাবের উপরই স্বভাবতঃ অধিকতর দৃষ্টি বলিয়া, প্রেমিক যদি প্রেম-তত্ত্বজ্ঞ, সুকৌশলী ও ক্রমোন্নতি লাভেচ্ছুক, না হয় তবে অনেক সময়ে সে কাম-

প্রেম বৃদ্ধি ও বিশুদ্ধি সাধন কর্ত্তব্য।

শুদ্ধবৃদ্ধি বলে প্রেম সতত বিশুদ্ধ হয় না।

ভাবে ভাবিত প্রেম প্রজ্জ্বালিত করিয়া, তাহার চিত্তগত ইন্ধনের ক্ষয়াপেক্ষা পরিপুষ্টিরই আধিক্য জন্মায়, প্রেমের নির্ম্মলভাব বৃদ্ধি অপেক্ষা জড় কামভাবেরই বৃদ্ধি করে। প্রেমপ্রজ্বালন ও আবার সহজসাধ্য নহে। তাহার সংস্কারেন্ধন বাহিরের ইন্ধনের ন্যায় সহজে প্রজ্জ্বলিত হয় না। জড়তা এই সংস্কারেন্ধনের জলস্থানীয়। জড়তা চিত্তের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞানানন্দ ইচ্ছা প্রকাশ বলে ক্রমে জড়তার হ্রাস করিতে হয়। না করিলে, জড়তার আধিক্যজন্য, জলপূর্ণ ইন্ধনের ন্যায় সে চিত্তে প্রেমাগ্নি সতেজ হওয়া অসম্ভব। এইরূপ নানা কারণে শুদ্ধ প্রেমের স্ফূর্ত্তি বৃদ্ধিদ্বারা তাহার বিশুদ্ধি সাধন একরূপ অনন্তকাল সাপেক্ষ। কাজেই প্রেম কতক বর্দ্ধিত হইলে, তাহার বৃদ্ধি ও বিশুদ্ধি উভয়ের সাধন-প্রযত্নই একত্রে কর্ত্তব্য। একত্রে করিলে ইহারা পরস্পর পরস্পরের সহায় হইয়া, জৈবোন্নতি সহজসাধ্য করে।

যে ব্যক্তির সহিত স্বার্থসম্বন্ধের যত একত্ব তাহাকে ভালবাসা, চিত্তের অনুকূল কামভাব উত্তেজনা করা, যেরূপ প্রেমবৃদ্ধির উপায়, যাহার সহিত স্বার্থসম্বন্ধের যত পার্থক্য, তাহাকে ভালবাসা, চিত্তের জড়াসক্তির প্রতিকূল বিশুদ্ধ উদারাসক্তি বলে প্রেমাভ্যাস করা, তদ্রূপ প্রেমের বিশুদ্ধি সাধনের উপায়। চিত্তের সানুকূল আচরণ, তাহার প্রশ্রয়, অনুগ্রহ, যেরূপ প্রেমের স্ফূর্ত্তিবৃদ্ধিজন্য প্রয়োজন, চিত্তের প্রতিকূলাচরণ, তাহার সংযম, নিগ্রহ, তদ্রূপ প্রেমের বিশুদ্ধিবর্দ্ধনজন্য প্রয়োজন। চিত্তধর্ম্ম সততই জড়, সেই জড়তা হইতে প্রেমের ক্রমবিমুক্তি সাধন দ্বারাই তাহার ক্রমবিশুদ্ধি সিদ্ধ হয়। ভক্তি হইতে বাৎসল্য, বাৎসল্য হইতে দম্পতিপ্রেম,—এই ক্রমে ইহারা একটী হইতে অপরটী যেরূপ প্রেম বৃদ্ধি পক্ষে শ্রেষ্ঠতর, তদ্বিপরীত ক্রমে আবার উহাদিগের একটী হইতে অপরটী তদ্রূপ প্রেমের বিশুদ্ধি সাধন জন্য শ্রেষ্ঠতর। কৃতজ্ঞতা,

প্রেম বিশুদ্ধির উপায়।

করুণা, দয়া, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, সমতা, সহৃদয়তা, সহানুভূতি, নির্ব্বিশেষ কর্ত্তব্যপরায়ণতাদিতে স্বার্থভাবের হ্রাস বলিয়া বিশুদ্ধভাবের আধিক্য। শুদ্ধ ব্যষ্টি-প্রেম অভ্যাস বলে মানবোন্নতি সহজ সাধ্য নহে (৩১)।

মানবোন্নতি জন্য ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয় প্রেম প্রয়োজন।

ব্যষ্টি-প্রেম যতই বিশুদ্ধ হউক না কেন, তাহাতে ব্যষ্টি-ধর্ম্মের আত্যন্তিক অভাব অসম্ভব। ব্যষ্টি-ধর্ম্ম সঙ্কীর্ণ, পরিচ্ছিন্ন। ইহাতে স্বার্থপরতার আধিক্য। ইহাই আত্মপর ভেদ বুদ্ধির মূল, নানা পাপ, নানা অশান্তির কারণ। সমষ্টি-ধর্ম্ম তদ্বিপরীত, উদার, পরার্থ-পর। ইহাতে সমষ্টি একাত্মভাবের আধিক্য, ভেদ বুদ্ধিও তদাত্মক

(৩১) ব্যষ্টি প্রেমও যে বিশুদ্ধ হইতে পারে তাহার উদাহরণ আর্য্যশাস্ত্রোক্ত সতী-প্রেম। সতীর পতিতেই পূর্ণ আত্মসমর্পণ,—পতিই তাঁহার জ্ঞানানন্দেচ্ছা প্রকাশের পূর্ণ আশ্রয় স্থল। তিনি পূর্ণ পতিপ্রাণা,—পতিই তাঁহার "আমি" স্থানীয়। আপন শরীর ইন্দ্রিয় মন ইহার কিছুতেই তাঁহার স্বার্থ দৃষ্টি,—কিছুর সহিতই তাঁহার কাম সম্বন্ধ,—নাই। পতিসেবা, পতির তুষ্টি, পতির কার্য্য, জন্যই তৎসমস্ত সতত নিযুক্ত। পতির প্রয়োজন সাধনজন্যই তাঁহার নিকট এ সকলের প্রয়োজন। তাঁহার যে কাম-প্রবৃত্তি সে প্রবৃত্তিও কামজ নহে, পতি সেবারূপ কর্ত্তব্য জ্ঞানজ। তাহাতে কামভাবের লেশও নাই। তাঁহার প্রেম সর্ব্বস্বার্থ ও সর্ব্বকামভাব শূন্য। এরূপ নিষ্কাম প্রেম স্বামিরূপ ব্যষ্টি ব্যক্তিগত হইলেও সমষ্টি বিশ্বপ্রেম অপেক্ষা বেশী বই কিছুতেই কম বিশুদ্ধ নহে। অবশ্য এ উভয় প্রেমেরই আদর্শ ব্যক্তি একরূপ অদৃশ্য। তবে আত্মোন্নতির নিয়মের উপর লক্ষ্য করিলে, বিশ্ব প্রেমাপেক্ষা, সতী প্রেমেরই স্ফূর্ত্তির প্রগাঢ়তা ও পূর্ণতা লাভ অধিকতর সম্ভবপর। প্রেম যখন স্ফূর্ত্তিলাভের আধিক্যে মানবের স্বীয় স্বার্থ, স্বীয় কাম-রাজ্য, অতিক্রম করে, তখন তাহার জড় ব্যক্তি বা বিশ্ব যে আশ্রয়ই থাকুক না কেন, সে আশ্রয়জ জড় ধর্ম্ম নষ্ট করা মানবের পক্ষে অতি সহজ সাধ্য॥ ভক্তি দাস্য বাৎসল্য সখ্যভাবেও প্রেমের কাম-রাজ্য অতিক্রমণের উদাহরণ পুরাণাদিতে অনেক দৃষ্ট হয়। এরূপ হওয়া অযৌক্তিকও নহে। তবে প্রেমের এরূপ স্ফূর্ত্তির আধিক্যের দৃষ্টান্ত দুর্লভ। বিশেষতঃ এ সকলের সম্বন্ধ মুক্তি-বিজ্ঞানের সহিতই অধিক বলিয়া এ বিজ্ঞানে এ সকল বিষয় বিবৃত হইল না।

হিংসাদ্বেষাদি পাপাসক্তির খর্ব্বতা। সমষ্টি যত পূর্ণ হইবে ব্যষ্টি ধর্ম্মের তত হ্রাস হইবে, তদাশ্রিত প্রেম তত বিশুদ্ধ হইবে। স্বদেশানুরাগাদি সমষ্টি ধর্ম্মের বৃদ্ধি সহকারে সমষ্টি স্বার্থের উপর দৃষ্টি পড়ে, সমষ্টি আসক্তি উত্তেজিত হয়, সমষ্টি কর্ত্তব্য পরায়ণতার বৃদ্ধি হয়। আপন স্বার্থের সহিত দেশের ইষ্টের, দেশীয় সর্ব্বজনের স্বার্থের, যখন একত্ব-প্রত্যয় জন্মে, হিংসা, দ্বেষ, পরের অপকার, বিবাদ, কলহাদির আসক্তি তখন আপনা হইতেই শিথিল হয়। একত্ব প্রত্যয় যত প্রগাঢ় হয়, তদনুকূল আসক্তির তত বৃদ্ধি হয় এবং প্রতিকূল আসক্তির তত হ্রাস হয়। কাজেই সমষ্টি আসক্তির বৃদ্ধিদ্বারা মানবচিত্তের সঙ্কীর্ণতা ও তদাত্মক হিংসাদ্বেষ পরাপকার বৃত্তি নষ্ট হইয়া, মানবের পারিবারিক সামাজিকাদি সকল ব্যবহারেরই উন্নতি সাধিত হয়। মানব চিত্তে ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়বিধ আসক্তিই ন্যূনাধিকভাবে বিদ্যমান। ব্যক্তি বিশেষের ন্যায়, সমাজ দেশ ও বিশ্বের সহিতও আমাদিগের নানাবিষয়ক স্বার্থ সম্বন্ধ, নানাবিধ একত্ব। অতএব মানবোন্নতি পক্ষে ব্যষ্টি ব্যক্তিগত একাত্মকতা ও সমষ্টি সমাজগত একাত্মকতা, এ উভয় একাত্মকতা বৃদ্ধিরই প্রয়োজন। এ উভয় ধর্ম্ম পরিবৰ্দ্ধিত হইলে উহাদিগের পরস্পরের দোষের হ্রাস ও গুণের আধিক্য জন্মিবে। সহানুভূতি একাত্মকতাদি অনুরাগাত্মক ভাব উভয়েরই অনুকূল বলিয়া বাড়িবে, পরশ্রীকাতরতা পরহিংসাদি বিদ্বেষাত্মকভাব একের অনুকূল অপরের প্রতিকূল বলিয়া সেই প্রতিকূলাসক্তি দ্বারা প্রতিকৃত হইয়া কমিবে। এইরূপে এ উভয়বিধ প্রেমের বৃদ্ধিদ্বারা পাপাসক্তির হ্রাস ও প্রেমস্ফূর্ত্তির বৃদ্ধি হইয়া সংসার দিন দিন অধিকতর সুখের স্থান হইবে।

বিশ্ব-প্রেমে দেশ-প্রেমাপেক্ষা সমষ্টি ধর্ম্মের আধিক্য থাকিলেও চিত্তের জড়ত্ব হেতু আমাদিগের পক্ষে স্বদেশানুরাগ বৃদ্ধিকরা যেরূপ সহজ, বিশ্বানুরাগ তদ্রূপ নহে। স্বদেশের সহিত আমাদিগের নানাবিষয়ক একত্ব,

বহুবিধ স্বার্থ-সম্বন্ধ, স্বদেশের উপর আমাদিগের নানাপ্রকার কার্য্যকারিতার অবকাশ, কার্য্যফললাভের আশা।

বিশ্বপ্রেম ও স্বদেশ প্রেমের ফল পার্থক্য।

সুতরাং বিশ্ব-প্রেমাপেক্ষা স্বদেশ-প্রেম আমাদিগের অধিকতর হিতকর। তবে পারিবারিক প্রেমের বিশুদ্ধিজন্য যেরূপ স্বদেশানুরাগের প্রয়োজন, স্বদেশ-প্রেমের বিশুদ্ধিজন্য তদ্রূপ বিশ্বানুরাগের প্রয়োজন। বিশ্বের তুলনায় দেশ ও ব্যষ্টি, স্বদেশ-প্রেমেও আপেক্ষিক সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতাদি ব্যষ্টি-ধর্ম্ম বিদ্যমান। কাজেই ব্যষ্টিধর্ম্মই যখন চিত্তগত জড়ধর্ম্ম, তখন বিশ্বানুরাগাভ্যাসবলেই সে ধর্ম্মের নাশ ও চিত্তের প্রকৃত উদারতা সাধন সুসম্ভব। বিশ্বপ্রেমেই সমষ্টি ধর্ম্মের পূর্ণতা। গমনাগমন সুবিধা, সভ্যতা ও আত্মোন্নতি বলে এখন সমস্ত পৃথিবীর সহিতই দিন দিন আমাদিগের সংস্রব বাড়িতেছে। কাজেই পৃথ্বীব্যাপী প্রেমবৃদ্ধির অবকাশ এখন আমাদিগের যথেষ্ট হইয়াছে। পৃথিবীস্থ সকলস্থানের সহিতই আমরা এখন নানা সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। কাজেই এখন এ প্রেম উপেক্ষা করিলে অনেক সময়েই আমাদিগকে পাপাসক্তিতে নিপাতিত হইতে হইবে। চিত্তের সঙ্কীর্ণতা বর্দ্ধিত হইবে। অতএব মানবের প্রকৃত হিতপক্ষে এখন পারিবারিক সামাজিক ও বিশ্ব ইহার কোন প্রেম, কোন অনুরাগই, উপেক্ষণীয় নহে। বিশ্বানুরাগজ কর্ত্তব্যপরায়ণতার উপর দৃষ্টি রাখিয়া ন্যূনাধিকভাবে এ তিনের আশ্রয়েই প্রেমের পথে অগ্রসর হওয়া আমাদিগের কর্ত্তব্য। একাত্মকতা লাভ প্রেমের ফল। আত্মপ্রকাশের সহিত আত্মপ্রকাশের মিলন প্রেমের কার্য্য। জড়তা এ মিলনের বিরোধী। জড়তাই আত্মভাবের (প্রেমের) পরিচ্ছেদক, আত্মপরভেদ সংস্কারের উৎপাদক, সর্ব্বস্বার্থপরতা ও তজ্জাত বিদ্বেষ ভাবের কারণ। জড়তা কঠিন, নীরস। কাজেই ইহা প্রেমের রসঘ্ন। তোমার আত্মপ্রকাশ যখন সকল আত্মপ্রকাশের সহিত মিলিত হয় এবং মিলন

যখন নির্ব্বিশেষ হয়, তখন সকলের সহিত তোমার প্রকৃত একাত্মকতা লাভ হয়। তখনই তোমার প্রেম কৃত-কৃত্য, তোমার আত্মা শান্তিরস স্বরূপ পূর্ণানন্দ। সে আনন্দ অতুল। তখনই তোমার প্রকৃত বিশ্বৈকাত্মকতা সিদ্ধ। যখন তুমি প্রিয়ের স্বার্থ জন্য আপন স্বার্থ সম্পূর্ণ ত্যাগ করিবে, প্রিয়ের স্বার্থ যখন তোমার একমাত্র স্বার্থ হইবে, প্রিয়ই তোমার একমাত্র আনন্দ হইবে, প্রিয়তেই যখন তোমার পূর্ণ "আমি" জ্ঞান হইবে, তখনই তুমি তোমার প্রিয়ের সহিত একাত্মক হইবে। এইরূপে যখন তুমি শত্রু, মিত্র, সজাতি, বিজাতি, নীচ, প্রধান সর্ব্বমানব সর্ব্বজীবের সহিত একাত্মক হইবে,তখনই তোমার বিশ্বপ্রেমের পূর্ণফল লাভ হইবে। তখন আর প্রেমশিক্ষার জন্য তোমার পরিবার সমাজ বা বিশ্বের প্রয়োজন থাকিবে না। তোমার প্রেমের ভক্তি বাৎসল্যাদি ভাবভেদও থাকিবে না। তখন তুমি পূর্ণ নির্ব্বিশেষ একরসাত্মক পরমাত্ম-প্রেমের প্রকৃত অধিকারী হইবে। পরিবার সংসারাদি প্রেমের উত্তেজক বলিয়া, প্রেম বৃদ্ধির জন্য উহাদিগের অবলম্বন আবশ্যক। প্রেমাত্মক আনন্দ আত্মার ধর্ম্ম। যখন সে ধর্ম্ম তোমার লাভ হইবে তখন আর তোমার পক্ষে উত্তেজকের প্রয়োজন থাকিবে না।

প্রেমবলে একাত্মকতা।

তবে জ্ঞান ও ইচ্ছার সাহায্য ব্যতীত প্রেমের এরূপ বিকাশ, এরূপ উন্নতি সহজসাধ্য নহে। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে,জ্ঞান ও ইচ্ছা প্রেমের চক্ষু ও হস্তপদ স্থানীয়। জ্ঞানেচ্ছাবিরহিত আনন্দ অন্ধ ও পঙ্গু। সে আনন্দের পক্ষে হিতাহিত দর্শন ও পরিবর্ত্তন উভয়েই দুর্ল্লভ। যে মানবের জ্ঞানেচ্ছা দুর্ব্বল, তাহার প্রেমের কামাসক্তি, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র জড়ভাব, নষ্ট করা তাহার পক্ষে সহজসাধ্য নহে। জৈব-প্রেম চিন্তাশ্রিত

জ্ঞানেচ্ছার সহিত প্রেমের সম্বন্ধ। উহাদিগের স্বভাব ও প্রয়োজন।

বিধায় চিত্তগত কামাসক্তি,ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতার উপরই তাহার প্রথমদৃষ্টি। যাহার উপর তাহার দৃষ্টি. তাহাই তাহার নিকট আনন্দ, তাহাই তাহার নিকট রস এবং সেই রসোপলব্ধিতেই সে আত্মহারা, নিশ্চিন্ত। কাজেই

জ্ঞান উদাসীন উপলব্ধি স্বরূপ বলিয়া সর্ব্বজ্ঞ।

জ্ঞানেচ্ছার আশ্রয় ব্যতীত স্বতঃ তাহার পক্ষে রসান্তর গ্রহণ সহজসাধ্য নহে। জ্ঞানে রসাসক্তির খর্ব্বতা হেতু নির্ম্মল উপলব্ধিরই আধিক্য। এই কারণে জ্ঞান প্রেমাপেক্ষা অধিকতর অনাসক্ত,উদাসীন। এই উদাসীন উলব্ধি-স্বরূপতা জন্য,জ্ঞানের ত্রিকালজ্ঞতা,সর্ব্বদর্শিত্ব। ইহার বলেই জীব পরিণামদর্শী, হিতাহিত বোধে সমর্থ। ইচ্ছা আত্মার

ইচ্ছা উদাসীন নিয়মন শক্তি বলিয়া সর্ব্বশক্তিমূল। ইহার সর্ব্বশক্তিমত্তা।

নিয়মনশক্তি। সত্তাস্ফূর্ত্তিতেই ইহার প্রকাশ। ইহা জ্ঞানানন্দেরই আশ্রিত। তাহাদিগের আসক্তি অনাসক্তিতেই ইহার আসক্তি অনাসক্তি। স্বতঃ ইহার আসক্তি অনাসক্তি কিছুই নাই, ইহা পূর্ণ উদাসীন। এই কারণে ইচ্ছা সর্ব্বজড়শক্তির মূল। ইহার সর্ব্বশক্তিমত্তা। জ্ঞানানন্দ ইচ্ছাকে যেরূপ চালায়. ইচ্ছা সেইরূপই চলে। ইহা হইতে যেরূপ সত্তা, যেরূপ আসক্তির স্ফূর্ত্তি চায়, ইহা সেইরূপই দেয়। এই স্ফুর্ত্তিই জীবের ক্রিয়াশক্তি ইহাই সর্ব্বপরিবর্ত্তন, সর্ব্বসংশ্লেষণ বিশ্লেষণের কারণ। ইহার বলেই জৈব চিত্তের সর্ব্ব পরিবর্ত্তন, উন্নতি, অবনতি। ইহাই জীবের সর্ব্বোন্নতিসাধক প্রযত্ন, উদ্যোগ। আলস্য, নিদ্রা, তন্দ্রা, অনুদ্যমশীলতা ইহার বিপরীত জড়ধর্ম্ম। জড়ধর্ম্মই জীবের সর্ব্বপতনের কারণ, জৈব ইচ্ছার খর্ব্ব কারক। আনন্দ যেরূপ সর্ব্ব রস ও তদাত্মক সঙ্গ ও আসক্তি নিচয়ের মূল, জ্ঞান তদ্রূপ সর্ব্বোপলব্ধি সর্ব্ব ঔদাসীন্য ও তদাত্মক সর্ব্বদর্শনের মূল. এবং ইচ্ছা তদ্রূপ সর্ব্বস্ফূর্ত্তি, সর্ব্ব পরিবর্ত্তন ও তদাত্মক সর্ব্ব উদ্যোগ, চেষ্টা,প্রযত্নের মূল। কাজেই আনন্দ মানবের সর্ব্বাভীষ্টের আত্মাস্থানীয় হইলেও এ তিনের ক্রমোন্নতি বলেই

মানবোন্নতি সহজ সাধ্য। এইরূপে জ্ঞানেচ্ছার উন্নতিসহকারে বহুদর্শন হিতাহিতজ্ঞান উদাসীন প্রযত্নাদির আধিক্যে, প্রেম চিত্তধর্ম্মগত পরিচ্ছিন্ন সঙ্কীর্ণ জড় কামাসক্তি পরিত্যাগে, ক্রমে আত্ম ধর্ম্মগত অপরিচ্ছিন্ন উদার আত্মরতির পথে অগ্রসর হইবে ; এবং প্রেম যত নির্ম্মল উদারভাব পাইবে, জ্ঞানেচ্ছার লক্ষ্যও তত নির্ম্মল তত বহুব্যাপক হইবে। প্রেমই যখন জ্ঞানেচ্ছার লক্ষ্য এবং জ্ঞানেচ্ছা ও প্রেম যখন পরস্পর পরস্পরের আশ্রিত, তখন উহাদিগের একের উন্নতিতে অন্যের উন্নতি যুক্তিযুক্ত। এইরূপে প্রকৃত আত্মায় আত্মজ্ঞান এবং জড় শরীরেন্দ্রিয় প্রাণ ও অন্তঃকরণে, করণাদি জ্ঞান জন্মিয়া, মানবের সহৃদয়তা, শান্তি, উদারতা, সর্ব্বদর্শিতা, সমতা, প্রযত্ন, উদ্যমশীলতা, বল, বীর্য্য, শৌর্য্য, সাহস, সহিষ্ণুতা, কর্ত্তব্যপরায়ণাদি ক্রমেই বাড়িবে। এবং ক্রমোন্নতি বলে পরিশেষে প্রেম, জ্ঞান ও ইচ্ছা, চিত্তাশ্রয় ও তদাত্মক সর্ব্ববিধ ভক্তি বাৎসল্যাদি সবিশেষ ব্যষ্টিভাবভেদ সম্পূর্ণরূপে ছাড়িবে, ও আত্মাশ্রয় ও তদাত্মক পূর্ণ নির্ব্বিশেষ এক অদ্বিতীয় পরমাত্মত্ব লাভের প্রত্যাশী হইবে (৩২)।

জ্ঞানেচ্ছার উন্নতিতে প্রেমের কামভাবের ক্ষয়।

---

(৩২) এই আশা পূর্ণ হইলেই তিনি পূর্ণাদ্বৈত অনন্ত শান্তি রসের রসিক। জ্ঞানানন্দেচ্ছা এ তিনই তখন নির্ব্বিশেষভাবে পূর্ণ এবং পরস্পর পরস্পরের আশ্রয়ে সপ্রকাশ। আনন্দের বিষয় তখন জ্ঞানেচ্ছা ও জ্ঞানেচ্ছার আশ্রয় আনন্দ। এইরূপে উহারা সর্ব্বজড়পরিচ্ছিন্নভাববিরহিত হইলে পরস্পর পরস্পরের আশ্রয়ে একাত্মক ভাবে পূর্ণ সপ্রকাশ হয়। জড়তা তখন স্বীয় কার্য্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, মূল কারণ-ধর্ম্ম গ্রহণে, চৈতন্যের আশ্রয়ে পূর্ণলুপ্ত হয়। তাহার প্রকাশাপ্রকাশ তখন সম্পূর্ণরূপে তাঁহারই ইচ্ছাধীন। তিনিই আত্মা। তাঁহারই অপ্রকাশ ও প্রকাশক এই দ্বৈত ভাব। পূর্ণাদ্বৈত অবস্থায় তিনিই অদ্বৈত সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। ইহাই তাঁহার কার্য্যাকারণ ভাবের অতীত পূর্ণ নির্ব্বিশেষ অদ্বৈত শান্ত্যুপলব্ধি স্বরূপ। 'নিত্যোপলব্ধি

পূর্ব্বে মানবে ভালবাসা জড়পদার্থে ভালবাসা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলা হইয়াছে। জড় ভালবাসা যে সর্ব্বাবস্থায়ই নিগ্রাহ্য, এমত সে কথায় অভিপ্রেত নহে। জীবের যখন জড়াসক্তি বলেই আত্মাসক্তির উদ্গম, তখন জড়াসক্তির পূর্ণতাকালে, সেই আসক্তির উত্তেজনা ব্যতীত আত্মাসক্তি লাভের উপায়ন্তর নাই। এই কারণে মানবের যখন কেবল আপন শরীরমাত্র আসক্তির বিষয় এবং সেই আসক্তি চরিতার্থতাজন্যই সামান্য জড় জ্ঞানানন্দেচ্ছার পরিচালন, তখন সে আসক্তির বৃদ্ধি এবং সে আসক্তিচরিতার্থতার উপযোগী নানা জড় বিষয় প্রদানে সেই বিষয়নিচয়ে ঐ আসক্তির প্রসারণ, পরিবর্দ্ধন বলেই তাহার ক্রমোন্নতির আশা। কাজেই এ অবস্থায় জড়াসক্তির বৃদ্ধি পরম হিতকর। মঙ্গলময় নৈসর্গিক নিয়মের ইহাই ধর্ম্ম। এই জড়াসক্তিরই নাম ভোগাসক্তি। ইহার বিষয় ভোগ্য বিষয়। সেই বিষয়ের উপভোগ, তাহার সঙ্গ করণ, হইতেই জড় সুখের উৎপত্তি। এ সুখ সততই সংস্কারাশ্রিত ও বিষয়াপেক্ষী, বিষয় শক্তিদ্বারা আসক্ত, বিষয় ভাবে ভাবিত, বিষয়ের ভালমন্দ গুণে গুণান্বিত, তাহার সঙ্কীর্ণ, পরিচ্ছিন্ন স্বভাবজন্য সঙ্কীর্ণ পরিচ্ছিন্ন। এই জড়ভাবাপন্ন আনন্দই কাম। ইহার আসক্তি কামাসক্তি। এই আসক্তির উৎপাদক যে কাম-দৃষ্টি, ইহার চরিতার্থতাসাধক যে কাম-প্রবৃত্তি, সে দৃষ্টি ও প্রবৃত্তি, হিতাহিত বা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানেচ্ছা জন্য নহে। প্রকৃত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান, কর্ত্তব্যপরায়ণতা এখনও মানবের অপরিচিত। মানবের জ্ঞান আনন্দ ও ইচ্ছা—এ তিনই এখন জড়ভাবে ভাবিত, কামাসক্তির আশ্রিত। জড়তা ও জ্ঞানানন্দেচ্ছা এই উভয়ের মিলনে,—অবরোধক ও

আত্মোন্নতি জন্য জড়াসক্তির প্রয়োজন

স্বরূপত্বাৎ'—শারীরক ২।৩।৪০। 'মাত্মদ্বৈতে সুখং কিন্তু সুখংদ্বৈতমেবহি।'—পঞ্চদশী ১১।১৩। কারণভাবে তিনিই পরমেশ্বর। কার্য্যভাবে তিনিই বিশ্ব।

প্রকাশক এই শক্তিদ্বয়ের সংযোগে,—ইন্ধনাগ্নি সংযোগের ন্যায়, কামাসক্তি সততই প্রজ্বলিত, সততই চঞ্চল। জড় ইন্ধন দহনজন্য অগ্নির প্রজ্বলন যেরূপ অবশ্যম্ভাবী ও প্রয়োজনীয়, জ্ঞানানন্দেচ্ছার জড়ভাব নাশজন্যও এ প্রজ্বলন তদ্রূপ অবশ্যম্ভাবী ও হিতকর। অগ্নি-জ্বালার জলদগ্নি শিখা ও ধূম এই দ্বিবিধ প্রকাশের ন্যায়. কামজ্বালারও জড়াংশ ও আত্মাংশের প্রকাশ তারতম্যে, রাগ দ্বেষ, উদ্যোগ, আলস্য, জ্ঞান মোহাত্মক, পরস্পর বিরুদ্ধ, দ্বিবিধ প্রকাশ। এইরূপে কাম জ্বালার ভালবাসা, মন্দবাসা, হিংসা সাহস ভীরুতা, জ্ঞানভ্রান্তি, প্রযত্ন আলস্য, নিদ্রাতন্দ্রাদি নানাভাব বিকার। চাঞ্চল্যের প্রাধান্যে এখন সমতা, সহিষ্ণুতা, শান্তি, মানবের একরূপ অস্বাভাবিক। লৌকিক ভাষায় এই কামাসক্তিরই নাম মায়া (৩৩)। এই মায়াই এখন মানবের

---

(৩৩) এ লৌকিক মায়ায়, জড় ও চৈতন্য, উভয়ই বিদ্যমান। ইহার যে জড়াংশ বেদান্ত মতে, তাহাই প্রকৃত জগচ্ছক্তিরূপিণী জড়া মায়া বা প্রকৃতি। বীজ হইতে বৃক্ষের ন্যায়. এই প্রকৃতি হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি। তত্ত্বতঃ প্রকৃতি কেবল নাম রূপাত্মক আকারাদি ধারণের প্রবণতা বা আসক্তি স্বরূপ শক্তি মাত্র। ইহাতে বস্তু-সত্তার পূর্ণাভাব। আত্মা-স্বরূপ পরমেশ্বর স্বয়ং স্বীয় নির্ব্বিশেষ সত্তাকে, জড়াসক্তি বলে. নিয়মিত করিয়া, জগদ্বীজের সৃষ্টি করিয়াছেন। কাজেই ঐ বীজে আত্মা ও জড় এ উভয় ধর্ম্মই নিত্য বিদ্যমান এবং উহার যে ভেদাত্মক আকার ও প্রকাশ তাহাই মাত্র প্রাকৃতিক। উহার যে প্রকৃত বস্তু-সত্তা তাহা আত্মিক। মানব, জ্ঞানস্বরূপ স্বীয় কর্ম্মদ্বারা, জগৎ হইতে এই প্রাকৃতিক আসক্তি সংগ্রহ, ও কর্ম্ম-ফলরূপে আপন অন্তঃকরণে সঞ্চয় করে। তবে ইহার সঞ্চয় সম্বন্ধে সে যেরূপ স্বাধীন, বেদান্তমতে ইহার ভোগ সম্বন্ধে তদ্রূপ নহে। ভোগ. বিষয়ে সে ঈশ্বরা-ধীন জীবের চিত্তাশ্রিত জড়াংশের তারতম্যজন্য ইহার নানা ভাব প্রকাশ ও শক্তিভেদ। ইহার এই ভেদ বিশেষেরই নাম কাম বা মায়া। কাজেই অজ্ঞান-তার আশ্রয়ে মানব কাম (মায়া) রাজ্যের অধীনাবস্থায় এ কামকে যেরূপ হিতাহিত জ্ঞানবিরহিত দেখে, প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা তদ্রূপ নহে। ঈশ্বরের নৈসর্গিক

জ্ঞানানন্দেচ্ছাস্থানীয়। কাজেই ইহার সাহায্যেই যখন তাহার বিশুদ্ধ জ্ঞানানন্দ ইচ্ছা লাভের আশা, তখন নিয়মিতরূপে উত্তেজক বিষয় প্রদানে ইহার স্ফূর্ত্তিবৃদ্ধি তাহার পক্ষে হিতকর। স্ফূর্ত্তি যত বাড়ে,

---

নিয়মে নিয়মিত বলিয়া সতর্কতার সহিত ইহার অনুসরণ করিলে, এ কামজ আসক্তি সততই জীবের মঙ্গলদায়ক।

এই নিয়মনের উপর লক্ষ্য করিয়াই পাশ্চাত্য নীতি-বিজ্ঞানে বিবেক (Intuition) বাদের উৎপত্তি। ইহা মানব চিত্তে সততই বিদ্যমান। তবে ইহার প্রকাশ সর্ব্বাবস্থায় তুল্য নহে এবং চিত্তের মূঢ় ও কামিক অবস্থায় জীব ইহার প্রকৃত জ্ঞানস্বরূপতা উপলব্ধি করিতেও অক্ষম। ইহা তখন তাহার নিকট একটী জড় আসক্তি (মায়া) বলিয়াই পরিচিত। ইহার বলেই হিংসা স্বরূপিণী সিংহী আপন শাবককে নিরাশ্রয়কালে প্রতিপালন করিয়া স্বাধীন হইলে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করে। ইহার বলেই মূঢ় ব্যক্তির হিতকর অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য বিষয়ে অন্ধ আসক্তি॥ আত্মার আনন্দ স্বভাব, কর্ত্তব্য পরায়ণতা, পরার্থ-পরতা, পরের আনন্দোৎপাদনাদি প্রবৃত্তির উপর লক্ষ্য করিলে পাশ্চাত্য আনন্দাধিক্যবাদ (Utilitarian View) সঙ্গত বোধ হইবে। মানবের সংস্কারজ ভাবের ক্রমবিশুদ্ধির নিয়মের উপর লক্ষ্য করিলে, পাশ্চাত্য ভাবোন্নতি বাদ (Idealistic View) এবং যান্ত্রিক ও জীব জগতের সাধারণ ক্রমোন্নতির উপর লক্ষ্য করিলে, পাশ্চাত্য ক্রমোন্নতি (Evolution) বাদের যাথার্থ্য বোধগম্য হইবে। আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রেমের সমষ্টি উন্নতির ও তৎফল সম্বন্ধে যাহা দেখিয়াছি তদ্দৃষ্টে পাশ্চাত্য সমাজাত্ম (Social-Self) বাদ ও বিশ্বাত্ম (Cosmic-Self) বাদেরও প্রকৃত ভিত্তি ও সারত্ব হৃদয়ঙ্গম হইবে।

এ সকল বাদের যাঁহারা প্রবর্ত্তক তাঁহারা সকলেই মনস্বী পুরুষ। সকলেরই আত্মধর্ম্ম প্রবল। কাজেই তাঁহারা যে যে চিত্তগত ভাবের উপর লক্ষ্য করিয়া আপন আপন বাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কোন ভাবই মিথ্যা হওয়া সুসম্ভব নহে। তবে মানব যতই চিত্তোন্নতি লাভ করুন্ না কেন, চিত্তগত জড় সংস্কারের সাহায্য ব্যতীত তাঁহার কোন উপলব্ধিই সুসম্ভব নহে। কাজেই তাঁহার ভাবোপলব্ধি, তাঁহার লক্ষ্য, প্রকৃত হইলেও যে, তাহাতে একদেশাত্মক সঙ্কীর্ণতা থাকিতে পারে, সকল ভাবের উপর তুল্যরূপে তাঁহার যে দৃষ্টি না পড়িতে পারে এবং সকল মনস্বীর চিত্তে যে

ইহার আশ্রিত জড়তা তত অন্তর্হিত হয়। এইরূপে যখন ভালবাসার প্রকৃত আনন্দ স্বভাব কতক প্রকাশ হয়, তখন ভালবাসার উপর আবার মানবের কামদৃষ্টি পড়ে। অন্য দ্রব্যের ন্যায় ভালবাসাও তাহার ভোগাসক্তির বিষয় হয়। ভালবাসার ভাব যখন তাহার মনে উদয় হয়, তখনই তাহার সুখ জ্ঞান জন্মে। এইরূপে ভালবাসা-লাভে তাহার বাসনা জন্মে। মানবব্যতীত জড় দ্রব্য হইতে ভালবাসা অপ্রাপ্য বলিয়া, ভালবাসা লাভ ও অন্যান্য নানা কারণে, অন্য মানবে তাহার প্রয়োজন-দৃষ্টি পড়ে। এইরূপে মানব এখন তাহার নূতন আসক্তির বিষয় হয়। যে ব্যক্তি আসক্তির বিষয় হয়, সে ব্যক্তি হইতে ভালবাসা বা অন্য প্রয়োজনীয় লাভ না হইলেও, এ আসক্তির ক্রম বৃদ্ধিতে, তাহাকে ভালবাসিতে প্রবৃত্তি জন্মে। এইরূপে এ ভালবাসা যত সবল হয়, ইহার সঙ্কীর্ণ স্বার্থ-দৃষ্টি, ভোগাসক্তি (সুখভাব) তত অপগত হয়। ক্রমে ইহা বিশুদ্ধ প্রেমভাবে সপ্রকাশ হয়। প্রেম স্বয়ং নিঃস্বার্থ।

ভোগ হইতে প্রেমের উৎপত্তি।

ইহার পাত্রের স্বার্থেই ইহার স্বার্থজ্ঞান বলিয়া ইহা পূর্ণ পরার্থপর। ভোক্তার স্বীয় স্বার্থে স্বার্থ-জ্ঞান-জন্য সুখ স্বার্থপর। প্রেমের দৃষ্টি অন্যের আনন্দ-বর্দ্ধনে, সুখের দৃষ্টি আপন আনন্দবর্দ্ধনে। প্রেম স্বার্থভাবের বিনাশক, একাত্মকতার পরিবর্দ্ধক। সুখ স্বার্থ-ভাবের পরিবর্দ্ধক, একাত্মকতার বিনাশক। আস্বাদনের উপর ভোগের দৃষ্টি বলিয়া ভোগ-সুখ সঙ্কীর্ণ। অধীনতা, লজ্জা, ভয়, শোক, তাপ, আলস্য, তন্দ্রাদি প্রকৃতি-স্বভাবের পরিবর্দ্ধক। প্রকাশ, বলবীর্য্য, সাহস, স্বাধীনতা, উদ্যোগ, চেষ্টা, প্রযত্নশীলতাদি পুরুষ-স্বভাবের স্ফূর্ত্তিবর্দ্ধক ও প্রকৃতি-স্বভাবের খর্ব্ব-

প্রেম সুখাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

সতত সকল ভাবের পূর্ণস্ফূর্ত্তি না হইতে পারে,—এ কথা স্বীকার করা অযৌক্তিক নহে। এ সকল মতের বিচার এ বিজ্ঞানের বিষয় নহে।

কারক। প্রিয় ব্যক্তির আনন্দ-বৃদ্ধির উপর দৃষ্টি ও স্বার্থশূন্য বলিয়া প্রেম উদার, প্রকাশস্বভাব ও সাহস বল-বীর্য্যাদি পুরুষধর্ম্মের পরিবর্দ্ধক। প্রেমের যে সঙ্কীর্ণতা, সে প্রকৃতিধর্ম্ম, তাহা ইহার স্বভাবজ ধর্ম্ম নহে। তাহা প্রেমাশ্রিত মানবচিত্তগত জড়াসক্তির ধর্ম্ম। মানব চিত্তাশ্রিত বলিয়াই চিত্তগত জড়াসক্তির সাহায্য ব্যতীত, সে প্রেমলাভ বা প্রেমবৃদ্ধি করিতে অক্ষম। কাজেই চিত্তাশ্রয় কালে এ আসক্তিজাত সঙ্কীর্ণতা তাহার প্রেমে অবশ্যম্ভাবী (৩৪)। তবে ভোগাত্মক এ আসক্তির উপর দৃষ্টির হ্রাস ও প্রেমের উপর দৃষ্টি বৃদ্ধি করিয়া প্রেম-প্রকাশ যত বাড়াইবে, যত প্রগাঢ় করিবে, তদাশ্রিত এ আসক্তি তত হ্রাস পাইবে, নিঃস্বার্থ-প্রেম তত বাড়িবে †। যাহা আমরা ভালবাসি, যাহাতে আমাদিগের আসক্তি, তাহারই সহিত আমরা মিলিতে (এক হইতে) চাহি বলিয়া জড় পরিণতিই জড় সঙ্গাত্মক সুখের চরম ফল এবং আত্মপরিণতিই আত্ম সঙ্গাত্মক প্রেমের চরম ফল। এই কারণে আনন্দের এ উভয় প্রকাশ পরস্পর বিরুদ্ধ। প্রেম প্রকাশ যত বৃদ্ধি পায়, সুখ প্রকাশ, ভোগাসক্তি, তত হ্রাস হয়। সুখ মানবের বন্ধনের, প্রেম তাহার মুক্তির, হেতু। এ বিষয় পরে বিবৃত হইবে।

প্রেমাসক্তি জীবের কল্যাণ বর্দ্ধক বলিয়া প্রেমস্ফূর্ত্তির উদ্গমের

---

(৩৪) পরমেশ্বররূপ নির্ব্বিশেষ আত্মাশ্রয়েই কেবল ইহার জড়াশ্রয়ের পূর্ণ মুক্তি সম্ভব। পরমেশ্বরেই ইহা পূর্ণ নির্ব্বিশেষ পূর্ণ স্বভাবে সপ্রকাশ। সেই প্রেমই প্রকৃত সঙ্কোচভাব বিরহিত নির্ব্বিশেষ প্রেম। সেই প্রেমই প্রকৃত নির্ভয়প্রদ। শ্রুতি বলেন "যদাহেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি। যদা হেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতি।" তৈত্তিরীয় ২।৭।

† পুরাণোক্ত সতীদাস্যাদি প্রেম ইহার উদাহরণ স্থানীয়। ৩১ নোট দ্রষ্টব্য।

পর, প্রেমে আসক্তির বৃদ্ধি ও সুখে আসক্তির হ্রাস করা মানবের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। কাজেই তখন জড়পদার্থের সহিত ভালবাসা সম্বন্ধের হ্রাস ও মানবে ভালবাসার বৃদ্ধি করা জীবের হিতকর। কামাসক্তিরূপিণী মায়ায় প্রেমের ন্যায় কর্ত্তব্য-জ্ঞানেচ্ছাও লুক্কায়িত বিধায় এখন জড়তার হ্রাসে এ মায়া হইতে প্রেমের ন্যায়,—জ্ঞানেচ্ছাও সপ্রকাশ। এবং আমরা যখন সতত সর্ব্ববিষয়ে জড় শরীরেন্দ্রিয়ান্তঃকরণের অপেক্ষী, তখন তাহাদিগের সংরক্ষণাদি জন্য জড়ের প্রয়োজন আমাদিগের সততই থাকিবে। বরং ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে মানবের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে-এ প্রয়োজন ক্রমেই বাড়িবে। কাজেই জড়ের সহিত এখন ভোগ-সম্বন্ধ হ্রাস করিলে, প্রয়োজন-জ্ঞানসম্বন্ধ আর হ্রাস হইবে না, বরং বৃদ্ধিই পাইবে। পূর্ব্বে আমরা ভোগাত্মক মায়াবলে যেরূপ জড় বিষয়ের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, মিতব্যয়, করিতাম, এখন প্রয়োজনজ্ঞানজ প্রবৃত্তি বলে তদ্রূপ করিব। এই প্রয়োজনজ্ঞানের নাম কর্ত্তব্যজ্ঞান এবং তদাত্মক্ প্রবৃত্তির নাম কর্ত্তব্যপরায়ণতা। অতএব জড়ের সহিত ভোগ সম্বন্ধ (৩৫) ত্যাগ করিলে এখন জ্ঞান, আনন্দ ও ইচ্ছা এ তিনেরই স্ফূর্ত্তি বাড়িবে, তিনই বিশুদ্ধ হইবে। আনন্দের

প্রেম বৃদ্ধির ফল।

জড়েভোগ-সম্বন্ধের হ্রাস ও প্রয়োজন-জ্ঞান-সম্বন্ধ বৃদ্ধির ফল।

---

(৩৫) বেদান্ত মতে জড় ভোগাসক্তি জীবের পতনের কারণ। ইহার ভাবাভাব জন্য জীবেশ্বরের প্রভেদ। ইহার ভাবে আত্মার জীবত্ব। ইহার আত্যন্তিক অভাবে ঈশ্বরত্ব। তখনই আত্মার পূর্ণৈশ্বর্য্য। "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥" দুই পরস্পর সংযুক্ত সখ্যভাবাপন্ন পক্ষী এক (শরীর) বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া আছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন মিষ্ট ফল ভক্ষণ করেন, অন্য জন না খাইয়া (কেবল) দর্শন করেন। শ্বেতাশ্বতর ৪।৬। "কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো

জড় বিষয়াশ্রয় ত্যাগে সঙ্কীর্ণ সুখ পরিণতির ক্রম হ্রাস ও জীবাশ্রয় গ্রহণে উদার প্রেম পরিণতির ক্রমবৃদ্ধি হইবে। এবং জড়ের সহিত ভোগাসক্তিত্যাগে কর্ত্তব্যজ্ঞান, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, অনাসক্ত ভাবে জ্ঞান ও প্রযত্ন পরিচালন সামর্থ্যও ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইবে। জড় ভোগাসক্তিই জীবের সর্ব্ব অনাত্মক বিদ্বেষ ভাবাদির প্রকৃত উৎপাদক। কাজেই তাহার হ্রাসে মানবগণের পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব-ভঙ্গের কারণ হ্রাস হইয়া জৈবপ্রেম আরও সবল হইবে। এইরূপে প্রয়োজন সাধনও পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নতি লাভ করিবে। এবং মানবের কামাসক্তি ক্রমেই শিথিল হইয়া মানব কামরাজ্যের অধিকার হইতে ক্রমে জ্ঞানরাজ্যের পথে অগ্রসর হইবে। জড়প্রয়োজনের আধিক্য জীবের বন্ধনের কারণ না হইয়া তাহার ক্রম মুক্তির কারণ হইবে। ইহাই প্রবৃত্তিজ ক্রমোন্নতি লাভের প্রকৃত পন্থা। এখন মানবের জ্ঞানানন্দেচ্ছার প্রচণ্ড প্রজ্বলনাত্মক্ কাম-ভাবের হ্রাসে তদাত্মক ক্রোধ হিংসা লোভ মোহাদির খর্ব্বতা জন্মিবে। পাপাদিতে অনাসক্তি ও অহিত-নিরাকরণ-প্রবৃত্তি এখন পূর্ব্বের ন্যায় প্রচণ্ড ক্রোধ হিংসাদ্বেষাদিরূপ কামজ প্রকাশের কারণ হইবে না। ইহা ক্রমে উদাসীন জ্ঞানজ কর্ত্তব্যপরায়ণতায় পরিণত হইবে। অহিতকরণজন্য অহিত-কারীর শাস্তি প্রদান কর্ত্তব্য হইলেও তাহার সহিত স্বজাতিসম্বন্ধ ও তজ্জাত অন্য কর্ত্তব্যব্যবহারের অভাব হইবে না। জীবের সহিত একাত্মক প্রেম ও জড়ের সহিত উদাসীন জ্ঞান সম্বন্ধের বৃদ্ধিসহকারে এখন সর্ব্বজীবে প্রেমাত্মক স্বজাতি ভাব ক্রমেই পরিপুষ্ট হইবে। আমরা অহিতকারী প্রিয় ভ্রাতাকে যে ভাবে দণ্ড প্রদান করি, অহিতকারী অন্য জীবও আমাদিগের নিকট তদ্রূপ ভাবে দণ্ডার্হ হইবে। স্বাধীনতা,

নির্গুণশ্চ।" ঈশ্বর কর্ম্মাধ্যক্ষ, সর্ব্বভূতস্থিত সাক্ষী চেতয়িতা সত্তান্তর নিরপেক্ষ ও নির্গুণ। শ্বেতাশ্বতর। ৬।১১।

সমতা, সহৃদয়তা, সহিষ্ণুতা. উদারতা, দয়া, ক্ষমা, পরোপকার, তত্ত্বজ্ঞান, সাহস, বল, বীর্য্য, শৌর্য্য, উদ্যমশীলতাদি এখন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইবে।

ঈশ্বর-প্রেম, ঈশ্বরানুধ্যান।

ঈশ্বরানুধ্যান ও ঈশ্বরপ্রেম নির্ব্বিশেষ জ্ঞানানন্দ লাভের প্রধানতম উপায়। তিনিই যখন জড়লেশ বিবর্জ্জিত নির্ব্বিশেষ বিশুদ্ধ জ্ঞানানন্দের স্বরূপ, তখন তাঁহাতে চিত্ত সংযোগ, তাঁহাকে আপন করিবার প্রয়াস, করিলে সাধকের জ্ঞানানন্দে সেই নির্ব্বিশেষ ভাবের বৃদ্ধি কেন না হইবে? আবার তিনিই আমাদিগের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়াদি সর্ব্বকল্যাণের কারণ (৩৬)। এবং তিনিই আমাদিগের আপনারও সর্ব্বপ্রিয়জনের আত্মা, পূর্ণ বিশ্বের আত্মা, তাঁহার সহিত আমাদিগের এ সম্বন্ধের উপলব্ধি বলে, তাঁহার সহিত একাত্মকতায় আমাদিগের পূর্ণ স্বার্থ, পূর্ণ শান্তি। কাজেই তাঁহার আশ্রয়ে জ্ঞানানন্দের বৃদ্ধি ও বিশুদ্ধি এ উভয়ই সাধিত হয়।

অনধিকারীর পক্ষে নির্ব্বিশেষ ঈশ্বর সেবা অহিতকর।

তবে তাঁহার সেই নির্ব্বিশেষ স্বরূপ জড় চিত্তের অগৃহ্য, আত্মপ্রকাশবলেই উপলব্ধির যোগ্য। কাজেই সে প্রকাশ লাভের পূর্ব্বে, মানব তাঁহাকে স্বীয় চিত্তে ধারণা করিতে অক্ষম। চিত্তে ধারণা করিতে না পারিলেই বা সে তাঁহার অস্তিত্ব কিরূপে স্বীকার করিতে পারে? যাহা একেবারে না জানি, না বুঝি, তাহা মানা একরূপ অস্বাভাবিক। এবং না জানিয়া না মানিয়া কাহাকে প্রেমা-

(৩৬) তাঁহার বিশেষানুগ্রহ জন্যই হউক বা তদনুধ্যানজাত উন্নত আত্মশক্তিলাভবলেই হউক, ভক্তের যে আরও নানা সাময়িক মঙ্গল সাধিত হয়,—এ কথাও তাঁহার সাধকগণ অস্বীকার করেন না। তবে উন্নত চিত্ত ব্যক্তির এরূপ সাময়িক মঙ্গলের উপর আসক্তি কম।

নুধ্যানের বিষয় করা আরও দুরূহ। কাজেই চিত্তের জড় সঙ্কীর্ণাবস্থায় এ প্রেমানুধ্যান অসম্ভব। আবার স্বয়ং একেবারে না জানিয়া, না বুঝিয়া শুদ্ধ অন্যের বাক্যে বা সাম্প্রদায়িক আকর্ষণে, বিশ্বাস বলে মানিয়া তাঁহাকে প্রেমের বিষয় করিতে চেষ্টা করিলেও অনেক সময়ে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া, সে চেষ্টা নানা অমঙ্গলের কারণ হয়। নির্ব্বিশেষ ঈশ্বরবাদিগণের মধ্যে যে সম্প্রদায়ানুরাগ, ভেদজ্ঞান ও তজ্জাত বিবাদ বিসম্বাদাদি বিদ্বেষ ভাব, পাপাসক্তি, পাপাচরণ,—এতৎসমস্ত ইহার উদাহরণ। অবশ্য এ দোষ নির্ব্বিশেষ ঈশ্বরবাদের নহে। সে বাদ পূর্ণ নির্দ্দোষ। এ দোষ সাধকের স্বীয় সঙ্কীর্ণ জড়চিত্তধর্ম্মের। মানব যখন পূর্ণ চিত্তাশ্রিত; চিত্তবৃত্তি, চিত্তভাব, চিত্তাসক্তির সাহায্যেই যখন তাহার জ্ঞানানন্দইচ্ছার প্রকাশ ও উপলব্ধি; এই চিত্তবৃত্তিই যখন তাঁহার প্রকৃত জ্ঞেয়; চিত্তভাবই প্রকৃত ভোগ্য, ও চিত্তাসক্তিই প্রকৃত ঈপ্সিত; তখন তাহার চিত্তের উন্নতি অবনতির সহিত তাহার ঈশ্বরোপলব্ধির উন্নতি অবনতি কেন না হইবে? এই কারণে তাহার স্বীয় চিত্তে যখন জড় ধর্ম্মের আধিক্য, তাহার আরাধ্য ঈশ্বরও তখন তদনুরূপ। প্রকৃততঃ ঈশ্বর সর্ব্ব জড়-লেশ-বিবর্জ্জিত নিত্য নির্ব্বিশেষ আত্মা হইলেও, এরূপ ভক্তের নিকট তিনি তাহার স্বীয় সঙ্কীর্ণ সংস্কার-গঠিত। তিনি স্বয়ং সর্ব্বনামরূপ, সর্ব্বগুণের অতীত হইলেও, এরূপ ভক্তের নিকট তাহার চিত্তাসক্তির অনুরূপ নামরূপগুণের দ্বারা বিশিষ্ট। সে তাঁহাকে যে নামে যে সম্প্রদায়মতে মানে, সেই নামে সেই মতের সহিত, সে তাঁহাকে এক করিয়াই জানে। চিত্তগত জড়ধর্ম্মে তাহার আপনার যেরূপ আত্মপর-ভেদ-জ্ঞান, তাহার ঈশ্বরকেও সে কার্য্যতঃ তদ্রূপ করিয়া তোলে এবং তাঁহার নামে তাঁহার অন্য ভক্ত সম্প্রদায়ের বিদ্বেষী হয়। এমন কি সর্ব্বজীব যে তাঁহার একাত্মক প্রিয় সন্তান, তাঁহার পূর্ণাশ্রিত,—সে ধারণা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার ভক্তি

বলে স্বীয় চিত্তগত পাপাসক্তি আরও উত্তেজিত করিয়া, তাঁহারই নামে, তাঁহার প্রিয় সন্তানগণকে, হিংসাদ্বেষ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। নির্ব্বিশেষ আত্মপ্রেম বৃদ্ধিদ্বারা আত্মপরভেদাত্মক সঙ্কীর্ণ চিত্তসংস্কার নষ্ট হইয়া, চিত্তে পূর্ণ একাত্মক উদার ভাবের বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, ঈদৃশ লোকের ঈশ্বরানুরাগ, ভেদ-বুদ্ধি আরও বৃদ্ধি করিয়া, অসহিষ্ণুতা ও তজ্জাত বিদ্বেষাদি নানা পাপ প্রবৃত্তি উত্তেজিত করে।

কুসংস্কার সর্ব্ববিষয়েই অহিতকর। তবে ধর্ম্মের আশ্রয়ে ইহার অহিতকারিত্বের পরিচয় সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ। ধর্ম্ম-প্রিয় ব্যক্তির নিকট ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আসক্তির বিষয়। অনন্ত 'ফলদ' ধর্ম্মের নিকট স্বীয় বা অন্য ব্যক্তির ক্ষণভঙ্গুর শরীর পর্য্যন্তও তাহার নিকট নগণ্য। কাজেই যে কুসংস্কারজ কর্ত্তব্য-জ্ঞান এরূপ আসক্তির উত্তেজনা পায় তদ্দ্বারা তাহার অভীষ্ট ভালই হউক আর মন্দই হউক, অবশ্যই সাধিত হয়। এই কারণে কখন কখন ঈশ্বরবাদী অপেক্ষা নাস্তিক ব্যক্তিকেই প্রকৃত আত্মধর্ম্ম পথে অধিক অগ্রসর, উদার, সহৃদয় হইতে দেখা যায় (৩৭)।

ধর্ম্মসম্প্রদায়ানুরাগ জড়াত্মক বিধায় নির্ব্বিশেষ ঈশ্বরানুরাগের বিরোধী। যে উদারচেতা ব্যক্তির চিত্ত হইতে, আপন ও পরিবারাদি-সম্বন্ধীয় স্বার্থপরতা অপগত, স্বদেশানুরাগেও সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা দেখেন

---

(৩৭) বেদান্তমতে অনাত্মে আত্মজ্ঞানের নাম যেরূপ অবিদ্যা, প্রকৃত আত্মায় আত্মজ্ঞানের নাম তদ্রূপ বিদ্যা। অবিদ্যাত্মক সংসার ধর্ম্ম আচরণদ্বারা চিত্তাশ্রিত মৃত্যুর (পাপাসক্তির) হস্ত হইতে মুক্ত না হইয়া বিদ্যার আশ্রয়ে অমৃতত্ব লাভ জীবের অসম্ভব। সে চেষ্টা জীবের বিশেষ অমঙ্গলেরও কারণ। "অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে। ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥ ৯॥ বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ। অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥ ১১।—ঈশশ্রুতি।

বলিয়া যিনি স্বদেশানুরাগেও অনাসক্ত, এই সম্প্রদায়ানুরাগ তাঁহার পরমারাধ্য ঈশ্বরানুরাগের আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হইয়া, তদ্বলে তাঁহার চিত্তের অনিঃশেষিত সূক্ষ্মতম জড়াভিমানের সূত্রগ্রহণে সপ্রকাশ হইয়া, তাঁহাদ্বারাও স্বীয় পাপোদ্দেশ্য সাধন করিতে, তাঁহার চিত্তেও প্রগাঢ় হিংসা প্রবৃত্তি উৎপাদন করিতে, সক্ষম।

ধর্ম্ম সম্প্রদায়ানুরাগের কুফল।

হিংসা জগতের সর্ব্বানর্থের মূল। সংসারের যত কিছু ভীষণ পাপাভিনয়, এই হিংসাসক্তিই তৎসমস্তের প্রকৃত অভিনেতা। অহিংসাই পরম ধর্ম্ম। এক হিংসা ত্যাগ করিতে পারিলেই আত্মোন্নতির সর্ব্বপ্রধান রিপুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ হইল। ইহাকে চিত্তে কদাচ স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। জ্ঞানাগ্নিদ্বারা সততই চিত্ত হইতে ইহার বীজ দগ্ধ করা কর্ত্তব্য। মহাপাপীও কদাচ হিংসার পাত্র নহে। কারণ যে পাপ নিরাকরণজন্য তুমি হিংসাকে আপন চিত্তে আশ্রয় দিবে, ইহা কালে পুনরায় তোমাকেই সেই পাপ অথবা ততোধিক পাপের অভিনায়ক করিবে। হিংসাই জড় দোষের একরূপ শেষ সীমা।

হিংসা সর্ব্ব পাপের মূল।

কামরাগ প্রেমের জড়াশ্রিত পরিচ্ছিন্ন প্রকাশ। ইহাদিগের যে নির্ব্বিশেষ ভালবাসা অংশ, সে অংশটী প্রেমাত্মক। ইহাদিগের যে সঙ্কীর্ণ পরিচ্ছিন্নতার উপর আসক্তি,—যে আসক্তির বলে ইহারা আপন পরিচ্ছিন্ন আশ্রয় লইয়াই স্থির থাকিতে চাহে, এবং সে আশ্রয় ত্যাগ করিতে চাহে না—সেই আসক্তিই জড়াত্মক। এই জড়তাগুণেই প্রেম ব্যক্তি বা বস্তুবিশেষের আশ্রিত। এই বস্তু বা ব্যক্তিবিশেষের আশ্রয়জন্যই প্রেমের কামরাগ ভাব। নচেৎ জড়ধর্ম্ম যদি প্রেমকে আশ্রয় করিতে না পারিত তবে, প্রেমের এই ব্যষ্টি ব্যক্তি

আনন্দাশ্রিত জড়তা বা জড়াসক্তির ফল,-কাম, রাগ, দ্বেষ, হিংসা।

বা বস্তুগত বদ্ধভাব থাকিত না। প্রেম স্বীয় স্বাভাবিক বিভুভাবেই সপ্রকাশ হইত। সর্ব্বজগৎই তুল্যরূপে প্রেমের বিষয় হইত। আপন পর ভেদ থাকিত না এবং ভক্তি বাৎসল্য দাস্যাদি সংস্কারজাত ভাব-ভেদও থাকিত না। জড়তা সঙ্কীর্ণপরিচ্ছিন্নতার নামান্তর। সঙ্কীর্ণ পরিচ্ছিন্নভাবে (স্ব ভাবে) থাকিতেই জড়ের (inertia) আসক্তি।

জড়তার স্বভাব।

জড়কে যে ভাবে রাখিবে সে সেই ভাবেই থাকিতে চাহিবে। স্থান বা ভাবত্যাগ তাহার আপন স্বভাবের বিরুদ্ধ বলিয়া, তাহাতে তাহার অনাসক্তি। অনা-ত্মক এই জড়ধর্ম্মজন্যই কামরাগের পরিচ্ছিন্ন বিষয়াসক্তি এবং সেই আসক্তিতেই কামুকের আনন্দ-ভ্রম। বিষয়াসক্তিতে এই ভ্রান্ত আনন্দ উপলব্ধিই সুখ। ইহাই ভোগাসক্তি। বিষয় এ আসক্তির উত্তেজক বলিয়া বিষয়ে ভোগ্যজ্ঞান, এবং স্বীয় সংস্কার ধর্ম্মনিবন্ধন বিষয়ে সংস্কারানুরূপ ভাবের সুখ-জ্ঞান। এই আশ্রয়াসক্তি আত্মক ভোগা-

জড়াসক্তি হইতে দ্বেষ এবং দ্বেষ হইতে হননেচ্ছাত্মক হিংসা।

সক্তির প্রগাঢ়তায় তদ্বিরুদ্ধ বিষয়ে অনাসক্তিরও প্রগাঢ়তা। এই প্রগাঢ় অনাসক্তিরই নাম দ্বেষ। সেই অনাসক্তির বিষয় নিরাকরণে অসামর্থ্য, কামরাগের বিষয় উচ্ছেদাশঙ্কা, ইত্যাদি কারণে, তদ্বিরুদ্ধ বিষয়ে বিদ্বেষের প্রগাঢ়তা হইতে হিংসার উৎপত্তি। হিংসায় সুধু বিদ্বেষ নাই, বিদ্বিষ্ট বিষয় হননের ইচ্ছাও আছে। কাম-রাগের আশ্রয় যত ব্যাপ্ত হইবে, ইহার জড়াসক্তি যত হ্রাস পাইবে,

কামরাগ জড়তানাশ-জন্য প্রয়োজন।

তদাশ্রিত প্রেম তত উদার,—তত বিশ্বব্যাপী হইবে, তত বিভুত্ব লাভ করিবে। বিভুত্বই ইহার আপন স্বভাব। জড়তা ইহার স্বভাব নহে, ইহার স্বভাবের বিরোধী। পরে দেখিবে যে, এই জড়তাই আত্মার সর্ব্ব পরিচ্ছিন্ন প্রকাশভাবের মূল। ইহাই সর্ব্বজড়াসক্তির উৎপাদক।

মানব ইহার আশ্রয় যত পরিত্যাগ করিবে, যত উদার হইবে, তত আত্মোন্নতি লাভ করিবে।

২য় অধ্যায়।

সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ চৈতন্য।

১ম পরিচ্ছেদ।

সবিশেষ চৈতন্য। সংস্কার বাসনা ও চিত্ত।

তত্ত্বান্বেষী হইলে দেখি যে আমরা সতত একটী অভাব-বোধ-দ্বারা প্রবর্ত্তিত (৩৮)। পূর্ব্বে ন্যায়কারিকায় জীবের সর্ব্ব কর্ম্মের মূল প্রবর্ত্তক যে জ্ঞানের কথা শুনিয়াছি, সে অভীষ্ট জ্ঞান এই অভাব-বোধ জাত। জীবের এ অভাব বোধ তাহার আপন আত্মার জন্য। যখন যাহাতে তাহার আত্মজ্ঞান, তখন তদনুরূপ বিষয়ে তাহার

অভাব-বোধ জীবের সর্ব্বাভীষ্টের উৎপাদক। অভাব বোধ আত্মার জন্য।

(৩৮) বেদান্তমতে অবিদ্যানামক অজ্ঞান সংস্কারদ্বারা জীবের আত্মা আচ্ছন্ন বা আবৃত। এই কারণে আত্মাকে ভুলিয়া আত্ম-হারার ন্যায় আত্মান্বেষণ জন্য তাহার এই অভাব-জ্ঞান। যদিও ভ্রান্তি জন্য সে স্বীয় আত্মাকে চিনিতে অক্ষম তবুও আত্মার স্বভাব গুণে আত্মপ্রকাশেই তাহার আসক্তি। আত্মা সচ্চিদানন্দ। জ্ঞানানন্দ ইচ্ছা তাঁহার প্রকাশ। কাজেই জ্ঞানানন্দ ইচ্ছা প্রকাশেই জীবের আসক্তি। স্বভাবের যে এইরূপ স্বানুরূপ বিষয়াসক্তি তাহা আমাদিগের অজ্ঞাত নয়। মেদ, মাংস, মজ্জা, অস্থি, চর্ম্মাদির উৎপাদক পৃথক পৃথক উপাদান একত্রে রক্তধারা শরীরে প্রবাহিত হইলেও এই স্বাভাবিক স্বানুরূপ পদার্থাকর্ষণ শক্তিবলে মেদ মাংসাদি প্রত্যেকে রক্ত হইতে তাহার অনুরূপ উপাদানমাত্রই আকর্ষণ করিয়া লয়। অতএব জীব আত্মভ্রান্ত হইলেও তাহার স্বাভাবিক জ্ঞান আনন্দ ও ইচ্ছা স্ফূর্ত্তিই তাহার প্রিয়।

অভাব-জ্ঞান। মূঢ়াবস্থায় যখন কেবল স্থূল শরীরে মানবের আমি-জ্ঞান, তখন সেই শরীর সংরক্ষণ, পোষণ, পরিবর্দ্ধন এবং তাহার উত্তেজনা চরিতার্থতাই মানবের অভীষ্ট। আবার ক্রমোন্নতি বলে, সূক্ষ্ম শরীর-রূপ মনঃপ্রাণাদিতে যখন তাহার আত্ম-জ্ঞান তখন মনঃপ্রাণাদির উত্তেজনা চরিতার্থতা সংরক্ষণাদিজন্যই সে ব্যস্ত—তৎসমস্তই তাহার বাসনার (তৃষ্ণার) বিষয়। পুনরায় আবার জ্ঞান, আনন্দ ও সত্তার স্বরূপ সচ্চিদানন্দে যখন তাহার আত্মপ্রত্যয় জন্মে, তখন সেই আত্ম-লাভ জন্যই সে সতত ব্যস্ত। তদুপায় অবলম্বনেই তাহার ইষ্টজ্ঞান। শরীরান্তঃকরণের প্রয়োজন সাধন, তাহাদিগের উত্তেজনা চরিতার্থ করণ, দূরে থাকুক, তাহাদিগকে নিস্তেজ ও নিগ্রহ করিতেই সে তখন সতত সযত্ন। বল, বীর্য্য, স্ত্রী, পুত্র, বিত্ত, ইহলোক, পরলোক, ঈশ্বরাদি যাহাই আমরা কামনা করি না কেন, আপন আত্মার জন্যই করিয়া থাকি *। আমরা স্বয়ং ভালবাসি বলিয়া, আমাদিগের আপন ভাল-বাসা চরিতার্থতাজন্যই করি, স্ত্রীপুত্রাদির জন্য করি না। আত্মাই আমা-দিগের প্রিয়। তাহার উদ্দেশ্যেই আমাদিগের যাবতীয় কার্য্য। এ বিষয় পরে বিবৃত হইবে।

আত্মার জন্য এই যে অভাব জ্ঞান, এই যে ভিন্ন সময়ে দেহেন্দ্রিয়াদি বিভিন্ন বিষয়ে আমাদিগের আত্মজ্ঞান, এতদ্দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, যে কারণেই হউক, আত্মাসম্বন্ধে আমাদিগের সম্যক্ জ্ঞানের অভাব, প্রকৃত আত্মাকে আমরা জানি না। অথবা আমরা আত্মবিস্মৃত। আত্মজ্ঞানের এইরূপ অভাবজন্যই আমাদিগের অনাত্মে আত্ম-জ্ঞান, আমাদিগের

আমাদিগের প্রকৃত আত্ম-জ্ঞানের অভাব।

* "ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্ত কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্ত কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি। বৃহদারণ্যক ২।৪।৫

বাসনার এইরূপ বিচিত্রতা, ভিন্ন সময়ে বাসনার বিষয়ের এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ ভাব।

সম্যক্ জ্ঞান বস্তুতন্ত্র।

সম্যক্ জ্ঞান সততই এক। সে জ্ঞানের এরূপ বিষয় পরিবর্ত্তন অসম্ভব। সে জ্ঞান প্রকৃত স্বাভাবিক জ্ঞান। তাহার নাম তত্ত্বজ্ঞান। সে জ্ঞান বস্তু-তন্ত্র। বস্তু যেরূপ, সে জ্ঞান সততই তদনুরূপ, বস্তু হইতে কদাচ সে জ্ঞানের স্খলন হয় না।

আত্মজ্ঞান সম্যক্ জ্ঞান নহে, অজ্ঞানজ।

আত্মাসম্বন্ধীয় আমাদিগের জ্ঞান অজ্ঞানজ। কাজেই সেই অজ্ঞানের ক্ষয়, বৃদ্ধি, পরিবর্ত্তন সহকারে তাহার জ্ঞেয় বিষয়েরও পরিবর্ত্তন হয়। এক সময়ে শরীরে আত্মজ্ঞান, অন্য সময়ে আবার তাহাতে অনাত্মজ্ঞান। এরূপ মিথ্যা জ্ঞানের নাম সংস্কারজজ্ঞান। বস্তুর সহিত এ জ্ঞানের সাক্ষাৎ সম্বন্ধের অভাব, সংস্কারের সহিতই ইহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। বস্তুর

জৈব আত্ম-জ্ঞান সংস্কারজ।

সহিত ইহার যে সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধ সংস্কারের সাহায্যে পরম্পরা সম্বন্ধমাত্র। সংস্কার এ জ্ঞানের চক্ষু। সংস্কার ইহাকে বস্তুটী যেরূপ, যাহা বলিয়া দেখায়, এ জ্ঞানবস্তুটীকে তদ্রূপ, তাহা বলিয়াই দেখে। বস্তুটী রজ্জু হইলেও সংস্কার যদি তাহাকে সর্প বলিয়া দেখায় তবে সংস্কারজ জ্ঞানও তাহাকে সর্প বলিয়াই দেখে। এই সংস্কারই জীবের যাবতীয় জ্ঞান-বিপর্য্যয় ও মিথ্যা-জ্ঞানের কারণ। সংস্কারের দোষেই জীবের যাবতীয় অনাত্মে আত্মজ্ঞান, অশান্তি, সংসার বন্ধন।

সংস্কার—ইহার স্বরূপ উৎপত্তি ও পরিণতি।

সংস্কার একরূপ পরিচ্ছেদ গ্রহণাসক্তি উৎপাদক চৈতন্যাশ্রিত ভ্রান্ত্যাত্মক জড়শক্তি। ইহার আশ্রয়জন্য, ইহার জড়াকর্ষণ গুণে জীব বহির্জ্জগৎ হইতে নূতন নূতন জড়শক্তি সংগ্রহ করিয়া ইহার পুষ্টি-সাধন করে। ইহার শক্তিবলেই জীবের অনাত্মে আত্মজ্ঞানরূপ অহংকার

সুগন্ধ পুষ্পবাসিত তিলে ও তজ্জাত তৈলে যেরূপ পুষ্পগন্ধ অবস্থান করে, এই সংস্কারাশ্রিত জীব-চৈতন্যে বহির্জ্জড়শক্তি তদ্রূপ অবস্থান করে। এই কারণে মানব বহির্জ্জগতে যেরূপ পদার্থ দেখে তাহার অন্তর্জ্জগতে তদনুরূপ পদার্থ প্রস্তুত করিতে পারে। মনোবৃত্তি স্বপ্ন কল্পনাদি ইহার উদাহরণ। অনাত্মক জড় শরীরাদিতে আত্ম-জ্ঞানই আমাদিগের সর্ব্বজড়প্রয়োজনের কারণ। জড়বিষয়ের প্রয়োজনজন্য জড়ে আমাদিগের ইষ্টানিষ্ট জ্ঞান। এই ইষ্টানিষ্ট জ্ঞান রাগদ্বেষের উৎপাদক এবং সেই রাগদ্বেষবিষয়ক অভাবাদি জন্য তদুভয় হইতে কাম ক্রোধ মদমাৎসর্য্যাদি সুখ দুঃখাত্মক নানা মনোবৃত্তির উৎপত্তি। এই রূপে একমাত্র সংস্কার সর্ব্ব মনোবৃত্তির কারণ।

রাগ দ্বেষ ও ঔদাসীন্য জৈব সংস্কারের এই তিন স্বভাব।

জৈব সংস্কারের রাগ, দ্বেষ ও ঔদাসীন্য,—এই তিন স্বভাব। এই স্বভাবজন্য সংস্কারাশ্রিত কোন বিষয়ে অনুরাগ, কোনটীতে বিদ্বেষ, কোনটীতে আবার সুখ দুঃখ, গ্রহণের ইচ্ছানিচ্ছা, মনে ইহার কোন ভাবের উদয় হয় না, কেবল উদাসীন স্বভাবের একটী প্রত্যয় মাত্র জন্মে। রাগদ্বেষাত্মক সংস্কার তমোরাজসিক এবং উদাসীন সংস্কার সাত্ত্বিক। তমোরাজসিক সংস্কারই মুমুক্ষুর সর্ব্বানিষ্টের কারণ। ইহার হস্ত হইতে মুক্তিলাভই তাহার পক্ষে বিশেষ দুঃসাধ্য।

বাসনা।

রাগাত্মক সংস্কারের বিষয়টী সংগ্রহাদির ন্যায় দ্বেষাত্মক সংস্কারের বিষয় নিগ্রহাদি জন্য আমাদিগের তৃষ্ণা। এই উভয়বিধ তৃষ্ণাত্মক সংস্কারের নাম বাসনা। আবার জড়শক্তি চিত্তকে বাসিত করিয়াই সমস্ত সংস্কার উৎপাদন করে বলিয়া অন্যার্থে বাসনা সংস্কারের কারণ। বাসনা জড়শক্তি বলিয়া বহির্জ্জগৎ হইতে ইহার স্বানুরূপ জড়শক্তি আকর্ষণের ধর্ম্ম। চৈতন্যা-

শ্রিত বাসনার এই ধর্ম্ম বলে জীব বহির্জ্জগৎ হইতে স্বীয় বাসনানুরূপ বহিঃশক্তি আকর্ষণ করে। সে শক্তিও বাসনাকারে তাহার চৈতন্যের আশ্রয়ে (চিত্তাকারে) সঞ্চিত থাকে। বাসনা হইতেই জীবের কর্ম্ম-প্রবৃত্তি, কর্ম্মফল লাভ। এই কারণে বাসনাকে কর্ম্মাশয়ও বলে।

অভাব জ্ঞান ও তাহার ফল কাম, তৃষ্ণা, রাগ ও দ্বেষ।

অভীষ্ট ও অভাব-জ্ঞান ইহারা পরস্পর পরস্পরের কারণ এবং অভীষ্ট অসিদ্ধিজন্যই প্রকৃত অভাব-বোধ। যে বিষয় পাইতে চাহি, তাহা না পাইলে, সে বিষয়ের অভাব-জ্ঞান জন্মে। অভাব-জ্ঞান শান্তির বিরোধী, উদ্বেগমূলক, দুঃখাত্মক। চিত্তে অশান্তির উৎপত্তি হইলে তাহা নিরাকরণ জন্য প্রবৃত্তি জন্মে। কাম, তৃষ্ণা, সে প্রবৃত্তির নামান্তর। অভীষ্ট সিদ্ধি,—যে বিষয়ের অভাব সে বিষয় প্রাপ্তি-দ্বারা উদ্বেগ নিবারণ হয়, তজ্জাত তৃষ্ণা উপশান্ত হয়। যে বিষয়ের জন্য, যেরূপ ভাবের অভাব অনুভব হয়, সে বিষয়ের উপর তদ্রূপভাবের আসক্তি জন্মে। এবং যে বিষয় যত বেশী প্রিয়, যত বেশী দুষ্প্রাপ্য, তাহার অভাব, তাহার উপর আসক্তি, তত অধিক সবল। প্রয়োজনীয় বিষয় অনায়াস লব্ধ হইলে,—তাহার সম্বন্ধে অভাব বোধ জন্মে না, তাহার উপর আসক্তিও হয় না। যে ব্যক্তি যখন চাহে তখনই বায়ু পায়, বায়ু তাহার পরম প্রয়োজনীয় হইলেও, সে কখনও বায়ুর অভাব বোধ করে না, বায়ু তাহার আসক্তির বিষয়ও হয় না। অভাব-বোধই আসক্তির মূল। প্রিয় বিষয়াপ্রাপ্তি, ও অপ্রিয় নিরাকরণাসামর্থ্য, এ উভয়ই অভাব জ্ঞান ও তজ্জাত আসক্তির উৎপাদক। আসক্তিজন্য তৃষ্ণা। তৃষ্ণা রাগ ও দ্বেষ ভেদে দ্বিবিধ,—প্রিয় বিষয় সঙ্গাভিলাষাত্মক রাগ ও অপ্রিয় বিষয় অসঙ্গাভিলাষাত্মক দ্বেষ। এইরূপে এক অভাবজ্ঞান হইতে আমাদিগের যাবতীয় আসক্তি, তৃষ্ণা, প্রবৃত্তি, যাবতীয় কাম, রাগ, দ্বেষ ও তজ্জাত ভয়, ক্রোধ, লজ্জা, শোক, তাপ, মোহ, মাৎসর্য্যাদি মনোবৃত্তির

উৎপত্তি। অভাব-জ্ঞানজন্য জড়ে অহংজ্ঞান। ইহাই সর্ব্বজড়াধীনতার মূল †। কাম রাগ দ্বেষ ও প্রেম তত্ত্বতঃ একার্থক নহে। কাম রাগ ও দ্বেষ অভাব-জ্ঞানজাত। অভাব-জ্ঞান অজ্ঞানমূলক, উদ্বেগ, তৃষ্ণা ও দুঃখাত্মক বিধায় তজ্জাত কাম রাগ দ্বেষও অজ্ঞানমূলক এবং উদ্বেগ তৃষ্ণা ও দুঃখাত্মক। প্রেম আত্মার স্বাভাবিক প্রকাশ,—পূর্ণানন্দাত্মক। কাম রাগ দ্বেষ বিষয়-সঙ্গ-জন্য বিধায় অন্যাপেক্ষী, পরাধীন, অশান্ত। প্রকৃত প্রেম সর্ব্ব-জড়-সঙ্গ বিবর্জ্জিত বিধায় অনন্যাপেক্ষী, স্বাধীন, পূর্ণ শান্ত। কামরাগাদি অনিত্য, প্রেম নিত্য। প্রেম আত্মার স্বরূপ-প্রকাশ। কামরাগাদি, তাহার জড়-প্রকাশ। যাঁহার ইচ্ছা প্রকাশমাত্র অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, তাঁহার অভাব বোধ নাই, কাম-রাগদ্বেষও নাই। কিন্তু পরে দেখিবে যে তাঁহারও প্রেম * সুসম্ভব।

কাম রাগ দ্বেষ ও প্রেম পৃথক্।

পর্য্যালোচনা করিলে দেখি যে আমাদিগের যাবতীয় অভাব, যাবতীয় তৃষ্ণা মূলতঃ জ্ঞান আনন্দ ও সত্তা (ইচ্ছা) বিষয়ক। আমরা যে পদার্থই চাহি না কেন, বহির্ব্বিষয়ের সহিত যেরূপ সম্বন্ধই স্থাপন করি না কেন,তৎসমস্তই ভালবাসি. করিতে ইচ্ছা করি,বলিয়াই করি। আমরা চাহি সুখ পাইতে বা অসুখ নিরাকরণ করিতে, বা কোন বিষয় জানিতে,অথবা সত্তা বা শক্তি পরিচালন, ইচ্ছা চরিতার্থ, করিতে। জ্ঞান আনন্দ ও ইচ্ছা এই তিন বাসনা চরিতার্থতাজন্যই আমাদিগের যাবতীয় কার্য্য প্রবৃত্তি। এই তিন তৃষ্ণা পরিতৃপ্তি জন্য বিষয়বিষয়ীভাবে জগতের

মানবের অভাবজ্ঞান, জ্ঞান আনন্দ ইচ্ছা বিষয়ক।

† C. f. Hegel's Philosophy of Mind p. CLXXI.

* প্রেমও অতি সূক্ষ্ম অভাবজ্ঞানজ কি না তদ্বিষয়ের বিচার এ ক্ষুদ্র পুস্তকে নিষ্প্রয়োজন। এক নির্ব্বিকল্প সমাধি অভ্যস্ত যোগী ব্যতীত অন্যের পক্ষে সে বিচার অনর্থক, হিতকর কি না তদ্বিষয়েও সন্দেহ।

সহিত আমরা সতত সম্বন্ধলিপ্সু। এই তিন শ্রেণী ব্যতীত আমাদিগের অন্য কোন অভীষ্টই হইতে পারে না। কেবল এই তিন সূত্র দ্বারাই জগতের সহিত আমাদিগের যাবতীয় বন্ধন। তবে স্বভাবতঃ আমাদিগের অভীষ্ট,—জ্ঞান আনন্দ ও ইচ্ছা এই ত্রয়ে হইলেও, যে বিষয় অবলম্বনে আমরা এই তিন অভীষ্ট চরিতার্থ করি, সে বিষয় গুলি বিবিধ।

মানবের জ্ঞানানন্দ ইচ্ছার বিষয় বিবিধ।

বিষয়ের সহিত আনন্দের সম্বন্ধ স্বাভাবিক নহে। যাহা স্বাভাবিক তাহা অপরিবর্ত্তনীয়,নিত্য একরূপ। কিন্তু এ সম্বন্ধে তদ্রূপ নহে। আজ যে বস্তু সুখের কারণ বলিয়া তোমার নিকট উপাদেয়,কাল তাহাতে আবার দুঃখ-জ্ঞান, তাহা তোমার নিকট হেয়। বিষয়টীর সহিত তোমার আনন্দের সম্বন্ধ স্বাভাবিক হইলে এরূপ হইবে কেন? জড় জগতের সহিত আনন্দের সম্বন্ধ সংস্কারজ। এই কারণে যে বিষয়বিশেষের ভোগ সুখকর বলিয়া তোমার সংস্কার জন্মে, সে বিষয়টীর ভোগ অন্যের অপ্রিয় হইলেও তোমার নিকট প্রিয় হয়। সংস্কার পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া তজ্জাত সম্বন্ধও এরূপ পরিবর্ত্তন-শীল। সংস্কার জড় বলিয়া ইহার বলে তোমার জড় কল্পনার সামর্থ্য।

জড়ের সহিত আমাদের সম্বন্ধ স্বাভাবিক নহে, সংস্কারজ।

সংস্কার জড় হইলেও বহির্জ্জড় হইতে ইহার পার্থক্য আছে। ইহা সততই জীবচৈতন্যের আশ্রিত, এবং বহির্জ্জড় পদার্থের ন্যায় ব্যক্ত কার্য্য-পরিণাম নহে। ইহা সে পদার্থের অব্যক্ত কারণ-স্বরূপ মানসিক শক্তি (৩৯)। জ্ঞান আনন্দ ও ইচ্ছা জন্যই মানবের প্রকৃত তৃষ্ণা। কাজেই সংস্কারাশ্রয়ে

সংস্কার ও বহির্জ্জড়। সংস্কার চৈতন্যাশ্রিত জড়শক্তি; ইহা বহির্জ্জড়শক্তির আকর্ষক। আনন্দজন্য ইহার রাগ, দ্বেষ ও জ্ঞানজন্য উদাসীন ভাব;

(৩৯) শারীরক ভাষ্যকার বলেন [বেদান্ত দর্শন ২য় অ, ১ম পা] যে বিশেষের বা অতিশয়ের অবস্থানজন্য দুগ্ধ হইতে দধি উৎপন্ন হয়, জল হইতে হয় না, সেই

এই তিন সূত্রের সম্বন্ধ বলে (৪০) বহিঃস্থূল সূক্ষ্ম পদার্থ হইতে মানব জড়শক্তি সংগ্রহ করে। স্থূল সূক্ষ্ম যেরূপ পদার্থ হইতে যে শক্তি সংগৃহীত হয়, সে শক্তিবলে তদনুরূপ পদার্থকল্পনারই সামর্থ্য জন্মে। জীব চৈতন্য যে বিষয়ের সহিত রাগদ্বেষ ও ঔদাসীন্য এ তিনের যে ভাবে মিলিত হয়, সে বিষয়ের শক্তি সেই ভাবেই চৈতন্যকে আশ্রয় করে। বহির্বিষয়ের সহিত আমাদিগের যে কোন সম্বন্ধ, তৎসমস্তই এই তিনের অন্যতমভাবে ভাবিত। রাগদ্বেষই সর্ব্বাসক্তি সর্ব্ব সঙ্গ-লিপ্সার উৎপাদক; এ উভয়ই আনন্দ জন্য। পরে দেখিবে আনন্দই আত্মার অদ্বৈত স্বরূপোপলব্ধি। কাজেই যাহাতে নির্ব্বিশেষ আনন্দ জ্ঞান, তাহাতেই আত্মজ্ঞান। সঙ্গলিপ্সা আত্মজ্ঞানের পূর্ব্বভাব। কাজেই জড়ে আনন্দ সম্বন্ধের বৃদ্ধি, জড়ের সহিত রাগদ্বেষাত্মক সম্বন্ধ, জড় সঙ্গলিপ্সা, উন্নত-চিত্ত ব্যক্তির পক্ষে অহিতকর। ঔদাসীন্য *

বিশেষের বা অতিশয়ের নাম শক্তি। কারণে অনুরূপ কার্য্যোৎপাদিকা শক্তি আছে বলিয়া কেবল কারণই কার্য্যের নিয়ামক (উৎপাদক) হয়, অন্য পদার্থ হয় না। শক্তি কারণের স্বরূপ এবং কার্য্য শক্তির স্বরূপ। তত্ত্বতঃ এ তিন এক। কার্য্য সতত কারণে বিদ্যমান। অপ্রকাশকালে ইহা শক্তিরূপে কারণে লুক্কায়িত। কার্য্য কারণ ও শক্তি, ইহাদিগের কাহারই কখনও আত্যন্তিক অভাব নাই। আত্যন্তিক অভাবের ভাব অসম্ভব। যাহা একেবারে নাই, তাহা কদাচ হয় না।

(৪০) বেদান্ত মতে জ্ঞান আনন্দ ও সত্তাত্মক চৈতন্য স্বভাবতঃ অনন্ত ও অপরিচ্ছিন্ন। কিন্তু জৈব চৈতন্য অজ্ঞানাবৃত, জড় পরিচ্ছেদ ধর্ম্মে পরিচ্ছিন্ন। কাজেই অস্বাভাবিক আবরণ ও পরিচ্ছেদ অসহনীয় বিধায় তাহা অতিক্রম করিয়া স্বীয় অনন্ত স্বভাব লাভ করিতে জীব-চৈতন্যের প্রবৃত্তি। জীবের জ্ঞান চাহে সর্ব্বজ্ঞ হইতে, আনন্দ চাহে সর্ব্বত্র প্রেম বিস্তার করিতে, পূর্ণানন্দত্ব লাভ করিতে এবং সত্তা চাহে সর্ব্বব্যাপী, অনন্ত হইতে।

* জৈব ঔদাসীন্য প্রকৃত নির্ব্বিশেষ ঔদাসীন্য নহে। ইহাও সংস্কারাত্মক জ্ঞান-ভাব। জৈব জ্ঞান যে অন্তঃকরণাশ্রিত প্রত্যয়াত্মক ইহাই তাহার কারণ।

জ্ঞানাত্মক বিধায় জড়ের সহিত উদাসীনভাব (জ্ঞান-সম্বন্ধ) মাত্র শ্রেয়ঃ।

চৈতন্যাশ্রিত এই সংস্কার ও বাসনাখ্য জড়শক্তিসমষ্টিই চিত্ত বা অন্তঃকরণ। কাজেই সংস্কার যখন বস্তু নহে, তখন চিত্তও কোন বস্তু নহে। ইহা চৈতন্যাশ্রিত শক্তিমাত্র। চৈতন্যের সত্তায়ই ইহার সত্তা। তবে ইহার যেরূপ প্রবণতা, ইহার আশ্রিত নির্ব্বিশেষ চৈতন্য তদ্রূপভাবেই সপ্রকাশ। অতএব যাহা জড়প্রবণতাবিশিষ্ট চৈতন্য, তাহারই নাম চিত্তাশ্রিত চৈতন্য। জীব-চৈতন্য সংস্কার ও বাসনা দোষে সততই জড় প্রবণতাযুক্ত বলিয়া জীবের নির্ব্বিশেষ চৈতন্যোপলব্ধির একরূপ অসামর্থ্য। সে তাহার জ্ঞানানন্দ ইচ্ছা পরিচালন ও উপলব্ধি জন্য আপন চিত্তের (জড়প্রবণতার) অপেক্ষী। তাহার চিত্ত সংস্কারাশ্রিত জ্ঞানানন্দ ইচ্ছাই, তাহার উপলব্ধি যোগ্য একমাত্র জ্ঞানানন্দ ইচ্ছা। এতদ্বিশ্লিষ্ট নির্ব্বিশেষ জ্ঞানানন্দসত্তা তাহার অজ্ঞেয়। পরে দেখিবে জড়তা, চাঞ্চল্য ও স্বচ্ছতা, সংস্কারের এই তিন গুণ। সংস্কারের জড়তাগুণে তদাশ্রিত চৈতন্যের নিদ্রা, তন্দ্রা, মোহ, ভ্রান্তি, কাম, স্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণতা, ভয়াদি। ইহার চাঞ্চল্যগুণে চৈতন্যের অস্থিরতা, বিষয়পরিবর্ত্তনশীলতা, অধৈর্য্য, অসহিষ্ণুতা, দ্বেষ, হিংসা, ক্রোধাদি। এবং ইহার স্বচ্ছতাগুণে জড়াসক্তির, জড়ধর্ম্মের, খর্ব্বতা, বিশুদ্ধ চৈতন্য-স্ফূর্ত্তির আধিক্য, ধৈর্য্য, বীর্য্য, গাম্ভীর্য্য, তত্ত্বজ্ঞান, কর্ত্তব্যপরায়ণতাদি। ন্যূনাধিক্যে এ তিন গুণ প্রত্যেক সংস্কারেই বিদ্যমান। গুণত্রয়ের আপেক্ষিক হ্রাসবৃদ্ধি-জন্য জীব চৈতন্যেরও তদনুরূপ গুণজ ভাব প্রকাশের আপেক্ষিক হ্রাস বৃদ্ধি। জড়ের আকর্ষণ বিকর্ষণ শক্তিগুণে ইচ্ছার তদনুরূপ জড়-প্রবৃত্তি

চৈতন্যাশ্রিত জড় সংস্কার ও বাসনার নাম চিত্ত।

জীব সততই চিত্তাশ্রিত। চিত্ত ধর্ম্মে চৈতন্যের কামাদি জড়ভাব বিকার।

অপ্রবৃত্তি এবং আনন্দাধিক্যে সেই প্রবৃত্তি অপ্রবৃত্তির রাগদ্বেষাত্মক আসক্তি এবং জ্ঞানাধিক্যে সেই প্রবৃত্তি অপ্রবৃত্তিতে উদাসীন প্রত্যয়ের (বিষয় জ্ঞানের) আধিক্য। এইরূপ এক সংস্কারের আশ্রয়ে নির্ব্বিশেষ চৈতন্যের নানা সবিশেষ ভাব। আমাদিগের সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক যে কোন স্বভাব, জ্ঞান আনন্দ ইচ্ছাজাত প্রবৃত্তি, প্রযত্ন. দম্ভ, দর্প, অভিমান, বিনয়, নম্রতা, সরলতা, ক্রূরতা, দয়া, ক্ষমা, লজ্জা, শোক, তাপ, প্রেম, দাস্য, বাৎসল্য. ভক্তি, প্রত্যয়, বিশ্বাস, স্মৃতি, অনুমানাদি যে কোন ভাবভেদ, তৎসমস্তই চৈতন্যের সংস্কার আশ্রয়জন্য। এ সমস্তই জীবের চিত্তধর্ম্ম।

আমাদিগের চৈতন্যে যে সকল জড়শক্তি দৃষ্ট হয়, সে সকলই চৈতন্যের স্বোপার্জ্জিত বলিয়া স্বীকার করিলে, জীবের জন্মান্তর স্বীকার অবশ্যম্ভাবী। কারণ নবজাত শিশুর চৈতন্যেও ইহার পরিচয় দৃষ্ট হয়। অজ্ঞানাবস্থায়ই ইহার আধিক্য এবং জ্ঞানাধিক্যে ইহার খর্ব্বতা। তবে সাংসারিক দশায় মানবে ইহার পূর্ণাভাব কখনই দৃষ্ট হয় না। নির্ব্বিশেষ চৈতন্যে সংস্কারের প্রথম আবির্ভাব কিরূপে হইল তদ্বিষয় পরে আলোচনা করিব।

জীবের জন্মান্তর

চৈতন্য একবার ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে, পরে ইহার আকর্ষণ বিকর্ষণ সামর্থ্য বলে যে নূতন নূতন বহির্জ্জড়শক্তি সংগ্রহ করিতে পারে, তাহা সহজবোধ্য। জড়ের স্বাত্মরূপ পরমাণু আকর্ষণশক্তি সর্ব্ববাদি-সম্মত। আমরা সংস্কার বা বাসনা বলিতে শুধু জড়শক্তিমাত্র বুঝি না, চৈতন্যাশ্রিত ইহার যে উপরি উক্ত নানাভাবভেদ তাহাও বুঝি। প্রকৃতপক্ষে ঐ ভাবভেদ মাত্রই আমরা বুঝিতে সক্ষম। আমাদিগের আত্মপ্রকাশ বিরহিত ইহার অমিশ্র জড়-স্বরূপ আমরা কি করিয়া বুঝিব? যাহার সহিত আমাদিগের চৈতন্য-সম্বন্ধ নাই, তাহা সততই আমাদিগের

চৈতন্যাশ্রিত জড় সংস্কারের আকর্ষণে চৈতন্যে জড়শক্তির আধিক্য। জড়ে আত্মজ্ঞান।

অজ্ঞেয়। আমরা দেখিয়াছি যে রাগ দ্বেষ ও ঔদাসীন্য এই তিনের কোন না কোন এক ভাবগ্রহণ ব্যতীত জীব কোন বিষয়ে চৈতন্য সংযোগ করিতে সমর্থ নহে। এই কারণে তাহার সংগৃহীত সকল শক্তিই ভাবমিশ্র। চৈতন্যের আশ্রয় গ্রহণে রাগ দ্বেষাদি ভাবে ভাবিত বহিঃশক্তি জীবের চিত্তক্ষেত্রে সঞ্চিত থাকে। উত্তেজক কারণ পাইলে পুনরায় পূর্ব্বভাব গ্রহণে সপ্রকাশ হয়। স্বানুরূপ পরমাণু সংগ্রহদ্বারা অবয়ব বৃদ্ধির আসক্তি, অব্যক্ত শক্তির ব্যক্ত হইবার প্রবণতা, স্বভাবের নিয়ম। চিত্ত-সঞ্চিত শক্তিজাত এই প্রবণতাজন্য সংস্কার ধর্ম্মাক্রান্ত মলিন জীব-চৈতন্যে জড় বিষয়াসক্তি জন্মে। সংস্কারের শক্তি যত অধিক হয়, তাহার এই স্বভাব-গত আসক্তিও তত প্রবল হয়। এই কারণে গাঢ় সংস্কার-শক্তির প্রবল প্রভাবে চৈতন্য স্বীয় নিঃসঙ্গ নির্ব্বিশেষ উদাসীন স্বভাব বিস্মৃত হইয়া সংস্কারানুরূপ জড়কে আপন স্বরূপ জ্ঞান করে। এই জ্ঞান জড়সঙ্গের আধিক্যে ক্রমে আরও প্রগাঢ় হয়। এইরূপে চৈতন্যাশ্রিত জড়ে ও তৎপ্রভব (৪১) শরীরে জীবের আত্মপ্রত্যয় জন্মে।

সংস্কার ও বাসনা পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন ও ক্ষয়ে মানবের হাত।

আমাদিগের কার্য্যপ্রবৃত্তি পর্য্যালোচনা করিলে দেখি যে এই বিষয়সম্বন্ধাত্মক সংস্কার ও বাসনা উৎপাদন, পরিবর্দ্ধন করা না করা, অনেকাংশে আমাদিগেরই হাত। জ্ঞান আনন্দ ও ইচ্ছাজাত প্রযত্ন ইহার কারণ। আমরা যে বিষয়ের ভোগকে সুখ বা

(৪১) বেদান্তমতে অবিদ্যাত্মক জীবের স্বীয় সংস্কারই তাহার সূক্ষ্মস্থূল শরীরের কারণ। ইহাকে কারণ-শরীর বলে। ইহা হইতেই জীবের তদনুরূপ সূক্ষ্ম স্থূল শরীর পরিণাম। সংস্কারে আত্ম প্রত্যয়ের ফলে, কাচপোকার তৈলপায়িকা শরীর প্রাপ্তির ন্যায় জীব আপন সংস্কারানুরূপ শরীর পায়। ইচ্ছাত্মবাদী বলেন শরীরাদি ইচ্ছার স্থূল জড় পরিণাম (§ ১৫৩)।

ক্লেশের কারণ বলিয়া মনে করিতে প্রযত্ন করি, তাহা ভালই হউক, আর মন্দই হউক, সকারণই হউক আর অকারণই হউক, অন্যের ইচ্ছার অনুরূপ হউক আর নাই হউক, ক্রমে অভ্যাস ও ঐকান্তিকতা-সহকারে আজ না হইলেও কালে আমাদিগের বাসনা ও সংস্কার (৪২) তদনুরূপ হইয়া থাকে। আজ পুস্তক পাঠে বা বিদ্যাভ্যাসে

(৪২) আমাদিগের স্থূল শরীরের উপাদান যেরূপ আমরা বহির্জ্জগৎ হইতে সংগ্রহ করিয়া চর্ব্বণাদিদ্বারা পরিপাকের উপযুক্ত করি, তৎপর পাকস্থলীদ্বারা পরিপাক করিয়া শরীরে গ্রহণোপযুক্ত রস রক্তাদি আকারে পরিণত করি পরে হৃদ্‌পিণ্ডের সাহায্যে সেই রস রক্তাদি বিশুদ্ধ করিয়া শরীরাভ্যন্তরে প্রবাহিত করি এবং পরিশেষে শরীর পরিচালনাদ্বারা শরীরের পূর্ব্বোপাদান উত্তেজিত ও বিশ্লিষ্ট করতঃ তৎপরিবর্ত্তে এই রক্তপ্রবাহিত নূতন উপাদান গ্রহণ করি, তদ্রূপ আমাদিগের অন্তঃকণের উপাদান-রূপ রাগ, দ্বেষ ও ঔদাসীন্যভাবে ভাবিত সংস্কার ও বাসনাত্মক জড়শক্তিও আমরা বহির্জ্জগৎ হইতে শ্রবণাদি বলে সংগ্রহ করতঃ মনন বলে চৈতন্যগম্য (পরিপাক) করি, পরে একাগ্রতা (নিদিধ্যাসন) বলে অন্তঃকরণে প্রবাহিত করি, এবং উপযুক্ত কালব্যাপী একাগ্রচিন্তনরূপ সবিকল্প সমাধিবলে ভাবমিশ্র এই নূতন সংস্কারাদি দ্বারা অন্তঃকরণ উত্তেজিত করিয়া অন্তকরণের পূর্ব্ব উপাদান ক্ষয় ও বিশ্লিষ্ট করতঃ এই নূতন সংস্কার বলে অন্তঃকরণ সংগঠন করি।

চিত্তের একাগ্র পরিণামের পূর্ব্বেপূর্ণ, মনন নিদিধ্যাসন ও সমাধি অসম্ভব। কাজেই গবাদি যেরূপ সমস্ত দিন বিচরণদ্বারা তৃণাদি ভক্ষণ করতঃ অপরিপক্কাবস্থায় পাকস্থলীতে সঞ্চয় করে, পরে রাত্রির অবসরে সেই অর্দ্ধচর্ব্বিত তৃণাদি পুনরায় উদ্গিরণ করতঃ পূর্ণ চর্ব্বণ ভক্ষণ ও পরিপাকাদি দ্বারা শরীর পোষণের উপযুক্ত করে, আমরা তদ্রূপ চিত্তের একাগ্র পরিণামের পূর্ব্বাবস্থায় রাগদ্বেষাদিভাবে ভাবিত বাসনাদি অর্দ্ধ চর্ব্বিতাবস্থায় সংসার হইতে জীবিতকালে সংগ্রহ করি। পরে স্থূল শরীরাবসানরূপ মৃত্যু অন্তে, স্বপ্নের ন্যায় স্মৃত্যাদি বলে, তৎসমস্ত ভাব অন্তঃকরণে পুনরুত্তেজিত করিয়া উপযুক্তকাল স্থায়ী একাগ্র চিন্তনবলে অন্তঃকরণের পূর্ব্বসঞ্চিত উপাদান বিশ্লিষ্ট করতঃ এই নূতন রাগদ্বেষ ও প্রত্যয়াত্মক উপাদানে অন্তঃকরণ গঠিত করি।

আমার যেরূপ বিরক্তি, কালে অভ্যাস সহকারে তাহাতে আবার তদ্রূপ আসক্তি। আজ পরনিন্দা, পরহিংসা, স্বার্থপরতাদিতে যেরূপ আসক্ত, কালে বাসনার পরিবর্ত্তন ও অভ্যাস সহকারে ঐ বিষয়ে আবার তদ্রূপ বিরক্ত।

অতএব সাধারণতঃ বাসনা অহংজ্ঞানের অনুরূপ হইলেও শিক্ষা, আলোচনা, অভ্যাস, সংসর্গাদিবলে কর্ম্ম ও প্রযত্নাদি দ্বারা আমরা আবার সে বাসনা পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম। সৎকর্ম্ম, সৎশিক্ষা, সদালোচনা, সদভ্যাস, সাধুসঙ্গাদির এরূপ ফল কে না স্বীকার করিবেন? বাসনা ও সংস্কারের ক্রম পরিবর্ত্তনদ্বারা অহংজ্ঞানেরও বিষয় পরিবর্ত্তিত হয়। এইরূপে অহংজ্ঞানের ক্রমোন্নতি। জড়বিষয় বিশেষের সহিত অহংজ্ঞানের সম্বন্ধ স্বাভাবিক হইলে, সে সম্বন্ধের এরূপ পরিবর্ত্তন অসম্ভব হইত। সম্বন্ধ সংস্কারজ বলিয়াই সংস্কারের পরিবর্ত্তনে অহংজ্ঞানের এরূপ পরিবর্ত্তন। অতএব দেখিলে যে, চৈতন্য আমাদিগের স্বাভাবিক তৃষ্ণার বিষয় হইলেও জড়বিষয়ের সহিত সে তৃষ্ণার সম্বন্ধ সংস্কারজ; এবং এই সম্বন্ধ জন্যই জড়ে আমাদিগের অহংজ্ঞান। কাজেই সংস্কার ও জড়াহংজ্ঞান, ইহারা পরস্পর পরস্পরের কারণ।

বাসনা সংস্কার এবং জড়াহংকার পরস্পর পরস্পরের কারণ। কাজেই একের পরিবর্ত্তনে অন্যের পরিবর্ত্তন। জড়াহংজ্ঞান সংস্কারজ।

প্রথম উৎপত্তিকালে তৃষ্ণাবলে সংগৃহীত জড় বাসনায় চৈতন্যের আধিক্য থাকে। ক্রমে বাসনা যত বেশী চরিতার্থ হয়, জড়াকর্ষণ ধর্ম্মে

এইরূপে আমাদের কর্ম্মফল সংগ্রহ ও ভবিষ্যৎ স্থূল সূক্ষ্ম শরীর ও স্বভাবের কারণরূপে পরিণত করি। মৃত্যু অন্তে মানবাত্মার প্রেতলোকাদি বাসের বেদান্ত মতে, ইহাই অন্যতম কারণ। প্রত্যয় সহজ সাধ্য নহে? জন্যই শরীর আত্মা নহে বলিয়া জানিলেও আমাদিগের শরীরে আত্মপ্রত্যয় নষ্ট হয় না। চেষ্টা করিয়াও যে আমরা আমাদিগের স্বভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিতে পারি না—ইহাই তাহার কারণ।

জড়শক্তি তত অধিক সংগৃহীত হইয়া, বাসনার জড়ত্ব তত পুষ্ট হয়, এবং চৈতন্য ও স্বাধীন ইচ্ছা বাসনা হইতে তত অপগত হয়। এইরূপে ক্রমে অগ্রপশ্চাদ্দৃষ্টি বিরহিত হইয়া বাসনা প্রবল জড়তৃষ্ণায় পরিণত হয়। জড়ভোগের ও জড়াভ্যাসের আরও আধিক্যে ক্রমে ঐ সচেতন তৃষ্ণাও বাসনাকে পরিত্যাগ করে। তখন বাসনা পূর্ণ অচেতন জড়প্রবৃত্তি (প্রবণতা)।

প্রথমে বাসনা তৃষ্ণা। জড়সঙ্গের আধিক্যে সে তৃষ্ণার জড়পুষ্টি। জড়শক্তির পূর্ণতায় ইহা অচেতন জড়প্রবণতা, জড়শক্তি। অতএব বাসনা জড়।

আমরা অনেক সময় চৈতন্যবিরহিত হইয়া অভ্যাসগুণে যন্ত্রের ন্যায় যে কার্য্য করি, কি যে করিলাম তাহার পর্য্যন্ত উপলব্ধি হয় না,—সে কার্য্য এই জড়প্রবৃত্তির পরিচায়ক। ইহাই বাসনার জড়প্রবণতা স্বরূপের অন্যতম প্রমাণ।

জ্ঞান আনন্দ ও ইচ্ছাবাসনা পৃথক্‌ভাবে উল্লিখিত হইলেও, জ্ঞানানন্দ ও ইচ্ছা একাত্মক বিধায়, অনুধাবনা করিলে তুমি এরূপ কোন বাসনাই পাইবে না, যাহাতে এ তিনের একটির মাত্র ভাব অপর দুইটির আত্যন্তিক অভাব দেখিবে। ভোগবাসনা যে আনন্দাত্মক তাহার তো কথাই নাই। জ্ঞান ও কর্ম্মবাসনা, কোন বিষয় জানিবার বা কোন কর্ম্ম করিবার বাসনাও আনন্দভাববিরহিত নয়। ভালবাসা তৃপ্তি বা শান্তির সম্বন্ধ ব্যতীত আমরা কোন বিষয় জানিতে বা কোন কর্ম্ম করিতে প্রযত্নবান হই না। আনন্দই আমাদের সর্ব্বাভীষ্টের মূল। আবার আনন্দ বা ইচ্ছা যে বাসনাই আমি চরিতার্থ করিতে চাই না কেন, সে বাসনা সম্বন্ধে আমার জ্ঞান না হইলেই বা আমি তদ্দ্বারা কিরূপে আকৃষ্ট হইব? বাসনা সম্বন্ধীয় জ্ঞানব্যতীত আমার কোন বাসনারই উদ্বোধ সম্ভবপর নহে। এবং ইচ্ছাই সকল বাসনা উৎপাদনের মূল। জ্ঞান বল, আর আনন্দ বল,

জ্ঞানানন্দইচ্ছা একাত্মক। ইহার নাম চৈতন্য। বাসনায় ইহার একাত্মকতার পরিচয়।

ইচ্ছা ব্যতীত ইহার কোন বাসনাই উদ্‌বুদ্ধ বা চরিতার্থ হয় না। উদাসীন প্রত্যয়েও যে কেবল জ্ঞানমাত্রই আছে, ইচ্ছা বা আনন্দ নাই তাহা বলা যায় না। চিন্তাশীল হইলে দেখিবে যে ঔদাসীন্যেই প্রকৃত শান্তি। আবার ইচ্ছাবলেই যখন আমাদিগের যাবতীয় কার্য্য, তখন প্রত্যয়ে ইচ্ছা না থাকিলে আমাদিগের মনে ইহার উৎপত্তি কিরূপে হইবে। অতএব আমাদিগের প্রত্যেক বাসনায় প্রত্যেক সংস্কারেই জ্ঞান আনন্দ ও ইচ্ছা ন্যূনাধিক্যে এ তিনই বিদ্যমান। এ তিন একাত্মক বিধায় ইহার নাম চৈতন্য। আমাদিগের উপলব্ধির জড়ত্ব বিধায় আমরা ইহাদিগকে পৃথক ভাবে দেখি।

—— * ——

২য় পরিচ্ছেদ।

জৈব স্বভাবে আত্মানাত্ম ধর্ম্ম।

রসাত্মক শান্তি (তৃপ্তি, সন্তোষ) আনন্দের স্বরূপ। প্রেম ইহার দ্বৈত প্রকাশ। উপলব্ধি চিতের স্বরূপ। বহির্জ্ঞান ইহার দ্বৈতপ্রকাশ। সত্তা, শক্তি বা বল সতের স্বরূপ। সংকল্প, নিয়মন বা ইচ্ছা ইহার দ্বৈত প্রকাশ। সদাত্মক বিশুদ্ধ শক্তির নাম পরাশক্তি। সবিশেষ জড়প্রবণতাত্মক অবিশুদ্ধ শক্তির নাম জড়শক্তি বা শক্তি। আমরা দেখিয়াছি যে জীব-চৈতন্য যে কোন জড়বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, তদাশ্রিত সংস্কার সেই বিষয় হইতে তাহার জড়শক্তি সংগ্রহ করে। এইরূপে জড়শক্তির সহিত মিলিত হইয়া প্রেম কামাকার ও জ্ঞান প্রত্যয়াকার ধারণ করে।

জ্ঞানানন্দ ইচ্ছার স্বরূপ ও দ্বৈতপ্রকাশ।

কাম, প্রত্যয় ও বাসনা।

আমরা যে মানবকে ভালবাসি, প্রকৃতপক্ষে ভালবাসা সেই মানবের আত্মার জন্য। তবে যদিচ আমরা বিচারে পাই, যে স্থূল শরীর প্রকৃত আত্মা নহে, বস্ত্রাদির ন্যায় ইহা আমাদিগের আভ্যন্তরিক পরিচ্ছদ বিশেষ, তথাপি চিরন্তন অজ্ঞান সংস্কার-জাত প্রত্যয়ের জড়প্রবণতা বলে আমি আমার আপন শরীরে আমি-জ্ঞান এবং আমার স্ত্রী-পুত্রের শরীরে স্ত্রী-পুত্র জ্ঞান, পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ। এই কারণে প্রকৃতপক্ষে স্ত্রী-পুত্রের আত্মা ভালবাসার প্রকৃত বিষয় হইলেও, কার্য্যতঃ তাহাদিগের শরীর মনকে ভালবাসার বিষয় করিয়া আমরা শরীর মনের সঙ্গলিপ্সু, তাহার পক্ষপাতী হই। শরীর মনের কার্য্য আত্মোন্নতির বিঘ্নকর হইলেও আমরা জানিয়া শুনিয়াও সেই কার্য্যের প্রশ্রয় দেই। অনাত্মক শরীরাদিতে এই যে চিরন্তন আত্মজ্ঞানাত্মক ভ্রান্ত সংস্কার, ইহারই নাম অবিদ্যা। অবিদ্যাবলে আমাদিগের প্রকৃত আত্মা আমাদিগের নিকট আবৃত এবং যাহা আত্মা নহে, তাহাতে আত্ম-জ্ঞান। অবিদ্যার এই দ্বিবিধ ভ্রান্তি উৎপাদক শক্তির নাম আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি। বিক্ষেপ শক্তিবলেই অনাত্মে আত্মপ্রত্যয় ও তজ্জাত জড়সঙ্গলিপ্সা এবং জড়শক্তি আকর্ষণ বিকর্ষণ ধর্ম্ম। অবিদ্যার উৎপত্তি ও স্বরূপ বিষয়ে আমরা পরে দেখিব। আমাদিগের চৈতন্য যে জড়শক্তির সহিত মিলিত হয়। সে জড়শক্তির দোষ গুণকে আমরা আমাদিগের দোষ গুণ বলিয়া গ্রহণ করি। এইরূপ একের দোষ গুণ অন্যে প্রকাশ হইবার নাম অধ্যাস। এক পদার্থে অন্য পদার্থের ও অন্য ধর্ম্মের অবভাসের নাম অধ্যাস। অধ্যাসগুণে অঙ্গারপ্রবিষ্ট অগ্নি

চিরন্তন অজ্ঞান সংস্কারের বলে শরীরে অহংজ্ঞান এবং অহংজ্ঞান জন্য শরীরে সঙ্গলিপ্সা।

অবিদ্যা ও তাহার কার্য্য।

অধ্যাস ও তাহার কার্য্য।

স্বয়ং গুরু না হইয়াও অঙ্গারের গুরুত্বে গুরুত্ব-ধর্ম্ম লাভ করে এবং অঙ্গার স্বয়ং দাহিকাশক্তিবিরহিত শীতল ও কৃষ্ণবর্ণের হইয়াও অগ্নির ধর্ম্মে দাহিকা উষ্ণতা ও রক্তিমা ধর্ম্মাক্রান্ত হয়। অধ্যাসগুণেই অবিদ্যা-সংস্কার জন্য শরীরাদি যে অনাত্মক বিষয়ে আমাদিগের আত্ম-প্রত্যয় সেই অনাত্মক বিষয়ের স্বভাবই আমাদিগের আপন স্বভাবরূপে সপ্রকাশ হয়। অধ্যাসমূলে এই যে একের ধর্ম্ম অন্যের গ্রহণ, সে গ্রহণ প্রকৃত পারমার্থিক গ্রহণ নহে। গ্রহণের ন্যায় বহিঃপ্রকাশ বা অবভাস মাত্র। অধ্যাসের অবসানে সে অবভাসেরও শেষ। তখন আবার যে বস্তুটীর যে স্বভাব, সে বস্তুটী তাহার সেই পূর্ণ বিশুদ্ধ স্বভাবেই সপ্রকাশ হয়। পরে দেখিবে অধ্যাস গুণেই আমাদিগের বিশুদ্ধ জ্ঞানানন্দ ইচ্ছার জড়সঙ্কোচভাব, জড়-সঙ্গ-লিপ্সা ও পরিণামশীলতাদি জড়ভাব বিকার। জড়ের সঙ্কোচ স্বভাবের পরিচয় তাহার স্থাপনাগুণে। যে স্থানে যে ভাবে থাকে, সেই স্থানে সেই ভাবে থাকিবার প্রবণতার নাম স্থাপনা। এই প্রবণতাই প্রকৃত জড়তা। জড় স্বভাবের অধ্যাসগুণে আমাদিগের আলস্য নিদ্রা তন্দ্রা মোহাদি জড়ভাব, জ্ঞানানন্দ ইচ্ছার যাবতীয় দুর্ব্বলতা, প্রকাশের খর্ব্বতা। জড়ের যে স্বজাতীয় পরমাণু আকর্ষণাসক্তি বলে বৃক্ষ-বীজের বৃক্ষত্ব প্রাপ্তি, মানব শরীরের ক্রম বৃদ্ধি বা পুষ্টি, সেই আসক্তির অধ্যাসগুণে আমাদিগের জড়সঙ্গ-লিপ্সা, স্বীয় জ্ঞানানন্দ ইচ্ছাশ্রিত সংস্কার শক্তির অনুরূপ বিষয়ে আসক্তি। জড়াসক্তি গুণেই আমরা আপন প্রত্যয়ের বিরুদ্ধে কোন বিষয় বুঝিতে বা উপলব্ধি করিতে, কাম-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কোন বিষয় ভালবাসিতে, বা বাসনার বিরুদ্ধে কোনও বিষয়ে ইচ্ছা প্রকাশ করিতে, সহজে সক্ষম নহি।

জীবের জড়তা।

জীবের আসক্তি

নিরুক্ত শাস্ত্র বলেন জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ,

জড়ের এই ছয়টী ভাব-বিকার। এই ভাব-বিকারদ্বারা জড় পদার্থ সততই বিকৃত, বহুকাল এক অবস্থায় থাকিতে অসক্ত। আজ যাহা কার্য্যরূপে পূর্ণ প্রকাশ, কাল তাহা কারণরূপে অর্দ্ধপ্রকাশ, পরশ্ব আবার তাহা শক্তিরূপে অপ্রকাশ। এই বিকারের অধ্যাস বলে, জড়ে আত্ম-প্রত্যয়জন্য আমরাও আমাদিগকে এইরূপ বিকার ধর্ম্মাক্রান্ত বলিয়া মনে করি এবং আমাদিগের যেরূপ সংস্কার, আমাদিগের সংস্কারাশ্রিত জ্ঞানানন্দেচ্ছাত্মক চৈতন্যেরও তদনুরূপ বিকার। এ বিকার প্রকৃত পক্ষে সংস্কারের। চৈতন্যের নিত্যই এক অপরিবর্ত্তনীয় স্বরূপ। তবে সংস্কারধর্ম্মেই আমাদিগের চৈতন্য আমাদিগের নিকট সপ্রকাশ, সংস্কার প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই আমাদিগের উপলব্ধি যোগ্য একমাত্র চৈতন্য,বিধায় সংস্কারের বিকারে আমাদিগের চৈতন্যোপলব্ধির বিকার, ইহার ভাবা-ভাবে তাহার ভাবাভাব। ইহাই জীবের পরিণামশীলতা, তাহার জন্ম মৃত্যু আদি ভাবভেদের কারণ।

জীবের ষড় জড় ভাব বিকার।

কামাদির আশ্রিত জড়শক্তির বৃদ্ধিতে আমাদিগের আলস্যাদি সঙ্কোচভাব, সঙ্গলিপ্সা, স্বার্থপরতাদি জড়ভাবের বৃদ্ধি হয়. এবং ঐ শক্তির হ্রাসে তাহাদিগেরও হ্রাস হয়, এবং জ্ঞান আনন্দ ও ইচ্ছার নিঃস্বার্থ উদার নির্ব্বি-শেষ প্রকাশের বৃদ্ধি হয়। স্নেহময়ী জননীর, পতি-প্রাণা পত্নীর ভালবাসার নিঃস্বার্থপরতা কে না স্বীকার করিবেন? সাধারণ অস্ফুট ভাল-বাসার ন্যায় ইহাঁদিগের এ প্রগাঢ় ভালবাসায় সঙ্গলিপ্সারও আধিক্য দেখিবে না। পতি পুত্রের হিতের জন্য ইহাঁরা কখনই তাহাদিগের সঙ্গত্যাগে কুণ্ঠিতা নহেন। যাঁহার হিতাহিত জ্ঞান ও ভবিষ্যদ্দৃষ্টি যত বেশী, তাঁহার সঙ্গত্যাগের সামর্থ্যও তত অধিক।

কামাদি আশ্রিত জড় শক্তির বৃদ্ধি বলে জী-বের জড়ভাবের বৃদ্ধি। উহার হ্রাসে জ্ঞান আ-নন্দ ও ইচ্ছার বৃদ্ধি। অতএব জড়তা চৈত-ন্যের স্বভাব নহে।

পতি পুত্রের বর্ত্তমান স্থূলশরীর ত্যাগ, পতি পুত্রের প্রকৃত মঙ্গলের কারণ বলিয়া যাঁহার স্থির প্রত্যয়, তাঁহার পক্ষে তাহাদিগের শরীর ত্যাগও অসহনীয় নহে। স্বার্থপরতাদি জড়-গুণ যদি প্রেমের স্বভাব হইত, তবে প্রেমের বৃদ্ধিতে তাহাদিগের বৃদ্ধি না হইয়া, কথনই এরূপ হ্রাস হইতে পারিত না। সংস্কারাত্মক্ হিতাহিত জ্ঞানাদির পরিবর্ত্তনেও এ সঙ্গ-লিপ্সার পরিবর্ত্তন হইত না। এবং জ্ঞানানন্দেচ্ছা যদি প্রকৃত প্রস্তাবে জড়তা বিরহিত নির্ম্মল, সঙ্গবিরহিত স্বতন্ত্র, নিঃস্বার্থ, উদার, সঙ্কোচ-ভাব-বিরহিত পূর্ণপ্রকাশ, স্বভাবের না হইত, তবে তদাশ্রিত জড় শক্তির হ্রাসে এ সকল ভাবের বৃদ্ধি হইত না। অজ্ঞানতার সহিতই শরীরাদি জড়-সঙ্গ-লিপ্সা, স্বার্থপরতা, সঙ্কোচ-ভাব, ও বিচ্ছেদতাপাদির প্রকৃত সম্বন্ধ। অজ্ঞানতার বৃদ্ধিতেই তাহাদিগের বৃদ্ধি, অজ্ঞানতার হ্রাসেই তাহাদিগের হ্রাস। প্রেমের সহিত তাহাদিগের সম্বন্ধ, অধ্যা-সজ ও অস্বাভাবিক। এই কারণে প্রেমের বৃদ্ধিতে তাহাদিগের হ্রাস। যাঁহার অন্তরে প্রেমভাব পরিস্ফুট, প্রেম যাঁহার স্বাভাবিক, তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ, শান্তি, তৃপ্তি, সতত বিদ্যমান। শোকতাপাদিদ্বারা সে আনন্দ, সে শান্তি, কখনই নষ্ট হয় না।

জড় ও আত্ম স্বভাব মিলিয়া জীবের স্বভাব। একের বৃদ্ধিতে অপরের হ্রাস। আত্মস্বভাবজ স্বাতন্ত্র্য ধর্ম্মে জৈব স্বভাবের পরিবর্ত্তন। চৈতন্য-স্বাতন্ত্র্যই স্বাধীনতা।

পরে দেখিবে অবিদ্যা সংস্কার-মূলক অধ্যাসগুণে জ্ঞানানন্দেচ্ছা ও তদাশ্রিত জড় শক্তি এ উভয়ের স্বভাব লইয়া আমাদিগের স্বভাব গঠিত। এই উভয় ধর্ম্মই কম বেশভাবে আমাদিগের মধ্যে বিদ্যমান। জ্ঞানানন্দ ইচ্ছার স্বভাবকে আত্ম-স্বভাব, তাহাদিগের ধর্ম্মকে আত্ম-ধর্ম্ম এবং তাহাদিগের প্রকাশকে আত্ম-প্রকাশ বলে। সংস্কারাশ্রিত অজ্ঞান জড় শক্তির বৃদ্ধিতে জড়-ধর্ম্মের আধিক্য ও আত্ম-ধর্ম্মের হ্রাস; এবং জ্ঞানানন্দেচ্ছা প্রকাশের প্রাবল্যে জড়-ধর্ম্মের হ্রাস ও

আত্মধর্ম্মের আধিক্য। সংস্কার-শক্তির স্বানুরূপ আসক্তি ও প্রবৃত্তি, যে রূপ জড়-ধর্ম্ম, অনাসক্তি ও অপূর্ব্ব স্বতন্ত্রতা, তদ্রূপ আত্ম-ধর্ম্ম। এই স্বতন্ত্রতাবলে আমরা স্বীয় মনোগত আসক্তির বিরুদ্ধতাচরণে সমর্থ। ইহার বলেই জৈব-স্বভাবের পরিবর্ত্তন। শুদ্ধ জড়-স্বভাবদ্বারা জীবের স্বভাব গঠিত হইলে, সে স্বভাবের এরূপ পরিবর্ত্তন হইতে পারিত না। প্রস্তর বৃক্ষাদি শুদ্ধ জড়-স্বভাববিশিষ্ট পদার্থের ন্যায় জীবের স্বভাবও নিত্য একরূপে বৃদ্ধি পাইত। যাহার আত্মপ্রকাশ যত অধিক, তাহার চিত্তগত আসক্তির বিরুদ্ধাচরণ-সামর্থ্য ও তত প্রবল, চিত্ত তাহার তত অধীন। আত্ম-প্রকাশের দৌর্ব্বল্যে এ সামর্থ্যেরও খর্ব্বতা, মানব অধিকতর চিত্তের আশ্রিত। মূঢ়াবস্থায় মানবে এ সামর্থ্যের প্রকাশ অতি সামান্য। পশ্বাদিতে নাই বলিলেই হয়। এই সামর্থ্যই মানবের প্রকৃত স্বাধীনতা। আপন শারীরিক বা মানসিক প্রবৃত্তিচরিতার্থতাজন্য অন্য ব্যক্তিকে অভিভূত করিয়া তাহার উপর আধিপত্য সংস্থাপনের বা যথাভিরুচি ভোগ্যাদি সংগ্রহের যে সামর্থ্যকে লৌকিকার্থে আমরা স্বাধীনতা বলি,—সে স্বাধীনতা আমাদিগের জড়স্বভাবের স্বাধীনতা মাত্র। আত্মপ্রকাশ-বিষয়ে তাহা অধীনতা। কাজেই উচ্চাধিকারীর পক্ষে সে লৌকিক স্বাধীনতা হেয়।

জীবে জড় ও চৈতন্য এ দুই স্বভাবের পরিচয়।

জীবের আত্মস্বভাব নির্ম্মল, উদার, বহুদর্শী, তত্ত্বগ্রাহী, নিঃস্বার্থ, পরার্থপর, প্রেমরসাত্মক, শান্ত, উদাসীন, অনাসক্ত, অনন্যাপেক্ষী ও স্বতন্ত্র, কাজেই সর্ব্ব সুখ, দুঃখ, শোক, তাপ, বিবর্জ্জিত। তাহার জড়স্বভাব তদ্বিপরীত—মলিন, সঙ্কীর্ণ, মূঢ়, স্বার্থপর, কাম-রাগ-দ্বেষাত্মক, অশান্ত, আসক্ত, অন্যাপেক্ষী ও পরতন্ত্র, কাজেই সর্ব্ব শোক-দুঃখাদিযুক্ত। আমরা দেখিয়াছি এ জড়-স্বভাব সকারণ। আমাদিগের স্বকর্ম্মার্জ্জিত

সংস্কারাশ্রিত জড়শক্তি ইহার কারণ। আমাদিগের জড়স্বভাবপ্রকাশ সেই কারণের অবশ্যম্ভাবী কার্য্য। কাজেই যে কাল পর্য্যন্ত চিত্ত হইতে সে কারণ বিদূরিত না হইবে, সে কাল পর্য্যন্ত তাহার কার্য্য-স্বরূপ অধ্যাস জীবে অবশ্যই থাকিবে। জড়ে আত্মজ্ঞান যে মিথ্যা, ক্রোধাদি পাপ প্রবৃত্তি যে অহিতকর, এ কথা ত আমরা অনেকেই অবগত আছি। তবুও কি আমরা সে মিথ্যা জ্ঞান বা পাপ প্রবৃত্তির হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে সক্ষম হই? আত্ম-স্বভাব যখন সবল, তখন চেষ্টাদ্বারা জ্ঞানবলে আমরা সময়ে আমাদিগের চিত্তগত পাপ-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণে সক্ষম হইতে পারি। কিন্তু সে প্রবৃত্তির উত্তেজনা যখন প্রবল হয়, তখন আমাদিগের পক্ষে এরূপ চেষ্টা অসম্ভব হয়, এবং সম্ভব হইলেও অনেক সময়ে বিফল হয়। চিত্তগত সংস্কারের যে মন্দ শক্তির ধর্ম্মে আমাদিগের যেরূপ ভ্রান্তজ্ঞান বা পাপাসক্তি, তদ্বিরুদ্ধ নূতন শক্তিদ্বারা চিত্ত হইতে সে শক্তি বিশ্লিষ্ট করিয়া, নূতন সংস্কার গঠন করিতে পারিলে, সে ভ্রান্ত-জ্ঞানাদি হইতে মুক্তিলাভ হয়। তদ্রূপ মুক্তিলাভ সহজসাধ্য না হইলেও পাপ-প্রবৃত্তি দমনের চেষ্টা সর্ব্বাবস্থায়ই কর্ত্তব্য। এরূপ চেষ্টা এক সময়ে বিফল হইলেও সময়ান্তরে বিশেষ ফলদ। এ বিষয় কর্ম্ম-বিজ্ঞানে আলোচ্য।

জড়-স্বভাব। ইহার উৎপত্তি ও ক্ষয়।

তত্ত্বানুশীলন, নিয়মিত অভ্যাস, প্রযত্ন ও কর্ম্ম—ইহার সাধন। অভ্যাস এরূপ জড় শক্তি উৎপাদনের ও পরিবর্ত্তনের প্রধান সহায়। পাপ বা পুণ্য,—তুমি এ দুয়ের যেরূপ শক্তি-সঞ্চালনে অভ্যাস করিবে, কালে সেই শক্তিই লাভ করিবে, তদনুরূপই স্বভাব ও প্রবৃত্তিই পাইবে।

জড়-স্বভাব শুদ্ধির উপায়।

জ্ঞানই জীবের পতনোদ্ধারের প্রকৃত কারণ। জ্ঞানই সর্ব্বাধ্যাসের মূল। জড়ের ধর্ম্ম, জড়ের স্বভাবকে, আমাদিগের ধর্ম্ম, আমাদিগের

স্বভাব বলিয়া জ্ঞান করি বলিয়াই, আমাদিগের উপর সে ধর্ম্ম, সে স্বভাবের অধ্যাস। সে ধর্ম্ম ও স্বভাব প্রকৃত প্রস্তাবে যখন আমাদিগের নহে, তখন আমাদিগের ভ্রান্ত জ্ঞানাত্মক্ সংস্কারের সাহায্যব্যতীত তাহারা কিরূপে আমাদিগের ধর্ম্ম ও স্বভাবরূপে পরিণত হইবে? অনাত্মে আত্মজ্ঞানরূপ ভ্রান্তজ্ঞান যেরূপ জীবের পতনের কারণ, প্রকৃত আত্মায় আত্মজ্ঞান রূপ তত্ত্বজ্ঞান তদ্রূপ তাহার উদ্ধারের হেতু। ভ্রান্ত জ্ঞানের নাম যেরূপ অবিদ্যা, তত্ত্বজ্ঞানের নাম তদ্রূপ বিদ্যা। অবিদ্যার আশ্রয়ে যেরূপ জীবে জড়স্বভাবের অধ্যাস, তাহার শোকতাপাদি সংসারবন্ধন, বিদ্যার আশ্রয়ে তদ্রূপ সে অধ্যাসের ক্ষয়, তাহার আত্মস্বভাবজ বিশোক-পূর্ণানন্দ-পূর্ণশান্তি-আদি সংসারমুক্তি। এ বিষয় কর্ম্মবিজ্ঞানে বিবেচ্য।

জ্ঞান জীবের পতনোদ্ধারের কারণ। জ্ঞানের অধ্যাস।

বিদ্যা ও তৎকার্য্য।

আমরা দেখিয়াছি জ্ঞান, আনন্দ ও ইচ্ছাত্মক্ চৈতন্যবলে জীব কর্ত্তা, ভোক্তা ও জ্ঞাতা হইলেও, তাহার যে চৈতন্যের উপলব্ধি, যে চৈতন্যের আসক্তি এবং সে যে চৈতন্যের নিয়ামক (কর্ত্তা), সে চৈতন্য তাহার অন্তঃকরণজাত পরিচ্ছিন্ন বিষয়াকার শক্তির সহিত মিলিত এবং অন্তঃকরণদ্বারা সতত প্রকাশিত। অন্তঃকরণের আশ্রয়ব্যতীত অন্তঃকরণ-শক্তি বিরহিত প্রকৃত নির্ব্বিশেষ জ্ঞান, আনন্দ ও ইচ্ছা জীবের উপলব্ধি-সামর্থ্য, ভোগ-সামর্থ্য এবং নিয়মন-সামর্থ্য, এ তিনেরই অতীত। জীব সততই তাহার অন্তঃকরণাশ্রিত *। আমার জ্ঞান, আনন্দ ও ইচ্ছা সততই

জীব অন্তঃকরণাশ্রিত।

---

* "অন্তঃকরণ সাহিত্যরাহিত্যাভ্যাং বিশিষ্যতে।
উপাধিজীবভাবস্তু ব্রহ্মতারাস্ক নান্যথা॥"

অন্তঃকরণজাত জড়শক্তিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন, এবং অন্তঃকরণ-সংস্কার-জাত রাগদ্বারা রঞ্জিত, বলিয়াই আমি যে ব্যক্তিকে ভালবাসি, কুৎসিত হইলেও সে ব্যক্তিকে সুন্দর দেখি, তাহার স্বভাবে দোষ থাকিলেও তৎপ্রতি লক্ষ্য করিতে অক্ষম হই। যে দেশীয় বা যে জাতীয় লোকের স্বভাবসম্বন্ধে আমার যেরূপ পূর্ব্ব-সংস্কার থাকে, তদ্দেশীয় বা তজ্জাতীয় লোক দেখিলে, তাহার উপর সেই স্বভাবেরই আরোপ করি। সে ব্যক্তি তদ্বিরুদ্ধ স্বভাবের পরিচয় দিলেও তাহা লক্ষ্য করিতে অসমর্থ হই। যে বিষয় সম্বন্ধে আমার যেরূপ ধারণা, বিষয়টীতে তদ্বিরুদ্ধ ধারণার পরিচয় থাকিলেও, সে পরিচয় আমার অদৃশ্য।

সংস্কারাশ্রয়ে জ্ঞান আনন্দের সঙ্কীর্ণতা।

যাহার যেরূপ সংস্কার, তাহার তদনুরূপ আসক্তি, প্রত্যয় ও কার্য্যপ্রবৃত্তি। এই কারণে কি ধর্ম্ম, কি সংসার, কি অন্যান্য বিষয়,—সকল বিষয়েই মানবগণের পরস্পরের মধ্যে আসক্তি, প্রত্যয় ও প্রবৃত্তির পার্থক্য। তুল্যরূপ উন্নত ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে একের ধর্ম্ম ও ঈশ্বরাদি বিষয়ক প্রত্যয় অন্যের বিরুদ্ধ। আপন সংস্কারের বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তির কোন বিষয়ে প্রত্যয় জন্মান সহজ নহে। এরূপ সংস্কারের পরিচয়, যে শুদ্ধ ধর্ম্ম বা লৌকিক আচারাদি বিষয়ে বা কুসংস্কারাপন্ন ব্যক্তিগণেই দৃষ্ট হয় তাহা নহে। বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণের যে আপন মতের পক্ষপাতিত্ব, তদ্বিরুদ্ধ মতে ভাল যুক্তি থাকিলেও, সে যুক্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষমতা ও সে মত গ্রহণে অপ্রবৃত্তি, তাহা তাঁহাদিগের চিত্তগত সংস্কার-ধর্ম্মের পরিচয়। এই কারণে অনেক

বৈজ্ঞানিক ও অন্য উন্নতমানবের প্রত্যয়েও সংস্কারজ সঙ্কীর্ণতা।

"সর্ব্বশক্তিপরং ব্রহ্ম নিত্যমাপূর্ণমদ্বয়ং।
যথোল্লসতি শক্ত্যাসৌ প্রকাশমধিগচ্ছতি॥"—পঞ্চদশী ৭।৮৪, ১৩।১৪।

উন্নত জ্ঞানীরও কোন কোন বিষয়ে সঙ্কীর্ণ প্রত্যয়। যাঁহার যে বিষয়ে দৃঢ় অপ্রত্যয় অন্য ব্যক্তি সে বিষয় প্রত্যক্ষ করিলেও, তিনি তাহা সহজে দেখিবেন না বা যে ব্যক্তিকে তিনি অন্য সর্ব্ববিষয়ে বিশ্বাস করেন, সে ব্যক্তি দেখিয়া বলিলেও মানিবেন না। না মানিবার কারণ পর্য্যন্তও অনুসন্ধানে তাঁহার প্রবৃত্তি হইবে না *। প্রত্যয়ে সংস্কারাত্মক জড়প্রবৃত্তির হাত না থাকিলে, উদাসীন জ্ঞানের এরূপ পক্ষাশ্রয় অসম্ভব হইত।

পূর্ব্ব প্রত্যয়াশ্রিত সংস্কারের ফলে তদ্বিরুদ্ধ প্রত্যয়ে অপ্রবৃত্তি।

যদি বল পূর্ব্ব সংস্কারদ্বারা মানব-চৈতন্য সময়ে এরূপ রঞ্জিত হইতে পারে এবং অনুমানাদি পরোক্ষ জ্ঞানেও সংস্কারাত্মক মানসিক বিকল্পনা-বিচারাদি প্রয়োজন বলিয়া পরোক্ষ জ্ঞানেও সংস্কারের হাত স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু প্রত্যক্ষ-জ্ঞান যে সততই সংস্কারাশ্রিত তাহার প্রমাণ কোথায়? তবে তাহার উত্তর এই যে, জৈব প্রত্যক্ষ-জ্ঞানও বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ-জ্ঞান নহে। ইহাতেও প্রত্যভিজ্ঞান-বিকল্পনাদি সংস্কারাত্মক পরোক্ষ-জ্ঞানেরই হাত অধিক। বহির্জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকের দ্বারা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এই পাঁচটি মাত্র বিষয়ের যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহা শিশুর জ্ঞানের ন্যায় অস্ফুট। সাংখ্যমতে তাহাকে 'আলোচন' বলে। শুদ্ধ আলোচন-জ্ঞান বলে বস্তুনির্ণয় অসম্ভব। বহির্বস্তুসম্বন্ধীয় এ অস্ফুট জ্ঞানলাভের পর পূর্ব্ব সংস্কারজাত প্রত্যভিজ্ঞান ও বিকল্পনাত্মক বিচার বলে তুমি সেই অপরিস্ফুট শব্দাদিজ্ঞান হইতে বস্তুনির্ণয় করিয়া, তৎসম্বন্ধীয় প্রত্যক্ষ-

জীবের সকল জ্ঞানই সংস্কার। প্রত্যক্ষেও সংস্কার।

* প্রেতাত্মায় যাঁহার অবিশ্বাস, বিশ্বাসী ব্যক্তি দেখিয়া বলিলেও, তিনি তাহা সহজে বিশ্বাস করিবেন না।

জ্ঞান লাভ কর। অতএব ইন্দ্রিয়জাত এই শব্দাদি বিষয়ক আলোচন জ্ঞান, সংস্কারজাত বলিয়া তুমি যদি নাও মান, তবুও শব্দাদি বিষয়ব পরিস্ফুট প্রত্যক্ষজ্ঞানে যে সংস্কারের কার্য্য আছে, তাহা তুমি অস্বী কার করিতে পার না। কাজেই দেখ. যে জ্ঞানকে তুমি প্রত্যক্ষ বলিয়া অভ্রান্তের গৌরব কর, সে জ্ঞানও প্রকৃত প্রস্তাবে সংস্কারজাত পরোক্ষ-প্রত্যয় মাত্র। সংস্কার ভ্রান্ত হইলে, সে জ্ঞান বিপর্য্যয়ও বিকল্প* রূপ ধারণ করে।

জৈব-জ্ঞানে অনুমানের আধিক্য।

আবার চিন্তাশীল হইলে দেখিবে যে. জগতে তোমার প্রত্যক্ষ-জ্ঞান অতি সামান্য। অনুমানকেই প্রত্যক্ষজ্ঞান বলিয়া গ্রহণ করিয়া, তুমি সতত তদ্বলে কাজ করিয়া থাক। অদ্য সূর্য্য উঠিয়াছে দেখিয়া. কল্য যে উঠিবে, সে অবধারণ প্রত্যক্ষ কিরূপে হইবে? ইহা তোমার পূর্ব্ব সংস্কারজাত অথবা ব্যাপ্তিগ্রহ-মূলক আনুমানিক প্রত্যয়মাত্র। ভবিষ্যদ্বিষয়ক আমাদিগের যত জ্ঞান, তৎসমস্তই এইরূপ। আমি যে মুহূর্ত্তে বাক্যটা উচ্চারণ করিতেছি, তাহার পর মুহূর্ত্তেরই নাম ভবিষ্যৎ। কাজেই অনুমানের উপর আমাদিগের প্রধান নির্ভর, এবং পূর্ব্ব সংস্কারাত্মক প্রত্যয়ব্যতীত অনুমান অসম্ভব। অতএব আমরা যাহাকে জ্ঞান বলি, তাহা আমাদিগের অন্তঃকরণ-সংস্কারজাত চৈতন্যাত্মক বিষয়-প্রত্যয়।

অবশ্য সংস্কারমাত্রই যে মিথ্যা, এ কথা বক্তব্য নহে। কিন্তু মিথ্যাই হউক আর সত্যই হউক, সংস্কার সততই সংস্কার। সংস্কারাত্মক অন্তঃকরণের সাহায্যব্যতীত যখন জ্ঞান, আনন্দ এবং ইচ্ছা প্রকাশ অসম্ভব, তখন অন্তঃকরণের জড়তা ও অশুদ্ধিবিশুদ্ধতাদ্বারা

---

*বিপর্য্যয় — ভ্রান্তজ্ঞান। বিকল্প — মিথ্যাজ্ঞান।

যে সে প্রকাশের জড়তা ও অশুদ্ধিবিশুদ্ধতা জন্মিবে, এ কথা কি করিয়া অস্বীকার করিবে? তোমার কামল-রোগের দ্বারা যখন বহির্জ্জগৎ সম্বন্ধীয় তোমার জ্ঞান রঞ্জিত হয়, তখন অন্তঃকরণের রাগদ্বারা জ্ঞান, আনন্দ ও ইচ্ছা কেন না রঞ্জিত হইবে? তুমি দেখিয়াছ যে আনন্দের যে ভোগাসক্তি, ইহা হইতে যে কাম, রাগ ও দ্বেষের উৎপত্তি, তোমার যে ইন্দ্রিয়-স্পর্শাদি জন্য সুখ দুঃখ, তৎসমস্তই তোমার অন্তঃকরণ-সংস্কারজাত আনন্দের বিকৃত প্রকাশ মাত্র। সংস্কারের দোষ-গুণ হেতু সংস্কার-প্রতিবিম্বিত আনন্দাভাস-পাপ-পুণ্যাত্মক নানা বাসনায় পরিণত হয়। অন্তঃকরণ-সংস্কারে প্রতিফলিত হইয়া ইচ্ছা—ক্রোধ, অসহিষ্ণুতা, সহিষ্ণুতা, বল, বীর্য্য, ধৈর্য্য, শৌর্য্য, গাম্ভীর্য্যাদি—নানা-বাসনার উৎপাদক হয়।

জীব-চৈতন্যের উপর সংস্কারের শক্তি।

অন্তঃকরণের ন্যায় তজ্জাত বাসনার ও সংস্কারের জড়তা,—স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে দ্বিবিধ। বিদ্বেষ ও স্বার্থপরতাত্মক মলিন সংস্কার গুলির জড় স্থূলত্ব যেরূপ অধিক, ভক্তি, বাৎসল্য, দাস্য, দয়া, ক্ষমাদির তদ্রূপ নহে। স্থূল তমঃপ্রধান অন্তঃকরণে মলিন স্বার্থপর ও বিদ্বেষাত্মক সংস্কারের যেরূপ 'স্থাপনা', * সূক্ষ্ম সত্ত্ব-প্রধান অন্তঃকরণে বিশুদ্ধ প্রেম, দয়া, ক্ষমাদির তদ্রূপ 'স্থাপনা'। সাত্ত্বিক অন্তঃকরণে মলিন বাসনার উদয় হইলেও তাহার স্থায়িত্ব কম। এই কারণে সত্ত্ব-প্রধান ব্যক্তির হৃদয়ে কাহারও উপর ক্রোধ বা বিদ্বেষ ভাবের সঞ্চার হইলেও, সে ভাব যেরূপ সহজে পরিবর্ত্তিত হয়, তমঃ-প্রধান ব্যক্তির তদ্রূপ হয় না। বহির্জ্জড়-জগতে যেরূপ জড়াসক্তির আধিক্যে 'স্থাপনার' আধিক্য,

বাসনা ও সংস্কার স্থূল ও সূক্ষ্ম।

* যে স্থানে যে ভাবে রাখ সেই স্থানে সেই ভাবে থাকিবার প্রবণতা (inertia)।

জড়াসক্তির ক্রম হ্রাসে 'স্থিতিস্থাপকতার' ও তৎপর 'বেগের' প্রকাশ, অন্তঃকরণজাত সংস্কার ও বাসনা-পরিণামও তদ্রূপ। এই কারণে যাহার অন্তঃকরণে জড়াসক্তির আধিক্য, তাহার পক্ষে তাহার অন্তঃকরণ-প্রবৃত্তি, তাহার বাসনা, পরিবর্ত্তন যেরূপ কঠিন, উন্নতান্তঃকরণ ব্যক্তির পক্ষে তদ্রূপ নহে।

সংস্কারের তামসিক ও সাত্ত্বিক ভাবভেদ ও তাহার ফল।

৩য় পরিচ্ছেদ।

নির্ব্বিশেষ—চৈতন্য।

আমরা সংস্কার ও বাসনার বিষয় অনেক দেখিলাম। তাহাদিগের জড়ত্বেরও পরিচয় পাইলাম। এখন দেখিব সংস্কার ও বাসনাবিরহিত জ্ঞান, আনন্দ ও ইচ্ছা কিরূপ। আমাদিগের জ্ঞান, আনন্দ ও ইচ্ছা সততই অন্তঃকরণজাত সংস্কারের সহিত মিলিত। তদ্বিরহিত নির্ব্বিশেষ জ্ঞানানন্দ-ইচ্ছা আমরা প্রকাশ বা উপলব্ধি করিতে অক্ষম। তবে তাহা বলিয়া যে আমরা ও নির্ব্বিশেষ চৈতন্যের কোন পরিচয় পাইতে পারি না, তাহা নহে।

ঘট-পটাদি বিভিন্ন বিষয় প্রকাশক যে জ্ঞান, স্থির চিত্তে দেখিলে দেখিবে যে, সে জ্ঞান সর্ব্বত্রই এক নির্ব্বিশেষ উপলব্ধি-আত্মক চৈতন্য-স্বরূপ। তাহাকে যে বিষয়ের সহিত মিলিত কর, সে সেই বিষয়াকারে, সেই বিষয়সম্বন্ধে, তোমার চৈতন্য উৎপাদন করে। কিন্তু স্বয়ং তাহার কোন বিষয়াকার নাই। বিশুদ্ধ জ্ঞান সর্ব্ব ঘট, পট, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাদি নামরূপাত্মক

জ্ঞান।

বিষয়-ভেদবিবর্জ্জিত, সততই নির্ব্বিশেষ চৈতন্য। নামরূপাত্মক বিষয়গুলি অন্তঃকরণজাত জড়-বৃত্তি মাত্র। অন্তঃকরণক্ষেত্রে উহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া উহাদিগের জ্ঞান দিবার জন্যই কেবল চৈতন্য উহাদিগের আকার ধারণ করে। চৈতন্য স্বয়ং উদাসীন। তাহার নিকট কোন বিষয় হেয় বা উপাদেয় নহে। তুমি ভালমন্দ যে বিষয় জানিতে চাহ, তোমার চিত্তে যে বিষয়-বৃত্তি উৎপন্ন হয়, চৈতন্য সেই বিষয়ই তোমাকে জানায়। আবার তোমার চৈতন্য দুর্ব্বল, তদ্বলে তুমি সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয় প্রত্যক্ষ করিতে অক্ষম। এই কারণে জড়-সংস্কারের আশ্রয়ে তোমার চৈতন্যের স্মৃতি, অনুমান, বিশ্বাস, প্রত্যয়াদি ভাবভেদ। প্রকৃতপক্ষে ইহারা বিশুদ্ধ চৈতন্য নহে, চৈতন্যাভাস মাত্র। বিশুদ্ধ চৈতন্য সততই অপরোক্ষ উপলব্ধি-আত্মক্। উপলব্ধিই ইহার নিত্যস্বরূপ। পরিচ্ছিন্ন জড়-বিষয় সে স্বরূপের উৎপাদক নহে, বরং তাহার খণ্ডকারক। পরিচ্ছিন্ন বিষয়যোগে চৈতন্য স্বয়ং তদাকারে পরিচ্ছিন্ন হইয়া সে বিষয়ের উপলব্ধি জন্মায়। চৈতন্যের নির্ব্বিশেষ স্বরূপের নাম চিৎ। ইহার নির্ব্বিশেষ প্রকাশের নাম উপলব্ধি।

নির্ব্বিশেষ চিৎ যেরূপ উপলব্ধি-আত্মক, নির্ব্বিশেষ আনন্দ তদ্রূপ শান্তিরসাত্মক। দ্বৈতপ্রকাশকালে আনন্দ প্রেম। চৈতন্য সংযোগে বহিঃ পদার্থ যেরূপ উপলব্ধির বিষয় হয়, প্রেম সংযোগে ইহা তদ্রূপ স্নেহের বিষয় হয়। ভক্তি, বাৎসল্য, সৌহৃদ্য, দয়া আদি সমস্তই স্নেহের সংস্কারাশ্রিত ভাববিকার মাত্র। স্নেহপ্রকাশবৃদ্ধিজন্যই সংস্কারমূলক এ সকল ভাবভেদের প্রয়োজন। প্রকাশ যত বৃদ্ধি পায় ও স্বভাবসিদ্ধ হয়, এ প্রয়োজনের তত হ্রাস হয়। প্রকাশ যখন পূর্ণ ও স্বাভাবিক বিষয়সম্বন্ধমূলক ভাবভেদ তখন নিষ্প্রয়োজন। পাত্রগত স্নেহভাবের পার্থক্য তখন অপগত। প্রকৃত বিশুদ্ধ পূর্ণপ্রেম সর্ব্ব ভাবভেদ-

আনন্দ।

বিরহিত একরসাত্মক। ইহার নিকট কোন ব্যক্তি হেয় বা কোনটী উপাদেয় নহে, সকলই তুল্য। পূর্ণ নির্ব্বিশেষ অদ্বৈত-স্বরূপে আনন্দ শান্তি।

'এইরূপ হউক'—এই অনুধ্যানের নাম ইচ্ছা। ইহা সতের দ্বৈত-প্রকাশ। এক চিৎ যেরূপ দ্বৈত-প্রকাশ কালে জ্ঞাতা জ্ঞেয় ও জ্ঞান, এক আনন্দ যেরূপ ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগ, এক সৎ তদ্রূপ কর্ত্তা (সত্তা-দাতা) কর্ম্ম (প্রদত্ত-সত্তা) ও ক্রিয়া (সত্তা-দান-কার্য্য)। স্নেহ-প্রদান যেরূপ প্রেমের কার্য্য, সত্তা-প্রদান তদ্রূপ ইচ্ছার কার্য্য। নির্ব্বিশেষ প্রকাশাবস্থায় জ্ঞান যেরূপ উপলব্ধি, প্রেম যেরূপ শান্তি, ইচ্ছা তদ্রূপ সত্তা।

ইচ্ছা।

জ্ঞানানন্দের ন্যায় ইচ্ছাও জড়ের কার্য্য নহে, জড়ের দ্বারা বিশিষ্ট হয় মাত্র।

জড়-বিষয় যেরূপ জ্ঞান ও প্রেমের উৎপাদক নহে, পরিচ্ছেদক, ইহা তদ্রূপ ইচ্ছারও উৎপাদক নহে, পরিচ্ছেদক। নির্ব্বিশেষ চিতের চৈতন্যোৎপাদিকা, নির্ব্বিশেষ আনন্দের প্রেমোৎপাদিকা, ও নির্ব্বিশেষ সতের ইচ্ছা উৎপাদিকা শক্তি বা স্বভাব আছে বলিয়াই, সবিশেষ অবস্থায় চৈতন্যাদির প্রকাশ এবং জড়ের সহিত ঐ প্রকাশের সম্বন্ধ। ইচ্ছা জড়-শক্তি নহে। জড়শক্তির তুল্য স্বভাবেরও নহে। জড়শক্তি যেরূপ সততই শক্ত্যন্তরের অধীন, পরতন্ত্র, ইচ্ছা তদ্রূপ নহে। ইচ্ছা সততই স্বাধীন, স্বতন্ত্র। অয়স্কান্ত যে শক্তি বলে লৌহের উত্তেজক, সে শক্তি, জড় বলিয়া, সততই লৌহ-শক্তির অধীন। লৌহ সন্নিধানে সে শক্তির কার্য্যে কদাচ ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না। কিন্তু ইচ্ছা তদ্রূপ নহে। জড় বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ করা না করা বিষয়ে ইচ্ছা স্বাধীন। স্বস্বভাবে ইহা জড় শক্তির নিয়ন্তা, জড়শক্তিদ্বারা অভিভবনীয় নহে। জড়শক্তি কেবল জড়-শক্তিকেই অভিভূত করিতে সক্ষম। আমাদিগের ইচ্ছা যে আমরা

ইচ্ছা জড়ের নিয়ন্তা, জড়শক্তি নহে।

জড়শক্তিদ্বারা অভিভূত হইতে দেখি, তাহার প্রকৃত কারণ, আমাদিগের জড়প্রিয়তা। আমরা জড়শক্তি ভালবাসি বলিয়া, জড়াসক্ত। সেই জড়াসক্তিগুণেই আমাদিগের স্বাধীন ইচ্ছা জড়াশ্রিত ও খর্ব্ব। আনন্দেই যখন আমাদিগের প্রকৃত প্রয়োজন, তখন জ্ঞানানন্দের জড়াসক্তি বলে আমাদিগের ইচ্ছা কেন না জড়শক্তির অধীন হইবে? ইচ্ছা সততই জ্ঞানানন্দের আশ্রিত। স্বয়ং ইহা আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া পূর্ণ উদাসীন। আমাদিগের জড়াসক্তির যত হ্রাস হয়, ইচ্ছা তত জড়াতীত হয়। ইচ্ছা জড়শক্তি হইলে এরূপ হইত না। জড়শক্তির ন্যায় ইহা সততই তুল্যরূপে অন্যশক্তিদ্বারা নিয়মিত ও ক্রিয়ান্বিত হইত। স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে জড়শক্তির নিয়ামক ও কর্ত্তা হইতে পারিত না। ইচ্ছাবলেই আমরা স্বাধীন, স্বতন্ত্র। ইচ্ছার অভাবেই অয়স্কান্ত ও লৌহ পরস্পর পরস্পরের অধীন, পরতন্ত্র। ইচ্ছাবলেই আমরা কর্ত্তা। ইচ্ছার অভাবেই জড় আমাদিগের ক্রিয়াধীন। আমাদিগের যত আত্মোন্নতি হয়, আমাদিগের ইচ্ছার নিয়মন-সামর্থ্য, জড়ের উপর কর্ত্তৃত্ব, তত বৃদ্ধি পায়। আর্য্য-বিজ্ঞান মতে পূর্ণবিশুদ্ধ ইচ্ছার পূর্ণ প্রাকাম্য। যদি বল ইচ্ছা ও জড়শক্তি, তবে ইহা কারণ-শক্তি বলিয়া কার্য্য-শক্তির নিয়ামক। কারণ যে কার্য্যের নিয়ামক, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। তবে তাহার উত্তর এই যে, জড়কারণ জড়কার্য্যের নিয়ামক হইলেও অয়স্কান্তশক্তির লৌহশক্তিনিয়মনের ন্যায়, সে নিয়মনসম্বন্ধে জড়ের স্বতন্ত্রতা দৃষ্ট হয় না। যে অবস্থায় জড়-কারণ যেরূপ কার্য্যের প্রবর্ত্তক (নিয়ামক), সেই অবস্থায় সে কারণ সততই সেইরূপ কার্য্যের প্রবর্ত্তক। কারণ।

আনন্দের জড়বিকারে ইচ্ছার জড়বিকার।

ইচ্ছা উদাসীন নিয়মন-শক্তি।

ইচ্ছা জন্য কর্ত্তৃত্ব।

ইচ্ছা জড়-কারণ শক্তি নহে।

স্তরের প্রয়োগ-ব্যতীত সে কারণের প্রবৃত্ত্যন্তর অসম্ভব। কিন্তু ইচ্ছা-শক্তি জড়-কার্য্যের তদ্রূপ প্রবর্ত্তক নহে। কার্য্যবিশেষের প্রবর্ত্তক হওয়া না হওয়া বিষয়ে, মানব ইচ্ছাবলে স্বতন্ত্র। যদি বল ইচ্ছা বহু শক্তির সমষ্টি, কাজেই তদ্বলে মানব এক সময়ে ইচ্ছার এক শক্তি প্রকাশ করিয়া, এক অবস্থায় যেরূপ এক কার্য্যের একরূপ নিয়ামক হয়, অন্য সময়ে পুনরায় সেই অবস্থায় অন্য শক্তি প্রয়োগ-বলে, অন্যরূপ কার্য্যের নিয়ামক হয়। তবে তাহার উত্তরে বলিব যে, এ কথা স্বীকার্য্য যে, মানব একই অবস্থায় ভিন্ন সময়ে ভিন্ন জড় শক্তি (প্রবৃত্তি) গ্রহণে, ভিন্ন জড় কার্য্যের প্রবর্ত্তক হয়। কিন্তু ঐ প্রবৃত্তিশক্তি জড় হইলেও মানব তাহার যে স্বাধীন সামর্থ্যবলে, এক অবস্থায় ভিন্ন সময়ে ভিন্নপ্রবৃত্তি উত্তেজনা করিতে সক্ষম, তাহার সেই সামর্থ্যই স্বতন্ত্র। তাহাই ইচ্ছা। তাহা জড়শক্তি নহে, জড়শক্তির নিয়ামক, জড়শক্তিবিশেষে আপন আত্মসত্তা সংযোগে, সে শক্তি বিশেষের উদ্বোধক (উত্তেজক)। জড়শক্তি সমষ্টিধর্ম্মী হইলেও, সে শক্তি অন্ধ ও পূর্ণ পরতন্ত্র বলিয়া, তাহার যে অংশের যখন বহিরুত্তেজক কারণ উপস্থিত হয়, সে অংশের উত্তেজনা ও কার্য্যপ্রকাশ তখন অবশ্যম্ভাবী। সে শক্তি তখন সে কারণবলে অবশ্যই উত্তেজিত হইবে এবং তদতিরিক্ত অন্য প্রতিবন্ধকতা না থাকিলে, তাহার কার্য্য অবশ্যই সপ্রকাশ হইবে। কিন্তু চেতন ইচ্ছা এরূপ নহে। বহিরুত্তেজক কারণ যদি উপস্থিত হয়, এবং অন্য প্রতিবন্ধকতা না থাকে, তবুও উত্তেজিত হওয়া না হওয়া বিষয়ে চৈতন্যের ইচ্ছা স্বতন্ত্র। জড়ের ন্যায় সে ইচ্ছা বহিঃকারণ-তন্ত্র নহে। মানব-ইচ্ছা বিষয়াসক্তিজন্য পরতন্ত্রতা। পরতন্ত্রতাই ইচ্ছার জড়ত্ব। অতএব জড়শক্তি সমষ্টি-

ইচ্ছা সমষ্টি জড়শক্তি নহে, জড়শক্তির স্বতন্ত্র নিয়মন সামর্থ্য।

সমষ্টি জড়শক্তি স্বাধীন নহে। ইচ্ছা স্বাধীন। কাজেই ইচ্ছা জড়শক্তি নহে।

ধর্ম্মী হইলে, ইহার কেবল সর্ব্বপ্রকার আকার ধারণ করিবার, সর্ব্বপ্রকারে কার্য্য-প্রকাশ হইবার, যোগ্যতা মাত্র থাকিত। কিন্তু বহিঃকারণদ্বারা ক্রিয়ান্বিত হওয়া না হওয়া সম্বন্ধে ইহার স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা, থাকিত না। কাজেই বলি ইচ্ছা জড়শক্তি নহে। ইহা চৈতন্য-ধর্ম্ম। আবার চৈতন্য ও জড়শক্তি যখন পৃথক্, তখন চৈতন্যে যদি জড়ের সহিত ইচ্ছা-সম্বন্ধ সংস্থাপন-সামর্থ্যের অভাব হইত, তবে অয়স্কান্তের লৌহ-উত্তেজক শক্তির অভাবে যেরূপ অয়স্কান্ত লৌহ-উত্তেজক হইতে পারিত না, চৈতন্যও তদ্রূপ জড়-পদার্থের সহিত সম্বন্ধ-সংস্থাপনে অসমর্থ হইত।

ইচ্ছা চৈতন্যের জড় বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ করণের সামর্থ্য।

পরস্পর শক্তিসম্বন্ধব্যতীত অয়স্কান্তের শুদ্ধ সান্নিধ্য বশতঃই, লৌহ তদ্দ্বারা ক্রিয়ান্বিত হয় না। তদ্রূপ হইলে অন্য মণিসান্নিধ্যজন্যও লৌহ এরূপ ক্রিয়ান্বিত হইতে পারিত। অয়স্কান্তের যে 'বিশেষ' জন্য শুদ্ধ অয়স্কান্তের সন্নিধানে লৌহ বিচলিত হয়, অথচ অন্য মণির সন্নিধানে হয় না, সেই বিশেষে'র নাম অয়স্কান্তের লৌহ-উত্তেজক-শক্তি। আবার লৌহেরও অয়স্কান্ত-শক্তি-দ্বারা উত্তেজিত হইবার 'শক্তি' আছে বলিয়া, শুদ্ধ লৌহ তদ্দ্বারা উত্তেজিত হয়, অথচ প্রস্তরাদি অন্য কোন পদার্থ হয় না। এইরূপ এক পদার্থের তদ্বিরুদ্ধ পদার্থের সহিত শক্তি-সম্বন্ধব্যতীত, একের ক্রিয়া অন্যের উপর প্রকাশ অসম্ভব। জড় পদার্থের চৈতন্যকে উত্তেজনা করিবার যে শক্তি, সে শক্তির নাম যেরূপ 'জড়-শক্তি', চৈতন্যের জড় পদার্থের সেই শক্তি গ্রহণ বা নিয়মন করিবার যে সামর্থ্য, তাহার নাম তদ্রূপ 'ইচ্ছা'। আমরা দেখিলাম যে, অয়স্কান্ত যেরূপ লৌহ সান্নিধ্য হইলে, তাহার লৌহ উত্তেজন-'শক্তি' ক্রিয়ান্বিত হয়, না হইয়া পারে না, চৈতন্যের 'ইচ্ছা' তদ্রূপ নহে। ইচ্ছা স্বাধীন। জড়ের সহিত সম্বন্ধ করা না করা সম্বন্ধে ইহা পূর্ণ স্বতন্ত্র। কাজেই অয়স্কান্তের ন্যায় ইহা অন্ধ, পরতন্ত্র, জড়শক্তি

নহে। ইহা দর্শনক্ষম, স্বতন্ত্র, চৈতন্তশক্তি। জ্ঞান যেরূপ উপলব্ধি-আত্মক এবং আনন্দ যেরূপ রসাত্মক, ইচ্ছা তদ্রূপ সদাত্মক। পরে দেখিবে আমরা কোন জড় বিষয় জানিতে বা ভোগ করিতে হইলে, চৈতন্য সেই জড়ের শক্তি (আকারাদি-ধারণ-প্রবণতা) আকর্ষণ করিয়া, স্বয়ং সেই আকারে আকারিত হয় এবং জ্ঞানানন্দ ও সেই বিশিষ্ট আকারিত বিষয়ের জ্ঞানানন্দরূপে সপ্রকাশ হয়। নির্ব্বিশেষ চৈতন্যের এইরূপ সবিশেষ হইয়া, জড় বিষয়ের সহিত জ্ঞান আনন্দ বা নিয়মন সম্বন্ধ সংস্থাপনের স্বাধীন প্রবৃত্তির নাম ইচ্ছা বলিয়া,—সঙ্কল্প ইচ্ছার নামান্তর (৪৩)। সঙ্কল্পই ইচ্ছার আদি প্রকাশ। মানব, অন্তঃকরণের আশ্রিত। তাহার ইচ্ছা তাহার মনের দ্বারা প্রকাশ্য বলিয়া জড়াশ্রিত। কাজেই মানব ইচ্ছার দুর্ব্বলতা এ ইচ্ছা অনিশ্চিত কল্পনা। তুমি দেখিয়াছ যে ইচ্ছার ন্যায় তোমার জ্ঞানানন্দ ও জড়শক্তির আশ্রিত। জড়-শক্তির অশুদ্ধতা-বিশুদ্ধতাজন্য একই উদাসীন ইচ্ছা, বিভিন্ন জড়াসক্তির সহিত মিলিত হইয়া—দম্ভ, দর্প, অসহিষ্ণুতা, ক্রোধ, বিনয়. নম্রতা, সরলতা, সহিষ্ণুতা. আলস্য, দীর্ঘসূত্রতা, শৌর্য্য, বীর্য্য, উদ্যম, প্রযত্ন আদি নানাভাবে সপ্রকাশ। এ

ইচ্ছা সদাত্মক। ইহা চৈতন্যের সঙ্কল্প।

মানব অন্তঃকরণাশ্রিত বলিয়া তাহার চৈতন্যেরও ইচ্ছার জড় প্রকাশও দুর্ব্বলতা।

(৪৩) সৎ যত নির্ব্বিশেষ, তাহার এ বিষয়াকার-ধারণ-সামর্থ্য তত অধিক। ঐশ সৎ পূর্ণ নির্ব্বিশেষ, সর্ব্বজড়লেশবিবর্জ্জিত বলিয়া ঈশ্বর সত্য-সঙ্কল্প, সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহার প্রাকাম্য। তাঁহার সঙ্কল্পেই এই জগৎ। মানব-চৈতন্য-সত্তা জড়শক্তিবিশিষ্ট অন্তঃকরণাশ্রিত বলিয়া মানবের ইচ্ছা খর্ব্ব;তাহার কল্পনা দুর্ব্বল ও মিথ্যা এবং তাহার প্রাকাম্যের অভাব। নির্ব্বিশেষ সতের এই সবিশেষাকার ধারণের তাত্ত্বিকতাসম্বন্ধে শারীরকভাষ্যের মত সাংসারিকের নিষ্প্রয়োজন। সে মত সাংসারিক-উপলব্ধিরও অতীত বলিয়া তাহার উল্লেখ পরিত্যক্ত হইল।

সকলই ইচ্ছাশ্রিত জড়ভাববিকার। বিশুদ্ধ ইচ্ছায় এরূপ কোন ভাববিকার নাই। সে ইচ্ছা পূর্ণ উদাসীন। বেদান্ত বলেন জীব স্বকর্ম্মদ্বারা যে ফললাভ করে, ঈশ্বরেচ্ছা সে সকলের পূর্ণ উদাসীন নিয়ন্তা।

জ্ঞান, আনন্দ ও সত্তা—এ তিন পৃথক্ পদার্থ নহে। তিনই একাত্মক। একটী হইতে অপরটী বিশ্লিষ্ট করা অসম্ভব। সর্ব্বদা একেই তিন। চৈতন্যের জড়সঙ্কোচহেতু আমাদিগের লক্ষ্য, এক সময়ে উহার তিন ভাবের উপর তুল্যরূপে পড়ে না। এই কারণে আমার লক্ষ্য যখন যে ভাবের উপর পড়ে, আমি উহাকে তখন সেই ভাবেই দেখি।

জ্ঞান আনন্দ ও সত্তা একও অভিন্ন।

ভাব-বিশেষের উপর আসক্তিশূন্য হইয়া সম্যক্ দৃষ্টিতে দেখিলে, সত্তাশূন্য জ্ঞান বা আনন্দ, আনন্দশূন্য জ্ঞান সত্তা এবং চৈতন্যশূন্য আনন্দ বা সত্তা কুত্রাপি পাইবে না। যে জ্ঞান বা আনন্দের সত্তা নাই, সে জ্ঞান আনন্দ কোথায়? আবার স্থিরচিত্ত হও, তবে দেখিবে যে, আনন্দ তোমার সকল জ্ঞানে, সকল ইচ্ছা-প্রকাশেই, বিদ্যমান; এবং তোমার জ্ঞানেচ্ছা যত বিশুদ্ধ ও পরিস্ফুট হয়, উহার আনন্দ-স্বভাবও তত সপ্রকাশ হয়। প্রতিভা (genius) পরিচালনে যে অতুল সুখ (peculiar hilarity possible to genius) তাহা ইচ্ছাস্বরবাদী সপেনহরও স্বীকার করেন। আনন্দোপলব্ধিই প্রকৃত নির্ব্বিশেষ পূর্ণোপলব্ধি এবং আনন্দসত্তার উপলব্ধিই নির্ব্বিশেষ সত্তার পূর্ণ উপলব্ধি। যাহা নির্ব্বিশেষ জ্ঞান, নির্ব্বিশেষ সত্তা, তাহাই আনন্দ। যাহা নির্ব্বিশেষ আনন্দ, তাহাই রসাত্মক সত্তা, তাহাই নির্ব্বিশেষ উপলব্ধি। নির্ব্বিশেষ ধ্যানবলেই সে উপলব্ধির প্রকাশ লাভ হয়। আনন্দ ভিন্ন কোন জ্ঞান, কোন ইচ্ছা নাই। জ্ঞান ও ইচ্ছা প্রকাশে আনন্দ আছে বলিয়াই, তুমি উহাদিগের প্রকাশে সচেষ্ট এবং যে আনন্দ বা ইচ্ছার উপলব্ধি নাই, সে আনন্দ বা ইচ্ছা

সত্তা কোথায়? উপলব্ধি, শান্তি ও সত্তা,—এ তিনই সতত এক। ইহাই নির্ব্বিশেষ চৈতন্য। নির্ব্বিশেষ চৈতন্যের এই তিন স্বরূপ।

৪র্থ পরিচ্ছেদ।

চৈতন্য জৈব-কার্য্যের নির্ব্বিশেষ প্রকাশ।

আমরা আমাদিগের জাগ্রদ্দশার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাগত কার্য্য-নিচয় পর্য্যালোচনা করিয়া তৎসমস্তেই সংস্কারাশ্রিত জ্ঞানানন্দেচ্ছাত্মক চৈতন্য-ভাব সপ্রকাশ দেখিলাম। সংস্কারও তদাত্মক ভাবভেদ সম্বন্ধে নানা কার্য্যে নানা পার্থক্য, নানা পরিবর্ত্তন, দেখিলেও,সকল কার্য্যেই চৈতন্য-প্রকাশের নির্ব্বিশেষত্বের পরিচয় পাইলাম, চৈতন্যবিরহিত কোন কার্য্যই দেখিলাম না।

জাগ্রৎ ও স্বপ্নের কার্য্যে চৈতন্য।

জাগ্রদবস্থায়ই মানবের পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব, পূর্ণ নিয়মন-সামর্থ্য। তখনই তাহার কার্য্যে আত্ম-প্রকাশের আধিক্য। কাজেই তাহার কার্য্যদৃষ্টে আত্মানুমানজন্য সেই কালের কার্য্যই বিশেষ দ্রষ্টব্য। তবে স্বপ্নাবস্থায় শরীর ও ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় হইলে, অন্তঃকরণ তখনও সক্রিয়। কাজেই অন্তঃকরণাশ্রিত মানবের তখনও নানারূপ স্বপ্ন-দর্শন। অবশ্য জাগ্রদ-বস্থার ন্যায় এ অবস্থায় চিত্ত-বৃত্তি,সঙ্কল্প-বিকল্পাদির,উপর মানবের নিয়মন-সামর্থ্যের পরিচয় অতি দুর্ব্বল। এ অবস্থার কার্য্যদৃষ্টে বোধ হয় যেন, সে এখন অন্তঃকরণদ্বারাই ক্রিয়ান্বিত। অন্তঃকরণ-বৃত্তি তাহাকে যে দিকে লইয়া যায়, অর্দ্ধ-চৈতন্যাবস্থায় সে সেই দিকেই যায়। অন্তঃকরণ-বৃত্তি তাহাকে যাহা দেখায়, সে তাহাই দেখে, যাহা করায়,তাহাই করে।

এরূপ হইলেও, এখনও তাহার যে কোন কার্য্য, সে কার্য্যের একটী হইতে অন্যটীতে অন্তঃকরণ-বৃত্তির পার্থক্য থাকিলেও, চৈতন্য নির্ব্বিশেষভাবে তৎসমস্তেই সপ্রকাশ। এখনও চৈতন্য-বিরহিত তাহার কোন কার্য্য, কোন প্রকাশই, দৃষ্ট হয় না।

তবে এ অবস্থায় তাহার যে নিয়ামকত্বের অভাব, তদ্দ্বারা এই অনুমানমাত্র যুক্তিসিদ্ধ যে, স্থূল শরীরেন্দ্রিয় ও বিষয়ত্যাগে, সূক্ষ্ম অন্তঃকরণ-বৃত্তির উপর তাহার নিয়মন-সামর্থ্য অতি দুর্ব্বল। কিন্তু এখন এরূপ হইলেও, চিত্তোন্নতি বলে, কালে যে, স্থূল শরীরেন্দ্রিয়ত্যাগে অন্তঃকরণের উপর আধিপত্যস্থাপন বা সূক্ষ্ম মনোবৃত্তির উপর স্বাধীন কর্তৃত্ব-লাভ তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে না,—এ কথা অযৌক্তিক। আমাদিগের নাই বলিয়া যে সাংসারিক কোন মানবেই এখন তদ্রূপ নিয়ামকত্বের পরিচয় নাই, সে মতও সর্ব্ববাদী সম্মত নহে। সূক্ষ্ম-দর্শন (clairvoyance), সূক্ষ্ম-শ্রবণ (clairaudiance), চিন্তা-পঠন (thought-reading) আদির কতক পরিচয় এখন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকও পাইয়াছেন। এ সকলই সূক্ষ্ম জগচ্ছক্তি গ্রহণ সামর্থ্যের ফল। আমরা সূক্ষ্ম-জগৎ দেখি না বলিয়া সূক্ষ্ম-জগৎ নাই বা আমরা অদ্য দেখিতে অক্ষম বলিয়া কোন দিনই দেখিতে পারিব না, তাহা কি করিয়া বলিব? পূর্ব্বে স্থূলের, তৎপর সূক্ষ্মের, নিয়মন-সামর্থ্য-লাভ যুক্তি সঙ্গত। আমরা স্থূল যন্ত্র পরিচালনাভ্যাস বলেই ক্রমে সূক্ষ্ম যন্ত্র পরিচালনাভ্যাসের যোগ্যতা লাভ করি। এ বিষয় এ বিজ্ঞানের আলোচ্য নহে (৪৪)।

(৪৪) হিন্দু শাস্ত্রমতে (পাতঞ্জল ব্যাস-ভাষ্য ৩ পাঃ ২৬সূ) ভূলোকের ন্যায় জীবগণের বাসের জন্য ভুবঃ, স্বর, মহদাদি আরও লোক আছে। তৎসমস্তেই জীবের অধিবাস। এ সকল লোকই পাঞ্চ-ভৌতিক-পরমাণুদ্বারা গঠিত। ইহাদিগের মধ্যে

সুষুপ্তিকালে শরীর, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ সকলই নিষ্ক্রিয়। কাজেই অন্তঃকরণাশ্রিত মানব তখন সুষুপ্ত। তবে অন্তঃকরণাশ্রয়-দোষে মানব তখন স্বীয় অন্তঃকরণে সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক-বৃত্তি-উৎপাদানে অক্ষম বলিয়া জীবভাবে নিষ্ক্রিয় হইলেও, তাহার আত্মা যে এখন অপ্রকাশ এ কথা অনুমান বিরুদ্ধ। প্রকৃত চৈতন্যাবির্ভাব কালের স্মৃতি অসম্ভব। তুমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলে,—সুষুপ্তি ভঙ্গে তৎকাল

সুষুপ্তিতে অন্তঃকরণ নিষ্ক্রিয় বলিয়া জীব অচেতন। তবে আত্মা তখনও সপ্রকাশ।

ভূলোকের উপাদান-পরমাণু সর্ব্বাপেক্ষা স্থূলতর। ভুবর্লোকের উপাদান তদপেক্ষা সূক্ষ্ম, স্বরের তাহা অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর।

আমাদিগের যত কিছু বহির্জ্ঞান তৎসমস্তই শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধনামক পাঁচটী বহিস্পন্দনের সাহায্যে। যে পরমাণু নিচয়ের দ্বারা ঐ কম্পন প্রবাহিত হয়, সেই পরমাণু যত অধিক সূক্ষ্ম, কম্পনও তত অধিক মৃদু অথচ তীব্র। কাজেই ভূলোকের কম্পনই সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল ও মন্থর। ভুবর্লোকের কম্পন তদপেক্ষা অধিকতর সূক্ষ্ম ও তীব্র। আবার কম্পনের স্থূলসূক্ষ্মত্বের ভেদানুসারে কম্পন গ্রহণোপযুক্ত যন্ত্রেরও স্থূল সূক্ষ্মত্ব ভেদ আছে। মানবের বহিরিন্দ্রিয় বহির্জ্জগতের স্থূল কম্পন গ্রহণোপযুক্ত উপাদানে গঠিত। তাহাদিগের কাম মন ও তদন্তর্গত সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় ভুবর্লোকের কম্পন গ্রহণোপযুক্ত উপাদানে গঠিত। কাম বা প্রেত লোক ভুবর্লোকের নামান্তর। শুদ্ধ-মন স্বর্লোকের কম্পন গ্রহণোপযুক্ত উপাদানে গঠিত।

এই কারণে মানব অন্তঃকরণের বিশুদ্ধি ও একাগ্রতা সাধন বলে, ভুবঃস্বরাদি লোকের কম্পনেও চিত্ত সংযোগ ও তদ্দ্বারা চৈতন্য লাভ করিতে সক্ষম। এবং স্থূল শরীরেন্দ্রিয়ের নিষ্ক্রিয় অবস্থায়, মন সক্রিয় থাকিলে জাগ্রৎ থাকিতে পারেন। যোগী বলেন অন্তঃকরণের উপর আধিপত্য-সংস্থাপন ও চিত্ত-শুদ্ধি-দ্বারা মানব মহদাদি আরও উর্দ্ধতর লোকের সম্বন্ধেও জাগ্রৎ-চৈতন্য লাভ করিতে পারেন।

জীবের আত্মপ্রকাশ সম্বন্ধীয় যত কিছু পরিবর্ত্তন, তৎসমস্তই তাহার সংস্কার ও বাসনার কার্য্য। তাহার স্বীয় কর্ম্মফল। বেদান্তমতে তাহার এই ক্রমোন্নতি তাহার ক্রম পতনের পরবর্ত্তী। ক্রমোন্নতির নিয়মের প্রতি লক্ষ্য করিলেও বেদান্ত বাক্য সমর্থিত হয়। বাইবেলাদি ধর্ম্মপুস্তকেও মানব-পতনের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। আত্মাধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

সম্বন্ধীয় তোমার এই যে অস্ফুট অনুভব—এতদ্দৃষ্টে এ অনুমান অসঙ্গত নহে যে তদবস্থায় তোমার সুখ-জ্ঞানের পরিস্ফুট উপলব্ধি না হইলেও, পূর্ণাভাব হয় না। তবে জৈব-কার্য্য দৃষ্টে আত্মানুমান মাত্রই জীব-ভাবাপন্ন সাংসারিক ব্যক্তির পক্ষে সুসম্ভব। তদুপায়ে আত্মানুমান মাত্রই আমাদিগের প্রতিজ্ঞা। কাজেই সুষুপ্তিকালে যখন জৈব-কার্য্যের পূর্ণাভাব এবং তাৎকালিক আত্ম-প্রকাশ যখন আমাদিগের উপলব্ধির একরূপ অতীত, তখন আত্ম-পরিচয় লাভার্থী যোগীর পক্ষে সুষুপ্তিকালিক আত্ম-প্রকাশ প্রয়োজনীয় হইলেও, সে প্রকাশ আমাদিগের জড় উপলব্ধির একরূপ অতীত বলিয়া আমাদিগের পক্ষে তাহা নিষ্প্রয়োজন।

সুষুপ্তিকালে জৈব কার্য্যের অভাব বলিয়া তৎকাল পর্য্যালোচনা আমাদিগের নিষ্প্রয়োজন।

জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায়ই আমাদিগের কার্য্য-প্রকাশ এবং তদুভয়াবস্থার কার্য্যেই আমরা চৈতন্য-প্রকাশের নির্ব্বিশেষ পরিচয় পাই। এ পরিচয় যে কেবল প্রৌঢ়াবস্থাগত তাহা নহে। শৈশবাবস্থায় আমাদিগের যে অস্ফুট কর্তৃত্ব, তখন যে কোন কার্য্য তৎসমস্তেও চৈতন্যের পরিচয় পাইবে। শিশু যাহা দেখে তাহা গ্রহণ করিতে, মুখে দিতে, জানিতে ব্যগ্র, সততই অকারণ হস্ত পদাদি সঞ্চালনে ব্যস্ত, তৎসমস্তই তাহার জ্ঞানানন্দেচ্ছা-প্রকাশাসক্তির উত্তেজনায়। তাহার চৈতন্য এখন পূর্ণ শরীরাশ্রিত বলিয়াই সে চৈতন্যে জড় প্রকাশাধিক্য।

শৈশবাদি কার্য্যে চৈতন্য।

পশ্বাদি নীচ জন্তুর কার্য্য-প্রকাশ পর্য্যালোচনা করিলে তৎসমস্তেও মানব কার্য্যের ন্যায় চৈতন্যের পরিচ্ছিন্ন প্রকাশ দেখিবে। পশুগণ যে তাহাদিগের শরীর-রক্ষার জন্য আহারীয় সংগ্রহ করে, কাহাকে মারিতে উদ্যত দেখিলে পলায়ন করে, তৃণ আহারাদি দানে উদ্যোগী দেখিলে

পশ্বাদির কার্য্যে চৈতন্য।

নিকটে আইসে, ভাল আহারীয় পাইলে মন্দটি গ্রহণ করে না, অন্যকে হিংসা করিলেও আপন শাবককে রক্ষা করে,—তাহাদিগের এ সকল ও অন্যান্য কার্য্য পর্য্যালোচনা করিলে, তৎসমস্ত কার্য্যেই তাহাদিগের জ্ঞান, সুখ, দুঃখ ও ইচ্ছা প্রকাশ দৃষ্ট হয়।

সর্ব্বজীবের কার্য্যে চৈতন্য।

অতএব মনুষ্য বল, আর অপর জীব বল,—তুমি এরূপ কোন জীব পাইবে না, যাহার কোন কার্য্যে, কোন মনোভাবে, তুমি তাহার চৈতন্যের অভাব দেখিবে। চৈতন্য কোন জীবের কোন কার্য্যে কম, অপর জীবের অপর কার্য্যে বেশী পরিস্ফুট হইতে পারে, কিন্তু কোন জীবের কোন কার্য্যেই উহার আত্যন্তিক অভাব দেখিবে না। জ্ঞান, আনন্দ বা ইচ্ছা—ইহার কোন না কোন আকারে চৈতন্য জীবের সর্ব্ব কার্য্যেই সপ্রকাশ। আমরা দেখিয়াছি যে এ তিনই পরস্পর অভিন্ন ও একাত্মক। ইহাদিগের সেই একাত্মক প্রকাশকেই আমরা চৈতন্য বলিয়া আসিয়াছি। অতএব সিদ্ধ হইল যে চৈতন্য নির্ব্বিশেষভাবে জীবের সর্ব্বকার্য্যে বিদ্যমান।

তৃতীয় অধ্যায়।

আত্মা সচ্চিদানন্দ।

জৈব কার্য্যে চৈতন্য, পরিচ্ছেদ-প্রবণতা ও অহংকার সতত সপ্রকাশ। আত্মা কে?

আমরা দেখিলাম যে, এক নির্ব্বিশেষ চৈতন্য সবিশেষ ভাবে জীবের সর্ব্বকার্য্যে সপ্রকাশ। কাজেই যাহা জীবের সর্ব্বকার্য্যের নির্ব্বিশেষ প্রকাশ, তাহাই তাহার আত্মা হইলে, এই নির্ব্বিশেষ চৈতন্যই আত্মা। কিন্তু ইহার ন্যায় ইহার সবিশেষ ভাবোৎপাদক একশক্তি এবং 'আমিত্ব'—এ উভয়ের প্রকাশ ব্যতীতও জৈবকার্য্য অসম্ভব।

কাজেই এই শক্তি ও অহঙ্কার মিলিত চৈতন্যই যখন জীবের সর্ব্বকার্য্যে বিদ্যমান, তখন এ উভয় ও চৈতন্য একাত্মক কি না,—এবং এ উভয়ের সহিত মিলিত চৈতন্যই জীবের আত্মা কি না, তদ্বিষয় এখন আমা-দিগের বিচার্য্য।

[১] জড়তা চৈতন্যের আগন্তুক ধর্ম্ম, চৈতন্য হইতে ভিন্ন। জড় ও চৈতন্যের মিলনে জগৎ।—জীবের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্বীয় চিত্ত বৃত্তিরসহিত। তাহার জগৎ তাহার চিত্ত-বৃত্তি।

--বহির্জ্জগৎ সত্য।

বহির্জ্জগতের সহিত আমার সাক্ষাৎ সম্বন্ধের অভাব। আমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে বিষয়টী জানি, ভোগ করি, বা করি,—তাহা সততই আভ্যন্তরিক বিষয়। আমি স্বয়ংই তাহার উৎপাদক, জ্ঞাতা ও ভোক্তা। বহির্জ্জগৎ কেবল আমার চিত্তে সেই বিষয়-বৃত্তি উপাদানের উত্তেজক-কারণ মাত্র। তদ্রূপ হইলেও বহির্জ্জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার্য্য নহে। বিষয়-বৃত্তি যখন আমাতে স্বতঃ উৎপন্ন হয় না, উহার উৎপাদনজন্য যখন আমি বহিরুত্তেজকের (exciting cause) অপেক্ষী, তখন সে বহিরুত্তেজকের অস্তিত্ব আমি কি করিয়া অস্বীকার করিব? বিশেষতঃ যে বহির্ব্বিষয়বিশেষটীকে [যথা প্রস্তর ও] আমার বৃত্তি-জ্ঞান (idea) বলে আমি যে নাম রূপাদি বিশিষ্টাকারে জানি, সকল ব্যক্তি আপন আপন বৃত্তি-জ্ঞান বলে, তাহাকে তদ্বিশিষ্টাকারে জানেন। অতএব অনুমান যে, আমাদিগের আভ্যন্তরিক বিষয়-বৃত্তি বহির্ব্বিষয়ের প্রকৃত প্রতিকৃতি। কাজেই বলি যে, আমরা বহির্জ্জগৎকে যেরূপ জানি, উহা প্রকৃত প্রস্তাবেই তদ্রূপ। পরে দেখিব যে, উহার যদি কোন পার্থক্য থাকে, তবে সে পার্থক্য কেবল উহার স্থূল সূক্ষ্মত্বে।

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এই বৃত্তিজ্ঞানাতিরিক্ত বহির্জ্জাগতিক জ্ঞানলাভ আমাদিগের পক্ষে অসম্ভব বলিয়াই বহির্জ্জগতের অস্তিত্বাদি বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণের নানা মতভেদ। কেহ জগতের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বী-

কার করিয়া বলেন আমাদিগের মনোবৃত্তি (idea) মাত্রই জগৎ। কেহ আবার আমাদিগের জ্ঞানের পরিচ্ছেদ্ধর্ম্ম (forms of intellect—§ 83) গুণে আমাদিগের নিকট জাগতিক পদার্থের স্থূল পরিচ্ছিন্ন বস্তু প্রকাশ প্রতিপাদন করিয়া, জাগতিক পদার্থকে শক্তিপূর্ণ-দেশ (force-filled-space—§ 86) মাত্র বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে বহির্জ্জগৎ আমাদিগের সাক্ষাৎ-জ্ঞানের বিষয় হইলে, উঁহাদিগের ঐরূপ মত অসম্ভব হইত। উঁহারা সকলেই প্রতিভাশালী। উঁহাদিগের পরোক্ষ অনুমানের ভ্রম হইতে পারে ব্যতীত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভ্রম অসম্ভব।

—বহির্জ্জগৎ সাক্ষাৎ জ্ঞেয় নহে বলিয়া তাহার অস্তিত্ব বিষয়ে বৈজ্ঞানিক মত-ভেদ।

অতএব আমার চৈতন্যের যে [প্রস্তরাদি] জাগতিক পদার্থের অনুরূপ চিত্ত-বৃত্তি গ্রহণের এবং সেই বৃত্তি-জ্ঞান বলে জগৎ-জ্ঞান লাভের সামর্থ্য আছে,—এ কথা স্বীকার্য্য। আমার যাহা চিত্তবৃত্তি, তাহা তাহার উত্তেজক জাগতিক পদার্থের অনুরূপ আকার ও রূপযুক্ত একটী সূক্ষ্ম সত্তা মাত্র। পরে দেখিব যে আমার এই বৃত্তি গ্রহণের যে বহিরুত্তে-জক কারণ, সে কারণ কেবল উহার ঐ আকার ও রূপোৎপাদিকা, তদ্বিশিষ্ট, শক্তিমাত্র। ঐ শক্তি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—পৃথক্ পৃথক্ আকারের এই পঞ্চবিধ কম্পন বলে, বহিঃপদার্থ হইতে সঞ্চালিত হইয়া, আমার তদনুরূপ কম্পনোৎপাদক বহিঃজ্ঞানেন্দ্রিয়ের তদ্বিশিষ্ট শক্তি উত্তেজনা করে। ইহাই মাত্র আমার বৃত্তি-গ্রহণ বিষয়ে বহিঃপদার্থের উত্তেজনা। এই উত্তেজনা বলেই চৈতন্য ঐ বৃত্ত্যাকার গ্রহণ করে। চৈতন্যের এই আকার গ্রহণের নাম কল্পনা (representation)। অতএব যাহা শব্দস্পর্শাদির কম্পন,

—জাগতিক জ্ঞানের উত্তেজক কারণ ক-ম্পন-বিশেষোৎপাদ-ক বিকৃত শক্তি। যাহা বহির্জ্জগৎ তা-হাই শব্দাদি কম্পন, তাহাই চিত্ত-কল্পন, (বৃত্তি), তাহাই সূক্ষ্ম অন্তর্জ্জগৎ।

চৈতন্যাশ্রিত মানসিক শক্তি উত্তেজিত করিয়া,তাহাই মনের কল্পনা। যাহা স্থূল প্রকাশে বহির্জ্জাগতিক শব্দস্পর্শাদি, তাহাই কম্পন, তাহাই সূক্ষ্ম সাত্বিক প্রকাশে কল্পনা। জীব-চৈতন্যের জড়তা অর্থাৎ বৃত্তি-বিশেষোৎপাদনপ্রবণতা যত অপগত হয়. চৈতন্য তত উদার, তত উদাসীন হয়, চৈতন্যের বহু-বিষয়-বৃত্তিউৎপাদন ও জ্ঞানের সামর্থ্য-রূপ স্বাধীনতা তত বৃদ্ধি হয়। এই তথ্যের উপর লক্ষ্য করিলে অনুমান হয় যেন, চৈতন্য স্বভাবতঃ নির্ব্বিশেষ; এবং যে আকার ও রূপগ্রহণে উহা আপন নির্ব্বিশেষ সত্তাকে সবিশেষ নাম-রূপে আকারিত করে, সে আকার ও রূপ গ্রহণ-প্রবণতা চৈতন্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে। উহার যথা ইচ্ছা নামরূপধারণ সামর্থ্যের খর্ব্বকারক আগন্তুক-ধর্ম্ম। জগৎ হইতে আকর্ষণ করিয়া তাহা অন্তঃকরণাকারে জীব আপন আশ্রয়ে সঞ্চিত করিয়া রাখে।

—চৈতন্যাশ্রিত জড়তার হ্রাসে চৈতন্য প্রকাশের আধিক্য। অতএব চৈতন্য নির্ব্বিশেষ।

এখন বলিতে পার যে বুঝিলাম যে চৈতন্যের এই পরিচ্ছেদ্ধর্ম্মাশ্রিত স্থূল ব্যষ্টি জড়তা, শক্তির স্থূলতামসিক খর্ব্বতা অস্বাভাবিক। কাজেই সে আসক্তি যত অপগত হয়, চৈতন্য তত উন্নত হয়, তাহার সর্ব্ব-বিষয়-বৃত্তি গ্রহণ-সামর্থ্য তত সপ্রকাশ হয়। কিন্তু ঐ শক্তির স্বচ্ছাবস্থাপন্ন সর্ব্ব প্রকার পরিচ্ছেদোৎপাদক সমষ্টিভাব (বিশুদ্ধ বুদ্ধিভাব, universal mind) চৈতন্যের স্বভাব কেন না বলিব?—তাহার উত্তর এই যে, তদ্রূপ হইলেও চৈতন্য ও জগতের অভিন্ন একত্ব প্রতিপাদিত হয়। সমষ্টি জগৎ বিশাল হইলেও অনন্তের তুলনায় ক্ষুদ্র পরিচ্ছিন্ন ব্যষ্টি পদার্থমাত্র। অতএব চৈতন্যও সমষ্টি জগদুৎপাদিকা শক্তি এক হইলে, চৈতন্যের অনন্ত স্বভাবের হানি হয়। অথচ চৈতন্যের বিশুদ্ধোপলব্ধি সর্ব্ব জড়লেশ, সর্ব্ব পরিচ্ছেদ্ধর্ম্মের

—স্থূল ব্যষ্টি দ্রব্যত্ব গ্রহণ প্রবণতার ন্যায় সূক্ষ্ম সমষ্টি বিষয়ত্ব গ্রহণ প্রবণতাও চিত্ত ধর্ম্ম।

অতীত, অনন্ত। যদি বল যে, উপলব্ধিতে চৈতন্য অনন্ত হইলেও, প্রকাশে অন্তবন্ত,—প্রকাশ ও প্রকাশ্যের এরূপ ধর্ম্মবিরোধ অসম্ভব নহে। তবে তাহার উত্তরে বলিব যে, চৈতন্যও পরিচ্ছিন্ন-শক্তির এরূপ একত্ব শুদ্ধ উপলব্ধির বিরুদ্ধ নহে, উহারা অভিন্ন হইলে চৈতন্যের জগন্নিয়মন সামর্থ্যের হানি হয়। পরিচ্ছেদধর্ম্ম যতই বিশুদ্ধ, সূক্ষ্ম, সমষ্টি-ধর্ম্মী, হউক না কেন, এ ধর্ম্ম সততই সঙ্কীর্ণ, জড়। যাহা পরিচ্ছিন্ন, তাহাই জড়। কাজেই যে সূক্ষ্ম ভাবের জড়ত্বকে চৈতন্যের স্বভাব বলিবে, চৈতন্য তদপেক্ষা স্থূলতর জড়ত্বের নিয়ামক হইলেও, তৎস্বাভাবিক সূক্ষ্ম জড়ত্বের নিয়ামক হইতে পারিবে না। স্বভাবদ্বারা সকলেই নিয়মিত ও বদ্ধ। কাজেই চৈতন্য ও জড়ত্ব এক হইলে, জড়ত্বের উপর চৈতন্যের পূর্ণাধিপত্যের, চৈতন্যের পূর্ণ স্বাধীনতার, হানি হয়। চৈতন্য পূর্ণোদার, পূর্ণোদাসীন বলিয়াই তাহার সর্ব্বাকার ধারণ, সর্ব্বজড়শক্তির নিয়মন, সামর্থ্য সম্ভব। জড়তা সমষ্টি স্বভাবের হইলেও, পূর্ণোদার, পূর্ণোদাসীন, পূর্ণ স্বাধীন, নহে। জড়তা বিশিষ্ট-ধর্ম্মী, পরিচ্ছিন্ন স্বভাব, পরিচ্ছেদ-গ্রহণ-প্রবণতা। উদারতা ও ঔদাসীন্য সর্ব্বপ্রবণতা বিরহিত, নির্ব্বিশেষ সমতা। অতএব জড়তা ও উদারতাদি যখন পরস্পর বিরুদ্ধ, তখন যাহা পূর্ণ উদার ও উদাসীন, তাহা জড়লেশ বিবর্জ্জিত। এই কারণে জড়তার প্রবৃত্তি, ইহার স্বীয় বিশিষ্ট জড় প্রবণতায়; এবং উদারতাদির ইচ্ছা নির্ব্বিশেষ। কাজেই ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি উভয়ই শক্ত্যাত্মক হইলেও প্রবৃত্তি সঙ্কীর্ণ, ইচ্ছা তদ্বিপরীত। ইচ্ছাজন্যই চৈতন্যের স্বাধীনতা, কর্ত্তৃত্ব। বিশিষ্ট-প্রবণতা-জন্য জড়তার অধীনতা, করণত্ব, ক্রিয়ার বহিঃসাধনত্ব। কাজেই জড়শক্তি চৈতন্যের করণশক্তি, কর্ত্তৃশক্তি নহে। কর্ত্তৃশক্তি ও করণশক্তি এক করিলে শক্তি-বিপর্য্যয় দোষ ঘটে। বিশিষ্ট প্রবণতাকে

—তদ্রূপ হইলে চৈতন্যের জগন্নিয়মন সামর্থ্যের হানি হয়।

শক্তি বিপর্য্যয় দোষ হয়। সমাধি অসম্ভব হয়।

চৈতন্যের স্বভাব বলিলে নির্ব্বিশেষ সমাধি অসম্ভব হয় *। ইচ্ছা পূর্ণো-দাসীন বলিয়া ইচ্ছার প্রকাশাপ্রকাশ সম্বন্ধে চৈতন্য পূর্ণ স্বাধীন। জড়-তার ন্যায় ইহা চৈতন্যের আবরক বা সঙ্কোচক নহে। কাজেই ইচ্ছা এ সমাধির বিঘ্নকর নহে। যদি বল নির্ব্বিশেষ সমাধি যখন সাংসা-রিকের পক্ষে অসম্ভব, তখন তাহার অস্তিত্ব আমরা কি দেখিয়া মানিব? —তবে তাহার উত্তরে বলি যে, সমাধি না মানিলেও, তোমার যদি চিত্তের একাগ্রতা কতক লাভ হইয়া থাকে, তবে চেষ্টা করিলে, নির্ব্বি-শেষ চৈতন্যোপলব্ধি করিতে একেবারে অক্ষম হইবে না। যতদূর পার আপন অন্তঃকরণের বৃত্তি ও সর্ব্ববাহ্যবিষয় চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, অন্তর্দৃষ্টি তৎপর হইয়া তোমার চৈতন্যের উপর লক্ষ্য কর, তবে তোমার চিত্তের জড়াসক্তি হ্রাস হইয়া চিত্ত যদি কতক স্বচ্ছতা লাভ করিয়া থাকে, তবে শান্তি-স্বভাবের এক চৈতন্য প্রকাশ উপলব্ধি করিবে। তাহার সহিত কোন বিষয়ের সম্বন্ধ পাইবে না। কেবল দেখিবে যে সস্নেহ শান্তি-রসাত্মক এক নির্ব্বিষয় চেতন-ভাবে তোমার চিন্তা-স্রোত প্রবাহিত। ইহাই নির্ব্বিশেষ চৈতন্যের প্রথম ছায়া। অভ্যাস সহকারে ক্রমে তোমার চিত্ত আরও নির্ম্মল ও নিবৃত্ত হইবে। জড়াসক্তি ক্রমেই কমিবে এবং নির্ব্বিশেষ আনন্দ-স্বরূপ চৈতন্যের উপলব্ধি আরও পরিস্ফুট হইবে। যোগী বলেন এইরূপ অভ্যাসদ্বারা ক্রমে চিত্তের বৃত্তি-স্বাতন্ত্র্য কমিয়া যায়। নির্ব্বিশেষ সচ্চিদানন্দ প্রকাশ পরিস্ফুট প্রগাঢ় ও পূর্ণ হয়। অতএব পরিচ্ছেদ-গ্রহণ প্রবণতা অভিন্নভাবে জীব-চৈতন্যে দৃষ্ট হইলেও, এ প্রবণতাকে চৈতন্যের স্বভাব বলা সঙ্গত নহে। নির্ব্বিশেষ প্রকাশই চৈতন্যের স্বভাব। পরিচ্ছেদধর্ম্ম সমষ্টি, ব্যষ্টি, উভয় ভাবেই চৈতন্য-স্বভাব হইতে ভিন্ন। স্বভাবতঃ চৈতন্য নির্ব্বিশেষ বলিয়াই

নির্ব্বিশেষ চৈতন্যো-পলব্ধির উপায়।

* বেদান্ত ২।৩।৩৮,৩৯ সূ।

উহার সর্ব্বাকারাদি সবিশেষ-ভাব-ধারণ-সামর্থ্য। যে স্বাভাবিক শক্তি বলে উহা এই বহিঃশক্তিকে অনুগ্রহ নিগ্রহ করিতে সমর্থ, সে শক্তির নাম ইচ্ছা।

চৈতন্যের আনন্দ-স্বরূপতার উপর লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, জড়তা চৈতন্যের স্বাভাবিক-ধর্ম্ম নহে। আনন্দ যখন চৈতন্যের স্বরূপ, তখন যাহা চৈতন্যের স্বভাব তাহাতে আনন্দের অবস্থান অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু জৈবোন্নতির সহিত জড়ে আনন্দ-জ্ঞান ক্রমেই অপগত হয়; এবং যে বিষয় হইতে জীবের আনন্দ-সম্বন্ধ স্খলিত হয়, তাহার সে বিষয়ের জ্ঞান ও নিয়মন সামর্থ্য বৃদ্ধি হয়। জড়ত্ব চৈতন্যের স্বভাব হইলে, এইরূপ হওয়া অসম্ভব। কাজেই অনুমান জড়তা ব্যষ্টি বা সমষ্টি, কোন ভাবেই চৈতন্যের স্বভাব নহে। কিন্তু ইহার জাগতিক অস্তিত্ব এবং চিত্তবৃত্তিরূপ সূক্ষ্ম-সত্তা উৎপাদন-সামর্থ্য দৃষ্টে অনুমান যেন জড় ও চৈতন্য—এ দুইটা পৃথক পদার্থ এবং এ দুয়ের মিলনেই জগৎ।

—জড়ে আনন্দ-জ্ঞান যত হ্রাস হয়, জড়কে জ্ঞান ও ইচ্ছার অধীন করা তত সহজ হয়। অতএব আনন্দ জড় নহে।

আত্মনির্ণয় জন্য এখন দেখিব যে, জড় ও চৈতন্য, এতদুভয়ের একটা অন্যটার জন্য, না উভয়টাই নিত্য। এ উভয়ের কার্য্য পর্য্যালোচনা করিলে, চৈতন্য-স্বরূপ জ্ঞান আনন্দ ও ইচ্ছা যে জড়ের কার্য্য নহে, শুদ্ধ বহির্জ্জড় বা তাহার কার্য্যস্বরূপ শরীরেন্দ্রিয়ান্তঃকরণ হইতে যে চৈতন্যের উদ্ভব অসম্ভব, তাহা আমরা অনেক দেখিয়াছি। প্রকৃত প্রস্তাবেও যে চৈতন্য সকল জড়ের নিয়ন্তা, যে চৈতন্য পরস্পর বিরুদ্ধ নানা অহিতকর জড় শক্তির সংমিশ্রনে, নূতন হিতকর শক্তি, মঙ্গলময় পদার্থের উৎপাদন করে, সততই জড়ের উপর যাহার আধিপত্য জগতের সৃষ্টি কৌশল পর্য্যালোচনা

[২] জড়তা চৈতন্য-জন্য। চৈতন্য জগতের আত্মা।
—জড়তা ও চৈতন্যের কার্য্য দৃষ্টে এ অনুমান।

করিলে, যে চৈতন্য যাবতীয় জড় জগতের স্রষ্টা বলিয়া পদে পদে পরিচয় পাই, যে চৈতন্যের প্রয়োজন জন্য এ বিচিত্র জড়জগৎ, সে চৈতন্য যে জড়ের পরিণাম, জড়ের গুণ, এ অনুমান কিরূপে সঙ্গত বলিব? যে চৈতন্যের কার্য্য জড়ের কার্য্যের সহিত সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ, সে চৈতন্যকে জড়ের গুণ-বিকার বলিয়া কিরূপে স্থির করিব? উপলব্ধি, পদার্থজ্ঞান, যুক্তি, চিন্তা, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়, বিবেক, তত্ত্ব-জ্ঞানাদি যে জ্ঞানের কার্য্য, সে জ্ঞান তদ্বিরুদ্ধধর্ম্মী অজ্ঞান জড় হইতে কিরূপে উদ্ভূত হইবে? যে আনন্দ জীবের সর্ব্বাভীষ্টের মূল, যাহার বলে সকল জীব আনন্দিত, অনির্ব্বচনীয় প্রেম ও শান্তিরসে প্লাবিত, যাহা জীবের সর্ব্বাসক্তির নিদান, সে আনন্দ যে অচেতন জড়ের গুণ, এ অনুমান কি দেখিয়া সঙ্গত বলিব? ইচ্ছা যদি স্থাপনাদি গুণ বিশিষ্ট সর্ব্ব স্বাধীন পরিবর্ত্তন সামর্থ্য বিরহিত জড়ের শক্তি হইবে, তবে তদ্বিপরীত স্বাধীন গতি পরিবর্ত্তন, স্বাধীন শক্তি-সঞ্চালন-নিয়মনাদি গুণ ইচ্ছায় কোথা হইতে আসিবে? যে চৈতন্যদ্বারা যাবতীয় জড়ের সহিত জীবের সম্বন্ধ, সে চৈতন্য জড়ের পরিণাম বলিয়া কিরূপে অনুমান করিবে? অচেতন হইতে চৈতন্য, জড়তা হইতে ইচ্ছা, নিরানন্দ হইতে আনন্দ, যখন শ্রেষ্ঠ ও উপাদেয়, জ্ঞান আনন্দ ও ইচ্ছা যখন জড়ের প্রকাশক, জড়ের জ্ঞাতা, ভোক্তা ও কর্ত্তা, চৈতন্যের আধিক্য জন্যই যখন মানবের এই বিচিত্র প্রকাণ্ড জড়জগতের এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ পৃথিবীস্থ অন্য যাবতীয় জীবের উপর আধিপত্য, জ্ঞান আনন্দ ও ইচ্ছা স্ফূর্ত্তি বৃদ্ধিই যখন জড়াসক্তির উদ্দেশ্য, তখন মূলতঃ জ্ঞানানন্দেচ্ছার সহিত জড়ের একত্ব থাকিলে, উহাকে জড়ের পরিণাম না বলিয়া জড়কেই উহার পরিণাম বলিয়া অনুমান করা অধিকতর সঙ্গত, জড়ের গুণে উহার উৎপত্তি না বলিয়া, উহার ইচ্ছায় জড়ের উৎপত্তি বলা অধিকতর যুক্তি-যুক্ত।

তত্ত্ব-বিচারে ও এই অনুমান সিদ্ধ হয়। কার্য্য ও কারণ, প্রকাশ ও

প্রকাশ্য, বস্তুকল্পে এক হইলেও, ধর্ম্মতঃ পৃথক। ধর্ম্ম-পার্থক্য জন্যই উহাদিগের নামের পার্থক্য,—কার্য্য বলিলে কারণের বা কারণ বলিলে কার্য্যের উপলব্ধি অসম্ভব। নিয়ামক (কারণ) ধর্ম্মে কারণ, কার্য্যের তুলনায় মুক্ততর (freer); এবং নিযম্য-ধর্ম্মে, কারণের নিয়মিত প্রকাশ,—কারণ-বলে যেরূপ নিয়মিত হয় তদ্রূপে থাকিতে বাধ্য বলিয়া, কার্য্য কারণের অধীন, কারণের তুলনায় বদ্ধ। কারণে যত কার্য্য-ধর্ম্ম (কারণান্তরের অধীনতা) কম হয়, কারণ তত স্বাধীন তত বদ্ধভাব বিরহিত হয়। অবশ্য কার্য্য যখন বহুকারণজাত, তখন কার্য্য সেই সর্ব্বকারণ শক্তিনিচয়ের পরস্পরের উপর পরস্পরের ক্রিয়া প্রকাশের ফল-স্বরূপ (resultant)। স্বাধীনতার খর্ব্বতাই জড়তা। বদ্ধতা জড়তার নামান্তর। কাজেই যে কারণ সর্ব্ব কারণের আদি, যাহাতে কার্য্য-ধর্ম্মের পূর্ণাভাব, সে কারণ সর্ব্বজড়তা বিবর্জ্জিত, পূর্ণ মুক্ত, পূর্ণ স্বাধীন (absolutely free)। নিয়মন-ধর্ম্ম (regulative principle) স্বাধীনতার পরিচায়ক। যাহা পূর্ণ স্বাধীন, তাহা পূর্ণ নিয়ামক, বস্তন্তরের নিযম্য নহে। আবার একমাত্র নিয়ামক-ধর্ম্ম বলেই কারণের পূর্ণত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণের পূর্ণত্ব, পূর্ণ স্বাধীনতা পক্ষে, ইহার অনন্যাশ্রয়ত্বেরও প্রয়োজন। কাজেই পূর্ণ স্বাধীন হইবার জন্য, কারণে নিয়ামক ও নিযম্য-এ উভয় ধর্ম্মেরই পূর্ণত্ব আবশ্যক। সে যদি স্বয়ং পূর্ণ নিযম্য না হয়, তবে বস্তন্তরের অনপেক্ষী হইয়া, সে কিরূপে তাহাকেই যথা প্রয়োজন নিয়মিত করিয়া, কার্য্যাকারে সপ্রকাশ করিবে? যাহা যেরূপে নিয়মিত হইবার অযোগ্য তাহাকে তদ্রূপে নিয়মিত করা অসম্ভব। দুগ্ধ দধিরূপে নিয়মিত হইবার যোগ্য বলিয়াই দুগ্ধে দধি হয়, জলে হয় না।

—তত্ত্ব-বিচারে ঐ অনুমান।—কার্য্য ও কারণ তত্ত্বতঃ এক· ধর্ম্মতঃ পৃথক।

—আদি কারণ পূর্ণ-স্বাধীন। কাজেই স্বয়ংই নিয়ামক ও নিযম্য, কর্ত্তা ও উপাদান। অতএব চৈতন্য এক অদ্বিতীয় উপাদান ও নিমিত্ত কারণ।

যাহা নিয়ামক তাহাই কর্ত্তা (subject) এবং যাহা নিযম্য তাহা উপাদান (object)। কাজেই সর্ব্বকার্য্যের যে আদি-কারণ, সে কারণ স্বয়ংই কর্ত্তা এবং স্বয়ংই উপাদান। কর্ত্তৃ-ধর্ম্ম এক চেতনেই সম্ভবে, চেতনেরই স্বাধীন নিয়মন-সামর্থ্য দৃষ্ট হয়। অচেতন সততই চেতনের নিযম্য। অচেতনের স্বাধীন নিয়ামকত্ব, অচেতনের ইচ্ছা-প্রকাশ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কাজেই এ আদি কারণ চেতন। চেতন যে বস্তন্তরের নিয়ামক না হইয়া আপনারও নিয়ামক হইতে পারে, আপনাকেও যথা ইচ্ছা প্রবর্ত্তিত করিতে পারে, তাহা আমাদিগের অবিদিত নহে। তাহার পরিচয় পূর্ব্বেও পাইয়াছি (৬২—৬৪পৃ)। কাজেই এক চেতনেরই উপাদান (objective) ও নিমিত্ত (কর্ত্তৃ,—subjective) এ উভয়বিধ কারণত্বের যোগ্যতা *। কার্য্য সততই কারণের অধীন বলিয়া পরতন্ত্র। কারণ কার্য্যকে যে ভাবে, যে আকারে, যে রূপে রাখে, কার্য্য তদ্রূপেই থাকে। প্রথমে কার্য্যের এইরূপ অবস্থান কারণের ইচ্ছানুযায়ী হইলেও, ক্রমে এই অবস্থানে কার্য্যের যখন আসক্তি জন্মে, তখন সেই আসক্তির অভ্যাস গুণে ইহার সেই অবস্থায় থাকিবার এক অচেতন প্রবণতা হয়। এই প্রবণতাই জড়তা। [পরে দেখিবে মূল কারণ-স্বরূপ পরমাত্মায় এরূপ আসক্তির উদ্ভব অসম্ভব। তাঁহার কার্য্য-প্রকাশাত্মক আভাস-চৈতন্যেরই এইরূপ আসক্তি ও প্রবণতা।] অতএব, জড়তা কারণাতিরিক্ত কোন পৃথক সত্তা নহে। ইহা কারণের কার্য্য-ধর্ম্ম-জাত তদাশ্রিত এক অনির্ব্বচনীয় শক্তি। কার্য্য ধর্ম্মাত্মক আভাস চৈতন্যের জড়তা (obstinacy) উৎপাদন করে বলিয়া—ইহার নাম 'জড়শক্তি'। চৈতন্যের অজ্ঞানতা ও ভ্রান্তি জন্মায় এবং জ্ঞানোদয়ে অপগত হয় বলিয়া-

—জড়তা চৈতন্যের কার্য্য ধর্ম্ম জন্য।

* শারীরক ভাষ্য ২।১।১১। Deussen—§ ২৫৫ ও দেখুন।

ইহার নাম ‘অবিদ্যা’ বা ‘মায়া’। পরে দেখিবে একই চৈতন্য স্বরূপাবস্থায়, নির্ব্বিশেষ কারণ-ধর্ম্মাত্মক থাকিয়া, প্রকাশাবস্থায় নানা সবিশেষ কার্য্যধর্ম্মাত্মক সত্তা গ্রহণ করেন। এই কারণে ইহাঁর নাম সৎ (being perse—§ 133)। যাহা জগৎ তত্ত্বতঃ তিনিই তাহা, সবিশেষ আর নির্ব্বিশেষে মাত্র ভেদ। অসীমের সহিত সসীমের, দেশকালাতীতের সহিত দেশকাল পরিচ্ছিন্নের, পূর্ণের সহিত খণ্ডের, নিরবয়বের সহিত সাবয়বের, অরূপের সহিত সরূপের, স্বাধীনের সহিত জড়ের, সর্ব্বজ্ঞের সহিত অল্পজ্ঞের বা অজ্ঞের, যে সম্বন্ধ, তাঁহার সহিত জগতের সেই সম্বন্ধ (c. f. § 176)। কাজেই জগতেরই সর্ব্ব জড়প্রকাশ, জড় বিশেষত্ব। তিনি পূর্ণ নির্ব্বিশেষ সচ্চিদানন্দ। সত্তা জ্ঞান ও আনন্দ এই তিনই নানাভাবে বিশিষ্ট হইয়া এ বিচিত্র জগৎ। জগৎ হইতে সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই তিন তত্ত্ব অপসারিত কর, তবে দেখিবে জগৎ পূর্ণ লুপ্ত। অতএব জড়তা যখন কোন পৃথক সত্তা নহে,ইহা সচ্চিদানন্দেরই আগন্তুক কার্য্য-ধর্ম্মজাত শক্তি, তখন সচ্চিদানন্দই আত্মা।

এখন জড়তত্ত্ব আরও একটু বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিব যে, এই অনুমান কতদূর সঙ্গত। পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, কার্য্যের যে কারণ-নিয়মিতাবস্থানরূপ কার্য্য-ধর্ম্ম, তাহা স্বতঃ জড়তা নহে। তাহা কারণের বিশুদ্ধ কার্য্য-প্রকাশ মাত্র।

৫৩] জড়তা।

কার্য্য ধর্ম্মের যে তদবস্থায় থাকিবার স্বতন্ত্র প্রবণতা—অবস্থা পরিবর্ত্তনে অনাসক্তি—তাহারই নাম ‘জড়তা’। কাজেই জড়তা কারণাতীত এক অপূর্ব্ব শক্তি। ইহা বিশুদ্ধশক্তি নহে, শক্তির বিকার, তাহার বিশিষ্ট পরিচ্ছেদ-গ্রহণ-প্রবণতা (tendency to take a definite form and appearance)। স্থাপনা—যে ভাবে থাকে, সেই ভাবে থাকিবার প্রবণতা (inertia)—জড়তার নামান্তর। এরূপ বিকৃত শক্তির পক্ষে আপন প্রবণতার বিরুদ্ধভাব গ্রহণ অসম্ভব বলিয়া, ইহার

নাম জড়-স্বাতন্ত্র্য (obstinacy)। তদ্বিরুদ্ধ শক্তিযুক্ত [জড়] শক্তি প্রয়োগরূপ প্রতিক্রিয়া (counteraction) অথবা সর্ব্বাসক্তি শূন্য [চৈতন্য] শক্তি প্রয়োগ-রূপ নিয়মন (regulation) বলে, জড়াসক্তির অন্যথাচরণ বা বিশ্লেষণ সম্ভবপর। অতএব নিয়মন-শক্তি ও জড়শক্তি পরস্পর বিরুদ্ধ। যে সৎকে বিশেষিত করিয়া জড়তার সত্তা, চৈতন্যই সেই সৎ। পূর্ণ নিয়মন, যথেচ্ছা আকার গ্রহণাগ্রহণ, সতের স্বাভাবিক সামর্থ্য (পরাশক্তি) *। সতের এই সামর্থ্যের নাম ইচ্ছা। বিকৃতশক্তি বলিয়া জড়তা চৈতন্যের জ্ঞেয়, করণ (ক্রিয়া-সাধন) ও নিযম্য। বিশিষ্ট প্রবণতার নাম জড়শক্তি বলিয়া, ইহা কোন বস্তু নহে। চৈতন্যের বস্তুত্ব স্বীকার করিয়া, পুনরায় জড়তার বস্তুত্ব স্বীকার বৈজ্ঞানিক-যুক্তির বিরুদ্ধ। বস্তু হইয়া জড়তা যে কাজ করিবে, নির্ব্বিশেষ সতের আশ্রয়েই ইহার সে কার্য্য সুসম্ভব। কাজেই ইহার বস্তুত্ব স্বীকার অযৌক্তিক। ইহা গুণ মাত্র। চৈতন্যের আশ্রয়েই ইহার সত্তা। নির্ব্বিশেষ সৎ প্রতি বিম্বিত (আশ্রিত) হইয়া, এই বিশিষ্টভাবাপন্ন জড়শক্তি পৃথক সত্তা গ্রহণে, শব্দ স্পর্শাদি বিভিন্ন জাগতিক জড়শক্তিতে পরিণত হয়। আবার শব্দ স্পর্শাদির যখন সেই বিশিষ্ট জড়-স্বাতন্ত্র্য অপগত হয়, তখন পুনরায় উহারা নির্ব্বিশেষ সৎ। নির্ব্বিশেষ সৎ সর্ব্ব জড়-প্রবণতা শূন্য বলিয়া, ইচ্ছানুরূপ আকার গ্রহণে স্বয়ং সপ্রকাশ হইতে অথবা বিকৃত জড়শক্তিকে ইচ্ছানুরূপে নিয়মন করিতে (to regu-

—ইচ্ছা ও জড়শক্তির প্রভেদ।

—জড়শক্তি বস্তু নহে গুণ।

—সৎ একমাত্র বস্তু সতের আশ্রয়ে জড়ের বস্তুত্ব।

* "পরাস্যশক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।"—শ্বেতাশ্বতর ৬।৮। জগৎ অনাদি। লুপ্ত-প্রকাশ জগতের পূর্ব্বানুরূপ পুনঃ প্রকাশের নাম সৃষ্টি। কাজেই মায়ার আশ্রয়ে বৈদান্তিক সৃষ্টি।

late) সমর্থ। প্রকাশের ন্যায় আকার-ধারণ-সামর্থ্য ও নির্ব্বিশেষ সতের পূর্ণ। ইহাই পরমেশ্বরের প্রাকাম্য। জড়তা এ সামর্থ্যের উৎপাদক নহে, বরং ইহার খর্ব্বকারক। অবিকৃত সতের স্বাভাবিক দ্বৈত-স্ফূর্ত্তি যেরূপ ইচ্ছা, বিকৃত সত্তাত্মক জড়-শক্তির স্বীয় জড়-প্রবণতার অনুরূপ স্ফূর্ত্তি তদ্রূপ প্রবৃত্তি। ইচ্ছা উদার বলিয়া ইহার সর্ব্বাকার-ধারণ-সামর্থ্য। প্রবৃত্তি সংকীর্ণ বলিয়া ইহার সে সামর্থ্যের অভাব। এখন দেখিলে জড়তা কোন সত্তা নহে। ইহা সতের স্বীয় স্বাভাবিক সামর্থ্যজাত প্রকাশের বদ্ধকারক এক অনির্ব্বচনীয় শক্তি মাত্র। এ শক্তি এইরূপে আদিতে চৈতন্যের প্রকাশ ধর্ম্ম-জাত হইলেও, একবার উৎপন্ন হইলে তৎপর ইহা অবিনাশী। কাজেই চৈতন্যের কার্য্যধর্ম্ম-প্রবাহ যেরূপ অনাদি, এ শক্তিও তদ্রূপ অনাদি। কার্য্য যখন কারণে লীন হয়,—স্বর্ণালঙ্কার ভগ্ন হইয়া পুনঃ স্বর্ণত্ব প্রাপ্তির ন্যায়,—জড়াকার তখন অপ্রকাশ হয়, কার্য্য কারণত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তখনও জড়-প্রবণতার আত্যন্তিক বিনাশ হয় না। অপ্রকাশ শক্ত্যাকারে স্বীয় কার্য্য-ধর্ম্মের আশ্রয়ে ইহা কারণে লীন থাকে। যে কার্য্য-ধর্ম্মের আশ্রয়ে ইহার প্রকাশ, সে কার্য্য-ধর্ম্মের সহিত ইহা কারণের নিয়ম্য হইলেও, ইহার আত্যন্তিক বিনাশ সহজসাধ্য নহে। জড়-বৈজ্ঞানিক নিউটন বলেন জড়শক্তি (force) অবিনাশী। শারীরক ভাষ্যকার বলেন মায়া (জগচ্ছক্তি) সদসৎ হইতে ভিন্ন এক অনির্ব্বচনীয় শক্তি এবং একমাত্র তত্ত্বজ্ঞান বলে জীব চৈতন্য ইহার আশ্রয় হইতে মুক্ত ও ইহার বিনাশ হয় *। বিনষ্ট না হওয়াতক কার্য্যের অপ্রকাশ কালে এ শক্তি তদাশ্রিত কারণে

—জড়তা সৎ-সামর্থ্যের খর্ব্বকারক উৎপাদক নহে।

—সৎ-সামর্থ্যের নাম ইচ্ছা।

জড়শক্তি অবিনাশী ও অনাদি।

* শারীরক ১।৪।৩।

লীন থাকিয়া সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির পূর্ব্ব সংস্কারের ন্যায়, কার্য্যকালে পুনরায় সপ্রকাশ হয়। অতএব জড়তত্ত্ব পর্য্যালোচনা এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দের আত্মত্ব অনুমানের পরিপোষক হইল।

এখন চৈতন্য-তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিব যে, তদ্দ্বারা আবার চৈতন্যের আত্মত্ব-যোগ্যতার কি পরিচয় পাই। চৈতন্য যে বিষয় পায় স্বতঃই তাহার জ্ঞান জন্মায়। জ্ঞেয় বিষয়ের উদ্ভাসনের নাম জ্ঞান। বিষয় জ্ঞানোদ্ভবকালে চৈতন্য স্বয়ংই তাহার জ্ঞাতা, স্বয়ংই জ্ঞানের বিষয়ী হয়। অতএব চৈতন্য পুরুষধর্ম্মী। স্বীয় চিৎ-স্বভাবে সে জ্ঞাতা জ্ঞান, আনন্দ স্বভাবে ভোক্তা (প্রেমিক) ভোগ (প্রেম) এবং সৎ স্বভাবে নিয়ামক নিয়মন, ধর্ম্মগ্রহণ করে। স্বয়ংই সে জ্ঞেয় বিষয়ের জ্ঞান, ভোগ্য বিষয়ের ভোগ এবং নিয়ম্য বিষয়ের নিয়মন, কর্ত্তা হয়। জ্ঞেয়, ভোগ্য ও নিয়ম্য বিষয়, জ্ঞান, ভোগ ও নিয়মন হইতে পৃথক্ বলিয়া সতত পরিবর্ত্তনশীল, এবং জ্ঞাতা জ্ঞান, ভোক্তা ভোগ, নিয়ন্তা নিয়মন, পরস্পরের সহিত এক ও অভিন্ন বলিয়া অপরিবর্ত্তনশীল। বিষয় যেরূপই হউক না কেন, তৎসম্বন্ধ-লিপ্সু জ্ঞাতার জ্ঞান, ভোক্তার ভোগ, নিয়ন্তার নিয়মন, অবশ্যম্ভাবী। জ্ঞাতা ভিন্ন জ্ঞান, জ্ঞান-শক্তি ভিন্ন জ্ঞাতা, অসম্ভব। জ্ঞান স্বয়ংই জ্ঞাতা। যাহা অদ্বৈতাবস্থায় জ্ঞান, তাহাই দ্বৈতাবস্থায় জ্ঞাতা ও জ্ঞান। জ্ঞাতা প্রকাশক, জ্ঞান তাহার স্বাভাবিক প্রকাশ। এই কারণে একমাত্র জ্ঞানের বলে জ্ঞেয় বিষয়ের সহিত জ্ঞাতার সম্বন্ধ। আমরা দেখিয়াছি প্রকাশ ও প্রকাশক স্ব স্বভাবের। কাজেই জ্ঞাতা জ্ঞানের স্ব স্বভাবের। চিৎই জ্ঞান, চিৎই জ্ঞাতা। জ্ঞান ও জ্ঞাতৃত্ব—এ উভয়ই চিতের প্রকাশ, চিতের অবিকৃত স্ফূর্ত্তি। উভয়ই চিতের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

[৪] চৈতন্য জ্ঞাতা জ্ঞান, ভোক্তা ভোগ, ও কর্ত্তা ক্রিয়া বলিয়া জীবের আত্মা। চৈতন্য বহির্ব্বিষয়েরও আত্মা, বিশ্বের আত্মা।

এইরূপ সন্তোষ ও সন্তুষ্ট আনন্দের এবং নিয়মন ও নিয়ন্তৃত্ব সতের, স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সৎ, চিৎ ও আনন্দ—ইহার প্রত্যেকের ঐরূপ স্বস্ব দ্বৈত প্রকাশ বিদ্যমান। এই ত্রিবিধ ব্যতীত জীবাত্মার অন্য কোন প্রকাশ দৃষ্ট হয় না বলিয়া এতদ্দৃষ্টে চৈতন্যের আত্মত্ব অনুমিত। পরে দেখিবে, যে বহির্ব্বিষয়ের সহিত জীবের জ্ঞান আনন্দ ও ইচ্ছার সম্বন্ধ, সে বিষয়ও চৈতন্যের প্রকাশ এবং চৈতন্য বিশ্বের একাদ্বৈত আত্মা।

[৫] অহংকার বা পুরুষভাব অদ্বৈত চৈতন্যের স্বাভাবিক দ্বৈত-প্রকাশ।

এখন দেখিলাম জ্ঞান, আনন্দ ও ইচ্ছার ন্যায়, জ্ঞাতৃ ভোক্তৃ ও কর্ত্তৃ ভাবও সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ চৈতন্যের স্বাভাবিক প্রকাশ। যাহা কর্ত্তৃ আদি প্রকাশ, তাহাই পুরুষভাব। চৈতন্য-প্রকাশ স্বভাবতঃ তাহার স্বীয় এক ও অদ্বিতীয়ত্বের উপলব্ধি আত্মক। যেখানে চৈতন্যের প্রকাশ দেখি, সেই খানেই তাহার এই এক অদ্বিতীয় আত্ম স্বভাবের পরিচয় পাই। যাহা নির্ব্বিশেষ চৈতন্যের এই এক ও অদ্বিতীয় স্বরূপোপলব্ধি, তাহাই সবিশেষ চৈতন্যের পুরুষ-ভাব। অতএব সচ্চিদানন্দ আত্মা পুরুষ *। জীবের আত্মজ্ঞান যে সততই এক ও অদ্বিতীয় অহংজ্ঞানাত্মক,—তাহা আত্মার এই স্বাভাবিক স্বরূপ জ্ঞানাত্মক পুরুষভাবের পরিচায়ক। যাহা এক অদ্বিতীয় আত্মজ্ঞান, তাহাই অহং-জ্ঞান। পূর্ণ আত্মায় এ জ্ঞানের আত্যন্তিক অভাব থাকিলে, খণ্ড আত্মার ইহার প্রকাশ অসম্ভব হইত। শুদ্ধ খণ্ডত্বজন্য অহংজ্ঞানের উৎপত্তি বলা অযৌক্তিক। অহংকার চেতনে ভিন্ন অচেতনে অসম্ভব। এ জ্ঞান সততই আত্ম-জ্ঞানজ। যাহাতে আমার

* "যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কিঞ্চিৎ। বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বং॥"—শ্বেতাশ্বতর ৩।৯। "পুরুষ এবেদং।"—ঐ ৩।১৫।

আত্ম-জ্ঞান তাহাতেই আমার অহং-জ্ঞান। আমার স্থূল-শরীর-পরিচ্ছিন্ন আমিত্বে যখন আমার আত্ম-জ্ঞান, তাহাই মাত্র তখন আমার খণ্ড 'অহং' (ego)। তাহা লইয়াই আমি অন্য 'অহং' হইতে ভিন্ন। আবার সর্ব্ব বিশ্বে যখন আমার আত্ম-জ্ঞান, বিশ্বই তখন আমার অহং, তাহার সহিত তখন আমি একাত্মক। আমার শরীরের ন্যায় যে বিষয়-সত্তায় আমার নির্ব্বিশেষ আত্মসত্তা জ্ঞান, যাহার ভোগ আমার নির্ব্বিশেষ আনন্দ, যাহার শক্তির সহিত আমার জ্ঞান আনন্দ ও সত্তা—এ তিন নির্ব্বিশেষ একাত্মক ভাবে মিলিত, সে বিষয় ক্ষুদ্র, বৃহৎ, স্থূল, সূক্ষ্ম, যে পদার্থ হউক না কেন তাহাতেই আমার অহং-জ্ঞান। নির্ব্বিশেষ চৈতন্যে আত্মজ্ঞান কালে সেই চৈতন্যেই আমার অহং-জ্ঞান *। আত্মার পূর্ণাদ্বৈতাবস্থায় অন্য সত্তার পূর্ণাভাবে অহং-জ্ঞান নিষ্প্রয়োজন বলিয়া তখন ইহার অপ্রকাশ। আত্মার দ্বৈত ও খণ্ড প্রকাশ কালেই ইহার প্রয়োজন বলিয়া তখনই ইহা সপ্রকাশ। কাজেই অহং-জ্ঞান সর্ব্বাবস্থায় সপ্রকাশ না হইলেও, ভ্রান্ত-জ্ঞান নহে। অনাত্মায় ইহার আরোপ, অনাত্মায় অহং-জ্ঞানই ভ্রান্ত।

[৬] পুরুষত্ব দৃষ্টে সচ্চিদানন্দের আত্মত্ব।—চৈতন্যের নির্ব্বিশেষোপলব্ধি বলিয়া চৈতন্য আত্মা।

এখন দেখিলাম আত্মা পুরুষ। অতএব যাহা নির্ব্বিশেষ আমি (অহং পুরুষ, my inmost self—§ 139) তাহাই আত্মা। এবং যাহার সহিত আমার বিষয়-বিষয়ী-সম্বন্ধ—যাহাকে জানিতে হইলে, কল্পনা বলে চিত্তে তদাকার বৃত্তি (image) উৎপাদন করিয়া, সেই বৃত্তির সহিত চৈতন্য সংযোগ করিয়া, জানিতে হয়,—তাহা আমার অনাত্মা। যাহা আপন স্বরূপ, তাহারই সাক্ষাৎ (immidiate)

* "আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ সোঽনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোপশ্যৎ। সোঽহমস্মি ইত্যগ্রে ব্যাহরৎ ততঃ অহন্নাম অভবৎ।"—বৃহদারণ্যক্ ১।৪।১

জ্ঞান। যে বিষয়ের জ্ঞান আমার চিত্ত-বৃত্তি-সম্বন্ধযুক্ত পরোক্ষ (mediate) তাহা আমার স্বরূপ নহে, অনাত্মা। আত্মানাত্মার এই পার্থক্যের উপর লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাই যে, নির্ব্বিশেষ সচ্চিদানন্দই জীবের আত্মা। চিত্ত-বৃত্তি উৎপাদন ব্যতীত সাক্ষাদুপলব্ধি কেবল নির্ব্বিশেষ জ্ঞান, আনন্দ ও সত্তার সম্ভবে। আমি যে চিন্তা করিতেছি, আমার যে শান্তি, সন্তোষ, আমার যে অস্তিত্ব, বিষয়-সম্বন্ধ-বিরহিত, এই তিনেরই মাত্র আমার সাক্ষাৎ জ্ঞান সম্ভবে। নির্ব্বিশেষ জ্ঞান আনন্দ ও সদাত্মক চৈতন্যেই আমার আমিত্ব। আমি সর্ব্বজগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারিলেও আমার চৈতন্য-সত্তা স্বীকার করিতে সততই বাধ্য। ইহার বলেই আমি বিষয়ী। ইহার সহিত যে বিষয়ের সম্বন্ধ হইতে পারে, কেবল সেই বিষয়ের সহিতই আমার সম্বন্ধ। এবং ইহার জড়ত্বে আমার অহং জ্ঞানের জড়ত্ব। যে বিষয় যখন আমার জ্ঞান আনন্দ ও সত্তার সহিত পূর্ণ অভিন্ন ভাবে এক, তাহাতে তখন আমার পূর্ণ অহং-জ্ঞান। অহং চৈতন্যের এই আত্মত্ব জন্য যে বিষয়ে যখন আমার আত্মজ্ঞান, তদ্বিষয়ের তখন আমার সাক্ষাৎ (immediate) উপলব্ধি, সাক্ষাৎ সন্তোষ, সাক্ষাৎ সত্তা-জ্ঞান ; এবং তদ্ভাবাপন্ন জ্ঞান আনন্দ ও ইচ্ছা তখন আমার নিকট স্বাভাবিক (immanent) জ্ঞান, আনন্দ ও ইচ্ছা। ভ্রান্ত সংস্কারের দোষে জড় বিষয়ের সহিত কালে আমার আত্মজ্ঞান হইলেও, সংস্কারের পরিবর্ত্তনে সে জ্ঞানের পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু সংস্কার যেরূপে থাকুক বা নাই থাকুক, চৈতন্যের সহিত কোন কালেই আমার নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের অভাব হয় না। চৈতন্যের স্বরূপ জানিবার জন্য চৈতন্যকে যখন আমি জ্ঞানের বিষয় করি, তখন অনাত্মক বিষয় জ্ঞানের জন্য যেরূপ সেই বিষয়-বৃত্তির সহিত চৈতন্যের সম্বন্ধ (relation to something else, viz—mental image) করি, তদ্রূপ করি না। আপনাকে আপনি জানিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া নির্ব্বিশেষ চৈতন্যে

চৈতন্য-সংযোগ করিয়া (by self-relation) জানি। অতএব চৈতন্যই আমি। চৈতন্যই আমার আত্মা।

আনন্দ ও অহং জ্ঞান পরস্পর পরস্পরের উদ্বোধক। যাহাতে অহং জ্ঞান, তদনুকূল বিষয়েই নির্ব্বিশেষ আনন্দ-জ্ঞান। আবার আনন্দোপলব্ধির আধিক্যে অহংজ্ঞানের খর্ব্বতা, এবং অহং-জ্ঞানের বৃদ্ধিতে আনন্দোপলব্ধির খর্ব্বতা। এতদুভয় তথ্যের উপর লক্ষ্য করিলে, আনন্দের আত্মত্ব অনুমিত হয়। যখন চাই তখন যে আমি সন্তোষ পাই না তাহার কারণ এই যে, চাই বলিয়া তখন আমার কর্ত্তৃভাব (অহম্ভাব) প্রবুদ্ধ হয়। কাজেই তখন সন্তোষোপলব্ধি অসম্ভব হয়। অহঙ্কার দ্বৈত আত্মার বিষয়ীত্বোপলব্ধি,—বলিয়া ভেদাত্মক, স্বার্থভাবাপন্ন, সম্বন্ধজ ও সবিশেষ। কিন্তু সন্তোষোপলব্ধি স্বতই অদ্বৈত, পূর্ণ নির্ব্বিশেষোপলব্ধি (§§ ১৯৯,২০১,২০৯)। অতএব সন্তোষ ও অহংকার এক আত্মারই এই দ্বিবিধ উপলব্ধি। এই কারণে ইহার একের আধিক্যে অন্যের খর্ব্বতা।

—অহংজ্ঞানের সহিত আনন্দের সম্বন্ধদৃষ্টে অনুমান আনন্দ আত্মা।

সৌন্দর্য্যের নির্ব্বিশেষ সন্তোষত্ব বিষয়ে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক-মত (§ ১৯৭) সর্ব্বাবস্থায় সুসিদ্ধ নহে। সুন্দর দ্রব্যের তুলনায়, সৌন্দর্য্য চৈতন্যের সহিত অধিকতর স্থায়ীভাবে মিলিত হইবার যোগ্য বলিয়া, সৌন্দর্য্যজন্য সুখে চাঞ্চল্যাপেক্ষা স্থৈর্য্যের, তৃষ্ণাপেক্ষা তৃপ্তির, আধিক্য। তবে ক্ষিপ্তাবস্থাগত ক্ষণিক সুখের তুলনায় এ স্থায়িতর সৌন্দর্য্য-সুখ স্বর্গীয় হইলেও, ইহা প্রকৃত নিত্য নির্ব্বিশেষ আত্ম-তৃপ্তি নহে। সে তৃপ্তির তুলনায় ইহাও সমষ্টি (abstract) বিষয় ভাবাপন্ন অনিত্য জড় ভোগ সুখমাত্র। সৌন্দর্য্যের অভাবে এ তৃপ্তির অভাব এবং সৌন্দর্য্যের আকাঙ্ক্ষায় এ তৃপ্তি তৃষ্ণা। চিত্তগত জড়-

—সৌন্দর্য্য নির্ব্বিশেষ আনন্দ নহে। সূক্ষ্ম জড় ভোগ সুখ।

ধর্ম্ম যখন আরও হ্রাস হয়, তখন এ তৃপ্তির অনিত্যতার উপর দৃষ্টির আধিক্যে, ইহা হইতে তৃপ্তি-দৃষ্টি অপগত হইয়া, তৃষ্ণা-দৃষ্টির উদয় হয়। তখন সুন্দর,সৌন্দর্য্যাদি সর্ব্ববহির্ব্বিষয় হইতেই সন্তোষ-জ্ঞান অপগত হয়, এবং দেখা যায় যে,বহির্ব্বিষয় স্থূলই হউক, আর সৌন্দর্য্যাদির ন্যায় সূক্ষ্মই হউক, ইহা সততই সন্তোষের উদ্বোধক মাত্র। কোন জড় বিষয়ই সতত তুল্যরূপে এক ব্যক্তির সন্তোষ স্থানীয় নহে। এক মাত্র সন্তোষই সতত সন্তোষ। বিষয়ের সন্তোষত্ব অপগত হয়, কিন্তু সন্তোষের সন্তোষত্ব নিত্য। সন্তোষ বহির্বস্তু নহে। ইহা জীবের আপন পুরুষ-গত, আপন স্বরূপোপলব্ধি বলিয়া আত্মত্বে ইহার লাভ।* তৃষ্ণা আমাদিগের সর্ব্ব সংসারধর্ম্মের মূল। তৃষ্ণার উত্তেজনায় আমাদিগের যাবতীয় সংসার প্রবৃত্তি। তৃষ্ণাকে কেবল ইচ্ছার পরিণাম বলিয়া ইচ্ছাকে আত্মা বলা সম্যক দর্শনের পরিচায়ক নহে। স্থিরচিত্তে পর্য্যালোচনা কর, তবে দেখিবে যে, যাহা তোমার প্রিয়, যাহাতে তোমার সুখ-জ্ঞান, তাহাতেই তোমার তৃষ্ণা। তৃষ্ণার বিষয় হইতে তোমার ভালবাসা (আনন্দ-জ্ঞান) অপসারিত কর, তবে দেখিবে সে বিষয় হইতে তোমার তৃষ্ণা ও অপগত। যে বিষয়ে তুমি উদাসীন, সে বিষয়ে তোমার তৃষ্ণা বা আসক্তি কোথায়? অতএব আনন্দাসক্তি তৃষ্ণার নামান্তর। কাজেই তৃষ্ণার বৃদ্ধিতে আনন্দ-স্ফূর্ত্তি বৃদ্ধি পায়। তৃষ্ণার চাঞ্চল্য, তৃষ্ণা প্রবৃত্তিজ বলিয়া নিবৃত্তি আত্মক স্থির স্বভাবের তৃপ্তির বিরুদ্ধ ধর্ম্মী হইলেও,বিচ্ছেদ যেরূপ প্রেমের, তৃষ্ণা তদ্রূপ তৃপ্তির স্ফূর্ত্তিবর্দ্ধক। তৃপ্তিই প্রকৃত আনন্দ বলিয়া, তৃষ্ণার বৃদ্ধিতে মানব তৃপ্তির আস্বাদন লাভ করে।

—নির্ব্বিশেষ সন্তোষ আত্মা।

—তৃষ্ণায় সন্তোষ।

* Happiness is not really beyond us, but is our essential Self.—Kant, see Wallace on Hegel's Mind p. cxx.

এইরূপে মানবের যখন তৃপ্তির উপলব্ধি হয়, তখন তৃপ্তিতেই তাহার আসক্তি জন্মে। ক্রমে এ আসক্তির বৃদ্ধি সহকারে, তৃষ্ণাসক্তির হ্রাস হয়। প্রকৃত সুখের রস পাইলে বিকৃত সুখের আকাঙ্ক্ষা স্বতঃই দুর্ব্বল হয়। ভাল পাইলে কে মন্দ চায়? কাজেই তৃপ্তিতে আনন্দ-উপলব্ধির বৃদ্ধি সহকারে তৃষ্ণায় বিতৃষ্ণা জন্মিয়া, ক্রমে তৃষ্ণায় ক্লেশজ্ঞান এবং তৃপ্তির আসক্তি প্রগাঢ় হয়। তৃপ্তিতে যখন প্রথম আসক্তি জন্মে, চাহিলেই পাই না বলিয়া, তখনও তৃপ্তি আমার নিকট একটী অভীষ্ট বহির্ব্বিষয়। কাজেই অন্য ঈপ্সিত বহির্ব্বিষয়ের ন্যায় তৃপ্তিতে তখন তৃষ্ণা জন্মে বলিয়া তৃপ্তি-লাভের জন্য প্রযত্ন হয়। কোথায় কিরূপে তৃপ্তি পাইব, তাহার অনুসন্ধানে ব্যস্ততা জন্মে। তখনও আমি তৃষ্ণার অধীন। তবে এ তৃষ্ণা পূর্ব্বের ন্যায় বহির্মুখী নহে। তৃপ্তি আমার অন্তরের বলিয়া তৃপ্তি-জন্য তৃষ্ণার গতি অন্তর্মুখী। বাহ্য-তৃষ্ণার অধীন কালে আমি যেরূপ কেবল স্থূল বহির্জ্জগতে বিচরণ করিতাম, এ তৃষ্ণার অধীন হইয়া, আমি কেবল তাহা করি না, সূক্ষ্ম অন্তর্জ্জগতেও বিচরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। কিসে মনের তৃপ্তি হইবে, তাহার অনুসন্ধানে মনোজগৎ ও এখন আমার দৃষ্টির বিষয় হইয়াছে। এখন দেখি জড়ভোগে স্থূল শরীরেন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা লাভ হইলেও, তদ্দ্বারা মনের তৃপ্তিলাভ হয় না। মনের তৃপ্তি পাইবার জন্য আরও সূক্ষ্ম স্থির স্থায়িতর আনন্দ প্রকাশের প্রয়োজন। স্বার্থপরতা, হিংসা, প্রতারণাদি অপেক্ষা পরার্থপরতা, দয়া, ধর্ম্ম, সহানুভূতি, সরলতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা আদি মনোধর্ম্মে তৃপ্তির আধিক্য বলিয়া তাহার উপর এখন আমার আসক্তির আধিক্য। কাজেই তাহার উত্তেজক কর্ম্মেই এখন তৃষ্ণা। এখন যেন আমার অহং-জ্ঞান আমার জড় শরীর ও ইন্দ্রিয় (কাম-মন) ত্যাগ করিয়া, বিশুদ্ধ-মনকে আশ্রয় করিয়াছে। বিশুদ্ধ-মনেই যেন

—তৃষ্ণার ক্রম পরিবর্ত্তন। তৃষ্ণার ফল আত্ম-তৃপ্তি।

এখন আমার আমি-জ্ঞান। সে মনের তৃপ্তির জন্য স্বীয় শারীরিক ভোগ দূরে থাকুক, শারীরিক ক্লেশ নিরাকরণে, শারীরিক কর্ত্তব্য কার্য্যেও আমার এখন অবহেলা। এইরূপে তৃপ্তি সেবা বলে, আমার তৃপ্তির উপলব্ধি আরও পরিস্ফুট হয়। ক্রমে তৃষ্ণার সহিত তৃপ্তির বিরুদ্ধভাব আরও সপ্রকাশ হইয়া, তৃষ্ণায় ক্রমে অনাসক্তি জন্মে। মানসিক আসক্তি চরিতার্থতা হইতেও তৃপ্তি-জ্ঞান অপগত হয়। তখন স্থির স্বচ্ছ বুদ্ধিতে আসক্তি জন্মে, "এবং তদাশ্রিত সবিকল্প সমাধিতে তৃপ্তি বোধ হয়। যোগী বলেন, ক্রমে আবার তাহা হইতেও তৃপ্তি-জ্ঞান অপসৃত হয়, তাহাতেও অস্থির তৃষ্ণা-জ্ঞান জন্মে। তখন নির্ব্বিকল্প সমাধি বলে যোগী দেখেন আনন্দ-ঘন রস তাঁহারই আপন চৈতন্য।" সে রস পূর্ণ শান্ত ও স্থির। তাহার স্বভাবে চাঞ্চল্যের লেশও নাই। চাঞ্চল্য সে রসের ভঙ্গকারক। কাজেই চাঞ্চল্যাত্মক তৃষ্ণার লেশও এখন তাঁহার অপকারক বিধায়, তৃষ্ণার উপর এ অবস্থায় মানবের আত্যন্তিক বিতৃষ্ণা। সদসৎ সর্ব্ব বিষয়ক তৃষ্ণায়ই এখন তাঁহার ক্লেশ-জ্ঞান। এখন তিনি নিবৃত্ত-চিত্ত জীবন্মুক্ত। চৈতন্যের তৃপ্তি-স্বভাবের বিকাশ হইবার পর তৃষ্ণা আপন কর্ত্তব্য সাধন হইয়াছে বলিয়া যেন, কৃতকৃত্য হইয়া মানবের আশ্রয় পরিত্যাগ করে। এখন মানব প্রকৃত সমাহিত।

—তৃষ্ণাক্ষয়ে আত্মার জ্ঞানৈশ্বর্য্যের পূর্ণ বিকাশ।

তাঁহার আনন্দ-জ্ঞান কেবল এক স্বরূপ আত্মায়। স্থূল, সূক্ষ্ম কোন জড় প্রকাশে আর তাঁহার আনন্দ-জ্ঞান নাই। আনন্দ-জ্ঞানই সকল স্বার্থ, সকল অহংজ্ঞানের মূল। জড়ে আনন্দ-জ্ঞানজন্য জড়ে আসক্তি, এবং সেই আসক্তিজন্য চৈতন্যের জড়তা, চৈতন্যের এক-দেশিকতা (খণ্ডতা), এবং তাহার স্বাভাবিক স্বাধীনতার খর্ব্বতা। কাজেই জড়-প্রকাশে আনন্দ-জ্ঞানের অভাবে এখন তিনি তৎসম্বন্ধে পূর্ণ উদাসীন। জগতের হিতার্থে জড়ের সহিত এখন তাঁহার উদাসীন

কর্ম্ম-সম্বন্ধ। জড়াসক্তি বিবর্জ্জিত বলিয়া এখন তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণস্বাধীন, পূর্ণ সবল। এখন তিনি জড় প্রকাশের পূর্ণ নিয়ামক।

জড় ভোগ জন্য তৃষ্ণা ও তৃপ্তি জন্য তৃষ্ণা—এ উভয় তৃষ্ণাই রজ-গুণ জাত চাঞ্চল্যাত্মক হইলেও, মানব চিত্তের উপর ইহাদিগের পরস্পরের কার্য্য একরূপ নহে। প্রথমটী প্রবৃত্তির পরিবর্দ্ধক বলিয়া তাহার নাম প্রবৃত্তিজ তৃষ্ণা, দ্বিতীয়টী প্রবৃত্তির বিশ্লেষক বলিয়া তাহার নাম নিবৃত্তিজ তৃষ্ণা। প্রবৃত্তিজ তৃষ্ণাবলে জড়াসক্তির বৃদ্ধি সহকারে চিত্তে বহির্জ্জড় শক্তি (জড় বাসনা) আকর্ষিত হয়। নিবৃত্তিজ তৃষ্ণাবলে, সে শক্তি বিকর্ষিত হয়। অথচ স্থির স্বচ্ছ স্বভাবের তৃপ্তির উপর এ তৃষ্ণার প্রকৃত আসক্তি বলিয়া, এ তৃষ্ণাবলে চিত্তে নূতন জড়তা বা চাঞ্চল্য আকর্ষিত হয় না। চিত্তে সাত্বিক ভাবের বৃদ্ধি হয়।

—প্রবৃত্তিজ ও নিবৃত্তিজ তৃষ্ণার ফল পার্থক্য।

আত্ম-তৃপ্তি, বা সন্তোষলাভ, জীবের যাবতীয় কর্ম্মের একমাত্র অভীষ্ট। আমি যতই উদার, যতই পরার্থপর হই না কেন—শত্রু, মিত্র, আত্মীয়, অনাত্মীয়, যাহার জন্যই উদ্দেশ্যান্তর বিরহিত ভাবে স্বেচ্ছায় সর্ব্ব স্বার্থত্যাগ করি না কেন,—চিন্তাশীল হইলে সততই দেখি যে, আমি স্বয়ং সেরূপ করিতে ভালবাসি বলিয়াই করি। আমি যদি ভাল না বাসিতাম, ঐ কার্য্যে যদি আমার আত্ম-তৃপ্তি লাভ না হইত, তবে স্বার্থান্তর বিরহিত হইয়া কদাচ তাহা করিতে স্বতঃ আমার প্রবৃত্তি হইত না। অতএব আত্ম-প্রেমকে (self-love) আমরা স্বার্থপরতা বলিয়া যতই ঘৃণা করি না কেন (§ ২৬৯), এই প্রেমবলেই আমরা সতত পরিচালিত। এ প্রেম কোন সময়ে জড় স্বার্থপরতার সহিত এক ও তদ্বৎ সঙ্কীর্ণ হইলেও, প্রকৃত পক্ষে ইহাপেক্ষা অধিকতর উদার পরার্থপর ও স্থায়ী কর্ম্ম-প্রবৃত্তি আমাদিগের আর অসম্ভব। স্বার্থ বা প্রয়োজন-দৃষ্টি

—আত্ম-তৃপ্তি সর্ব্বাভীষ্টের সার।

ভিন্ন আমাদিগের কোন কার্য্যই নাই। অন্য সমস্ত স্বার্থ (অভীষ্ট), 'করিতে ভালবাসি'—এ অভীষ্টের তুলনায় অস্বাভাবিক, অস্থায়ী ও অনিশ্চিত। কর্ত্তব্য-জ্ঞান যখন ভালবাসার সহিত এক হয়,—কর্ত্তব্য করণে যখন আমার আত্ম-তৃপ্তিলাভ হয়—তখন কর্ত্তব্য-জ্ঞান বলে কার্য্য না করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়। এইরূপে যখন আমি অন্য ব্যক্তিকে ভালবাসি, তখন তাহার অনুকূল কার্য্যে আমার আসক্তি। প্রেমাত্মক সহানুভূতির বিরুদ্ধ কার্য্য স্বতঃই অসম্ভব। প্রেমের পরার্থপর স্বভাব আমরা পূর্ব্বে অনেক দেখিয়াছি। প্রেমই সর্ব্ব প্রধান আত্মবিকাশক এবং জড় (সঙ্কীর্ণ) স্বার্থপরতার বিশ্লেষক। এক প্রেমিকই প্রিয়জনের জন্য সন্তোষের সহিত শরীর বিসর্জ্জনে ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্ব পরিচ্ছিন্ন স্বার্থত্যাগে, আত্ম-তৃপ্তিলাভ করিতে সমর্থ। প্রেমই অন্য জীবের সহিত মানবের একাত্মকতা সাধনের সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন। জগৎকে প্রেমের বিষয় করিতে পারিলে জগতের সহিত একাত্মক হওয়া সুসম্ভব *। জগৎ-প্রেমিকের পক্ষে জগতের জন্য আপন স্বার্থ ত্যাগ সততই সম্ভব। আমরা দেখিয়াছি প্রেম-প্রকাশ যত বৃদ্ধি হয়, প্রেমের পাত্রগত বিশেষ-ভাব তত অপগত হয়। পূর্ণ প্রেমিকের প্রেম সর্ব্ব পরিচ্ছেদ ধর্ম্মের অতীত, অনন্ত। সে প্রেমের নিকট এ বিশাল বিশ্বও অন্তবন্ত। এরূপ কোটী কোটী বিশ্বের দ্বারাও সে প্রেম পরিচ্ছিন্ন হয় না। কাজেই আত্মা যদি একমাত্র অনন্ত পদার্থ হন, তবে প্রেমেরই আত্মত্ব সিদ্ধ।

—প্রেম প্রধানতম আত্মবিকাশক, একাত্মকতাসাধক, অনন্ত।

এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে প্রেম যতই পূর্ণ হউক না কেন, কেবল

* cf. Adam Smith—Sympathy is the universal solvent; also Bentham.

ইহার বলে জীবের পূর্ণ একাত্মক জ্ঞানলাভ অসম্ভব। পরিণামে প্রেম যখন অদ্বৈত শান্তিরূপ ধারণ করে, তখনই আত্মপর ভেদ জ্ঞান অপগত হইতে পারে *। কিন্তু প্রেম যতকাল প্রেমভাবে বিদ্যমান থাকে, ততকাল প্রেমিক ও প্রিয়ের পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী। পৃথকত্ব জ্ঞানই প্রেমের স্বভাব। অন্যকেই লোকে ভালবাসে। আপনাকে ভালবাসিলেও আপনাকে আপন ভালবাসার বিষয় করিয়া স্বয়ং বিষয়ি-রূপে সে বিষয় হইতে পৃথক্ হইয়া ভালবাসে। নচেৎ আপনাকেও আপনি ভালবাসা অসম্ভব। শান্তির সহিত প্রেমের সম্বন্ধ ও শান্তির পূর্ণ আত্ম-স্বভাব, দৃষ্টে বোধ হয় যেন শান্তি স্বরূপ পূর্ণ আত্মা আপনাকে খণ্ডিত করিয়া, বিষয়-বিষয়ী স্বরূপে আপন পূর্ণ শান্তি, আনন্দ রস, প্রেম প্রকাশ বলে আপনি আস্বাদন করিতেছেন। অদ্বৈত আত্মার প্রেম অসম্ভব। প্রেম বলে অন্যের সহিত আত্মীয় জ্ঞান লাভ ব্যতীত, নির্বিশেষ আত্ম-জ্ঞান লাভ অসম্ভব। তবে তদ্রূপ হইলেও, ইহার বলেই আত্মীয়ের সহিত আভ্যন্তরিক একাত্মক-ভাব। আত্মীয়ের হিতেই পূর্ণ আত্ম-হিত জ্ঞান। কেবল শরীরান্তঃকরণের পরিচ্ছিন্ন ভেদ-জ্ঞান থাকে বলিয়াই পূর্ণ আত্ম-জ্ঞানের অভাব। পরে দেখিবে যে, জ্ঞান ও ইচ্ছার জড়ত্ব জন্য এ পরিচ্ছেদের স্থিতি। কাজেই তত্ত্বজ্ঞান ও কর্ত্তব্য-পরায়ণতাভ্যাস বলে জ্ঞান ও ইচ্ছার বিশুদ্ধি সাধনে এ দুইয়ের জড়ত্বের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে হয়।

—প্রেম সতত্ই দ্বৈত, বিষয়-বিষয়ী স্বভাবের।

—একাত্মকতার অন্য সাধন জ্ঞানও ইচ্ছার বিশুদ্ধ।

আনন্দের প্রেম-প্রকাশ এইরূপ উদার পরার্থপর ও একাত্মকতার সাধক হইলেও সুখ-প্রকাশ (hedonism) তদ্বিপরীত। ইচ্ছাত্মবাদী আনন্দকে জড়াহঙ্কার বলিয়া যে উপেক্ষা করিয়াছেন (§ ২৬৯), সে উপেক্ষা

* cf. Spinoza's Intellectual love of god (amor-dieu).

এই সুখ-প্রকাশ সম্বন্ধে প্রযুজ্য। প্রকৃত প্রস্তাবে সুখ-লিপ্সা-জন্যই চৈতন্যের জড়াহঙ্কার। বিষয়ের সহিত আনন্দ-সম্বন্ধ (বিষয়ে ভালবাসা) জন্য বিষয়াসক্তি। আনন্দের অভাবে এ আসক্তিরও অভাব। কোন পদার্থকে জ্ঞান বা কর্ম্মের বিষয় করিয়াও যদি তাহা হইতে আমার আনন্দলাভ না হয়, তবে সে পদার্থে আমার আসক্তি জন্মে না। আমি তাহার উদাসীন জ্ঞাতা বা কর্ত্তা মাত্র হই। অতএব আনন্দ বিরহিত জ্ঞান ও ইচ্ছা বিষয়াসক্তির উৎপাদক নহে। উহারা উদাসীন। একমাত্র আনন্দই সর্ব্ব বিষয়াসক্তির মূল। বিষয়ের সহিত আনন্দের যে সম্বন্ধ জন্য এই বিষয়াসক্তি, সেই সম্বন্ধজ আনন্দ প্রকাশের নাম সুখ। জড়বিষয়-সঙ্গাত্মক আনন্দের নাম যেরূপ সুখ, আপনা হইতে ভিন্ন অন্য চৈতন্যের (জীবেশ্বরাদির) সঙ্গাত্মক আনন্দের নাম তদ্রূপ প্রেম। অবয়বে (প্রকাশ বা কার্য্য-ধর্ম্মে) আনন্দ-জ্ঞান-জন্য যেরূপ সুখ, অবয়বীতে (প্রকাশক বা কারণ-চৈতন্যে) আনন্দ জ্ঞান তদ্রূপ প্রেম *। প্রেম যেরূপ পরার্থপরতা, উদারতা, একাত্মকতা (identification of spirits) ও সংসার মুক্তির, সুখ তদ্রূপ স্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণতা, ভিন্নাত্মকতা ও সংসার বন্ধনের, হেতু। প্রেম ও সুখ-এ উভ-

--সুখ বিষয়ানন্দজন্য বিষয়াসক্তি। আনন্দ বিরহিত জ্ঞান ও ইচ্ছা উদাসীন, আসক্তির উৎপাদক নহে।

—সুখ, প্রেম, কাম ও শান্তি। প্রেম মুক্তির, সুখ বন্ধনের, হেতু। শান্তি উদাসীন।

* পরে দেখিবে যে বৃক্ষাদি জড়পদার্থও আত্মা ও জড় এ উভয়মিলিত। ইহাদিগের যে নাম রূপাত্মক বহিঃপ্রকাশ, তাহাই জড়, এবং ইহাদিগের যে তাত্ত্বিক সত্তা তাহা আত্মা। ইহাদিগের সেই আত্মিক অংশের যখন আমাদিগের উপলব্ধি জন্মে, তখন ইহাদিগের জড়প্রকাশাংশ ত্যাগ করিয়া আত্মিকাংশজন্য যে আনন্দ সে আনন্দও প্রেম। জগদ্রূপ ঐশ কার্য্য দৃষ্টে ঈশ্বরের মহিমা উপলব্ধি জন্য যে আনন্দ তাহাও প্রেম।

য়ের মিলনে কাম। অবয়ব ও অবয়বী (শরীর ও চৈতন্য) অভিন্ন এক জ্ঞানে, এই উভয়ে ভালবাসার নাম কাম। কামের সুখাত্মক ভোগাংশ যত অপগত হয়, কাম তত নিঃস্বার্থ প্রেমত্ব লাভ করে। সমষ্টি-প্রেমিক, সতী, ঈশ্বর-প্রেমিকাদিতে ভোগাপেক্ষা নির্ম্মল প্রেমের আধিক্য। অদ্বৈত আত্মানন্দের নাম শান্তি। আপনাতে আপনি যত তুষ্ট হন, মানব তত শান্তি লাভ করেন। যাঁহার স্বভাবে শান্তির যত আধিক্য বহির্ব্বিষয়ে তাঁহার তত ঔদাসীন্য। শান্তির পূর্ণতায় ঔদাসীন্যেরও পূর্ণতা, বিষয়াসক্তির পূর্ণাভাব।

জ্ঞান ও ইচ্ছা প্রকাশ আনন্দের অনুগামী।

যে বিষয়ে আমার আসক্তির আধিক্য, সেই বিষয়েরই আমি পক্ষপাতী। বিষয়াসক্তির আধিক্যে আমার সম্যক্ জ্ঞান, সমদর্শিতার খর্ব্বতা। আসক্তির বিষয়ে অন্ধতৃষ্ণা, তাহার জন্য উন্মত্ততা। সেই তৃষ্ণা চরিতার্থতাই কর্ম্মের প্রধান প্রবৃত্তি। বিষয় বিশেষের ভোগে যখন উন্মত্ততা, বিষয়ান্তরের জ্ঞানেচ্ছার তখন অভাব। অতএব আনন্দই জ্ঞানেচ্ছার প্রবর্ত্তক। পরে দেখিবে আনন্দের বিষয়াসক্তিজ জড়তায়ই জ্ঞানেচ্ছার জড়তা। এই রূপে আনন্দের জড়তায় চৈতন্যের জড়তা।

জড়ে আনন্দ-জ্ঞান জন্য আনন্দের জড়তা আনন্দের জড়তায় জ্ঞান ও ইচ্ছার জড়তা ও অনাত্মে আত্ম জ্ঞান।

আসক্তিজ বিষয়-সঙ্গের আধিক্যে চৈতন্যের জড়তার পরিপুষ্টি, জড়শক্তির সহিত চৈতন্যের নির্ব্বিশেষ মিলন জড়াশ্রয়ের আধিক্যে চৈতন্যের স্বীয় স্বরূপোপলব্ধির অভাব। জ্ঞানের হ্রাসে, তাহার স্বরূপ তাহার নিকট আবৃত, সে ভ্রান্ত। এই ভ্রান্তি, এই আবরণ, শক্তি, গুণে বিষয়ের সহিত আনন্দের যে উত্তেজক উত্তেজ্য সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধ উপলব্ধি করিতে তাহার অসামর্থ্য। কাজেই আনন্দের উত্তেজক বিষয়ে তাহার আনন্দ-ভ্রান্তি।

জড়তার আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি।

এ দ্বিতীয় ভ্রান্তি জড়তার বিক্ষেপ-শক্তি জন্য। এই ভ্রান্তিই অনাত্মে আত্মজ্ঞানের উৎপাদক। আনন্দের উত্তেজক বিষয়ে নির্ব্বিশেষ আনন্দ জ্ঞান চৈতন্যের এই ভ্রান্তির কারণ। বহির্ব্বিষয়ে যখন নির্ব্বিশেষ আনন্দ জ্ঞান জন্মে, তখন সেই বিষয়-শক্তি আকৃষ্ট হইয়া, চৈতন্যের সহিত নির্ব্বিশেষ ভাবে মিলিত হয়, এবং সেই শক্তির বলে জ্ঞান আনন্দ ও ইচ্ছা-এ তিনই অভিভূত ও সেই শক্তির আশ্রিত হয়। এইরূপে পূর্ব্বে আনন্দকে অভিভূত করিয়া বিষয়-শক্তি পরে ইচ্ছা ও জ্ঞানকে অভিভূত করে (৪৫)।

মানব আনন্দকে আত্মা বলিয়া জানুক আর নাই জানুক, সুখ, প্রেম বা

(৪৫) তত্ত্বতঃ বিষয়ানন্দ অহিতকর হইলেও সর্ব্বাবস্থায় ইহা তদ্রূপ নহে। আত্মোন্নতি জন্য কর্ত্তব্যের নাম 'ধর্ম্ম' (morality)। ধর্ম্ম সকল মানবের তুল্য নহে।

চিত্তের অবস্থা ভেদে ধর্ম্মভেদ।

চিত্তের অবস্থাভেদে ইহা ভিন্ন। মূঢ় মানবের যাহা ধর্ম্ম, বিক্ষিপ্তের তাহা অধর্ম্ম। যে কর্ম্মবলে বিষয়াসক্তি পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহার নাম প্রবৃত্তিজ-কর্ম্ম। যাহার বলে বিষয়াসক্তির হ্রাস, তাহার নাম নিবৃত্তিজ-কর্ম্ম। প্রবৃত্তি-ধর্ম্মাধিকারীর আত্মোন্নতি পক্ষে নিবৃত্তি ধর্ম্ম অহিতকর বলিয়া, পাপ; তবে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি উভয় ধর্ম্মের পক্ষেই কর্ম্ম তুল্যরূপ বিধেয়। কেবল একের পক্ষে কর্ম্মের উত্তেজক স্বার্থ, অন্যের পক্ষে ইহার উত্তেজক নিঃস্বার্থ, কর্ত্তব্য-জ্ঞান। নৈষ্কর্ম্ম্য সাংসারিকের পক্ষে সর্ব্বাবস্থায়ই অবিধেয়। এক মাত্র ষট্‌সাধন-সম্পন্ন মুমুক্ষু সন্ন্যাসীর পক্ষেই নৈষ্কর্ম্ম্য বিধেয়। সাংসারিকের চিত্তে জড়াসক্তি বিদ্যমান বলিয়া নৈষ্কর্ম্ম্য তাহার পক্ষে আলস্য, তন্দ্রা, কর্ত্তব্যাবহেলাদি তমোভাবের পরিবর্দ্ধক হইয়া তাহার পুনঃ পতনের হেতু। তমোভাব সর্ব্বভাব হইতে নিকৃষ্ট। অনাসক্ত উন্নত চিত্ত ব্যক্তির পক্ষে এ ভাবাধিক্যের ফল অতি ভীষণ। (৮২-৮৮ পৃ)। আসক্তির বিষয়ের জড়তাদি ভেদে আবার এক বিষয়ের আসক্তি অপেক্ষা অন্য বিষয়ের আসক্তির ফলভেদ। এক বিষয়ক আসক্তি উত্তেজিত করিয়া অন্য বিষয়াসক্তি বিনষ্ট করিতে হয়। পুণ্যাসক্তির আশ্রয়েই পাপাসক্তির নিবৃত্তি। এই কারণে প্রবৃত্তি মার্গানুসারী মানবের পক্ষে প্রবৃত্তির বিষয়ের দোষ গুণ বিচার ব্যবস্থেয়। এ সকল কর্ম্ম বিজ্ঞানের বিষয়।

শান্তি-ইহার কোন না কোন এক আকারে সে সততই আনন্দের অপেক্ষী। বিষয়ানন্দকালে সেই আনন্দলাভ জন্যই সে চঞ্চল। যে বিষয়ে তাহার সুখ জ্ঞান, সেই বিষয়ের জন্য সে উন্মত্ত। অথচ যে বিষয়ের সহিত সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে তাহার আনন্দ সম্বন্ধের অভাব, সে বিষয়ে সে উদাসীন। এইরূপে ক্রমে আনন্দ-স্ফূর্ত্তির আধিক্যে সে যত আত্মপ্রেম, আত্ম-তৃপ্তি, লাভ করে, তাহার বিষয়াসক্তি তত অপগত হয় এবং বিষয়ের সহিত নিঃস্বার্থ কর্ত্তব্য-জ্ঞান-সম্বন্ধ তত বৃদ্ধি পায়। যখন মানব নির্ব্বিষয় আত্মানন্দ লাভ করে, তখন সে বিষয়ানন্দ পরিত্যাগ করে। বিষয়ের সহিত তাহার উদাসীন জ্ঞান-সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয়। আনন্দের সহিত জীবের এইরূপ নিত্য সম্বন্ধ,আনন্দাভাবে আনন্দ জন্য উন্মত্ততা ও আত্মানন্দলাভে শান্তত্ব,—দৃষ্টে অনুমান যে আনন্দই জীবের আত্মা। প্রফেসার ডুাসন্ ইচ্ছাত্মবাদী হইয়াও আনন্দের আত্মত্ব অস্বীকার করেন না। তিনি বলেন—'আত্মার অহম্ভাবের অবসানে ক্লেশ বিরহিত শূন্যত্বের অবস্থান নহে। তথায় যাহার অবস্থান তাহা অনির্ব্বচনীয় শান্তি (a state—the exuberant bliss of which cannot be compared to any earthly feeling of delight—§ 209)। যাহা আনন্দ, তাহাই সচ্চিদানন্দ। জ্ঞান আনন্দ ও সত্তা এ তিনই একাত্মক ও অভিন্ন। আনন্দ-সত্তাত্মক-উপলব্ধিই আনন্দ। কাজেই আনন্দের আত্মত্ব সাধনে সচ্চিদানন্দের আত্মত্ব সিদ্ধ। অতএব আমরা পাইলাম সচ্চিদানন্দই জীবের আত্মা। এবং ইচ্ছাত্মবাদীও আনন্দাত্মক সত্তের আত্মত্ব স্বীকার করিয়া সচ্চিদানন্দেরই আত্মত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

আনন্দ আত্মা।

বেদান্তমতেও পরমাত্মা আনন্দোপলব্ধি স্বরূপ *। তিনিই পূর্ণ আত্মস্থ অদ্বৈত শিব, স্বপ্রতিষ্ঠ, সর্ব্ব-বিষয়-বিষয়ীভাব বিরহিত। স্বরূপা-

* "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।"—মুণ্ডক। আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ।—বেদান্ত ১।১।১২ সূ। "নিত্যোপলব্ধি স্বরূপত্বাৎ।"—শারীরক ভাষ্য ২।৩।৪০। "মান্তদ্বৈতে

বস্থায় তাঁহার বিষয়ান্তরের প্রয়োজনও নাই, বিষয়ান্তরের জ্ঞানও নাই। তাঁহা হইতে ভিন্ন বিষয়ান্তরের সত্তাও নাই; সর্ব্ব বিশ্বই সেই এক অদ্বিতীয় সৎ। তাঁহারই কার্য্য-ধর্ম্মে বিষয়ের উৎপত্তি। কাজেই পূর্ণ কারণ-স্বরূপে বিষয়ের অস্তিত্ব অসম্ভব। নির্ব্বিশেষ সচ্চিদানন্দ তাঁহার তাত্ত্বিক স্বরূপ। তিনিই জগতের এক অদ্বিতীয় কারণ। কার্য্য কারণ অভিন্ন বলিয়া, তিনিও জগৎ অভিন্ন। তত্ত্বত: (metaphysically) কারণই সত্য, কার্য্য অনিত্য বলিয়া, তিনিই সত্য, জগৎ অনিত্য। কিন্তু কার্য্য ও কারণ তত্ত্বতঃ এক হইলেও,কারণ কদাচ কার্য্যাত্মক নহে। কাজেই জগৎ তদাত্মক। কিন্তু তিনি জগদাত্মক নহেন। বেদান্তমত পরিশিষ্টে বিবৃত।

বৈদান্তিক আত্মা।

আমরা জীবের কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া যুক্তি ও বিচার বলে পাইলাম যে, সচ্চিদানন্দ আত্মা; এবং প্রাচ্য বেদান্ত ও পাশ্চাত্য ইচ্ছাত্মবাদেও এ মতের সমর্থন দেখিলাম। এখন দেখিব সচ্চিদানন্দ আত্মা হইলে তাঁহাহইতে এই বিচিত্র জগতের উদ্ভব কিরূপে সম্ভবে। জ্ঞান আনন্দ ও সত্তা,—এ তিনই এক চৈতন্যের প্রকাশ হইলেও জ্ঞান ও সত্তা (ইচ্ছা) প্রকাশে যেরূপ ঔদাসীন্যের আধিক্যহেতু বহির্বিকাশ (extension) ধর্ম্মের আধিক্য, আনন্দে তদ্রূপ আত্মস্থত্বের * আধিক্যহেতু, স্বরূপ বা গাঢ়ত্ব (intension) ধর্ম্মের আধিক্য। কাজেই চৈতন্যে যখন আনন্দ প্রকাশের আধিক্য, জ্ঞান ও ইচ্ছায় তখন বহিঃপ্রকাশের খর্ব্বতা এবং জ্ঞান বা ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশের

৭] পরমাত্মা ও পরমেশ্বর।

—জ্ঞান আনন্দ ও সত্তার স্ফূর্ত্তি পার্থক্য। আনন্দে অন্তঃপ্রকাশের.জ্ঞানেচ্ছায়বহিঃপ্রকাশের আধিক্য

সুখং কিন্তু সুখমদ্বৈতমেবহি।”—পঞ্চদশী ১১।২৩। “আনুকূল্যে হর্ষধীঃ স্যাৎ প্রাতিকূল্যে তু দুঃখধীঃ। দ্বয়াভাবে নিজানন্দো নিজং দুঃখত্ব ন ক্বচিৎ॥—ঐ ১৩।৭১।

* পঞ্চদশী ১২।৭১ দেখুন।

আধিক্যে আনন্দের খর্ব্বতা। এই কারণে চৈতন্য যত অধিক আত্মস্থ, আনন্দ তত অধিক সপ্রকাশ ; এবং জ্ঞানেচ্ছা তত আনন্দের সহিত অভিন্ন।

—বহিরানন্দ প্রকাশ (প্রেমও সুখ) ও জ্ঞান প্রকাশ, এ উভয়ের পার্থক্য।

আবার চৈতন্যের যত বহিঃ-প্রকাশ, জ্ঞান ও ইচ্ছার তত উদাসীন প্রকাশ, আনন্দ তত জ্ঞানেচ্ছা হইতে ভিন্ন। যদি বল আনন্দে বহিঃ-প্রকাশ ধর্ম্ম না থাকিলে, প্রেমের অনন্ত প্রকাশ কিরূপে সম্ভবে? তাহার উত্তর এই যে—প্রেম প্রকাশ জ্ঞান বা ইচ্ছা প্রকাশের ন্যায় উদাসীন (রসবিরহিত) নহে। প্রেম-প্রকাশ সততই আত্মস্থ। এই কারণে প্রেমের পাত্রে আত্মজ্ঞান। আত্মা অনন্ত এবং সকল জীবই একাত্মক বলিয়া আনন্দের প্রেম-প্রকাশ সুসম্ভব। জ্ঞানেচ্ছাপ্রকাশ এরূপ নহে। আসক্তি বিরহিত জ্ঞানেচ্ছার বিষয়ে আত্ম-জ্ঞানের পূর্ণাভাব। জ্ঞানেচ্ছা প্রকাশ পূর্ণ উদাসীন। আনন্দের জড়বিষয়ক সুখপ্রকাশ এবং অনাসক্ত জ্ঞান ও ইচ্ছার জড়-বিষয়ক প্রকাশ—এ উভয় প্রকাশেও এইরূপ প্রভেদ। জড় সুখের বিষয় সম্বন্ধীয় যে স্বার্থপরতা, তাহা আনন্দের আত্মস্থত্বের অস্ফুট জড়-প্রকাশ।

চৈতন্যের প্রকাশ পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় যেন একই চৈতন্য স্ফূর্ত্তি-ভেদে জ্ঞান, আনন্দ, ইচ্ছা ও অহঙ্কার।

একই চৈতন্য স্ফূর্ত্তি-ভেদে জ্ঞান, আনন্দ ও অহংকার। আনন্দ স্বরূপস্ফূর্ত্তি এবং জ্ঞান ইচ্ছা ও অহংকার বহিঃস্ফূর্ত্তি। স্বরূপ স্ফূর্ত্তিতে চৈতন্য পরমাত্মা বিশুদ্ধ বহিঃ-স্ফূর্ত্তিতে পরমেশ্বর।

চৈতন্য-স্ফূর্ত্তি (উপলব্ধি) যখন সর্ব্ব বহির্ম্মুখী প্রকাশ বিরহিত, পূর্ণ নির্ব্বিশেষ, স্বরূপস্ফূর্ত্তি, ইহা তখন আনন্দ *। এ স্ফূর্ত্তি সর্ব্ব বিকল্প, বিষয়বিষয়ীভাব, সর্ব্ব কারক-ধর্ম্ম, সর্ব্ব সম্বন্ধ, বিরহিত, অদ্বৈত। ইহাতে অন্তর্ব্বহিরাদি কোন প্রকার ভেদজ্ঞান নাই, একত্বপ্রত্যয়সার, শান্ত্য-

* 'মাস্তদ্বৈতে সুখং কিন্তু সুখমদ্বৈত মেবহি।'—পঞ্চদশী ১১।২৩। 'তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি।—মুণ্ডক। ২।২।৭

পলব্ধি-স্বরূপ। চৈতন্যস্ফূর্ত্তি যখন সবিকল্প বহির্মুখী (deflected) বিষয়-বিষয়ীভাবে ভিন্ন, তখন বিভক্ত (refracted) বলিয়া স্ফূর্ত্তি পূর্ণ পরিস্ফুট নহে। কাজেই তাহাতে আনন্দের খর্ব্বতা। তখন যে অর্দ্ধ পরিস্ফুট বিষয়ী-স্বরূপ-স্ফূর্ত্তি তাহা কর্ত্তৃ-স্ফূর্ত্তি (উপলব্ধি); এবং তখন যে বহির্মুখী-স্ফূর্ত্তি তাহা জ্ঞানও ইচ্ছা স্ফূর্ত্তি। বহির্মুখীস্ফূর্ত্তি যখন পূর্ণ উদাসীন, পূর্ণ নির্ব্বিশেষোপলব্ধি-আত্মক, ইহা তখন জ্ঞান, এবং যখন সঙ্কল্পাত্মক (ভাবোৎপাদক, creative) তখন ইচ্ছা। চৈতন্যের এই বিষয়-বিষয়ী-ভাব তাঁহার আপন ইচ্ছায়। তিনিই স্বয়ং তাঁহার জ্ঞানেচ্ছার বহিঃ-প্রকাশক বলিয়া প্রকাশকালে তিনি কর্ত্তা। আমরা দেখিয়াছি, যাহা আমি (আমার সত্তা), তাহারই আমি সাক্ষাৎ প্রকাশক। কাজেই ইচ্ছাস্ফূর্ত্তি জন্য সংস্ফূর্ত্তির প্রয়োজন বলিয়া কর্ত্তৃস্বরূপে চৈতন্যের সংস্ফূর্ত্তির আধিক্য। চেতন সংস্ফূর্ত্তিই স্বরূপ সম্বন্ধে কর্ত্তা এবং বহিঃসম্বন্ধে ইচ্ছা। এইরূপে একই স্ফূর্ত্তি সম্বন্ধভেদে কর্ত্তা ও ইচ্ছা। কাজেই অদ্বৈত চৈতন্যের এই বিকল্পিত ভাবপ্রকাশ কালে, সর্ব্ব সবিশেষ সত্তার আদি কারণ যে নির্ব্বিশেষ সং, চৈতন্য সেই সতেরই ভাব-গ্রহণ করেন। ইহাই তাঁহার কর্ত্তৃভাব। এই ভাবেই তিনি সকল বহির্ভাবের উৎপাদক। এই ভাবেই তাঁহার সর্ব্ব বহিঃ-সম্বন্ধ। জ্ঞান কর্ম্ম বা ভোগ ইহার যে ভাবেই তিনি বহিঃসম্বন্ধেচ্ছু হউন না কেন, সকল ভাবের সহিতই তাঁহার ইচ্ছা সম্বন্ধ মিলিত। কাজেই সকল ভাবস্ফূর্ত্তিই সদাত্মক। স্বরূপতঃ তিনি সর্ব্ব ভাব-ভেদের অতীত। যাহা নিত্য পূর্ণ নির্ব্বিশেষ শাস্ত্যপলব্ধি তাহাতে ভেদজ্ঞান কোথায়? তবে ভাব-ভেদ তাঁহার স্বরূপ না হইলেও, ইহা তাঁহার সঙ্কল্পজাত। তিনি সত্য-

—দ্বৈত বিষয় বিষয়ী-ভাব-ভেদ ইচ্ছা সম্ভূত বলিয়া সদাত্মক। কর্ত্তৃভাবও ইচ্ছা উভয়ই সদাত্মক, স্ফূর্ত্তির লক্ষ্যে মাত্র ভেদ।

সঙ্কল্প*। জ্ঞান,ক্রিয়া,বল তাঁহার স্বাভাবিক পরা শক্তি। কাজেই স্বরূপতঃ তিনি সর্ব্বভাব ভেদের অতীত হইলেও,তাঁহার অনির্ব্বচনীয়সঙ্কল্প বলে,তিনি যে ভাবে ইচ্ছা সেই ভাবে বহিঃপ্রকাশ হইতে সক্ষম। ইহাই তাঁহার মহিমা(৪৬) আমার দুর্ব্বল ইচ্ছা বলে আমি যখন আপন নির্ব্বিশেষ চৈতন্যকে নানা সবিশেষ বিষয়াকারে পরিকল্পিত করিতে পারি, তখন সেই সর্ব্বশক্তিমান্ তাহা কেন না পারিবেন? যাহা নির্ব্বিশেষ সৎ, বহিঃপ্রকাশে তাহাই সবিশেষ সঙ্কল্প; এবং সেই প্রকাশভাবে থাকিবার প্রবণতা জন্য, তাহাই জড়-কল্পনা (permanent representation)। কাজেই যাহা জীবের কল্পনা,তাহাই ঈশ্বরের সঙ্কল্প।

—পরমেশ্বর সত্য সঙ্কল্প। তাঁহার শক্তি তাঁহার ভাব-ভেদ, বিষয় বিষয়ীত্ব। সঙ্কল্প ও সঙ্কল্পনা।

---

* "য আত্মাঽপতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকোঽবিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।—ছান্দোগ্য ৮।৭।১।

(৪৬) "Necessity is the essence of freedom"—হেগেলের এ মতাবলম্বী যদি বলেন যে এ সঙ্কল্প, এ মহিমাও নিয়মাবদ্ধ—উচ্ছৃঙ্খল নহে। তবে আমরা বলিব সে কথা ঠিক। ঈশ্বরের সঙ্কল্প সততই নিয়মিত। তবে তাহা বলিয়া ঈশ্বরেচ্ছায় যে সঙ্কোচধর্ম্মের লেশমাত্র বিদ্যমান এ কথা স্বীকার্য্য নহে। সে ইচ্ছা সর্ব্বশক্তিমৎ। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি ইচ্ছা জ্ঞানজন্য। কাজেই জ্ঞান যখন নিঃস্বার্থ তত্ত্বজ্ঞান, তখন তৎপ্রবর্ত্তিত ইচ্ছা সর্ব্বশক্তিমৎ হইলেও মঙ্গলময়। জড়াসক্তি ও তজ্জাত স্বার্থপরতার প্রবর্ত্তনায়ই ইচ্ছা সর্ব্ব অমঙ্গলের হেতু। জৈব জ্ঞান জড়াসক্ত স্বার্থপর বলিয়াই জীবের ইচ্ছাও সঙ্কোচিত, জড়াসক্ত। শুদ্ধ ইচ্ছাশক্তির পরিচালনায়, যে স্বতঃই ইচ্ছার উচ্ছৃঙ্খলতা অপগত হয় না,—ইচ্ছার এই জ্ঞান ও আনন্দাসক্তির আশ্রিতত্বই তাহার কারণ। এই কারণেই ইহাকে যত জড়াসক্তি বিবর্জ্জিত ও তত্ত্বজ্ঞানাশ্রিত করিতে অভ্যাস করা যায়, ইহা ততই নিয়মিত ও মঙ্গলময় হয়। ইচ্ছার সহিত জ্ঞানানন্দের এই সম্বন্ধের উপর লক্ষ্যের খর্ব্বতায়ই বৈজ্ঞানিকপ্রবর সূক্ষ্মদর্শী হেগেল ইচ্ছার মঙ্গলময় প্রকাশের পক্ষপাতী হইয়াও ধর্ম্ম-নীতির (morality) অপক্ষপাতী।

স্বাধীনতায়ও জড় প্রবৃত্তির অধীনতায় মাত্র প্রভেদ। আত্মার সঙ্কল্পে জড় প্রবণতার পূর্ণাভাব জন্য ইহা বিশুদ্ধ সদাত্মক। সঙ্কল্পিত বহিঃপ্রকাশ কালে তাঁহাতে সম্বন্ধের উদয়। সম্বন্ধ সতত বিষয়াপেক্ষী। বিষয় থাকিলেই ত তাহার সহিত সম্বন্ধ। এই কারণে জগচ্ছৃষ্টির পূর্ব্বে বহির্ব্বিষয়ের অভাবে প্রকাশ-চৈতন্য স্বয়ং তাঁহার উপলব্ধির প্রথম বিষয় (object)। কাজেই তাঁহাতে অহংজ্ঞানের প্রথম-স্ফূর্ত্তি *। জ্ঞান আনন্দ ও ইচ্ছার বিষয়ত্বের (কর্ম্মত্বের) নাম বস্তুত্ব (objectivity)। ইহাই সত্তা (object, being)। অতএব বিষয়ত্বজন্যই চৈতন্যের সত্তাত্ব। যাহা বিষয়ত্ব তাহাই সত্তাত্ব। আবার বিষয়ী হইয়াই চৈতন্যের বিষয়-সম্বন্ধ বলিয়া বিষয়ীত্ব ও সত্তাত্ব। এ সত্তা তাঁহার ইচ্ছায় সপ্রকাশ (ইচ্ছা-প্রকাশ) বলিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাও সৎ-স্ফূর্ত্তি।

কার্য্য ও কারণ তত্ত্বতঃ এক হইলেও ধর্ম্মতঃ পৃথক্ বলিয়া আত্মা সপ্রকাশ হইয়া জগৎ। কিন্তু জগৎ স্বধর্ম্মে, সম্বৃত হইয়া আত্মা নহে। কার্য্য-ধর্ম্ম জগতেরই স্বরূপ, জগতেই নিত্য বিদ্যমান। ইহা চৈতন্যের স্বরূপ নহে, চৈতন্যের সঙ্কল্পিত, তাঁহার ইচ্ছা সম্ভূত, তাঁহার সম্বন্ধ-প্রকাশ। যাহা তাঁহার স্বরূপ-স্ফূর্ত্তি, তাহাতে সম্বন্ধ (relation) লেশ নাই, অন্তর্ব্বহির্ভেদও নাই। কাজেই তিনি স্ব-সম্বন্ধ (self-relation) বা স্ব-প্রতিবিম্ব (reflection-into-self) নহেন। সম্বন্ধ-ধর্ম্ম তাঁহার প্রকাশ-ভাবে, তাঁহার স্বরূপে নহে। স্বরূপতঃ তিনি পূর্ণ নির্ব্বিশেষ (absolutely undifferenciated)। স্বরূপতঃ স্ফূর্ত্তি তাঁহার (তৎসম্বন্ধীয়) নহে। তিনিই স্ফূর্ত্তি। এই স্ফূর্ত্তিই আনন্দোপলব্ধি। তিনি এ উপলব্ধি হইতে ভিন্ন নহেন, ইহার কর্ত্তা, ভোক্তা বা

--স্বরূপ-চৈতন্য সম্বন্ধ লেশ বিবর্জ্জিত, পূর্ণা দ্বৈত আনন্দ।

* "আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ। সোঽনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ। সোঽহমস্মীত্যগ্রে ব্যাহরত্ততোঽহং নামাভবৎ।"—বৃহদারণ্যক ১।৪।১।

জ্ঞাতা নহেন। তিনিই ইহার স্বরূপ। * যাহা আনন্দোপলব্ধি তাহাই আনন্দ। কাজেই তিনিই আনন্দ। তিনি সুখী নহেন, তিনিই সুখ। এই আনন্দোপলব্ধি, এই সুখই, তাঁহার নিত্যাদ্বৈত সচ্চিদানন্দস্বরূপ। এখনই তিনি অদ্বৈত পরমাত্মা। চৈতন্য-স্ফূর্ত্তির (উপলব্ধির) বহিঃ প্রকাশ কালে চৈতন্যে সম্বন্ধের প্রথমোদয়। তখনই তাঁহার দ্বৈতত্ব। স্ফূর্ত্তির বহির্গতি (deflection) চৈতন্যের স্বরূপ-ধর্ম্ম নহে, তাঁহার কার্য্য-ধর্ম্ম। বহিঃস্ফূর্ত্তি স্বীয় আত্ম-সম্বন্ধযুক্ত (self-related) হইয়া পুরুষ (অহং)। অতএব অহম্ভাব আত্ম-স্বরূপের সহিত তত্ত্বতঃ এক হইলেও স্ফূর্ত্তিতে (উপলব্ধিতে) ভিন্ন। অহঙ্কার আত্ম-সম্বন্ধজ (self-related)। ইহাই চৈতন্যের বিম্ব-ভাব (reflection-unto-itself)। এখন তিনি জগচ্ছৃষ্টি কর্ত্তা বলিয়া পরমেশ্বর। ইহাই তাঁহার বিষয়ি-ভাব (subjectivity), তাঁহার সৎ-প্রকাশ। এ প্রকাশে চৈতন্য-স্ফূর্ত্তি পূর্ণ নহে। বহিঃপ্রকাশ গ্রহণে খণ্ডিত (refracted) হইয়া, এ স্ফূর্ত্তি নীরস উপলব্ধি এবং সেই উপলব্ধি অন্তরাভিমুখী (centripetal) হইয়া আত্মজ্ঞান, আত্ম-সত্তা। কাজেই এ স্ফূর্ত্তি স্বরূপ-আত্মার আপন ইচ্ছা জাত। ইহা যেন তাঁহার স্বরূপ বিশ্লিষ্ট সচ্চিদাংশের মাত্র প্রকাশ। এই প্রকাশেই তাঁহার দ্বৈতত্ব। তবে এ প্রকাশ যখন তাঁহার স্বাধীন ইচ্ছাজাত, সর্ব্ব বহিরুত্তেজনা বিরহিত, তখন এখনও তিনি স্বয়ং পূর্ণ আত্মস্থ। আমরা যখন আত্মস্থ থাকিয়া ইচ্ছাবলে স্বীয় জ্ঞানও সত্তা বহিঃ প্রসারিত করিয়া কর্ম্ম করিতে পারি, এক বিষয়ে চৈতন্য সংযোগ করিয়া বিষয়ান্তরের অর্দ্ধ-চৈতন্য লাভ

—সম্বন্ধ চৈতন্যের ইচ্ছা জাত। ইহা তাঁহার স্বরূপ ধর্ম্ম নহে, কার্য্য ধর্ম্ম। কার্য্যধর্ম্ম গ্রহণেই কর্ত্তা পরমেশ্বর। পূর্ণ আত্মস্থ বলিয়া পরমেশ্বর পরমাত্মা।

---

* c. f. The Logic of Hegel. § 112—114., পঞ্চদশী ১১।২৩। ৩০৭

করিতে পারি, তখন পূর্ণ আত্মার এরূপ কর্তৃত্ব, জ্ঞাতৃত্ব, অসম্ভব হইবে কেন ? তাঁহারই ইচ্ছায় সেই স্বপ্রতিষ্ঠ পূর্ণানন্দ-স্বরূপ, জগন্নিয়মন জন্য পরমেশ্বর। পরমেশ্বর পরমাত্মা হইতে কার্য্যতঃ ভিন্ন হইলেও, তত্ত্বতঃ এ উভয়ই এক। যিনি পরমাত্মা, তিনিই পরমেশ্বর।

একই চৈতন্য নির্ব্বিশেষ স্বরূপস্ফূর্ত্তিতে আনন্দোপলব্ধি ও সবিশেষ অন্তর্মুখী (বিষয়ী) বহিস্ফূর্ত্তিতে (বিষয়োপলব্ধিতে) [অর্থাৎ বিষয়োপলব্ধির বিষয়ীত্ব ভাবে] অহমুপলব্ধি বলিয়া, আনন্দ ও অহংজ্ঞান,—এই উভয়ের একভাবের স্ফূর্ত্তিতে অন্যভাবের খর্ব্বতা। এই কারণেই আনন্দ-স্ফূর্ত্তির আধিক্যকালে অহংজ্ঞানের খর্ব্বতা এবং অহম্ভাবের আধিক্যে আনন্দ-স্ফূর্ত্তির খর্ব্বতা। আনন্দই চৈতন্যের স্বরূপ। অহম্ভাবে চৈতন্য বিষয়ী। এ উভয়ই এক। কাজেই যাহা আনন্দ তাহাই সৎ। উপলব্ধির ভেদ জন্য উহাদিগের ভিন্নত্ব। সত্তা কোন পদার্থ নহে। ইহা তত্ত্বতঃ উপলব্ধির ভাবমাত্র। উপলব্ধির খর্ব্বতায়ই ইহার বিষয়ত্ব।

—বিশুদ্ধ অহংজ্ঞান আনন্দ ও সত্তা এ সকলই এক চৈতন্যের স্ফূর্ত্তিভেদমাত্র।

এখন দেখিব জড়তার সহিত প্রকাশ-চৈতন্যের সম্বন্ধ কিরূপ। জড়তা কি প্রকাশের নিত্য-স্বরূপ না অনিত্যগুণ ? যাহার সহিত যাহার স্বরূপ-সম্বন্ধ, তাহা তাহার নিত্য-স্বভাব। দধিত্ব দধির স্বরূপ। দুগ্ধ যখন দধিরূপ কার্য্যত্ব লাভ করে, তখন ইহার পক্ষে দধিত্ব (দধির স্বাভাবিক ধর্ম্ম) গ্রহণ অবশ্যম্ভাবী। দধিত্ব তখন ইহার স্বাভাবিক পরিণাম। কাজেই যাহাতে যাহা যখন পরিণত, তাহাই তখন তাহার অভিন্ন স্বরূপ। কিন্তু দধির যে শীতোষ্ণ স্পর্শ তাহা তাহার অনিত্য গুণমাত্র। কাজেই ব্যবহার-কর্ত্তার ইচ্ছা মতে সে গুণ পরিবর্ত্তনশীল। দধিকে শীতল কি উষ্ণ করা, মানবের ইচ্ছাধীন। এখন আমরা

—জড়তা চৈতন্য প্রকাশের অস্বাভাবিক গুণ, অবশ্যম্ভাবী পরিণাম নহে।

দেখিব যে, প্রকাশ-চৈতন্যের এই যে জড় প্রবণতা, ইহা কি তাঁহার কার্য্যত্বের স্বরূপ না কার্য্যধর্ম্মের অস্বাভাবিক গুণ। ইহা গ্রহণাগ্রহণ সম্বন্ধে প্রকাশ-চৈতন্য স্বয়ংই স্বাধীন কর্ত্তা, না ইহা তাঁহার প্রকাশভাব-রূপ কার্য্যত্ব-লাভের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। ইহা যদি চৈতন্যের কার্য্য-ধর্ম্মের পরিণাম হয়, তবে কার্য্য-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, ইহার হস্ত হইতে তাঁহার মুক্তিলাভ অসম্ভব হয় বলিয়া, এমতে কার্য্য-ধর্ম্মী পরমেশ্বরও জীব বিশেষ হন এবং প্রকাশ-চৈতন্যের মুক্তিও অসম্ভব হয়।* কিন্তু জড় ও চৈতন্যের কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া এতদ্বয়ের সম্বন্ধ-বিষয়ে আমরা এ পর্য্যন্ত যে কিছু পরিচয় পাইয়াছি তদ্দৃষ্টে জড়তাকে প্রকাশ-চৈতন্যের নিত্য পরিণাম না বলিয়া উহার অনিত্য গুণ বলাই অনুমান সঙ্গত। আত্মাই সর্ব্ববিকারের মূল। যাহা স্বরূপ-স্ফূর্ত্তি, তাহাই আত্মস্ফূর্ত্তি, তাহাই আত্মা। বহিঃস্ফূর্ত্তি স্বরূপ-স্ফূর্ত্তির আশ্রিত। কাজেই স্বরূপ-স্ফূর্ত্তি বিকৃত না হইলে, বহিঃস্ফূর্ত্তির বিকার অসম্ভব। এই কারণে আনন্দ-স্ফূর্ত্তি বিশুদ্ধ থাকিলে, জ্ঞান ও ইচ্ছা যতই বিশিষ্টভাব গ্রহণ করুক, যতই জড় বিষয়ের জ্ঞাতা বা নিয়ন্তা হউক, জ্ঞানেচ্ছায় তদ্ভাব গ্রহণের প্রবণতা জন্মা অসম্ভব। বিশিষ্ট ভাব গ্রহণে, জড়-বিষয়-সম্বন্ধ করণে, যখন চৈতন্যের আনন্দ জ্ঞান, তখনই তাহাতে তাহার আসক্তি (attachment), তদ্ভাব গ্রহণে, তদ্বিষয়-সম্বন্ধ-করণে, তাহার প্রবৃত্তি। এই

—জড়তা প্রকাশ চৈতন্যের অনিত্য গুণ। চৈতন্যের স্বরূপ স্ফূর্ত্তির বিকারে চৈতন্য এ গুণের আশ্রিত।

* ঈশ্বর স্বয়ং জীব-ধর্ম্মী হইলে তদ্বিজ্ঞানে মুক্তি কদাচ সম্ভবপর হইত না। যিনি স্বয়ং বদ্ধ তিনি মুক্তি-দাতা কিরূপে হইবেন যে, তাঁহাকে জানিয়া বা তাঁহার অনুগ্রহ পাইয়া জীব মুক্ত হইবে। কিন্তু পরিশিষ্টে দেখিবে যে তদ্বিজ্ঞানে মুক্তির বিষয় শ্রুতি পদে পদে উপদেশ করিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর ৩।৭,৪।১১,৫।১৩ ; ৬।১২,১৩। কঠ ৫।১২,১৩। সবিস্তর পরিশিষ্টে।

প্রবৃত্তিই জড়-প্রবণতা। ইহাই উদার চৈতন্যের সঙ্কোচক জড়শক্তি। কিন্তু চৈতন্য যখন স্বপ্রতিষ্ঠ, তাহার স্বরূপ স্ফূর্ত্তি তখন স্বতঃই পূর্ণ, বহিঃস্ফূর্ত্তি বলে উত্তেজ্য নহে। আনন্দ বাহিরে নাই, ইহা চৈতন্যের অন্তরে, অন্তরতম স্বরূপে। কাজেই ইহা বহির্ব্বিষয়ের উত্তেজ্য বা উৎপাদ্য নহে। চৈতন্য যত নিঃসঙ্গ, ইহা তত আত্মস্থ। কাজেই ইহাতে তত স্বরূপস্ফূর্ত্তি। জড়তা বহিঃস্ফূর্ত্তি, আনন্দ অন্তরস্ফূর্ত্তি। কাজেই জড়তা আনন্দের বিরোধী। ইহা নীরস, আনন্দ সরস। অতএব জড়তা আনন্দের উত্তেজক নহে। পরে দেখিব স্বরূপ স্ফূর্ত্তির দুর্ব্বলতা জন্য আভাস চৈতন্যের যখন বহিঃস্ফূর্ত্তিতে স্বরূপ-স্ফূর্ত্তিভ্রান্তি, বহিঃ প্রকাশে আনন্দ জ্ঞান, তখনই সেই ভ্রান্তিজন্য চৈতন্যের জড়াশ্রিতত্ব। যাহা ভ্রান্তিজন্য তাহা অধ্যাসজ গুণ ব্যতীত স্বাভাবিক পরিণাম নহে। অতএব সিদ্ধান্ত—জড়তা চৈতন্য-প্রকাশের স্বাভাবিক পরিণাম নহে। ইহা চৈতন্য প্রকাশের অধ্যাস্ত গুণ। বিশ্ব-চৈতন্য আপন স্বরূপেই পূর্ণ শান্ত। তাঁহার স্বরূপ-স্ফূর্ত্তি বহিঃস্ফূর্ত্তির উত্তেজ্য নহে। অনেক মানব যখন আত্মস্থ হইয়া উদাসীন ভাবে বহির্ব্বিষয়ের সহিত জ্ঞানেচ্ছা সম্বন্ধ করিতে পারেন, তখন পরমেশ্বর যে তদ্রূপ পারিবেন, তাহার অসম্ভাবনা কোথায়? অতএব মায়ার (জড়শক্তির) আশ্রয়ে তিনি জগৎ প্রকাশ করিয়াও, ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় সে প্রকাশ-ধর্ম্মে মুগ্ধ নহেন। পদ্ম-পত্রস্থ জলের ন্যায় তিনি তাঁহার কার্য্য প্রকাশে পূর্ণ নির্লিপ্ত, জড়গুণাতীত*।

—চৈতন্যের স্বরূপ স্ফূর্ত্তি যখন বিশুদ্ধ তাঁহার জ্ঞানেচ্ছা তখন বহিঃপ্রকাশে জড় সম্বন্ধ করিয়াও বিশুদ্ধ।

* "কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষীচেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥"

"যস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ ॥"—শ্বেতাশ্বতর।

নির্ব্বিশেষাদ্বৈতবাদ সাংসারিকের দুর্ব্বোধ্য, নিষ্প্রয়োজন, হিতকর কিনা তদ্বিষয়েও সন্দেহ, এই কারণে সে বাদের আলোচনা পরিত্যক্ত হইল।

এখন আমরা আভাস-চৈতন্য-তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিব এবং দেখিব যে নিঃসঙ্গ চৈতন্যের জড়াশ্রিত জীব-ধর্ম্ম কিরূপে সম্ভবে। আমরা দেখিয়াছি,

[৮] চৈতন্যাভাসের জীবত্ব। —পরমাত্মা কেন্দ্র। পরমেশ্বর বিম্ব(বৃত্ত)

পরমাত্মাই স্বীয় স্বাধীনেচ্ছায় বিষয়ীভাব গ্রহণে পরমেশ্বর। পরমাত্মা কেন্দ্র। কর্ত্তৃপ্রকাশ (subjectivity) তাঁহার বৃত্ত (বিম্ব)। বিম্বভাবেই তিনি সৃষ্টি কর্ত্তা, জগন্নিয়ন্তা, জগৎ-সাক্ষী। এই ভাব গ্রহণে তাঁহার যে বহিঃসম্বন্ধ-প্রকাশ (outer-relation, objectivity), সেই প্রকাশ জন্য বহিঃপদার্থ। এখনই তাঁহার সৃষ্টি। সৃষ্টি বিম্বের সংকল্প জন্য *। তাঁহার সংকল্প, প্রসারিত চৈতন্যাভাস নানা নামরূপবিশিষ্ট পরিচ্ছিন্নাকারাগ্রহণে বহির্ব্বিষয়, জগৎ। বিম্ব ও তৎপ্রসারিত এই বিষয়াকারাভাস (প্রতিবিম্ব),—এ উভয় তত্ত্বতঃ এক ও অভিন্ন হইলেও, প্রকাশতঃ ভিন্ন। রুচক

—পরমেশ্বর কেন্দ্র জীবজগৎ প্রতিবিম্ব (বৃত্ত)। বিম্ব ও প্রতিবিম্বের প্রভেদ।

বলয়াদি স্বর্ণালঙ্কারের বিশিষ্ট অলঙ্কারত্বের উপর লক্ষ্য করিলে যেরূপ উহারা ভিন্ন, অথচ নির্ব্বিশেষ স্বর্ণত্বের উপর লক্ষ্য করিলে অভিন্ন স্বর্ণ, এই বিষয়াকারিত চৈতন্যাভাস নিচয়ের বিশিষ্ট নামরূপভেদাত্মক-বিষয়ত্বের উপর লক্ষ্য করিলে তদ্রূপ ইহারা ভিন্ন, চৈতন্যত্বের উপর লক্ষ্য করিলে ইহারা অভিন্ন চৈতন্য। সূর্য্যের সহিত কিরণের, পাবকের সহিত বিস্ফুলিঙ্গের, আতপের সহিত ছায়ার, যেরূপ সম্বন্ধ, এ বিম্বের সহিত আভাসের তদ্রূপ সম্বন্ধ। বিম্ব কেন্দ্র, আভাস তাঁহার বৃত্ত, তাঁহার সংকল্পিত বিষয়াকারাশ্রিত প্রতিবিম্ব (outer reflection)। আলোকাত্মক সূর্য্যকিরণ যেরূপ তৎপ্রতিবিম্বিত ক্ষেত্রের আলোক-স্ফূর্ত্তি দেয় এই আভাস

*"আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ।"২৬সূ। "যোনিশ্চ হি গীয়তে।"২৭সূ।—বেদান্ত ১।৪ পাদ।

† নামরূপাত্মক পরিচ্ছেদে গ্রহণ প্রবণতার নাম বেদান্তমতে মায়া। পরিশিষ্ট।

তদ্রূপ তৎপ্রতিবিম্বিত ক্ষেত্রের চৈতন্যস্ফূর্ত্তি দেয়। আলোক যেরূপ স্বয়ং স্বীয় ক্ষেত্রাকার-স্ফূর্ত্তি গ্রহণ করে, আভাস তদ্রূপ স্বয়ং স্বীয় ক্ষেত্রাকারে চৈতন্য লাভ করে। ক্ষেত্র তাহার অবয়ব এবং সে ক্ষেত্রের অবয়বী হয়। এই অবয়বধর্ম্মে অবয়বীধর্ম্ম (আত্মধর্ম্ম) ভ্রান্তিজন্য আভাসের * জীব-ভাব (monadicity)।

[সূর্য্যস্থানীয়] বিম্বের সংকল্প-বিকীরিত [কিরণস্থানীয়] আভাস যখন বিশিষ্ট ক্ষেত্রাকারে প্রতিবিম্বিত হয়, তখন স্বরূপ-স্ফূর্ত্তির দৌর্ব্বল্যে স্বভাবতঃ আনন্দজন্য আভাসের তৃষ্ণা জন্মে। আভাস বিম্বের বহির্ম্মুখী সংকল্প সম্ভূত বলিয়া, আভাসের উপলব্ধি (দৃষ্টি) বহির্ম্মুখী (৪৭)। এই কারণে অন্তর্দ্দৃষ্টির দৌর্ব্বল্যে বহির্দ্দৃষ্টি অনুসরণে বহিঃপ্রকাশে আভাস আনন্দের অনুসন্ধিৎসু হয় বলিয়া বহিঃপ্রকাশে তাহার আনন্দ সংস্কার (ভ্রান্তি) জন্মে। বাহিরেও ক্ষেত্রাকারে সতেরই প্রকাশ এবং সৎ কদাচ আনন্দ বিবর্জ্জিত নহে। কাজেই বহিঃপ্রকাশেও তাহার আনন্দ-লাভ সুসম্ভব। বহিরানন্দোপলব্ধি প্রকাশ-ধর্ম্ম বিশিষ্ট বলিয়া, ইহার অনুসরণ বলে আভাসের অপরিচ্ছিন্ন নির্ব্বিশেষ সতে পরিচ্ছিন্ন সবিশেষ ক্ষেত্রাকারত্ব আরোপের সংস্কার (ভ্রান্ত প্রবণতা) জন্মে। এইরূপে সেই বহিঃসত্তার নির্ব্বিশেষ চৈতন্যাংশের উপর দৃষ্টির হ্রাস হইয়া, ইহার ক্ষেত্রাকারত্বের উপর দৃষ্টি বৃদ্ধি

আভাসের (প্রতিবিম্বের) জড়ত্ব।

* আভাস এব চ।—বেদান্ত ২।৩।৫০।

(৪৭) পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।—কঠ ২।১।১ অন্তর্ম্মুখী দৃষ্টি যে আমাদিগের পক্ষে কঠিন, চেষ্টা করিলে সকলেই তাহা অনুভব করিবেন। এই কাঠিন্য নিরাকরণজন্য মানসিক মূর্ত্তি আদি ধ্যানের প্রয়োজন। এতদভ্যাস বলে জ্ঞানের অন্তর্ম্মুখী দৃষ্টিলাভ হয়। দৃষ্টি যত অন্তর্ম্মুখী হয় বহিরাসক্তির তত হ্রাস ও ভবিষ্যদ্দৃষ্টি, ঔদাসীন্য, কর্ত্তব্য ও তত্ত্ব জ্ঞানাদি তত বৃদ্ধি হয়। কর্ম্মবিজ্ঞানে আলোচ্য।

হয়। ক্ষেত্রাকারত্বে বস্তুত্ব প্রত্যয় জন্মে। এবং সেই ক্ষেত্রাকার-প্রকাশ-সৌন্দর্য্যেই আভাসের আনন্দলাভ হয়। ক্রমে তাহাতেই সে মুগ্ধ হয়। এই রূপে ভ্রান্ত অভ্যাস বলে অবয়ব-ধর্ম্মে আসক্তির প্রগাঢ়তায়, সে অবয়বের পক্ষপাতী হয়, অবয়বে তাহার তৃষ্ণা জন্মে। ক্রমে অবয়ব-সৌন্দর্য্যজ আনন্দ-স্ফূর্ত্তি বিষয়-বিষয়ী-ভাব বিরহিত হইয়া তাহার নিকট নির্ব্বিশেষত্ব লাভ করে। যাহা নির্ব্বিশেষ আনন্দস্ফূর্ত্তি তাহাই আত্মা বলিয়া অবয়বে এখন তাহার আত্মজ্ঞান। ইহাই আত্মার ভ্রান্ত 'জীব-ভাব'। যে অবয়ব ঈশ্বরের উপলব্ধিতে তাঁহার স্বীয় সঙ্কল্প-জন্য অনিত্য-প্রকাশ মাত্র, সেই অবয়ব জীবের উপলব্ধিতে নিত্য-বস্তু। যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা বা সঙ্কল্প, তাহাই জীবের প্রবৃত্তি বা কল্পনা। ইচ্ছা বা সঙ্কল্প ঈশ্বরের আপন চৈতন্য-প্রকাশ, প্রবৃত্তি বা কল্পনা জীবের জড় অন্তঃকরণ-প্রকাশ। কাজেই ঈশ্বর ইচ্ছার স্বাধীন কর্ত্তা, জীব ইহার অন্তঃকরণাশ্রিত অধীন কর্ত্তা। অতএব চৈতন্য-প্রকাশ আত্মার সঙ্কল্পজন্য বলিয়া, জ্ঞান,আনন্দ ও ইচ্ছা জীবের মানসিক কল্পনা জন্য। এই রূপে এক আনন্দস্ফূর্ত্তির জড়ত্বে জ্ঞান, আনন্দ ও ইচ্ছা—এ তিন প্রকাশেরই জড়ত্ব এবং তৎফলে বিশুদ্ধ চৈতন্যাভাসের জীবত্ব। শ্রুতি বলেন জড়ে আনন্দ জ্ঞানজ ভোক্তৃভাব জন্যই অনীশ আত্মার বদ্ধত্ব *। এখন দেখিলাম চৈতন্যের এই জীব-ভাবে বদ্ধত্ব (জীবত্ব) তাহার স্বীয় ভ্রান্ত কর্ম্মজন্য। এ ভ্রান্তির কর্ত্তা সে স্বয়ং, ঈশ্বর নহেন। কাজেই এই ভোগলিপ্সাজ কর্ম্ম জন্য সে স্বয়ংই তাহার জীবত্বের কারণ বলিয়া তাহারই আপন অনাসক্ত কর্ম্মও তত্ত্বজ্ঞান বলে তাহার জীব ভাবের মুক্তি। এ 'জীবভাব' আত্মার অস্বাভাবিক ভাব।

স্বরূপাত্মা কেন্দ্র এবং আভাস তাহার বৃত্ত—এরূপ বলায় স্বরূপাত্মার

---

* অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ জ্ঞাত্বা দেবং (আত্মানন্দং) মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ। —শ্বেতাশ্বতর ১।৮ নাত্মাঽশ্রুতেনিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ।—বেদান্ত ২।৩।১৭।

সঙ্কীর্ণতা ও একদেশ আশ্রিতত্ব সম্বন্ধে যদি সন্দেহ হয়, তবে তদুত্তরে ইহা বক্তব্য যে সূর্য্য হইতে সূর্য্য-কিরণ যে অর্থে বহির্ব্যাপ্ত, চৈতন্য হইতে চৈতন্যাভাস সে অর্থে বহির্ব্যাপ্ত নহে। আত্মা অনন্ত, বিভু। মহান্ বলিয়া তাঁহার নাম ব্রহ্ম। কাজেই তাঁহার বাহির কোথায়, যে, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া, আভাস বহির্ব্যাপ্ত হইবে? অতএব তিনিই স্বয়ং কেন্দ্র এবং তাঁহাতেই তাঁহার আভাস-রূপ বৃত্ত। এ কেন্দ্র ও বৃত্তভেদ কেবল স্বরূপ, সঙ্কল্পিত ও কল্পিত,—চৈতন্য-স্ফূর্ত্তির (উপলব্ধির) এই তিন রূপ ভেদ জন্য। [চিন্তাবলে চৈতন্য প্রসারণ, এক অখণ্ড চৈতন্যকে নানা কল্পিত নামরূপে আকারিত ও খণ্ডিত করা, আমাদিগের অবিদিত নহে।] স্বরূপ-স্ফূর্ত্তিকালে যখন চৈতন্য অন্য কিছু দেখেন না, শুনেন না ও জানেন না, আনন্দোপলব্ধি স্বরূপেই পূর্ণ, তখনই তিনি পরমাত্মা*। যখন বহির্দ্দর্শন, জ্ঞান, সৃষ্টি আদি জন্য তাঁহার সঙ্কল্প জন্মে, তখন তিনি পরমেশ্বর। এবং সেই সৃষ্টি সঙ্কল্পিত পৃথকত্ব চিহ্নরূপ নামরূপ বিশিষ্ট হইয়া সেই নামরূপে যখন তাঁহার ভ্রান্ত-আত্ম-কল্পনা জন্মে, তখনই তিনি জীব।

—আত্মার বাহির নাই। আভাসের বহির্ব্যাপ্তি সঙ্কল্পাশ্রয়ে।

আবার যদি সন্দেহ হয় যে, সর্ব্বজীব এরূপ এক অখণ্ড চৈতন্য-প্রকাশ হইলে, প্রত্যেক জীবের খণ্ড পৃথক পুরুষত্ব কিরূপে সম্ভবে? তবে তাহার উত্তর এই। এ পৃথক পুরুষত্ব জীবের জড়-উপলব্ধির-জন্য। ইহা তত্ত্বতঃ নহে। তত্ত্বতঃ চৈতন্য দেশকাল ও বস্তুভেদের অতীত। খণ্ডত্ব বা পৃথকত্ব তাঁহার ধর্ম্ম নহে। তিনি অনন্ত। তিনি উপলব্ধি-স্বরূপ। এক অদ্বিতীয় পুরুষত্ব তাঁহার স্বীয় স্বাভাবিক আত্মোপলব্ধি (self-cousciousness)। ইহাই তাঁহার দ্বৈতপ্রকাশ কালিক

—চৈতন্য অখণ্ড হইলেও, পুরুষোপলব্ধির জড়ত্বে জীবের খণ্ড বহুত্ব।

* "যত্র নান্যৎপশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা।"—ছান্দোগ্য ৭।২৪।১

অহমুপলব্ধি [৫]। আনন্দ স্ফূর্ত্তির জড়াশ্রিত দৌর্ব্বল্যে, অবয়বধর্ম্মে যখন চৈতন্যের আত্ম-ভ্রান্তি জন্মে, তখন তাঁহার অহমুপলব্ধি জড়ত্ব লাভ করে বলিয়া, স্বীয় সঙ্কীর্ণ জড়াবয়বে তাঁহার পূর্ণ স্বতন্ত্র পুরুষত্বোপলব্ধি জন্মে। ইহাই অখণ্ডাদ্বৈত মহান্ চৈতন্যাভাসের খণ্ড ক্ষুদ্র পৃথক পুরুষত্ব। তত্বতঃ চৈতন্যের এরূপ খণ্ডত্ব অস্বাভাবিক হইলেও উপলব্ধির ভ্রান্তিতে, জড়াধ্যাস গুণে, জীব চৈতন্যের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক। খণ্ডত্ব বুদ্ধির ধর্ম্ম। কাজেই বুদ্ধির সহিত যখন চৈতন্যের একত্ব-জ্ঞান, বুদ্ধিতে যখন তাহার অহংজ্ঞান, তখন এ ধর্ম্ম তাহার স্বাভাবিক †। জড় সংস্কারাত্মক কল্পনার যে এ রূপ আত্মজ্ঞান-সঙ্কোচন-সামর্থ্য আছে তাহা আমরা পরে দেখিব। উপলব্ধি স্বভাবতঃ স্বতন্ত্র। এই কারণে উপলব্ধির দোষেই জীবের যাবতীয় অনিষ্ট *।

† "তদ্‌গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশ প্রাজ্ঞবৎ।"—বেদান্ত ২।৩।২৯।

* "উপলব্ধিবদনিয়মঃ।"—বেদান্ত ২।৩।৩৭।

বেদান্তমতবিশেষে সৃষ্টি অনাদি। কাজেই জীব ও জগৎ একরূপ অনাদি। স্বীয় কর্ম্ম জন্যই জীবের জীবত্ব। বৃক্ষ এবং তদ্বীজ এ দুয়ের কোন্‌টী পূর্ব্বে কোন্‌টী পরে এ বিচারের ন্যায় জীবের আদি সৃষ্টি বিচারও অসম্ভব। তবে বেদান্তমতে (ছান্দোগ্য ৬।১।১) পরমাত্মাই যখন এক অনাদি নিত্য বস্তু এবং তাহা হইতেই সমস্ত দ্বৈতভাবের উৎপত্তি, জীবের পরমাত্মত্বলাভ, কৈবল্য মুক্তি, যখন অদ্বৈত বৈদান্তিকের স্বীকার্য্য এবং কর্ম্ম যখন জীবের আপন কার্য্য, তখন পরমাত্মা হইতে জীবের উৎপত্তি অযৌক্তিক নহে। বিশেষতঃ জীবের উৎপত্তি বুঝিবার জন্য কার্য্য কারণ অনুসন্ধান প্রবৃত্তি মানবকে সততই উদ্বিগ্ন করে। সেই উদ্বেগ চরিতার্থতাজন্য জীবের আদি উৎপত্তি বিষয় এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা হইল। তবে এখানে যাহা বলা হইল যুক্তিই তৎসমস্তের প্রধান ভিত্তি। কারণ এ বিষয়ে শ্রুতি ও সাক্ষাৎ জ্ঞানের অভাব। কিন্তু যুক্তি সম্যক্ জ্ঞান নহে। ইহা মানববুদ্ধি প্রসূত। কাজেই বুদ্ধির বিচিত্রতায় ইহারও বিচিত্রতা, বুদ্ধির দোষ গুণে ইহারও দোষ গুণ। অতএব অস্মদাদির ন্যায় ক্ষুদ্র বুদ্ধি ব্যক্তির এরূপ দুরূহ বিষয়ক যুক্তি যে নির্দ্দোষ বা সর্ব্ব-হৃদয়-গ্রাহী হইবে, তাহা আশাতীত। তবে এ অনুমান নির্দ্দোষ

স্বরূপ-চৈতন্য-স্ফূর্ত্তি পরিচ্ছেদধর্ম্মের অতীত বলিয়া অনন্ত। জড়-শক্তি পরিচ্ছেদধর্ম্মের নামান্তর বলিয়া সান্ত। জীব-চৈতন্যে অনন্ত ও সান্ত এ উভয় ধর্ম্ম বিদ্যমান। কাজেই উভয়ের স্ফূর্ত্তিকালে ধর্ম্মদ্বয়ের বিরোধ জন্য জীবে চাঞ্চল্য। পূর্ণতায়ই স্থিরত্ব। বিরোধ কালে, পূর্ণতার অভাবে চাঞ্চল্য। চৈতন্য যখন স্বরূপস্থ, তখনই পূর্ণ; এবং পূর্ণত্বলাভেই স্বরূপস্থ। কাজেই পূর্ণত্বই স্বরূপস্থত্ব, এবং স্বরূপস্থত্বই শান্তি *। যাহা শান্তি তাহাই সরস স্থিরতা। ধর্ম্মদ্বয়ের একটী যখন অন্যটীকে পরাভূত করিয়া স্বয়ং অপ্রতিহত ভাবে পূর্ণ, বিরোধ তখন অপগত এবং জীব তখন তাহার তাৎকালিক স্বরূপে শান্ত, স্থির। তখন বিজেতা চৈতন্য-ধর্ম্ম হইলে, জীবের পরমাত্মত্ব এবং জড়-ধর্ম্ম হইলে, জড় দ্রব্যত্ব। স্বরূপ বিশুদ্ধই হউক আর জড়াশ্রিতই হউক, আত্মা যখন পূর্ণ স্বরূপস্থ, জ্ঞান ও ইচ্ছা তখন স্বতন্ত্র বহিঃপ্রকাশ ত্যাগে, স্বরূপ-স্ফূর্ত্তির সহিত এক। অতএব চৈতন্যের জড়-স্বরূপতার (জড়াসক্তির) পূর্ণস্ফূর্ত্তিকালে, জীব-চৈতন্য বহিঃস্ফূর্ত্তি পরিত্যাগে, স্বীয় জড়স্বরূপ স্ফূর্ত্তিতে পূর্ণ প্রত্যাগত (withdrawn into itself), সেই স্ফূর্ত্তিতে অভিন্ন ভাবে মিলিত। তাহাতেই তখন চৈতন্যের পূর্ণ আত্মজ্ঞান। এই রূপে বহির্জ্ঞানের পূর্ণাভাবে জীবের পূর্ণ জড়ত্ব। ইহাই চৈতন্যের অচেতনত্ব। মদ্যপানাধিক্যে জীব-চৈতন্যের মত্ততার চরম অচেতনত্ব, ইহার দৃষ্টান্ত। মদ্যপানে মনঃশক্তির উত্তেজনায় মানসিক

[৯] চৈতন্যের জড়ত্ব (জড়ে বিষয়ত্ব)।

—চাঞ্চল্য ও স্থিরত্ব

—চৈতন্যের বহিঃ স্ফূর্ত্তির অভাবে জড় স্বরূপ স্ফূর্ত্তির পূর্ণতায় তাহার জড়ত্ব। জড়ত্ব চৈতন্যের আত্যন্তিক অভাব জন্য নহে।

হইলেও ইহার ভ্রমে আত্মার চৈতন্যত্ব অসিদ্ধ হইবে না। আত্মার চৈতন্যত্ব সিদ্ধিই এ পুস্তিকার একমাত্র উদ্দেশ্য। জীব বিষয়ক বেদান্তমত পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

* "যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্।"—ছান্দোগ্য ৭।২৩।১।

আনন্দ-স্ফূর্ত্তির ক্রমবৃদ্ধিতে জ্ঞানেচ্ছার স্বতন্ত্র বহিঃস্ফূর্ত্তির ক্রমখর্ব্বতা। কাজেই মদ্যপায়ীর ক্রম অচেতনত্ব। পানের আরও আধিক্যে আনন্দের জড় মানসিক স্ফূর্ত্তির পূর্ণতায় মত্তব্যক্তির মানসিক স্বরূপ-স্ফূর্ত্তি পূর্ণ বলিয়া বহিরুপলব্ধি লুপ্ত। কাজেই তখন তাহার নির্ব্বিশেষ জড়ত্ব। অতএব জড়ত্ব চৈতন্যের আত্যন্তিক অভাবজন্য নহে। আনন্দস্ফূর্ত্তির পূর্ণতায় চৈতন্যের বহিঃস্ফূর্ত্তির বিলোপজন্য। চৈতন্যের বহিঃপ্রকাশ জন্যই অন্যের উপলব্ধিতে ইহার চেতনত্ব এবং বহিঃপ্রকাশের অভাবে চৈতন্যের অচেতনত্ব। আমার জ্ঞানেচ্ছার আপন স্বরূপাতিরিক্ত স্বতন্ত্র বহিঃপ্রকাশ আছে বলিয়াই অন্যের উপলব্ধিতে আমি সচেতন। যাহার জ্ঞানেচ্ছা সর্ব্ব বহির্ব্যাপার বিরহিত, স্বরূপস্ফূর্ত্তির সহিত মিলিত, সে চৈতন্য পরমাত্মাই হউন আর জড়াত্মাই হউন, উভয়তঃই, অন্যের নিকট অচেতন। আনন্দত্ব লাভাপেক্ষা আনন্দাস্বাদনের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে ঈশ্বর-ভক্ত বিশেষের যে মত, স্বরূপস্ফূর্ত্তির পূর্ণতায় চৈতন্যাভাব আশঙ্কাই, সে মতের প্রবর্ত্তক। সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্ক যদি পূর্ণ সচেতনও হইত, তবুও তাহাদিগের চৈতন্যের বহিঃপ্রকাশাভাবজন্য, অন্যের উপলব্ধিতে তাহারা অচেতনই থাকিত।

বিশুদ্ধ স্বরূপাত্মা জড়লেশ বিবর্জ্জিত বলিয়া তাঁহার জ্ঞানেচ্ছায় ঔদাসীন্য পূর্ণ। এই কারণে স্বরূপস্থ হইয়াও জ্ঞানেচ্ছার বহিঃপ্রকাশ বিষয়ে তিনি পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু জড়স্বরূপতা লাভে জৈব জ্ঞান আনন্দ ও ইচ্ছা সকলই পূর্ণ জড়াশ্রিত বলিয়া প্রবৃত্ত্যন্তর বিরহিত। জীবের যে বিষয়ে অহং জ্ঞান সেই বিষয়শক্তিজাত জড় প্রবৃত্তির অধীনতায় তাহার স্বীয় উদাসীন স্বাধীনতার লোপ। কাজেই এরূপ আত্মস্ফূর্ত্তির পূর্ণতায় বহিঃস্ফূর্ত্তির পূর্ণাভাব এবং জড়তা স্থাপনা-গুণে (inertia) পরিবর্ত্তনবিরোধী বলিয়া, জড়স্বরূপতার পূর্ণত্বে চৈতন্যের বহিঃপ্রকাশাভাবে

—জড়তার স্থাপনা গুণে জড়স্বরূপের এ পূর্ণ স্ফূর্ত্তির স্থায়িত্ব।

স্থায়িত্ব। এই কারণেই মৃত্তিকার স্থায়ী মৃত্তিকাত্ব। তখন তাহার পরিবর্ত্তন বহিঃশক্তির উত্তেজনায়।

—অচৈতন্য বস্তু নহে চৈতন্যাশ্রিত অনিত্য গুণ। জড়ত্ব ভ্রান্ত প্রবণতা।

অচৈতন্য তত্ত্বতঃ কোন বস্তু নহে। আত্মভ্রান্তিজন্ত জড়াশ্রিত চৈতন্যাভাসের অচেতনত্ব। লৌকিক অর্থে যাহা অচেতন, তত্ত্বতঃ তাহা ভ্রান্তি। ভ্রান্তি সততই জ্ঞানাশ্রিত। কাজেই অচেতন চৈতন্যাশ্রিত। জ্ঞান সত্তা : ভ্রান্তি তদাশ্রিত গুণ। কাজেই চৈতন্য সত্তা ; অচৈতন্য তদাশ্রিত গুণ। যাহা জড়প্রবণতা তত্ত্বতঃ তাহাই ভ্রান্তি। জড় প্রবণতার আশ্রয়ে ঔদাসীন্যের থর্ব্বতায় জ্ঞান-স্ফূর্ত্তির সংকীর্ণতা জন্য যে সর্ব্বজ্ঞত্বের অভাব তাহাই ভ্রান্তি। যে বিষয়ক জ্ঞানের অভাব সেই বিষয় সম্বন্ধে ভ্রান্তি। এই ভ্রান্তির সর্ব্ববিষয়ক পূর্ণত্বে জীবের অচেতন জড়ত্ব।

জড় পদার্থে আত্ম-স্ফূর্ত্তি।

চৈতন্যই জড়প্রবণতার আশ্রিত হইয়া জড়পদার্থ। এই কারণে জড়পদার্থে চৈতন্যের বহিঃস্ফূর্ত্তির অভাব থাকিলেও স্বরূপস্ফূর্ত্তির অভাব অসম্ভব। যাহা যাহার স্বরূপস্ফূর্ত্তি,তাহা তাহা হইতে কদাচ বিচ্যুত হয় না। কাজেই জড় জগতে বহিজ্ঞান-সত্তার পরিচয় অদৃশ্য হইলেও স্বরূপ আনন্দসত্তার পরিচয় সর্ব্বত্রই সপ্রকাশ। বিশুদ্ধানন্দের যাহা শান্তি প্রেম, অর্দ্ধ জড়ানন্দ সত্তার যাহা কামরাগ দ্বেষ, পূর্ণ জড়ানন্দসত্তার তাহাই সঙ্গাসক্তি (affinity) আকর্ষণ (attraction) ও বিকর্ষণ (repulsion)। আত্মস্ফূর্ত্তি স্বরূপাভিমুখী বলিয়া জড়ের স্বরূপস্ফূর্ত্তি অন্তরাভিমুখী (centripetal)। এই কারণেই জড় পদার্থের মাধ্যাকর্ষণ (central gravity)। আমরা ইহাও দেখিলাম যে চৈতন্যের স্বতন্ত্র পুরুষভাবের জড়ত্বেই এক অদ্বিতীয় অখণ্ড চৈতন্যের বিচিত্র খণ্ড জগদ্ভাব। জড় জগতের জড়াহংপ্রকাশ। (egoistic existence §262) ইচ্ছাত্মবাদীরও স্বীকৃত। ইচ্ছাত্ম-

বাদী উন্নত অহংকারের শরীর, দেশ, কাল ও কারকধর্ম্মের অতীত সমষ্টি একাত্মোপলব্ধিত্বাদি স্বীকার করিয়া (§§ 242,245) প্রকারান্তরে জগতের চৈতন্যাত্মকতা স্বীকারাভিমুখী হইয়াছেন।

আনন্দের যখন বিষয়াকার-ধারণ-প্রবণতা, চৈতন্যের তখন বিষয়-সঙ্গ সুখ, বিষয়াসক্তি। সংস্কার এ প্রবণতার নামান্তর। চৈতন্যাশ্রিত সংস্কার ও

[১০] অন্তঃকরণ। আনন্দের জড়তা। —বহির্ব্বিষয় আনন্দাশ্রিত জড়-শক্তির স্ফূর্ত্তি উৎপাদন করে বলিয়া সে বিষয়ে আনন্দ-জ্ঞান।

বহির্ব্বিষয়শক্তি এক বলিয়া বহির্ব্বিষয় তখন পরম্পরা সম্বন্ধে চৈতন্যের আনন্দোত্তেজক। যে শব্দ স্পর্শাদি বহির্ব্বিষয়ক সংস্কার আমার আনন্দের সহিত মিলিত, তদনুরূপ বহিঃশব্দস্পর্শাদি আমার নিকট উপস্থিত হইলে, তাহার শক্তিস্ফূর্ত্তিতে আমার আনন্দাশ্রিত শক্তির স্ফূর্ত্তি জন্মে বলিয়া, সে বহির্ব্বিষয় আমার আনন্দের উত্তেজক, তাহাতে আমার সুখজ্ঞান। চৈতন্যাশ্রিত সংস্কারের সহিত আনন্দ একাত্মকভাবে মিলিত বলিয়া সংস্কারের স্ফূর্ত্তিতে তদাশ্রিত চৈতন্যের আনন্দস্ফূর্ত্তি। এই কারণে আপন চৈতন্যাশ্রিত আনন্দ-সংস্কারের অনুরূপ বহির্ব্বিষয়েই জীবের আসক্তি, এবং সেই বিষয়-শক্তিরই জীব আকর্ষক। রাগাত্মক স্ফূর্ত্তি-বলে চৈতন্যাশ্রিত শক্তি, নূতন বহির্জ্জড়-শক্তির আকর্ষক বলিয়া, তদ্বলে জড়শক্তির পুষ্টি। এই কারণে বিষয়-ভোগ-বলে চৈতন্যাশ্রিত জড়-সংস্কার পরিপুষ্ট হইয়া,

আসক্তি, তৃষ্ণা, প্রত্যয়

চৈতন্যে জড়তার আধিক্য জন্মায়। জড় বিষয়াকার-ধারণ-প্রবণতার সহিত আনন্দের সম্বন্ধ জন্য চৈতন্যের বিষয়াসক্তি (রাগদ্বেষ)। আসক্তি-আত্মক সেই প্রবণতায়

জীব অন্তঃকরণাশ্রিত কেন?

ইচ্ছা প্রবল হইয়া, বিষয়-তৃষ্ণা (প্রবৃত্তি, কাম, বাসনা) এবং জ্ঞান প্রবল হইয়া, প্রত্যয়। চৈতন্যাশ্রিত এই জড়সংস্কারাত্মক প্রবণতাসমষ্টির নাম অন্তঃকরণ। এইরূপ বিষয়াকারিত সংস্কারাশ্রিত আসক্তি, প্রত্যয় ও প্রবৃত্তি

আত্মক চৈতন্যাভাসমাত্রই জীবের চৈতন্য-স্থানীয় বলিয়া, জীব অন্তঃ-করণাশ্রিত *।

চৈতন্যাশ্রিত সংস্কার-স্ফূর্ত্তির নাম কল্পনা (representation—§ 39)।

কল্পনা। জৈব চৈতন্য কল্পনাত্মক।

ইহাই চিত্তবৃত্তি। জড়ভাবজন্য চৈতন্যের এই বিশিষ্ট কল্পনা প্রবণতা। যাহা বিশুদ্ধ সঙ্কল্প, জড়প্রবণতা বলে বিশিষ্টাকারে আবদ্ধ হইয়া তাহাই জৈব কল্পনা। বিশুদ্ধ চৈতন্যের বহিঃপ্রকাশ ইচ্ছাজন্য। জীব-চৈতন্যের বহিঃপ্রকাশ কল্পনাজন্য। কল্পনাই জীবের চিত্তবৃত্তি বলিয়া জীব চিত্তাশ্রিত।

—কল্পনার দোষে জীবের সুষুপ্তি, মোহ, জড় বস্তুত্ব।

জীবের চিত্ত যখন পূর্ণ-তামসিক-স্তব্ধতা-জন্য কল্পনা প্রকাশে অক্ষম, জীব তখন পূর্ণ অচেতন। স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক কারণে তমোগুণ যখন সাময়িকভাবে জীবকে আচ্ছন্ন করে, জীব তখন সুষুপ্ত (c. f. § 163) বা মুগ্ধ। এই তমোভাব স্থায়ী হইলে,জীবের প্রস্তরাদিবৎ অচেতন-পরিণতি। চিত্তের তমোভাব যত পরাভূত হয়,তাহার কল্পনা-প্রকাশ-সামর্থ্য (চিত্ত-কম্পনে চৈতন্য সংযোগ-সামর্থ্য) তত বৃদ্ধি পায়, জীবের তত চৈতন্য লাভ হয়। পশ্বাদির কল্পনা-শক্তি অস্ফুট বলিয়া তাহাদিগের চৈতন্য অস্ফুট (c. f. § 169)। রাজসিকাবস্থায় কল্পনায় চাঞ্চল্যের আধিক্যজন্য তদাশ্রিত চৈতন্যও চঞ্চল। সাত্ত্বিকাবস্থায় কল্পনা স্থির বলিয়া তদবস্থায় কাল্পনিক চৈতন্যও স্থিরতাজন্য পরিস্ফুট। নিরুদ্ধাবস্থায় কল্পনা-শক্তি অভিভূত বলিয়া, চৈতন্য-প্রকাশ অকল্পিত। এই কারণে এ অবস্থায় মানবের তত্ত্বজ্ঞান পরিস্ফুট। জাগতিক-সমষ্টি-কল্পনা-শক্তির নাম জগচ্ছক্তি। কল্পনার জড়ধর্ম্মগুণে আপন কল্পনার অতীত বিষয়হইতে দৃষ্টি বিতাড়িত হইয়া কল্পিত-বিষয়ে মাত্র অবরুদ্ধ হয় বলিয়া কল্পিত-বিষয়ই জীবের

* পঞ্চদশী ৭।৮৪। পরেও দ্রষ্টব্য

একমাত্র দৃষ্টির বিষয়। চিত্তে যে বিষয়ের কল্পনা না হয়, তাহার সেবিষয়ের জ্ঞানও হয় না। চিত্তাশ্রিতচৈতন্য (জীব) যেবিষয় দেখে, তাহা তাহার চিত্তকল্পিতসত্তা। কল্পনা-শক্তিতে তখন তাহার আত্ম-শক্তি জ্ঞান। কাজেই চিত্ত ও চৈতন্য তাহার নিকট অভিন্ন ও এক। যে কালপর্য্যন্ত চিত্ত শক্তিতে তাহার নির্ব্বিশেষ আসক্তি, আত্ম-জ্ঞান, সে কাল পর্য্যন্ত তাহার চিত্ত-কল্পিত বিশ্বেই তাহার একমাত্র বিশ্বজ্ঞান। তদতিরিক্ত সূক্ষ্ম বা কারণ-বিশ্ব থাকিলেও, সে বিশ্ব তাহার কল্পনার অতীত বলিয়া তাহার চৈতন্যেরও অতীত। এই কারণে অকাল্পনিক নির্ব্বিশেষ স্বরূপ-চৈতন্য তখন তাহার অবিদিত। আজন্ম এক ব্যক্তিকে আবৃত স্থানে অবরুদ্ধ করিয়া বহির্জ্জাগতিক জ্ঞান হইতে বঞ্চিত রাখিলে, সে ব্যক্তির যেরূপ সেই অবরোধেই জগৎ-জ্ঞান জন্মে, বহির্জ্জাগতিক জ্ঞানের অভাব হয়, চিত্তাশ্রিত ব্যক্তিরও তদ্রূপ আপন চিত্ত-কল্পনার অতীত বিষয়ের জ্ঞানাভাব (৪৮)।

কল্পনার দোষে চৈতন্যের সঙ্কীর্ণতা।

---

(৪৮) এই মত পাশ্চাত্য Homo-mensura অথবা স্পেন্সারের 'Relativity' মতের সহিত ঠিক এক নহে। ঐ ঐ মতে জগৎ-জ্ঞান প্রত্যেক জীবে পৃথক্ এবং সেই পৃথক্ জ্ঞানের মধ্যে সাধারণ একত্বের অঙ্গীকার নাই। কাজেই ঐ মতে সর্ব্ব জীবের জগৎ-জ্ঞানের যে সকল একত্ব অস্বীকার করা অসম্ভব, তাহার মীমাংসাজন্য অনেক যুক্তির অবতারণা করিতে হইয়াছে। কিন্তু আমাদিগের এ মতে সর্ব্বজীবের একরূপ জগদুপলব্ধি বিধায় সে রূপ সন্দেহের অবকাশাভাব। এ মতে জীবের কল্পনা যে চিত্ত-শক্তি হইতে উত্থিত, সে শক্তি একই পঞ্চ-তন্মাত্র-গঠিত মহন্নামক শক্তি-সম্ভূত। সুতরাং সেই মহচ্ছক্তির একত্বে সর্ব্বজীবের অন্তঃকরণ শক্তির একত্ব। মানব-চিত্ত ও বহির্জ্জগৎ একই পঞ্চভূত-গঠিত বলিয়া বহির্জ্জগতিক-শক্তি চিত্তের উত্তেজক। কাজেই জগৎ এক ও সর্ব্বজীবের চিত্ত একই উপাদানে গঠিতজন্য সর্ব্বজীবের কল্পনা-জাত জ্ঞানও এক। আবার ভিন্ন ব্যক্তির চিত্তগত উপাদান মূলতঃ একরূপ এক হইলেও, ব্যক্তিগণের কর্ম্ম ও অভ্যাসাদির পার্থক্যজন্য সে উপাদানগত সংস্কার ও গুণের পার্থক্য বলিয়া তাহাদিগের জ্ঞানেরও অনেক পার্থক্য।

এই কারণেই স্বপ্ন-কালে বহিরিন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াভাবে বহিঃস্থূল জাগতিক জ্ঞানের এবং চিত্ত-প্রকাশিত কল্পনার সহিত অসম্বদ্ধ বিষয়ক স্মৃতির অভাবজন্য মানব স্বীয় চিত্ত-প্রকাশিত কল্পনার মাত্র জ্ঞান লাভ করে। তবে বহিরিন্দ্রিয়াদি নিষ্ক্রিয় বলিয়া স্বপ্নকালিক কল্পনা যে সততই চিত্ত-কল্পিত (imaginary) ও মিথ্যা—তাহা নহে। অনেক সময়ে এ কল্পনা চিত্তোত্তেজক বহিঃসূক্ষ্ম জাগতিক প্রকৃত বিষয়-শক্তির উত্তেজনাজন্য প্রকাশিত বলিয়া সত্য।

স্বপ্ন সত্য ও মিথ্যা।

ঐন্দ্রজালিক আলোকের (magic lantern) একই বর্ত্তিকা (light) যেরূপ বৃক্ষ পর্ব্বতাদি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়াঙ্কিত পটের প্রতিবিম্ব গ্রহণে, ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যত্ব প্রাপ্ত হয়, একই চৈতন্য তদ্রূপ চিত্তের নানা বিষয়-পটে প্রতিবিম্বিত হইয়া, নানাবিষয়ত্ব প্রাপ্ত হয়। যাহা ঐন্দ্রজালিক বর্ত্তিকা, তাহাই স্বরূপ-চৈতন্য। যাহা পট-চিত্র তাহাই চিত্তবৃত্তি। ঐন্দ্র-জালিক বর্ত্তি যেরূপ স্বয়ং চিত্র হইতে ভিন্ন, তাহার আলোকমাত্রই চিত্রের সহিত মিলিত, এ চৈতন্য-বর্ত্তিও তদ্রূপ চিত্ত হইতে ভিন্ন, তাহার আভাস মাত্রই চিত্তের সহিত মিলিত। তবে পট যেরূপ বর্ত্তির আলোক হইতে ভিন্ন, চিত্ত তদ্রূপ আভাস হইতে ভিন্ন নহে। ইহা আভাসের আশ্রিত শক্তি। আভাসের সহিত ইহার সত্তা মিলিত। আলোক-সংযোগের পূর্ব্বে পটে যে রূপ বিষয়-চিত্র অঙ্কিত থাকে, বিষয়োপলব্ধির পূর্ব্বে চিত্তে তদ্রূপ বিষয়াকার বৃত্তি থাকে না। আভাস-চৈতন্যের যে বিষয়াকার-ধারণ-প্রবণতা তাহাই চিত্ত। কাজেই পটের ন্যায় এ চিত্ত-পট-অঙ্কনের পৃথক্ কোন আধার নাই। চৈতন্য-সত্তা স্বয়ংই ইহার আধার। বহির্ব্বিষয়-শক্তির উত্তেজনায় চৈতন্য স্বয়ংই স্বীয় জড়প্রবণতা-শ্রিত সত্তা (ইচ্ছা-প্রবৃত্তি) বলে বিষয়াকার কল্পনায় পরিণত হয়। এবং সেই কল্পনার সহিত স্বয়ংই স্বীয় জ্ঞান-আনন্দ-ইচ্ছা-স্ফূর্ত্তি বলে মিলিত

চিত্ত ও ঐন্দ্রজালিক আলোকের কাচ-ফলক।

হইয়া তদ্বিষয়ক কাল্পনিক জ্ঞান, আনন্দ ও ইচ্ছাও লাভ করে। সেই কল্পনাশক্তি-রূপ অন্তঃকরণে জীব-চৈতন্যের আত্মজ্ঞান। কাজেই তদাত্মক স্ফূর্ত্তি তাহার জ্ঞানানন্দেচ্ছার একমাত্র স্ফূর্ত্তি। তাহাই তাহার জ্ঞানানন্দের একমাত্র উত্তেজক।

জড়শক্তি জীবের জ্ঞান, আনন্দ ও ইচ্ছা—এ তিনেরই স্ফূর্ত্তিদাতা বলিয়া, জড়শক্তিই জীব-চৈতন্যের প্রাণ। যাহা জড়স্ফূর্ত্তি তাহাই প্রাণ।

[১১] প্রাণ।—জড়শক্তি,জীবের প্রাণ।

প্রাণের আশ্রিত বলিয়া প্রাণশক্তির পরিবর্ত্তনে, জীব-চৈতন্যের পরিবর্ত্তন জীবের জন্ম, মৃত্যু, অপক্ষয়াদি ভাব-বিকার। যাহা বিশুদ্ধাত্মায় ভাববিশেষে অবস্থানাদি সঙ্কল্প, তাহাই জড়ত্ব প্রাপ্তে জীবের প্রাণ। বিশুদ্ধ আত্মার বিশিষ্ট ভাব-গ্রহণ-পরিবর্ত্তন তাঁহার স্বীয় সজ্ঞান ইচ্ছাজন্য, জীবাত্মার প্রাণ-গ্রহণ-পরিবর্ত্তন তাহার পূর্ব্বকর্ম্মজাত অজ্ঞান-শক্তিজন্য। বহিঃপ্রকাশ-বিষয়ে বিশুদ্ধাত্মা পূর্ণ স্বাধীন, জীব তদ্বিষয়ে তাহার প্রাণশক্তির অধীন। সবিশেষ পরে প্রাণান্তঃকরণ বিষয়ক ফুটনোটে।

আমরা দেখিয়াছি যে,চৈতন্য এক হইলেও চিত্ত বহু বলিয়া,জীবের বহুত্ব। এই বহুত্বজন্যই জীবের আত্মপর ভেদ জ্ঞান। চিত্তশক্তির হ্রাস বৃদ্ধি অপক্ষয়াদি পরিবর্ত্তনে চৈতন্যের ভাব-পরিবর্ত্তন। এই বহুত্ব ও ভাব-পরিবর্ত্তনজন্যই দেশকালের উপলব্ধি।

[১২] দেশকালাদি জগৎ। স্থূল,সূক্ষ্ম জড়ত্ব।

পদার্থদ্বয়ের অবস্থানের পার্থক্যজন্য দেশ (space) এবং তাহাদিগের ভাব-পরিবর্ত্তন (sequence) জন্য ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানাত্মক কাল (time)। কাজেই দেশকাল চৈতন্যের কার্য্য-ধর্ম্ম (c. f. § 47). তাঁহার সংকল্প-জন্য কারক-ধর্ম্ম, বিষয়োপলব্ধির অধিকরণ-ভাব। সর্ব্ব সংকল্প-বিরহিত বিশুদ্ধ সৎ যেরূপ নির্ব্বিশেষ আত্মা, সে আত্মার স্বরূপোপলব্ধি যেরূপ শান্তি, সংকল্প প্রসারিত সৎ তদ্রূপ সংকল্পানুযায়ী দেশকাল ও জগৎ, বিশুদ্ধ সংকল্প বিশুদ্ধ চিদাত্মক

বলিয়া বিশুদ্ধ সংকল্পিত দেশকাল ও জগৎ প্রকাশ সকলই বিশুদ্ধ চিদাত্মক। জীব-চিত্তগত (বুদ্ধ্যাদিগত) জড়-ধর্ম্মের আশ্রয়ে দেশকাল ও জগতের জড়ত্ব, জড় স্থূলসূক্ষ্মত্ব এবং চৈতন্যাতিরিক্ত স্বতন্ত্র জড়-দ্রব্যত্ব। এই কারণে জড়াশ্রিত জীবের নিকটই ইহাদিগের এ জড়ত্বাদি, এবং জীবের চিত্তগত জড়ত্বের স্থূলসূক্ষ্মত্বে ইহাদিগেরও স্থূলসূক্ষ্মত্বই [ফুট-নোট (৫)]। ইহারা চৈতন্যের প্রকাশ-ধর্ম্ম এবং ইহাদিগের চৈতন্যাতিরিক্ত পৃথক্ তাত্ত্বিক অস্তিত্ব নাই বলিয়াই, যাহা বিভু-সংকল্পিত এই বিশাল বহির্জ্জগৎ (macrocosm) তাহাই মানবচিত্ত-কল্পিত ক্ষুদ্র জগৎ (microcosm)। সর্ব্ব জীবেরই সাক্ষাৎ জ্ঞেয় জগৎ তাহাদিগের স্বস্ব চিত্তে, চিত্ত-প্রকাশিত চৈতন্যে। দেশকাল ও জগৎ চৈতন্যের স্বরূপ-ধর্ম্ম নহে, তাঁহার সংকল্পিত কার্য্য-ধর্ম্ম বলিয়া, মানব কখন কল্পনা বলে স্বীয় অন্তরে দেশকাল ও জগদুৎপাদন করিয়া তদ্দর্শন করিতে, কখন আবার সে কল্পনা ত্যাগে নির্ব্বিষয় শান্তিমাত্র উপলব্ধি করিতে সক্ষম। জীব-চৈতন্য যখন স্বরূপস্থ (নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থ বা মহাভাবস্থ). তখন কার্য্য-ধর্ম্মাত্মক জগৎ বা দেশকাল কিছুই সে চৈতন্যের নিকট সপ্রকাশ নহে। যাহা উন্নত চৈতন্যের সবিকল্প নির্ব্বিকল্প সমাধি ভেদ, তাহাই জড় চৈতন্যের জাগ্রৎ সুষুপ্তি ভেদ। বিশুদ্ধ চৈতন্য নির্ব্বিকল্পাবস্থায় চৈতন্য-স্বরূপ, পূর্ণানন্দ; জড়-চৈতন্য সুষুপ্তিকালে অচেতন। বিশুদ্ধ চৈতন্য সবিকল্পে ত্রিকালজ্ঞ, পূর্ণ বিষয়জ্ঞ, জড়-চৈতন্য জাগ্রতে স্বীয় চিত্ত-কল্পিত বিষয়জ্ঞ বলিয়া এক-দেশজ্ঞ, এক কালজ্ঞ। এখন দেখিলে নির্ব্বিশেষ স্বরূপ-চৈতন্যে দেশ, কাল, জগতের আশ্রয় অসম্ভব। যাহা নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতানন্দ তাহাতে কার্য্যধর্ম্ম কোথায় যে, দেশকাল বা জগতের অস্তিত্ব থাকিবে ? অতএব দেশকালাদি তত্ত্বতঃ কোন বস্তু নহে, তথাচ মিথ্যাও নহে। ইহারা আত্মাশ্রিত বুদ্ধি ধর্ম্ম।

অদ্বৈতানন্দ-স্ফূর্ত্তির সহিত বিশুদ্ধ অহং-স্ফূর্ত্তির যে সম্বন্ধ, সুখস্ফূর্ত্তির সহিত স্বার্থস্ফূর্ত্তির সেই সম্বন্ধ। অহং-স্ফূর্ত্তিতে যেরূপ আনন্দোপলব্ধি অপেক্ষা

বিষয়িত্বোপলব্ধির আধিক্য, স্বার্থ-স্ফূর্ত্তিতে তদ্রূপ সুখোপলব্ধির অপেক্ষা জড়বিষয়িত্বোপলব্ধির আধিক্য। এই কারণে ভোগাসক্ত (সুখকামী) ব্যক্তি যে রূপ বিষয়-সুখের (আমোদের) জন্য ব্যস্ত, স্বার্থপর ব্যক্তি তদ্রূপ বিষয়লাভ বলে স্বীয় বিষয়িত্ব-স্ফূর্ত্তির বৃদ্ধিজন্য সচেষ্ট। যাহা আত্মার্থ তাহাই স্বার্থ বলিয়া, স্বার্থপরতার দৃষ্টি নিজের উপর। কাজেই তদাত্মক কর্ম্মবলে বহিঃশক্তি আকৃষ্ট হইয়া, অহংকারকে আশ্রয় করতঃ ক্রমে অহংকারের জড়তা বৃদ্ধি করে। এই কারণে এরূপ কর্ম্মবলে মানবের আত্মপর-ভেদ-জ্ঞান পরিবর্দ্ধিত হয়, সহানুভূতির হ্রাস হয়, রুচি সঙ্কীর্ণ হয়, কলহ, বিবাদ,অশান্তির অধিক্য জন্মে। স্বার্থপরতাই আত্মার খণ্ডত্ব-সাধক, সর্ব্বপ্রকার পাপ, তাপ, শোক, দুঃখের উৎপাদক। প্রেমাত্মক সহানুভুতি-জন্য মানবগণের পরস্পরের সম্বন্ধ সরস। তদভাবে সে সম্বন্ধ নীরস। যাহা নীরস-স্বার্থজন্য তাহার পরিণাম কর্কশতা। কাজেই আনন্দ-প্রকাশের খর্ব্বতা হেতু স্বার্থপরতায় কর্কশতা ও নিষ্ঠুরতার আধিক্য। এই কারণে ইহা হিংসাদ্বেষাত্মক পাপ-প্রবৃত্তির পরিবর্দ্ধক। এই রূপে আনন্দ-স্ফূর্ত্তির খর্ব্ব-কারক ও জড়ধর্ম্মের পরিবর্দ্ধক বলিয়া স্বার্থ-পরাত্মক কর্ম্ম জীবের সর্ব্বপ্রধান বন্ধনের কারণ। ইহার ক্রমবৃদ্ধিতে জৈব-স্বভাবের কর্কশতা, নৃশংসতা, ক্রূরতার ক্রমবৃদ্ধি হইয়া জীব হিংসাত্মক নানা ভীষণ পাপের অভিনেতা হয়। এরূপ জীব সততই নারকী। তাহার পরিণাম হিংসাত্মক জড়তা।

[১৩] সংস্কার-মুক্তি। —স্বার্থপরতা জড়াত্মকতার পরিবর্দ্ধক।

বিশুদ্ধ উদার চৈতন্যই আত্মা বলিয়া মানব স্বয়ং যতই স্বার্থপর, নীচাসক্ত হউক না কেন, নিঃস্বার্থ উদারচেতা ব্যক্তির উপর তাহার শ্রদ্ধা স্বাভাবিক। স্বার্থ-স্বভাব পরিবর্দ্ধন যেরূপ জীবের পতনের কারণ, নিঃস্বার্থতার বৃদ্ধি তদ্রূপ তাহার উদ্ধারের হেতু। নিঃস্বার্থতাই প্রকৃত উদারতা।

—নিঃস্বার্থতা আত্মবিশুদ্ধি-কারক।

ইহাই চৈতন্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কাজেই ইহার বৃদ্ধিতে জীবের তত্ত্বজ্ঞান, কর্ত্তব্য-পরায়ণতাদি সর্ব্ব মঙ্গলের বৃদ্ধি হয়। 'ইহাই আমার কর্ত্তব্য'—এই জ্ঞানে, উদ্দেশ্যান্তর বিরহিত হইয়া, অতর্কিত ও অনাসক্ত ভাবে, উৎসাহ সহকারে, কর্ম্মাভ্যাসের নাম 'কর্ত্তব্য-পরায়ণতা'। ফল-কামনা ও স্বার্থপরার্থ-ভেদ-দৃষ্টির অভাবে, এ জ্ঞানে ঔদাসীন্যের আধিক্য। এবং অহং-অভিমুখী দৃষ্টির অভাবে, ইহার স্ফূর্ত্তি সরল। এই সরল, উদার স্ফূর্ত্তিই জ্ঞানেচ্ছার স্বাভাবিক বহিঃস্ফূর্ত্তি। কাজেই এরূপ স্ফূর্ত্তির বৃদ্ধি বলে, জ্ঞানেচ্ছার জড়-বদ্ধভাব বিদূরিত হইয়া, জ্ঞানেচ্ছা ক্রমে স্বীয় স্বাভাবিক বিশুদ্ধতা লাভ করে। ভোগাসক্তিজ স্বার্থপরাত্মক কর্ম্মের দৃষ্টি আত্মাভিমুখে বক্র বলিয়া, এরূপ কর্ম্মাভ্যাস বলে, জ্ঞানেচ্ছা সঙ্কীর্ণতা ও বক্র-প্রবণতা লাভ করে। ইহাই জ্ঞানেচ্ছার জড়তা ও কুটিলতা। ইহা জ্ঞানেচ্ছার অস্বাভাবিক জড়ধর্ম্ম বলিয়া অমঙ্গলময় ও মিথ্যা। উদাসীন উদার সরলতা জ্ঞানেচ্ছার স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া তত্ত্বতঃ তাহাই সত্য। স্বার্থলাভোদ্দিষ্ট কর্ম্মবলে মানব বহির্জ্জাগতিক পদার্থের সহিত যেরূপ সম্বন্ধ-স্থাপন করে, বহির্জ্জগৎ হইতে সে তদনুরূপ জড়শক্তি আকর্ষণ করিয়া, স্বীয় চৈতন্যের জড়তা বৃদ্ধি করে। কর্ত্তব্য-জ্ঞানজ কর্ম্ম স্বার্থোদ্দেশ্য ও ফলকামনা বিরহিত বলিয়া, সে কর্ম্ম বহিঃ-শক্তির আকর্ষক নহে। অথচ স্বার্থ-দৃষ্টি-বিরহিত বলিয়া কর্ত্তব্য-কর্ম্ম-জন্য জ্ঞানেচ্ছার স্ফূর্ত্তি সরল ও স্বাভাবিক। কাজেই এরূপ কর্ম্মাভ্যাসে চৈতন্যের পূর্ব্বাভ্যস্ত অস্বাভাবিক অসরলতা ও জড়-প্রবণতার হ্রাস হয়। চৈতন্যের এই স্বার্থপরাত্মক জড়-প্রবণতাজনাই হিংসা, দ্বেষ, শোক, তাপাদি সমস্ত পাপভাব বলিয়া কর্ত্তব্য-কর্ম্মাভ্যাস বলে, এ সকলের হস্তহইতে মুক্তি। কর্ত্তব্যাভ্যাস মানবের প্রকৃত হিতকর। তত্ত্বতঃ ইহাই সত্য-ধর্ম্ম।

কর্ত্তব্য-পরায়ণতা আত্মোন্নতির সাধক।

ভোগাসক্তি-বিরহিত বলিয়া কর্ত্তব্য-পরায়ণতা আনন্দ-স্ফূর্ত্তি-বিরহিত

নহে। জ্ঞান, আনন্দ ও ইচ্ছা—এ তিনই যখন এক, তখন এ তিনের একের স্ফূর্ত্তিতে অন্যের স্ফূর্ত্তি অবশ্যম্ভাবী। কাজেই কর্ত্তব্য-কর্ম্মেও আনন্দ বিদ্যমান। তবে ইহার আনন্দ কর্ম্মের ফল লাভে নহে, কর্ম্ম-সম্পাদক-ক্রিয়া-ব্যাপারে। কাজেই ক্রিয়া-ব্যাপারেই ইহার স্বার্থদৃষ্টি বলিয়া, কর্ত্তব্যাভ্যাস-বলে কর্ম্মের দক্ষতালাভ হয় এবং আনন্দ-স্ফূর্ত্তি অস্বাভাবিক বহির্বিষয়াসক্তিত্ব পরিত্যাগে, আত্মাসক্তিত্বের অভিমুখী হয়। যাহা আত্মাসক্তি, তাহাই আত্মরতি। তাহার বৃদ্ধিতে জীবের জ্ঞান, আনন্দ ও ইচ্ছা—তিনেরই জড়-তার ক্ষয় হয়, তিনই স্ব স্ব স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি লাভ করে; এবং জীব ভ্রান্ত সংস্কার-ধর্ম্মের হস্ত হইতে ক্রমমুক্ত হয়।

-কর্ত্তব্য পরায়ণতায় আনন্দ।

যদি বল কর্ম্মাসক্তি ভোগাসক্তির ন্যায় চিত্তাকর্ষক বা প্রগাঢ় নহে, তবে সে কথা অতাত্ত্বিক। আমরা দেখিয়াছি আনন্দ বিষয়ে নহে, আত্মায়। ভ্রান্ত অভ্যাসবলে বিষয়ে আনন্দ চাই বলিয়াই, সংস্কার-ধর্ম্মে বিষয়ানন্দ লাভ করি। কাজেই অভ্যাস-বলে, কর্ত্তব্য-জ্ঞান ও কর্ম্মে যখন আনন্দ-দৃষ্টি পড়ে, তখন তাহাতেই আনন্দ-স্ফূর্ত্তি লাভ হয়। উপলব্ধির জড়াধিক্যকালে, এরূপ সূক্ষ্ম আনন্দ-স্ফূর্ত্তি উপলব্ধির অযোগ্য হইলেও, প্রেম ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার অভ্যাসাধিক্যে, উপলব্ধিগত জড়তা ক্রমে অপগত হয় এবং সূক্ষ্ম আনন্দোপলব্ধি ক্রমে পরিস্ফুট ও সবল হয়। তখন দেখা যায় যে, তৃষ্ণাত্মক জড়বিষয়ানন্দের সহিত এ আনন্দের তুলনা অস-ম্ভব। স্বাভাবিক বলিয়া এ আনন্দ-স্ফূর্ত্তি অতি প্রবল ও প্রগাঢ়। কাজেই মানব যখন এ প্রগাঢ় বিশুদ্ধানন্দের আস্বাদ পান তখন কর্ত্তব্যসাধনজন্য স্বীয় শরীর ত্যাগও তাঁহার পক্ষে নগণ্য হয়। কর্ত্তব্যপরায়ণতায় কর্ত্তব্য-জ্ঞানের বৃদ্ধি এবং কর্ত্তব্য-জ্ঞানাভ্যাসে জ্ঞান নির্ম্মল হয় ও তত্ত্বজ্ঞানের উত্তেজনা হয় বলিয়া, কর্ত্তব্য-পরায়ণতাবলে মানব তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন।

-কর্ম্মাসক্তি প্রগাঢ়।

এই কারণে তাঁহার পক্ষে অনাত্মক নশ্বর স্থূল শরীর বা তদাত্মক স্বার্থ-ত্যাগ এখন সহজসাধ্য। কাজেই শারীরিক স্বার্থাদি এখন তাঁহার কর্ত্তব্য-সাধনের বিঘ্নকর নহে।

যাহা কর্ত্তব্যজ্ঞান তাহাই হিতাহিত-জ্ঞান বলিয়া, কর্ত্তব্যপরায়ণতা প্রকৃত স্বার্থেরও বিরোধী নহে। আমরা এখনও জড়াশ্রিত। কাজেই ক্রমোন্নতির নিয়মানুসরণই জড়তার হস্তহইতে মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় বলিয়া তত্ত্বজ্ঞানলাভেচ্ছু কর্ত্তব্য-পরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে ক্রমোন্নতির নিয়ম প্রতিপালন অবশ্যম্ভাবী। তত্ত্বজ্ঞান-বলে সর্ব্ববিশ্বের একাত্মকতা উপলব্ধি হইয়া; বিশ্বের উন্নতিতে এরূপ ব্যক্তির স্বীয় আত্মোন্নতি-জ্ঞান হইলেও, তিনি ব্যষ্টি মানবোন্নতি বা স্বীয় বা আত্মীয়বর্গের প্রকৃত স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা-বিরহিত নহেন। ব্যষ্টি লইয়াইত সমষ্টি। কাজেই ব্যষ্টির উন্নতি-ভিন্ন সমষ্টির উন্নতি কোথায়? আবার যে যাহার আশ্রিত সে তাহার উন্নতি সাধন না করিলে অন্য কে করিবে? অতএব আমার এবং আমার আশ্রিতবর্গের রক্ষা, উন্নতি ও স্বার্থসাধন বিশিষ্টরূপে আমার হস্তে ন্যস্ত বলিয়া, হিতাহিত জ্ঞানের বৃদ্ধিতে এরূপ বিশুদ্ধ স্বার্থে ঔদাসীন্য আমার পক্ষে অসম্ভব। এখন অনর্থক জড়তা বৃদ্ধিতে অহিত-জ্ঞান জন্মে বলিয়া, মানব আপনার বা আত্মীয়বর্গের তদ্রূপ জড় স্বার্থের পক্ষপাতিত্ব ত্যাগকরে; এবং জগতের হিতের সহিত আপনাদিগের হিতের একত্বোপলব্ধির বৃদ্ধিতে, অন্যের অনিষ্ট করিয়া আপনাদিগের স্বার্থসিদ্ধির বিরোধী হয়। কাজেই কর্ত্তব্য-পরায়ণতা-বলে হিংসা দ্বেষাদির খর্ব্বতা এবং বিশ্ব-প্রেমের আধিক্য জন্মিয়া, বিশ্বের ক্রমোন্নতি অপ্রতিহত হয়। অন্যের অনিষ্টকর হিংসাদ্বেষাত্মক কর্ম্ম-ফলে, এক-ব্যক্তিকর্ত্তৃক সাধিত উন্নতি অন্যকর্ত্তৃক বিলুপ্ত হয়, অথচ নূতন উন্নতি সাধিত হয়না বলিয়া এরূপ কর্ম্ম সর্ব্বথা সামাজিক উন্নতির বিঘ্নকর।

প্রেম যেরূপ আনন্দাশ্রিত জড়তার বিশ্লেষক, আনন্দের স্বাভাবিক একাত্মক অনন্ত ধর্ম্মের পরিবর্দ্ধক, তত্ত্বজ্ঞান ও কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, তদ্রূপ

জ্ঞানেচ্ছাশ্রিত জড়ত্বের বিশুদ্ধিকারক, জ্ঞানেচ্ছার স্বাভাবিক উদার বিভু-ধর্ম্মের উদ্বোধক। প্রেম-স্ফূর্ত্তি-বৃদ্ধিতে যেরূপ আনন্দ-সঙ্কোচক সুখা-সক্তির খর্ব্বতা, তত্ত্বজ্ঞান ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার বৃদ্ধিতে তদ্রূপ জ্ঞানেচ্ছা-সঙ্কোচক সংস্কার, প্রত্যয়, জড়াভিমান ও জড়-স্বার্থপরতার খর্ব্বতা। এই কারণে আত্মোন্নতি-লাভেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে প্রেম, তত্ত্বজ্ঞান ও কর্ত্তব্য-পরায়ণতার আশ্রয় অবশ্য-গ্রহণীয়। এ তিনের অভ্যাসে জ্ঞান, আনন্দ ও ইচ্ছা—এ তিনেরই জড়তা বিশ্লিষ্ট হয়, তিনই বিশুদ্ধ হয়। কাজেই এ তিনের ক্রম বিশুদ্ধিতেই জীবের ক্রম-মুক্তি। সবিস্তর পরেও কর্ম্ম-বিজ্ঞানে আলোচ্য।

চতুর্থ অধ্যায়।

অনাত্মা বা অজ্ঞান। জগৎ, সংস্কার ইন্দ্রিয়ান্তঃকরণ ও প্রাণ।

আমরা দেখিলাম আত্মা সচ্চিদানন্দ। এখন আমরা জড়-তত্ত্ব আরও একটু পর্য্যালোচনা করিব। তুমি দেখিয়াছ যে, নির্ব্বিশেষ চৈতন্য অসীম, পূর্ণ ও সর্ব্বপ্রকাশক হইলেও, তোমার চৈতন্য তদ্রূপ নহে। তোমার চৈতন্যের, তোমার জ্ঞানানন্দ-ইচ্ছা প্রকাশের, সর্ব্বদাই সীমা আছে। সীমার অপর পারে তোমার চৈতন্যাভাব। তোমার সেই চৈতন্যাভাবরাজ্যের কোন বিষয় জানিতে বা তাহার সহিত সম্বন্ধকরিতে তুমি অক্ষম। সেই চৈতন্যাভাবের নাম অজ্ঞান।

[১৪] অজ্ঞান ও তাহার স্বভাব।—অজ্ঞান বা অনাত্মা

অজ্ঞানই তোমার জ্ঞানালোকসম্বন্ধে তমোরূপ অন্ধকার, প্রকাশাত্মক জ্ঞানের প্রকৃত সঙ্কোচক। কেবল ইহাই তোমার চৈতন্যকে বাধা দিতে, তাহার প্রকাশ খর্ব্ব করিতে সমর্থ। জ্ঞানের ন্যায় আনন্দ ও ইচ্ছাপ্রকা-

শের উপরও অজ্ঞানের কার্য্য দৃষ্ট হয়। ইহা আনন্দ ও ইচ্ছা প্রকাশেরও প্রতিবন্ধক। যখন ইহা জ্ঞান, আনন্দ ও ইচ্ছা—এ তিনেরই অবরোধক, তখন ইহাকে অনাত্মা বলাও অসঙ্গত নহে। তবে অজ্ঞান নামেই ইহা পরিচিত বলিয়া, আমিও ইহার সেই নাম ব্যবহার করিব।

অজ্ঞান কোন বস্তু নহে। ইহা শক্তি।

এখন দেখ এই অজ্ঞানটী কি? ইহা কি কোন বস্তু? চিন্তা করিলে ইহাতে কোন বস্তু-সত্তার পরিচয় পাইবে না। কেবল দেখিবে ইহা তোমার চৈতন্য-প্রকাশের অবরোধক একটী শক্তিমাত্র। তুমি যখন চৈতন্য-প্রকাশ-করিতে চেষ্টা কর, তখনই কেবল সেই প্রকাশের বাধা স্বরূপ ইহার শক্তি অনুভব কর। অতএব বস্তুকল্পে ইহা কিছুই নহে, অসৎ। কিন্তু তাহা হইলেও শক্তিকল্পে ইহার সত্তা না মানিয়া তুমি থাকিতে পার না। যে শক্তি সততই তোমার চৈতন্যকে বাধা প্রদান করিতেছে, সে শক্তি তুমি কিরূপে অস্বীকার করিবে? ইহা বস্তুকল্পে মিথ্যা হইলেও শক্তিকল্পে সত্য।

অজ্ঞানের এই জ্ঞানের বাধা জন্মাইবার শক্তির নাম—'আবরণ-শক্তি'। এই শক্তি তোমার জ্ঞানকে আবৃত করিয়া জ্ঞান-প্রকাশের থর্ব্বতা জন্মায়।

[১৫] অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি।

আকাশের যে কটাহবৎ আকার, সে আকারটী অজ্ঞানের আবরণ-শক্তির কার্য্য। বস্তুকল্পে কটাহাকার কিছুই নহে। কটাহের সম্মুখের ন্যায়, উহার পশ্চাতেও আকাশ তুল্যরূপ বিদ্যমান। কটাহ আকারটী তোমার দর্শন-জ্ঞানের শেষ সীমার পরিচয় মাত্র। অজ্ঞানের এই আবরণ-শক্তির কার্য্য জীব-চৈতন্যের উপর ন্যূনাধিক রূপে সততই বিদ্যমান। এই কারণেই জ্ঞানানন্দ-ইচ্ছার থর্ব্বতা, তাহাও যাবতীয় ভ্রান্তি।

এখন দেখ এই আবরণটি কি? ইহা কি চৈতন্য হইতে পৃথক্ স্থানে

অবস্থিত কোন আবরণ ? আকাশ-কটাহটী কি প্রকৃত ে, তবে ইচ্ছামাত্রই চৈতন্যের বাহিরের ঐ আকাশে অবস্থিতি হইত না। প্রস্তাবে আকাশে কোন কটাহই নাই। ন্য ইচ্ছা চৈতন্য হইতে স্বতন্ত্র স্থানে কোন আবরণও জ্ঞান না। আবরণ তোমারই চৈতন্যে। উহা বস্তু-কল্পে

—আবরণ বস্তু নহে। চৈতন্যে জড়তা উৎপাদক শক্তি।

কিছু না হইয়াও, শক্তি-বলে তোমার চৈতন্যকে আক্রমণ করে। তোমার চৈতন্যের সত্তা ব্যতীত উহার পৃথক্ আর কোন বস্তু-সত্তা নাই। উহার কার্য্য কেবল তোমার চৈতন্যে জড়তা জন্মান। সেই জড়তাজন্য তোমার চৈতন্যে আলস্যের উৎপত্তি এবং সেই আলস্যজন্য চৈতন্য-প্রকাশের খর্ব্বতা। প্রকাশের এই জড়তাজন্যই তোমার জ্ঞেয় বিষয় তোমার নিকট আবৃতবৎ বোধ হয়। নির্ম্মল আকাশে তুমি কটাহ দেখ। অতএব দেখিলে ঐ আবরণ প্রকৃত প্রস্তাবে চৈতন্যের জড়তা ও তজ্জাত আলস্য। ঐ জড়তা, ঐ আলস্য যখন পূর্ণ, তখন উহাই আবার মোহ। সেই মোহদ্বারা যখন তোমার চৈতন্য আক্রান্ত তখন তুমি একেবারে জ্ঞানানন্দেচ্ছা-প্রকাশ-বিরহিতজড়বৎ।

অজ্ঞান কেবল চৈতন্যকে আবৃত করিয়া, বিষয়-বিশেষকে চৈতন্যের অগোচর করিয়াই ক্ষান্ত নহে। ইহা সময়ে আবার ভ্রান্ত-জ্ঞানও জন্মায়। বিষয়টী প্রকৃত প্রস্তাবে রজ্জু হইলেও, তোমাকে তাহা সর্পবৎ দেখায়। মৃগতৃষ্ণারূপ মরীচিকাকেও জলবৎ দেখায়। অজ্ঞানের এই শক্তিকে ইহার—'বিক্ষেপ-শক্তি' বলে।

—বিক্ষেপ শক্তি।

পূর্ণ জ্ঞান এক ব্যতীত দুই হইতে পারে না। সে জ্ঞান বস্তুতন্ত্র, বস্তুর অধীন। বস্তুটী যে রূপ, পূর্ণ জ্ঞান সতত তাহাকে তদ্রূপে প্রকাশ করিবে। সে জ্ঞানদ্বারা বস্তু প্রকাশের কোনরূপ ব্যত্যয় হইবার কথা নাই। মনুষ্য যদি পূর্ণ জ্ঞানী হইত তবে তাহার কোনরূপ ভ্রম, সংশয়, বিপর্য্যয়, বিকল্প বা মতভেদ দৃষ্ট হইত না। অজ্ঞানের এই আবরণ—

শের উপরও অজ্ঞা- শেরও প্রতিবন্ধক রোধক, তথ্য অজ্ঞানের নামেই পরস্পর বিরুদ্ধ।

...ই, ভ্রম-প্রমাদাদির উৎপত্তি। অতএব এই ভ্রমাদি জন্য প্রকৃত দোষী অজ্ঞান। জ্ঞান ইহার জন্য দোষী নহে। জ্ঞান ও অজ্ঞান প্রকৃততঃ দুই পৃথক্ পদার্থ, এক নহে। জ্ঞানের স্বভাব প্রকাশ, অজ্ঞানের স্বভাব আবরণ ও বিক্ষেপ। জ্ঞান এইরূপ অজ্ঞানদ্বারা আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হয় বলিয়াই তাহার ভ্রম প্রমাদ।

[১৬] অজ্ঞানের তিন গুণ—জড়তা. চাঞ্চল্য, ও প্রকাশ বা সত্ত্ব,রজঃ তমঃ।গুণত্রয়ের কার্য্য। জড়তা উহার অ-মিশ্র স্বাভাবিক গুণ।

এখন দেখ ঐ আবরণের কার্য্যদ্বারা উহার কি কি গুণের পরিচয় পাও। তুমি দেখিয়াছ যে আবরণটী প্রকৃত প্রস্তাবে জড়তা। জড়তাই উহার প্রধান গুণ। উহার যে চাঞ্চল্য ও প্রকাশ—এই অপর দুইটী গুণ পাইবে, সে দুইটীর প্রয়োজন জড়তা নষ্ট করিয়া আবরণটীকে চৈতন্য-প্রকাশের যোগ্য-করণ। অতএব সে দুইটীতে যে চৈতন্যের কার্য্য নাই, তাহা বলিতে পার না। জড়তাই ইহার অমিশ্র স্বাভাবিক গুণ।

জড়তার দুইগুণ (১) স্থাপনা, (২) প্র-কাশাবরোধ।

এই জড়তায় আবার দুইটী গুণের পরিচয় পাইবে। একটী,—'স্থাপনা', স্থানত্যাগে অনাসক্তি, যে স্থানে থাকে, সেই স্থানে থাকিতে প্রবৃত্তি; অপরটী—'প্রকাশাবরোধ', প্রকাশের প্রতিবন্ধকতা, অনচ্ছতা। যদি আবরণে ঐ প্রথমোক্ত স্থাপনাগুণটী না থাকিত, আবরণটী চৈতন্যকে পরিত্যাগ করিতে অনাসক্ত না হইত, তবে উহাকে অপসারিত করা,প্রকাশ-স্বভাব চৈতন্যের পক্ষে কিছুই কঠিন হইত না। স্বীয় স্বাভাবিক প্রকাশ-গুণে. বিনা চেষ্টায়, ঐ জড়তা বিদূরিত করিয়া, চৈতন্য সপ্রকাশ হইতে পারিত। স্থাপনাশক্তি আছে বলিয়াই সেই শক্তি দমন, ও তজ্জাত বিরুদ্ধ-প্রবণতা-প্রতিকরণ করিয়া চৈতন্য-প্রকাশ-

—স্থাপনাজন্য পুরু-ষের চেষ্টা।

স্থাপন চাঞ্চল্য চেষ্টা উহাদিগের কার্য্য।

পুরুষের চেষ্টার প্রয়োজন। স্থাপনা যদি না থাকিত, তবে ইচ্ছামাত্রই পুরুষের অভীষ্ট সিদ্ধ হইত। কারণাভাবে চেষ্টারও উৎপত্তি হইত না।

অজ্ঞানদ্বারা জ্ঞান যখন আবৃত হয়, তখন জ্ঞানপ্রকাশজন্য ইচ্ছা জন্মে। ইচ্ছাজন্য আবরণগত উক্ত জড়শক্তিদ্বয়কে অভিভূত করিয়া জ্ঞান প্রকাশে জীবের চেষ্টা হয়। চেষ্টাদ্বারা প্রথমে স্থাপনা-শক্তি অভিভূত হইয়া, চাঞ্চল্য-গুণের আবির্ভাবে আবরণ কম্পিত ও সঞ্চালিত হয়। সঞ্চালন বলে জড়তা অভিভূত হইয়া, আবরণ সূক্ষ্ম স্বচ্ছ ও জ্ঞান প্রকাশের যোগ্য হয়। এইরূপে জ্ঞান সপ্রকাশ হইয়া, জীবের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

—ইচ্ছা ও চেষ্টার কার্য্য। চাঞ্চল্য ও তাহার কার্য্য।

স্থাপনার ন্যায় চাঞ্চল্যেও অজ্ঞানের প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়। এক সময়ে যেরূপ স্বস্থান-ত্যাগে ইহার অনাসক্তি, সময়ান্তরে তদ্রূপ আবার এক স্থানে থাকিতে ইহার অপ্রবৃত্তি। এক সময়ে এই আবরণ যে রূপ স্থির, অপর সময়ে ইহা আবার তদ্রূপ চঞ্চল। স্থৈর্য্য ও চাঞ্চল্য উভয়ই ইহার গুণ। এ উভয় গুণেই ইহা আসক্ত। চাঞ্চল্যটি অজ্ঞানের গুণ।

—স্থাপনা ও চাঞ্চল্য উভয়ই অজ্ঞানের গুণ

কিন্তু চেষ্টা পুরুষের কার্য্য। ইহা জৈব-ইচ্ছার বিকাশ। চৈতন্য-প্রকাশ-জন্য জীবের যে ইচ্ছা হয়, সেই ইচ্ছাজন্য তাহার অভীষ্ট-সাধনে চেষ্টা জন্মে। এই চেষ্টার নাম পৌরুষ (২৪ পৃ)।

—চাঞ্চল্য জড়ের গুণ। চেষ্টা পুরুষের কার্য্য।

জড়তাজন্য জীবের যে রূপ আলস্য মোহ নিদ্রাদি, চাঞ্চল্যজন্য তদ্রূপ তাহার অস্থিরতা ক্রিয়াসক্তি তৃষ্ণাদি। চাঞ্চল্যজন্য অজ্ঞানাবরণ জীব-চৈতন্যকে পরিত্যাগ করে না। ইহার জড়তা মাত্র কতক অভিভূত হইয়া আবরণ সূক্ষ্ম ও প্রকাশ যোগ্য হয়। সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বাবরণও তুল্যরূপে কম্পিত বা প্রকাশ-যোগ্য হয় না। যে আবরণে

—জীব চৈতন্যের উপর জড়তা ও চাঞ্চল্যের কার্য্য।

জড়তার যত আধিক্য,সে আবরণ তত কম কম্পিত ও প্রকাশ-যোগ্য হয়।

—চাঞ্চল্যের তারতম্য ও তাহার কারণ।

এই কারণে সকল জীবের বা সকল মানবের বুদ্ধি-স্ফূর্ত্তি তুল্য নহে। শিক্ষাদিও সকল মানব-বুদ্ধির পক্ষে তুল্য ফলদ নহে। এক জীবেও আবার মনের অবস্থা ভেদে ভিন্ন সময়ে এ সামর্থ্যের তারতম্য দৃষ্ট হয়। যখন মন শোক, মোহ, ভয়াদি জড়ভাবদ্বারা আচ্ছন্ন, তখন তাহার বুদ্ধি-স্ফূর্ত্তিও তৎপরিমাণ অপরিস্ফুট।

এখন দেখিলে যে, স্থাপনা-গুণটী অভিভূত করিয়া, অজ্ঞানাবরণকে কম্পিতকরামাত্রই চাঞ্চল্যগুণের কার্য্য। চাঞ্চল্যের এই কার্য্যদ্বারা

—চাঞ্চল্য স্থাপনার অভিভব-কারক, প্রকাশাবরোধের নহে।

জড়স্থৌল্যের হ্রাস হয় ব্যতীত, জড়ের প্রকাশাবরোধগুণ নিরাকৃত হয় না। চাঞ্চল্য সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে চৈতন্যের প্রকাশক নহে, বরং জড়-তার ন্যায় তাহার অবরোধক। মনে যখন জড়-স্তব্ধতার আধিক্য, তখন মন যেরূপ জ্ঞান-প্রকাশে অসমর্থ, চাঞ্চল্যের আধিক্যকালেও মন জ্ঞান-প্রকাশে তদ্রূপ অক্ষম। শোকমোহাদির ন্যায় ক্রোধাদিও জ্ঞান-প্রকাশের প্রতিবন্ধক। পঙ্কিল জলের ন্যায়, চঞ্চল স্বচ্ছ জলেও সূর্য্য-প্রতিবিম্ব পরিস্ফুট হইতে পারে না। এবং চঞ্চল স্বচ্ছ জলে উহার যে অপরিস্ফুট প্রকাশ, সে প্রকাশ চাঞ্চল্যে গুণে নহে, স্বচ্ছতার গুণে।

চাঞ্চল্য যেরূপ স্থাপনা নামক জড়ের প্রথমোক্ত গুণটীকে দমন করে,

—প্রকাশ অজ্ঞানাবরণের গুণ। ইহা প্রকাশাবরোধ গুণের অভিভবকারী।

প্রকাশ তদ্রূপ উহার প্রকাশাবরোধ নামক দ্বিতীয় গুণটীকে অভিভূত করে। স্থাপনা ও চাঞ্চল্য পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়াও, যেরূপ উভয়ই অজ্ঞানাবরণের গুণ,প্রকাশাবরোধ ও প্রকাশ—এ গুণদ্বয়ও তদ্রূপ পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও, উভয়ই ঐ আবরণের গুণ। কাচ যেরূপ বস্তুতঃ

আবরক হইয়াও স্বচ্ছতা গুণে আলোকের পক্ষে প্রকাশক, অজ্ঞানও তদ্রূপ প্রকৃতিতঃ আবরক হইয়াও এই প্রকাশগুণে চৈতন্যের প্রকাশক। কাচ যেরূপ আলোকের প্রকাশক হইয়াও জলসঞ্চলনের অবরোধক, এ আবরণও তদ্রূপ এক বিষয় সম্বন্ধে চৈতন্যের প্রকাশক হইয়াও, অপর বিষয়ক চৈতন্যের প্রতিবন্ধক। এই আবরণগুণেই জীব—জ্ঞান, আনন্দ ও ইচ্ছা—পৃথক-রূপে, এ তিনের মধ্যে একের পরিচালন ও উপলব্ধি করিতে সক্ষম এবং শত শত বিষয়ের মধ্যে যখন যেটী ইচ্ছা, সেইটী মাত্রই তখন উপলব্ধি করিতে পারে।

—প্রকাশাবরোধ গুণের ফল।

কোন অবস্থায়ই জীবে চৈতন্যের পূর্ণ প্রকাশ দৃষ্ট হয় না। এই অজ্ঞানাবরণ কোন অবস্থায়ই তাহাকে পরিত্যাগ করে না। জীব-চৈতন্য পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় যেন, জ্ঞান ও অজ্ঞানের এই সম্বন্ধ নৈসর্গিক ও অনাদিসিদ্ধ। যে কারণেই হউক, জ্ঞান যখন অজ্ঞানদ্বারা সততই আবৃত, তখন এ আবরণের প্রকাশগুণ না থাকিলে, চৈতন্য কিরূপে সপ্রকাশ হইত? জলদঙ্গার যেরূপ জড় হইয়াও অগ্নির প্রকাশক, অঙ্গাররূপ আবরণের ক্ষয়ে যেরূপ অগ্নি—প্রকাশও বিলুপ্ত হয়, এই অজ্ঞানাবরণও তদ্রূপ জ্ঞানের প্রকাশক এবং ইহার ক্ষয়েও তদ্রূপ চৈতন্যের জড়-প্রকাশের লোপ হয়। অজ্ঞানাবরণজাত এ প্রকাশ বিশুদ্ধ-চৈতন্য প্রকাশ নহে। কিন্তু না হইলেও, আমরা এখনও যখন জড়াভিমানী, জড়াশ্রিত, তখন আমরা কেবল এই জড়-মিশ্রিত চৈতন্য-প্রকাশ-মাত্রই উপলব্ধি করিতে সক্ষম। জড়-ইন্ধন-বিরহিত অমিশ্র অগ্নি বা অজ্ঞানাবরণ-বিরহিত-বিশুদ্ধ-চৈতন্য—এ উভয়ই আমাদিগের উপলব্ধির অতীত। কাজেই অজ্ঞানাবরণই আমাদিগের পক্ষে চৈতন্যের এক-মাত্র প্রকাশক। ইন্ধনই আমাদিগের পক্ষে অগ্নির প্রকৃত প্রকাশক।

—অজ্ঞানাবরণই জীব-চৈতন্যের প্রকাশক।

আমরা দেখিয়াছি যে, চেষ্টাবলে চাঞ্চল্যগুণজাত ক্রিয়াশক্তির উদ্বোধনদ্বারা জীব স্বীয় চৈতন্যাবরণের স্থূলতার হ্রাস ও সূক্ষ্মতার বৃদ্ধি করে। এবং সূক্ষ্মতা যত বৃদ্ধি পায়, আবরণ তত স্বচ্ছতা লাভ করে। তখন কাষ্ঠকে অগ্নিপ্রকাশক অঙ্গারে পরিণত করিয়া অগ্নির চাঞ্চল্য যেরূপ নিস্তেজ হয়, চৈতন্যাবরণের এ চাঞ্চল্য তদ্রূপ দুর্ব্বল হয়। আবরণের প্রকাশাবরোধাত্মক-স্থূলতা-নাশ-জন্য চাঞ্চল্যের বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া, স্থূলতা যত বিনষ্ট হয়, প্রয়োজনের খর্ব্বতায় চাঞ্চল্য তত কৃতকৃত্য হইয়া প্রশান্ত হয়।

জড়াবরণগত স্থূল-সূক্ষ্মতা, চাঞ্চল্য ও প্রকাশ।

অজ্ঞান-শক্তির বিচিত্রতা এই যে পরস্পর-বিরুদ্ধ এই স্থাপনা, চাঞ্চল্য, প্রকাশাবরোধ ও প্রকাশ গুণসমূহের মধ্যে কখন একটী, কখন অপরটী প্রবল হয়। যেটী যখন প্রবল হয়, তদ্বিরুদ্ধটী তখন অভিভূত ও নিস্তেজ হয়। যেটী যখন প্রবল, তদ্বিরুদ্ধটীর উদ্বোধনে তখন তুল্যরূপ চেষ্টার আবশ্যক। স্থাপনা-প্রবলকালে আবরণকে কম্পিত করিতে যে পরিমাণ চেষ্টার প্রয়োজন, চাঞ্চল্য-প্রবলকালে ইহাকে স্থির রাখা আবার তৎপরিমাণ প্রযত্নের কার্য্য।

গুণত্রয় পরস্পর বিরুদ্ধ।

স্থানত্যাগের ন্যায় ভাবত্যাগেও অজ্ঞানের অপ্রবৃত্তি। ইহা স্থির বা চঞ্চল, প্রকাশ বা অপ্রকাশ, যে ভাবে যখন থাকে, তখন ইহার সেই ভাবে থাকিতেই আসক্তি। তোমার মনে যখন জড়তা প্রবল, তখন তোমার আলস্য ও জড়ভাবে যেরূপ আসক্তি, কর্ম্মে যেরূপ অপ্রবৃত্তি, তদ্রূপ তোমার মন যখন চঞ্চল তখন চাঞ্চল্যেই তোমার আসক্তি, নিষ্ক্রিয় থাকিতে তোমার অপ্রবৃত্তি। এইরূপ আবার প্রকাশ-প্রবলকালে—জ্ঞানানন্দেই তোমার আসক্তি, কর্ম্মচাঞ্চল্য, আলস্য, তন্দ্রাদি—এ সকলেই

স্থান ও ভাবত্যাগে জড়তার অনাসক্তি।

তোমার তুল্যরূপ অপ্রবৃত্তি। জড়ের একই গুণে তাহার স্থান ও ভাব, এ উভয় ত্যাগে অনাসক্তি। এই গুণের আশ্রয়েই জীবের জড় সঙ্গলিপ্সা। যাহার সহিত সে একবার মিলিত হয়, তাহার সহিত তাহার পুনরায় মিলনেচ্ছা। স্থান ও ভাব, তত্ত্বজ্ঞান-চক্ষে দেখিলে, এ উভয়ই এক। জড়তা-প্রবল-ভাব-বিশেষের নাম স্থান। এই স্থানই আবার অন্য জড় ভাবের আধার। স্থান ও ভাব ত্যাগে অপ্রবৃত্তি (inertia) প্রকৃত প্রস্তাবে চাঞ্চল্য বা প্রকাশের গুণ নহে। ইহারা জড়তারই গুণ। চাঞ্চল্য বা প্রকাশ গুণ প্রবল কালেও, অজ্ঞানাবরণে জড়গুণের ঐকান্তিক অভাব হয় না বলিয়াই এ আসক্তি তখনও সপ্রকাশ থাকে। এই কারণেই চাঞ্চল্য বা প্রকাশ এ উভয় গুণের সহিতই এ আসক্তি মিলিত।

সংস্কার জন্য সঙ্গলিপ্সা।

স্থান ও ভাব তত্ত্বতঃ এক।

অপ্রবৃত্তি জড়ের গুণ। ইহা চাঞ্চল্য ও প্রকাশে থাকিবার কারণ।

এখন তুমি—(১) জড়তা (২) চাঞ্চল্য এবং (৩) প্রকাশ, অজ্ঞানাবরণের এই তিনটী গুণ পাইলে। সাংখ্য-দর্শনে এই জড়তার নাম তমঃ, চাঞ্চল্যের নাম রজঃ ও প্রকাশের নাম সত্ত্ব গুণ। সত্ত্ব রজঃ তমঃ, এই তিনগুণসমষ্টির নাম প্রকৃতি।

সত্ত্ব রজঃ তমঃ। প্রকৃতি।

চেষ্টা ও ইচ্ছা এ উভয় এক নহে। ইচ্ছা হইতে চেষ্টার উৎপত্তি। ইচ্ছার প্রকৃত ক্ষেত্র আত্মা। চেষ্টার ক্ষেত্র অজ্ঞানাবরণ। অবশ্য আত্ম-প্রকাশ-স্বরূপ বিশুদ্ধ ইচ্ছা আমাদিগের উপলব্ধির অতীত।

ইচ্ছা ও চেষ্টার ক্ষেত্রভেদ।

তুমি এখন সন্দেহ করিতে পার যে, অজ্ঞান-ক্ষেত্র যদি আত্মাহইতে পৃথক্ হইল, তবে আত্মপ্রকাশ-স্বরূপ ইচ্ছা-জাত চেষ্টা সে ক্ষেত্রকে

কিরূপে স্পর্শ করিবে? এই সন্দেহ ভঞ্জনার্থ তোমাকে মনে রাখিতে হইবে যে, অজ্ঞান প্রকৃত প্রস্তাবে কোন ক্ষেত্র নহে। যাহার আদৌ কোন বস্তু-সত্ত্বা নাই, তাহার আবার ক্ষেত্রত্ব কিরূপ? আত্মাই একমাত্র বস্তু। অজ্ঞানের যত কিছু প্রকাশ, যত কিছু বস্তু-ভাব, তৎসমস্তই তত্ত্বতঃ আত্মা ভিন্ন কিছুই নহে। অজ্ঞান কেবল আত্ম-প্রকাশের বিকার-(অনিত্য-বিশিষ্ট ভাব-প্রবণতা) উৎপাদক শক্তি মাত্র। কাজেই এ চেষ্টা প্রকাশের প্রকৃত ক্ষেত্র যখন আত্মা হইতে পৃথক্ নহে, তখন আত্মার ইচ্ছাজাত চেষ্টা কেননা সে ক্ষেত্রের উপর প্রকাশ হইবে?

আত্মাই একমাত্র ক্ষেত্র।

বিশ্বের প্রকৃত সত্তা আত্মার সত্তায়। ইহার জড়-প্রকাশ তাঁহারই সতের আশ্রয়ে। মূল অমিশ্র অগ্নি যেরূপ তাহার ইন্ধন-সংযুক্ত মিশ্র-প্রকাশ-দ্বারা আমাদিগের নিকট পরিচিত, বিশুদ্ধ সৎও তদ্রূপ তাহার এই অজ্ঞান জড়াশ্রিত- বিশিষ্ট বস্তু-প্রকাশদ্বারা আমাদিগের নিকট পরিচিত। বিশুদ্ধ অগ্নি যখন আমরা বর্ত্তমান জড়াজ্ঞানাবস্থায় উপলব্ধি করিতে অক্ষম, তখন সে অগ্নির কারণের কারণস্বরূপ প্রকৃত সৎ আমরা কিরূপে উপলব্ধি করিতে আশা করিব?-

বিশ্বের প্রকৃত সত্তা আত্মার সৎপ্রকাশে। বিশুদ্ধ অগ্নির ন্যায় বিশুদ্ধ সৎপ্রকাশ জীবের অজ্ঞেয়।

তমঃই প্রকৃত অজ্ঞান। জড়তা ও অবসাদ ইহার স্বভাব। এই স্বভাব গুণেই জীব-চৈতন্যের যাবতীয় সঙ্কোচভাব, জীবের যাবতীয় বিষাদ, আলস্য, নিদ্রা, তন্দ্রা, দীর্ঘসূত্রতা ও মোহ ভাব। ইহার ফলেই জড়পদার্থ প্রকাশাবরোধক, জড়ের স্থান ও ভাব ত্যাগে অনাসক্তি, স্থিরত্ব ও গুরুত্ব। এই তামসিক অবসাদগুণে জীবের আনন্দ-প্রকাশ অবসন্ন হয় বলিয়াই তাহার যাবতীয় বিষণ্ণভাব, যাবতীয় প্রিয়াপ্রিয়-আত্মপর-ভেদজ্ঞান। জ্ঞান-প্রকাশ অবসন্ন হয় বলিয়া তাহার জ্ঞানের খর্ব্বতা, মিথ্যা-জ্ঞান। এবং ইচ্ছা-প্রকাশের

তমোগুণের ক্রিয়া।

অবসাদজন্য তাহার যাবতীয় ইচ্ছার থর্ব্বতা, প্রযত্নাদির প্রয়োজন, অপ্রা-কাম্য। তমের আশ্রয়জন্যই আত্মার জীবভাব, আত্মার জড়তা। ইহার গুণেই এক অবাঙ্‌মনসগোচর আত্মসৎ, এই বিচিত্র বিশ্বরূপে পরিণত। তমোগুণ দ্বারাই আবার সৃষ্টির রক্ষা। তমঃরূপী জড়তার দ্বারা অবরুদ্ধ, স্থগিত ও নিয়মিত না হইলে, রজোগুণের গতি, চাঞ্চল্য অপ্রতিহত হইয়া জগৎকে অস্থির ও চঞ্চল করিয়া অচিরাৎ সর্ব্ব-জড়তা, সর্ব্বসৃষ্টি, ধ্বংস করিত, এবং সত্ত্বগুণের প্রকাশ অপ্রতিহত ও পূর্ণ হইয়া জগতের সর্ব্ব অনচ্ছতা সর্ব্ব-প্রকাশ-ভেদ দূর করিত। জড়তা ও অনচ্ছতা ও তন্নিবন্ধন নাম-রূপ-ভেদ জন্যই যখন এই বিচিত্র জড় জগতের প্রকাশভেদ তখন সেই জড়তার, সেই অনচ্ছতার, পূর্ণ অভাবে জগতের এই বিচিত্র দৃশ্য নষ্ট না হইয়া, কিরূপে থাকিতে পারিত? যে প্রকাশের নানা ভাবের নানা প্রকার অবরোধ-জন্য জগতের এই নানারূপ বৈষম্য, সে প্রকাশ অনবরুদ্ধ ও পূর্ণ হইলে জগতে এক-অদ্বিতীয়-প্রকাশ ভিন্ন নানা পদার্থেরই প্রকাশ থাকিতে পারিত না। তমোগুণজাত জড়তা ও অনচ্ছতাজন্যই সেই এক সৎ নানা মিথ্যারূপ, মিথ্যাকারে সপ্রকাশ হইয়া এই বিচিত্র বিশ্বে পরিণত।

তমোগুণের এই যে রজো ও সত্ত্বগুণের কার্য্যাবরোধ-সামর্থ্য ইহার নাম 'নিয়মন'। তমোগুণের এই নিয়মন-সামর্থ্য-দ্বারা সত্ত্ব ও রজঃ গুণের কার্য্য-প্রকাশ অবরুদ্ধ ও নিয়মিত হইয়া, এই বিচিত্র বিশ্ব সৃষ্ট ও পরিরক্ষিত হয়। তামসিক এই নিয়মনগুণ আবার সত্ত্ব ও রজঃগুণের কার্য্যকে কেবলমাত্র অভীষ্ট বিষয়ে নির্দ্দেশ করিয়া, অপর বিষয়হইতে অপসারিত রাখে। এই কারণেই তুমি যাহা ইচ্ছা কর, কেবল তাহাই তোমার প্রবৃত্তি, চিন্তা ও দৃষ্টির বিষয় করিতে পার। যাহা ইচ্ছা তাহাই মাত্র চালাইতে, যে বিষয়ে ইচ্ছা সেই বিষয়েই মাত্র তোমার চিন্তা-স্রোত-প্রবাহিত-করিতে এবং যে পদার্থ-ইচ্ছা সেই পদার্থই দেখিতে সক্ষম হও।

—তামসিক নিয়মন।

রজোগুণের স্বভাব চলন ও চালন। ইহা স্বয়ং চঞ্চল এবং অন্য যে পদার্থের সহিত ইহার সম্বন্ধ হয়, ইহা সে পদার্থকেও সঞ্চালিত করে।

রজোগুণের ক্রিয়া।

জগতের যত প্রকার গতি, চাঞ্চল্য, স্ফূর্ত্তি, কম্পন, অন্তঃকরণের যত প্রকার প্রবৃত্তি অস্থিরতা—তৎসমস্তই এই রজোগুণের কার্য্য। এই গুণের আশ্রয়জন্যই তোমার যাবতীয় চিত্ত-চাঞ্চল্য, কর্ম্ম-প্রবৃত্তি, কাম, রাগ, দ্বেষ ও তোমার যাবতীয় তৃষ্ণা, লোভ। অবসাদ যেমন তমোগুণের, দুঃখ তদ্রূপ রজোগুণের কার্য্য।

সত্ত্বগুণ লঘু, স্বচ্ছ, প্রকাশক ও স্থির। সত্ত্বগুণে চাঞ্চল্য নাই, রজঃগুণেও প্রকাশ নাই। প্রকাশের যে চাঞ্চল্য, সে চাঞ্চল্য-ভাগটুকু রজোগুণের কার্য্য। প্রকাশমাত্রই সত্ত্বগুণের কার্য্য।

সত্ত্বগুণের ক্রিয়া।

সত্ত্বগুণের স্থিরতা, তামসিক স্থিরতার ন্যায় বিষণ্ণ অপ্রকাশ ও জড়-স্বভাবের নহে। এ স্থিরতা চৈতন্যপ্রকাশক বলিয়া প্রসন্ন, সপ্রকাশ ও চৈতন্য-স্বভাবের। মোহজন্য কর্ম্মে অপ্রবৃত্তিনিবন্ধন যে স্থিরতা, সে স্থিরতা তামসিক। জ্ঞানের আধিক্য-জন্য নিষ্প্রয়োজন-বোধে কর্ম্মে অপ্রবৃত্তি নিবন্ধন, প্রসন্নভাবের যে স্থিরতা, সে স্থিরতা সাত্ত্বিক। মোহ, বিষাদ, আলস্য যেরূপ তমোগুণের, চাঞ্চল্য, অপ্রীতি, দুঃখ যেরূপ রজোগুণের, প্রসাদ, প্রীতি, শান্তি তদ্রূপ সত্ত্বগুণের কার্য্য।

তমোগুণাধিক্যে মনুষ্যের আলস্য নিদ্রাদি জড়তায় আসক্তি। সতত তাহার বিষণ্ণ-ভাব। জ্ঞানানন্দে অনাসক্তি। জড়স্থিরতায় আসক্তি।

—জীবে গুণত্রয়ের কার্য্য।

তমোগুণের আরও প্রাবল্যে চিত্ত এককালে মুগ্ধ। রজোগুণের আধিক্যে জীবের তৃষ্ণা ও কর্ম্মাসক্তি। সে তখন স্থির বা নিষ্ক্রিয় থাকিতে অপারগ। সততই চঞ্চল, সততই অস্থির। তৃষ্ণা, আকাঙ্ক্ষা, লোভ দুষ্পূর। প্রসন্নতা তৃপ্তি ও শান্তিতে তখন অনাসক্তি। সত্ত্বগুণের আধিক্যে অন্তঃকরণের অজ্ঞানাবরণ সূক্ষ্ম হয় ও সে আবরণের চাঞ্চল্য কমিয়া যায়। জ্ঞানানন্দের

স্থির-প্রকাশ বুদ্ধি হয়। আত্ম-চৈতন্য সপ্রকাশ হয়; এবং তৃষ্ণা লোভের ক্ষয় হইয়া শান্তিস্বরূপ আনন্দের উপলব্ধি হয়। তৃষ্ণা-ক্ষয়জাত সে শান্তির, সে আনন্দের তুলনায় বহির্জ্জড়বিষয়-সঙ্গজাত সুখে তুচ্ছজ্ঞান জন্মে। চিত্ত তখন প্রসন্ন হয়। চৈতন্য সপ্রকাশ হয়। চিত্তের জড়তা কমিয়া যায়,তৃষ্ণাচাঞ্চল্যে ক্লেশ জ্ঞান হয়। প্রমাদ,আলস্যাদি মোহ-ভাবে অনাসক্তি জন্মে। জ্ঞানানন্দমাত্র আসক্তির বিষয় হয়। তমোগুণের স্থিরত্ব ও স্থগন রজোগুণের সঞ্চলন ও সঞ্চালনের, এবং তমোগুণের অনচ্ছতা, আবরকতা, ও গুরুত্ব সত্বগুণের স্বচ্ছতা, প্রকাশও লঘুত্বের বিরোধী।

—তমোগুণ রজঃ ও সত্বের বিরোধী।

গুণত্রয়ের একটী থাকিতে অপর কোনটীর আত্যন্তিক অভাব হয় না। ইহার একটী যখন প্রবল, উদ্ভূত ও কার্য্যোন্মুখ হয়, অপর দুটী তখন তদ্বারা অভিভূত হয়। সত্বগুণ রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া নিজে শান্ত-বৃত্তি লাভ করে। এই রূপে অপর গুণদ্বয়ও প্রত্যেকে তদ্বিরুদ্ধ গুণকে অভিভূত করিয়া আপন বৃত্তি প্রাপ্ত হয়।

—গুণত্রয়ের পরস্পর সম্বন্ধ।

এই অভিভব দ্বারা অপর গুণদ্বয় একেবারে নিষ্ক্রিয় হয় না। গুণত্রয় একের ক্রিয়া-প্রকাশজন্য অপর দুইটীর ক্রিয়ারও অপেক্ষী। ইহারা পরস্পর পরস্পরের আশ্রিত এবং পরস্পর পরস্পরের মিথুন বা নিয়ত-সহচর। অন্য দুইটী হইতে বিচ্যুত হইয়া একটীকে কখনই কার্য্য করিতে দেখা যায় না। উহাদিগের প্রত্যেকের প্রত্যেক কার্য্যেই ন্যূনাধিক্যে তিনেরই কার্য্যের পরিচয় পাইবে। তবে যেটী যখন প্রবল সেইটীর কার্য্যপ্রকাশেরই তখন আধিক্য। এই কারণে সাধারণ কথায় কার্য্যটী তখন সেইটীর কার্য্য বলিয়াই পরিচিত। এই 'অভিভব' 'অন্যোহন্যাশ্রয়' ও 'অন্যোহন্য মিথুন' বৃত্তির ন্যায় গুণত্রয়ের 'অন্যোহন্যজনন' নামক অপর একটী বৃত্তি আছে। সেই বৃত্তিটীর জন্য এক গুণ অপর গুণের উত্তেজক। গুণত্রয়ের এই

অন্যোন্য-জনন-শক্তিবলে চাঞ্চল্যের পর অবসাদ, স্থৈর্য্যের পর চাঞ্চল্য, নিদ্রার পর জাগরণ আপনা হইতেই প্রকাশ পায়। গুণত্রয় সততই পরিণামশীল। কাজেই গুণের আশ্রয়ে নিত্যানন্দ, নিত্য-চৈতন্য লাভ অসম্ভব।

যে সংস্কারের আশ্রিত হইয়া আত্মার জীবভাব, যাহা এই জড় জগতের সর্ব্ব জড়প্রকাশের মূল উপাদান—সেই সংস্কার এই ত্রিগুণাত্মিকা অজ্ঞান-শক্তি। জৈব অন্তঃকরণ ও জড়-জাগতিক বিচিত্রতা এ সকলই সন্মূলক * সেই এক শক্তির বিকাশ। গুণবৈষম্যের পার্থক্যে, ইহার প্রকাশের পার্থক্য। প্রকাশাত্মক সত্ত্বগুণের আধিক্যে চৈতন্যের প্রকাশক হইয়া, ইহা অন্তঃকরণ ও জ্ঞানেন্দ্রিয়। ক্রিয়াত্মক রজোগুণের আধিক্যে, ইহা প্রাণ, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জড়শক্তি। এবং অবসাদাত্মক তামসিক আবরণ-গুণের আধিক্যে চৈতন্যের অধিকতর আবরক হইয়া, ইহা বহির্জ্জড় জগৎ।

[১৭] ত্রিগুণাত্মিকা অজ্ঞানশক্তির কার্য্য নির্ব্বিশেষ সৎ।

পূর্ব্বে (৫ম ফুট নোটে) দেখিয়াছি যে, প্রস্তর-খণ্ডের যে কাঠিন্য ও সুবৃহৎ অখণ্ড একীভাবাদিজন্য তাহার নামরূপাত্মক প্রস্তরত্ব, সে প্রস্তরত্ব বস্তুগত নহে, শক্তিগত। এখন বুঝিব যে, সেই শক্তি এই ত্রিগুণাত্মিকা অজ্ঞানশক্তি। এই শক্তির যে আবরণ-বিক্ষেপ-গুণে তুমি নির্ম্মল স্বচ্ছ আকাশকে মিথ্যা কটাহবৎ দেখ, সেই আবরণ-বিক্ষেপ-জন্যই, তোমার নিকট এই পরস্পর অসংলগ্ন সূক্ষ্ম পরমাণু নিচয়ের একী-ভাবাপন্ন বৃহৎ প্রস্তরত্ব। প্রস্তরের যে দৃঢ় অখণ্ড স্থূলস্পর্শ, সে স্পর্শ ইহার পরমাণু-নিচয়ের পরস্পরের তমো-রাজসিক আকর্ষণ-বিকর্ষণে, ইহার তামসিক স্থাপনাগুণে এবং তোমার ইন্দ্রিয়ের তামসিক অবসাদজন্য। গুণত্রয়ের কার্য্য যেরূপ প্রস্তরে,

—অজ্ঞান-শক্তি-আশ্রিত, তদ্বিশিষ্ট, নির্ব্বিশেষ সতের প্রস্তর-প্রকাশ। এবং জীব-চৈতন্যও সেই শক্তির আশ্রিত বলিয়া জীবের নিকট উহার প্রস্তরোপলব্ধি।

* ছান্দোগ্য ৬।২।১। শারীরক ২।১।১৮। c. f. Hegel's Logic [86, 87, 88, 89.]

তদ্রূপ তোমার-চৈতন্য-গ্রহণ-যন্ত্রেও বিদ্যমান। তোমার সকল ইন্দ্রিয়ের উপরই ইহার তামসিক জড়তা ও অবসাদ তুল্যরূপে সক্রিয় বলিয়াই তুমি চক্ষুদ্বারা ইহার প্রকৃত সচ্ছিদ্রভাব দেখিতে পাও না, অথচ স্পর্শেন্দ্রিয়াদি দ্বারা ইহার অপ্রকৃত কাঠিন্য দেখ। অতএব বুঝিলে যে, ইহার এই যে বৃহৎ-কঠিন-প্রস্তরখণ্ডত্ব, তাহা বস্তুগত নহে। অজ্ঞান-শক্তির গুণগত। আবার এখন ইহার সূক্ষ্ম প্রস্তর-পরমাণু-প্রকাশ-সম্বন্ধেও দেখ যে, ইহা যেরূপ এক অখণ্ড, স্থূল, বৃহৎ, জড় প্রস্তরখণ্ড নহে, তদ্রূপ ইহা সূক্ষ্ম জড় পরমাণু সমষ্টিও নহে। স্থূল প্রস্তরত্বের ন্যায় ইহার সূক্ষ্ম পরমাণুত্বও অজ্ঞানশক্তিজাত প্রকাশমাত্র। অজ্ঞানশক্তির যে আবরণ-বিক্ষেপ, যে তামসিক জাড্য, স্থাপনা, অবসাদাদি গুণে সূক্ষ্ম অসংলগ্ন পরমাণু নিচয়ের স্থূল সংলগ্ন একীভাবাপন্ন প্রস্তরত্ব, ইহার সেই গুণই আবার এক অদ্বিতীয় নির্ব্বিশেষ সৎকে সূক্ষ্ম অখণ্ডভাবাপন্ন সবিশেষ জড় পরমাণুত্ব প্রদান করে।

এই স্থূল-প্রস্তর, সূক্ষ্ম-জড়-পরমাণুআদি-পদার্থের স্থান ও ভাব-ত্যাগে অনাসক্তি, এবং চেতন-জীবের আলস্য অবসাদ—এ সকলই তত্ত্বতঃ আত্মাশ্রিত তমোগুণের একই কার্য্য। এইরূপ আবার আত্মাশ্রিত রজোগুণের যে কার্য্যে আমাদিগের কর্ম্ম-প্রবৃত্তি, চিত্ত-চাঞ্চল্য, সেই কার্য্যে জড়পদার্থের সঞ্চলন, কম্পন ও আকর্ষণ। এবং সত্ত্বগুণের যে স্বচ্ছতা ও প্রকাশধর্ম্মে আমাদিগের চিত্তের স্থিরত্ব ও চৈতন্য-প্রকাশ-সামর্থ্য, সেই স্বচ্ছতা ও প্রকাশ গুণেই যাবতীয় জড় বস্তুর প্রকাশ, জড়ালোক, জড়স্বচ্ছতা। জীবচিত্ত ও বহির্জ্জগৎ এইরূপে একই অজ্ঞান-শক্ত্যাত্মক বলিয়া বহির্জ্জগৎ (macrocosm) ও জৈব-চিত্ত-জগৎ (microcosm)—এ উভয় স্বরূপতঃ এক। এই কারণে জগৎ যেরূপ, সর্ব্বজীব ইহাকে তদ্রূপ দেখে। যে জড়-শক্তিরূপিণী মায়া

—জড়শক্তির সচেতন ও অচেতন প্রকাশ। চিত্ত ও বহির্জ্জগৎ এক।

স্বভাবতঃ সর্ব্বতোভাবে চৈতন্যের আশ্রিত, সেই জড়শক্তি কিরূপে চৈতন্যকে আশ্রিত ও অভিভূত করিয়া, চৈতন্যহইতে বস্তুত্ব-গ্রহণে, স্বয়ং অচেতন বস্তুত্ব লাভ করিয়াছে তাহা আত্মাধ্যায়ে [৮, ৯] পূর্ব্বে দেখিয়াছি।

এখন যদি সন্দেহ কর যে, যে প্রস্তরত্বজন্য আমাদিগের প্রস্তরের উপলব্ধি, সেই প্রস্তরত্ব যদি অসৎ (অবস্তুক) গুণ-প্রকাশমাত্র হইল, তবে যে নির্ব্বিশেষ সৎ আমাদিগের অবাঙ্‌মনসগোচর, তাহার বস্তুত্ব মানিবার প্রয়োজন কি? সত্তা (becoming) জন্যই ত সতের বস্তুত্ব (be-ness)।

নির্ব্বিশেষ সৎ অপ্রকাশ হইলেও সত্য।

অতএব প্রস্তরের প্রস্তরত্বরূপ সত্তা যদি বস্তু না হইল, তবে আর সতের বস্তুত্ব স্বীকার করি কেন? তাহার উত্তর বস্তুরূপ আধার অবলম্বন না করিয়া গুণের বস্তুবৎ প্রকাশ অসম্ভব। মরুভূমিরূপ আধার ব্যতীত কি মরীচিকার বস্তুত্ব দেখিয়াছ? রজ্জু আছে বলিয়াই ত তাহার সর্পবৎ মিথ্যা প্রকাশ সম্ভব। রজ্জু না থাকিলে, তুমি কাহাকে সর্পবৎ দেখিতে? কাজেই মরুভূমি ও রজ্জু অপ্রকাশ হইলেও তাহাদিগের বস্তুত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য। কারণ তাহারা মিথ্যা হইলে, মরীচিকা বা সর্পের অস্তিত্ব অসম্ভব হইত। অতএব সত্য বস্তুর আশ্রয়েই কেবল ভ্রান্ত বস্তুপ্রকাশ সম্ভবে। এই কারণে যে বিশেষত্ব (determinateness) জন্য জীবের নিকট নির্ব্বিশেষ সতের (be-ness) সবিশেষ সত্তা (becoming), সে বিশেষত্ব যখন বস্তু নহে, তখন নির্ব্বিশেষ সতের বস্তুত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য। বিশেষত্ব যখন গুণপদার্থ, তখন অবিশেষ (noumenal) বস্তু না পাইলে, ইহা কাহাকে সবিশেষ (phenomenal) করিবে? গুণ ত স্বয়ং বস্তু নহে যে স্বতঃই সপ্রকাশ হইবে। অতএব সবিশেষ ভাব সপ্রকাশ হইবার জন্য নির্ব্বিশেষ সতের আশ্রয় বা প্রতিবিম্ব (re-

সৎ ব্যতীত অসৎ হইতে সত্তার উৎপত্তি অসম্ভব।

flection) প্রয়োজন। কাজেই নির্ব্বিশেষ সৎ অদৃশ্য হইলেও, তাহার অস্তিত্ব স্বীকার্য্য। যাহা চৈতন্য, তাহাই সৎ। ভ্রান্তি যেরূপ জ্ঞানাশ্রয় ব্যতীত অসম্ভব, অসৎ তদ্রূপ সদাশ্রয় ব্যতীত অসম্ভব। বস্তুত্বই সত্য, বস্তুই নিত্য। এই কারণে সত্য হউক, আর মিথ্যা হউক, বস্তুরই আমাদিগের স্বাভাবিক সাক্ষাদুপলব্ধি। অবস্তুর উপলব্ধি সততই বস্তুর আশ্রিত। চেষ্টা কর, তবে দেখিবে, অস্তিত্বব্যতীত অনস্তিত্ব তুমি কদাচ উপলব্ধি করিতে পারিবে না। কোন বস্তু নাই বলিয়া উপলব্ধি করিতে হইলেও, তাহার অস্তিত্বের উপলব্ধি করিয়াই, করিবে। অনস্তিত্বের উপলব্ধি সততই অস্তিত্বের সাহায্যে পরম্পরা বা আনুমানিক মাত্র। অসৎ বা অবস্তু সত্য হইলে এরূপ হইবে কেন? আবার যদি বল যে, নির্ব্বিশেষ সৎ যদি প্রকৃত বস্তু হইবে, তবে বিশিষ্ট সত্তার (determinate becoming) সাহায্য ব্যতীত আমরা সতের উপলব্ধি করিতে পারি না কেন? তাহার উত্তর—আমাদিগের জ্ঞান, দেশ-কাল-বস্তু-পরিচ্ছিন্ন জড়ান্তঃকরণের আশ্রিত বলিয়াই নির্ব্বিশেষ সতের জ্ঞান আমাদিগের পক্ষে অসম্ভব। নির্ব্বিশেষ কেন সূক্ষ্ম বিশিষ্টসত্তাও আমাদিগের অজ্ঞেয় (৬১ পৃ)। আমাদিগের আপন ইন্দ্রিয়ান্তঃকরণের গ্রাহ্য বিষয়মাত্রেরই আমাদিগের সাক্ষাৎ জ্ঞান। ইন্দ্রিয়ান্তঃকরণের উপাদানগত জড়তা, চাঞ্চল্য ও প্রকাশগুণের তারতম্য, স্থূল সূক্ষ্মতা, সবল-দুর্ব্বলতাদি কারণে আমাদিগের বিষয়জ্ঞানের তারতম্য হয়। নির্ব্বিশেষ সতের ন্যায়, নির্ব্বিশেষ জ্ঞান আনন্দও এই কারণে আমাদিগের উপলব্ধির অতীত। কিন্তু তাহা হইলেও নির্ব্বিশেষ (noumenal) জ্ঞান আনন্দ ও সতের প্রতিবিম্ব (reflection) জন্যই যখন আমাদিগের যাবতীয় সবিশেষ (phenomenal) বস্তু-জ্ঞানাদি এবং তাহাদিগের অভাবে যখন আমাদিগের সর্ব্ব বিষয়-জ্ঞানের অভাব, তখন তাহাদিগের অস্তিত্ব আমরা অস্বীকার করিতে অক্ষম। অতএব উপলব্ধির অযোগ্য হইলেও নির্ব্বিশেষ সৎ ও আনন্দের বস্তুত্ব সত্য।

জ্ঞানবলেই আমরা জগৎ জানিতে সক্ষম। জ্ঞানের বিষয়ত্ব (objectivity) আমাদিগের সম্বন্ধে জগত্ব। জগতে আমাদিগের জ্ঞানের বিষয়ত্বোৎপাদনের (জ্ঞানবৃত্তি উৎপাদনের) অযোগ্য কোন পদার্থ থাকিলে, তাহা সর্ব্বতোভাবে আমাদিগের অজ্ঞেয়। পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, আমরা জগৎকে যেরূপ জানি, জগৎ প্রকৃত প্রস্তাবেই তদ্রূপ। অতএব যাহা আমাদিগের জগৎ-জ্ঞানের বিষয়, তাহাই প্রকৃত জগৎ। আমাদিগের জগৎ-জ্ঞান পর্য্যালোচনা করিলে দেখি যে, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পাঁচটী বিষয়-জ্ঞান-বলেই আমাদিগের যাবতীয় জগৎ-জ্ঞান, জগতের সহিত আমাদিগের যাবতীয় জ্ঞান, ভোগ ও ক্রিয়াসম্বন্ধ। এই পাঁচটীই কেবল আমাদিগের বহির্জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। এই বিষয়পঞ্চকের সাক্ষাৎ জ্ঞান বলেই পরোক্ষভাবে আমরা জগতের যাবতীয় বিচিত্রতা উপলব্ধি করি। এই পাঁচটীমাত্র জীবের জড়জ্ঞানের সাক্ষাৎ বিষয় বলিয়া আর্য্য-বিজ্ঞানে ইহাদিগের নাম—'বিষয়'; এবং এই পাঁচটীমাত্রই জগতের মূল উপাদান বলিয়া আমাদিগের জ্ঞানেন্দ্রিয়ও কেবলমাত্র চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক্—এই পাঁচটী। ইহার এক একটী উহার এক এক বিষয়-জ্ঞানের দ্বার। এই পাঁচটী বিষয় স্থূলত্ব গ্রহণে, নানারূপে সংমিশ্রিত হইয়া, এই বিচিত্র স্থূল জগৎ। যে স্থূল আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতি দ্বারা এই স্থূল প্রপঞ্চ গঠিত, বেদান্তমতে সে পাঁচটী এই সূক্ষ্ম শব্দস্পর্শাদি পঞ্চতন্মাত্র পঞ্চীকৃত হইয়া উৎপন্ন। এবিষয় বিজ্ঞানান্তরের আলোচ্য।

[১৮] জগৎ ও জড়শক্তি। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী জগৎ-জ্ঞানের বিষয়। ইহাদিগের পঞ্চীকরণে স্থূল আকাশাদি। ইহারাই জগতের উপাদান।

আমরা দেখিয়াছি যে, কার্য্য-প্রকাশ জন্য গুণত্রয় পরস্পর পরস্পরের আশ্রিত, পরস্পরের মিথুন এবং একের প্রাবল্যে অন্য দুর্ব্বল বা অভিভূত।

কাজেই একের কার্য্যকালে ন্যূনাধিকভাবে অন্য দুইয়েরও কার্য্য-প্রকাশ থাকে। কেবল প্রবলটীর দ্বারা দুর্ব্বলটীর কার্য্য কতক অবরুদ্ধ হয়। রজঃ চঞ্চল হইলে, তমঃ তাহাকে অবরোধ করে, এবং সত্ত্ব প্রকাশ করে।

সদাশ্রিত গুণত্রয়ের ক্রিয়া ও ভাবভেদ। শব্দাদির উৎপত্তি।

তামসিক শক্তি যত বেশী হয়, রাজসিক চাঞ্চল্য তত বাধাপ্রাপ্ত হয়। তমঃদ্বারা রজোবেগ নিয়মিত না হইলে, সে বেগ কম্পনবৎ অগ্রপশ্চাৎ বক্রাদি গতি লাভ না করিয়া, কেবল সরলভাবে অগ্রগামী হইত। তামসিক অবরোধের তারতম্যে রজোবেগ বক্র, সর্প ভেকাদি নানা গতির আকার ধারণ করে। রজঃ ও তমোগুণজাত প্রকাশাবরোধের তারতম্যে ঐ সকল কম্পন সত্ত্বকর্ত্তৃক শব্দাদি নানাভাবে সপ্রকাশ হয়। রজোগুণ অপ্রতিহত হইয়া, তাহার গতি অবরুদ্ধ না হইলে যেরূপ সর্ব্বগতি একরূপ হইত, সত্ত্বগুণ অবরুদ্ধ না হইলে তদ্রূপ সর্ব্বপ্রকাশ একরূপ হইত। তমোগুণই গতি ও প্রকাশ পার্থক্যের সর্ব্বপ্রধান কারণ। ইহাই স্থাপনাগুণে প্রকাশাদির নিয়ামক। এইরূপে এক অদ্বিতীয় সতের প্রতিবিম্ব (reflection) গ্রহণে, এই ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি-বিকার শব্দ স্পর্শাদি বিষয়ত্ব, শ্বেত পীত বর্ণত্বাদি নানা ভাবভেদ লাভ করে। চাঞ্চল্যজন্য ক্রিয়া। কাজেই রজোগুণজাত স্ফুরণ সৃষ্টির প্রাণ। অনেক ধর্ম্মশাস্ত্রে শব্দস্ফুরণ আদি-সৃষ্টি বলিয়া উল্লিখিত আছে।

পাশ্চাত্য জড়বৈজ্ঞানিকও স্ফুরণের এইরূপ বিচিত্র শক্তির অনেক পরিচয় দেখাইয়াছেন। সর্ব্বপ্রকার শব্দ, শীতোষ্ণাদি স্পর্শ, আলোক বর্ণাদি রূপ—এ সকলই তাঁহারা এখন একমাত্র কম্পনের ভাব-বিকার বলিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন; এবং ফনোগ্রাফ, টেলিগ্রাফ, টেলিফোনাদি বহু যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া ঐ আবিষ্কারের

—পাশ্চাত্য বিজ্ঞান দ্বারা এমত সমর্থিত।

---

* ঈশ্বরেচ্ছা প্রকাশিত সৎপ্রতিবিম্বিত তমঃপ্রধান প্রকৃতি হইতে ইহারা সৃষ্ট।—পঞ্চদশী ১।১৮।

অভ্রান্ততা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই যে প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণ,তাঁহারা দেখিয়াছেন, ইহাও কম্পনের বিশিষ্টভাব-প্রকাশ মাত্র। এক এক আকারের, এক এক আলোক কম্পন,এক এক মৌলিক বর্ণের উৎপাদক এবং বিভিন্ন আলোক-কম্পন বিভিন্নভাবে মিলিত হইয়া, বিভিন্ন মিশ্র বর্ণের প্রকাশক। সর্ব্ব বর্ণ-কম্পন মিলিত হইয়া যখন পরস্পর পরস্পর কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপ প্রতিকৃত হইয়া কম্পন-সমষ্টি সাম্যভাব প্রাপ্ত হয়, তখন ইহা শ্বেত। এই কারণে পরস্পরের দ্বারা প্রতিকৃত সর্ব্ব-বর্ণ কম্পন-সমষ্ট্যাত্মক বলিয়া সূর্য্যকিরণ শুভ্র। যে পদার্থ আলোকস্থ কম্পনের অন্যকম্পনগুলি গ্রাস (counter-act) করিয়া শুদ্ধ রক্ত-কম্পনটী প্রকাশ করে, সে পদার্থকে আমরা রক্ত বর্ণের বলি। এইরূপ যে পদার্থে আবার শুদ্ধ নীল-কম্পনটীমাত্র সপ্রকাশ হয়,সেটী নীল, যেটী দুই তিনটী মিলিত মৌলিকবর্ণ প্রকাশ করে, সেটী তদনুরূপ মিশ্রিত বর্ণত্ব লাভ করে। দিন দিন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যত উন্নত হইতেছে, তাহার আবিষ্কার বলে, বেদান্তবাক্য ততই সপ্রমাণ হইতেছে। এতদ্দৃষ্টে আশা করা যাইতে পারে যে, সে বিজ্ঞানের উন্নতি সহকারে বেদান্তবাক্য ক্রমে আরও সপ্রমাণ হইবে।

—পাশ্চাত্য প্রণালীতে সত্ত্বগুণের ক্রিয়াবিষ্কার সহজ নহে।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রাচ্য রজোগুণের কার্য্য যেরূপ সপ্রমাণ করিয়াছে,সত্ত্বগুণের কার্য্য তদ্রূপ পারে নাই। স্থির-স্বভাব সত্ত্বের ক্রিয়া, কম্পনাত্মক রজোগুণের ক্রিয়ার ন্যায়,সহজে আবিষ্কার্য্যও নহে। ধ্যান সমাধি আদি-বলে ইহার ক্রিয়া উপলব্ধি যেরূপ সহজ,চঞ্চল জড় বহিরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে তত সহজ নহে।

তবে সত্ত্বগুণের ক্রিয়াবিষ্কার সহজ না হইলেও ইহার অস্তিত্ব অনুমান-সঙ্গত। শুদ্ধ কম্পনের প্রকারভেদজন্য একটী কম্পন শব্দ, অন্যটী রূপ,—এরূপ প্রকাশভেদ অসম্ভব।

—সত্ত্বগুণের পরিচয়।

কম্পন স্বয়ং সতত কম্পনোপলব্ধিরই উৎপাদক হওয়া সম্ভব। শুদ্ধ ইহার প্রভেদবলে শব্দ স্পর্শাদি প্রকাশের উপলব্ধিভেদ অসম্ভব। কাজেই

প্রকাশভেদের উপলব্ধি উৎপাদন জন্য চাঞ্চল্যাতিরিক্ত অন্য গুণের অস্তিত্ব স্বীকার্য্য। এই গুণই আর্য্যবৈজ্ঞানিক সত্ত্বগুণ। জগতের চেতন অচেতন যত কোন প্রকাশ তৎসমস্তই সত্ত্বগুণের কার্য্য। তমো-নিয়মিত রজোগুণ-সম্ভূত পঞ্চবিধ মৌলিক কম্পন-সত্তা সত্ত্বগুণবলে পঞ্চবিধ প্রকাশ-ভেদ গ্রহণ করিয়া, শব্দ স্পর্শাদি পঞ্চ তন্মাত্র।

—সাংখ্য ও শ্রুতি-মতে বর্ণ। বৈদান্তিক সৃষ্টি।

সাংখ্যমতে সত্ত্ব তমোদ্বারা সঙ্কুচিত ও রজঃদ্বারা রঞ্জিত না হইলে, কোন বর্ণের প্রকাশক হইত না। অন্য গুণদ্বারা অনভিভূত সত্ত্ব পূর্ণ-প্রকাশ ও সর্ব্ব-বর্ণ-বিরহিত। শ্রুতিমতে ইহার নাম শুক্ল। তমঃ অন্ধকার স্বরূপ। ইহাও রাগ-বিরহিত জড়তাপূর্ণ। শ্রুতি বলেন ইহা কৃষ্ণ। রজোগুণই রাগ বা রঙ্গের নামান্তর। শ্রুতিতে ইহার নাম লোহিত *। তমঃ ও সত্ত্বের উত্তেজনার তারতম্যে রজোগুণ নানা বর্ণের উৎপাদক। অতএব যে পঞ্চ তন্মাত্র হইতে এই বিচিত্র বিশ্বের উৎপত্তি এবং যাহার বলে তোমার এই বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞান, তাহা এই সৎ প্রতিবিম্বিত শক্তিবিকার মাত্র। এ বিকার অনিয়মিত নহে। পরমেশ্বরের স্বীয় ইচ্ছাশক্তি বলে ইহা নিয়মিত। এই অজ্ঞান শক্তিরূপিণী মায়ার সাহায্যে তিনি জগৎসৃষ্টি করেন বলিয়া তাঁহার নাম মায়ী (৪৯)।

* অজামেকাং লোহিতশুক্ল কৃষ্ণাং। শ্বেতাশ্বতর ৪।৫।

(৪৯) বেদান্ত আত্মা ও বিশ্বের একত্ব অঙ্গীকার করিলেও আত্মার অপরিচ্ছিন্ন নির্ব্বিশেষ এক।দ্বৈত-কারণ-স্বরূপতা এবং বিশ্বের পরিচ্ছিন্ন-সবিশেষ কার্য্য-স্বরূপতা প্রতিপাদন করেন। কার্য্য-ধর্ম্মের সাধারণ নাম প্রকাশ-ধর্ম্ম। শ্রুতিমতে নামরূপ দিয়াই আত্মাহইতে জগতের পার্থক্য।

বেদান্তমতে মায়া।

কাজেই নামরূপই প্রকাশ-ধর্ম্ম। ইহাই সর্ব্ব জড় প্রকাশ, জড় ব্যক্ততার কারণ। ইহার জন্যই জড়-বস্তুভেদ-জ্ঞান। ইহাই অনাত্মা, ইহাই জড়। বেদান্তকারিকা বলেন অস্তিত্ব, প্রকাশ, স্বাচ্ছন্দ্য নাম ও রূপ—এই 'অর্থ-পঞ্চক' দিয়াই বিশ্ব। এই

শব্দাদি কম্পনের যে আকার ও প্রকাশগত মৌলিক পার্থক্যজন্য উহারা শব্দাদি বিভিন্ন বিষয়, সেই পার্থক্য রক্ষা করিয়া, আপন আপন বিশিষ্টভাবে থাকিবার জন্য উহাদিগের আসক্তি-আত্মক প্রবণতা আছে বলিয়াই, শব্দকম্পন যেখানে যাউক সতত শব্দাকারে, রূপকম্পন রূপাকারে—এইরূপ প্রত্যেক বিষয়-কম্পন স্বীয় স্বীয় বিষয়াকারে সর্ব্বত্র প্রবাহিত ও সপ্রকাশ হয়। এই প্রবণতা উহাদিগের প্রাণ। যে বিষয়ে যতকাল প্রাণ বিদ্যমান থাকে, সে বিষয়ের সে বিষয়ত্ব ততকাল অলুপ্ত।

শব্দাদির প্রাণ

পাঁচটীর প্রথমোক্ত তিনটী ব্রহ্মরূপ এবং নাম ও রূপ—শেষোক্ত এই দুইটী জগদ্রূপ (ক)।

নাম ও রূপ এই উভয়ই প্রকাশ-ধর্ম্ম বা কার্য্য। কাজেই প্রকাশক-কারণ-স্বরূপ আত্মায় ইহাদিগের প্রকাশের অসদ্ভাব। ইহারা যখন নানাত্বের পরিচায়ক, পরিচ্ছেদ-মূলক, তখন এক অদ্বিতীয় অপরিচ্ছিন্ন আত্মায় ইহাদিগের প্রকাশ সম্ভাব আসিবেই বা কিরূপে? যে ধর্ম্মগুণে জগতের এই বিবিধ পরিচ্ছিন্ন দৃশ্য, এই নানাত্ব, সেই ধর্ম্মের নাম—'রূপ'। জগতের যত কিছু প্রকাশ তৎসমস্তই 'রূপ'—মূলক এবং যে ধর্ম্মগুণে এসকল দৃশ্যের মধ্যে একের সহিত অন্যের নির্দ্দিষ্ট আকারাদিগত জাতি বা ব্যক্তি পার্থক্য, সেই ধর্ম্মের নাম—'নাম'। জগতে আমরা যত কিছু জাতি ব্যক্তি বা অবস্থাগত পার্থক্য দেখি তৎসমস্তই এই নাম মূলক। এই কারণেই তৎসমস্ত পার্থক্যের ভিন্ন ভিন্ন নাম।

এই নামরূপ প্রকৃত পক্ষে কোন বস্তু নহে। ইহা বস্তু বা ব্যক্তির উপাধি বা বিশেষক দৃশ্য ও সঙ্কেতমাত্র। যেরূপ রাজত্ব প্রজাত্বাদি উপাধি, গো মনুষ্যত্বাদি জাতি, শুক্ল কৃষ্ণত্বাদি কোন বস্তু নহে, বস্তু বা ব্যক্তির পরিচয় ও প্রকাশমাত্র, নামরূপও তদ্রূপ। তবে বেদান্ত বলেন, এই যে রাজত্ব প্রজাত্ব শুক্ল কৃষ্ণত্বাদি—ইহারাই যে

নামরূপ বস্তু নহে।
নামরূপই জগদ্দৃশ্য।

(ক) "অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যংশপঞ্চকং। আদ্যং ত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততোদ্বয়ং॥" বেদান্ত কারিকা।

কেবল নামরূপ তাহা নহে। আমরা এ জগতে যত কিছু বস্তু বা ব্যক্তি বিশেষ দেখি, যত কিছু পার্থক্য দেখি, তৎসমস্তই নামরূপ। এ স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগদ্‌ই নামরূপ মাত্র।

নামরূপের বস্তুত্ব অস্বীকার করিলেও, ইহাকে মিথ্যা বলা যায় না। মিথ্যার প্রকাশ আদৌ স্বীকার্য্য নহে। সর্পত্ব আছে বলিয়াই রজ্জুতে সর্পত্বের ভ্রম। ভ্রান্তি, আরোপ-দোষমাত্র। আমাদিগের যতকিছু মিথ্যা কল্পনা তৎসমস্তই এইরূপ মিথ্যা আরোপমূলক। সৎকার্য্যবাদ বেদান্তের মত (শারীরক ২।১।১৭-১৯)। একটী কেশ কৃষ্ণত্ব পরিত্যাগে শুক্লত্ব গ্রহণ করিলেই যে, কৃষ্ণত্বের আত্যন্তিক অভাব হয়, তাহা নহে। কৃষ্ণত্ব একের না হয় অন্যের আশ্রয়ে সততই বিদ্যমান্ থাকে। শ্রুতি বলেন নামরূপ সত্য (বৃহদারণ্যক্ ১।৬।৩)।

নামরূপ মিথ্যা নহে। ইহার আত্যন্তিক অভাব নাই।

নামরূপের আত্যন্তিক অভাব না থাকিলেও, ইহার অবস্থা পার্থক্য স্বীকার্য্য। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ—ইহার এই তিন অবস্থা। দ্রব্যের যত কিছু স্থূলায়তন, জীবের স্থূল শরীর, তৎসমস্তই নাম রূপের স্থূল প্রকাশ এবং যে যে সূক্ষ্ম পরমাণু-সমষ্টির মিলনে শরীরায়তনের গঠন, তৎসমস্ত ইহার সূক্ষ্ম প্রকাশ। কার্য্যমাত্রই কারণাত্মক। কারণ ভিন্ন কে কবে কোথায় কার্য্যের উৎপত্তি দেখিয়াছেন? অতএব এ নামরূপ প্রকাশেরও কারণাবস্থা অবশ্যম্ভাবী। বৃক্ষ-বীজস্থ কারণ-বৃক্ষের ন্যায় সে কারণ সততই অব্যক্ত। কাজেই এ স্থূলসূক্ষ্মপ্রকাশরূপ কার্য্যেরও অব্যক্ত কারণ আছে। স্থূল সূক্ষ্ম সকল নামরূপ প্রকাশের যে অব্যক্ত মূল, তাহাই ইহার কারণাবস্থা।

ইহার স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই অবস্থাত্রয় পরিবর্ত্তনশীল।

পঞ্চদশী বলেন চিত্রপটের যেরূপ রজক-সংস্কারাদি-দ্বারা শুক্লকৃষ্ণ ধৌতাবস্থা, তৎপর মণ্ড-লেপনাদি সহকারে সমবিস্তৃতীকৃত ঘট্টিতাবস্থা, তৎপর রেখাপাতদ্বারা আকৃতি-বিশেষাঙ্কিত লাঞ্ছিত অবস্থা এবং তৎপর রক্ত কৃষ্ণাদি রূপদ্বারা সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন রঞ্জিতাবস্থা, স্বয়ং সপ্রকাশ অমায়িক পরব্রহ্মের তদ্রূপ চিৎ, মায়াবচ্ছিন্ন ঈশ্বর বা অন্তর্যামী অবস্থা, সূক্ষ্ম-সৃষ্টির কারণীভূত হিরণ্যগর্ভ বা সূত্রাবস্থা এবং স্থূল-সৃষ্টির হেতুভূত সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ড বা বিরাট অবস্থা (পঞ্চদশী, চিত্র দীপ ১-৪ শ্লোক)।

জগতের উৎপত্তি বিনাশাদি বেদান্ত স্বীকার করেন। দ্রব্য ও ব্যক্তিসকল লইয়াইত জগৎ। ব্যষ্টি ও সমষ্টিতে মাত্র প্রভেদ। কাজেই ব্যষ্টি দ্রব্যাদি যখন তাহা-

ভাবাদি পরিবর্ত্তন-প্রবণ, উৎপত্তি বিনাশাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট, তখন সমষ্টি জগতের সে ধর্ম্ম না থাকিবে কেন? বেদান্ত ব্যষ্টির ন্যায়,সমষ্টিরও পৃথক্ সত্তা স্বীকার করেন। নির্ব্বিশেষ জগৎ স্থূলীকৃত সবিশেষ হইয়াই ব্যষ্টি জাগতিক পদার্থ নিচয়। যাহা যত বিশেষ,যাহাতে যত ব্যষ্টি-ধর্ম্মের আধিক্য, তাহাই তত স্থূল এবং যাহা যত নির্ব্বিশেষ,যাহাতে যত সমষ্টি-ধর্ম্মের আধিক্য,তাহাই তত সূক্ষ্ম। সমষ্টি তাহার ব্যষ্টির কারণ এবং ভাবাভাবের ক্ষেত্র বা প্রতিষ্ঠা-স্থান, বেদান্তমতে স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়ই প্রকাশ ধর্ম্মবিশিষ্ট,উভয়ই কার্য্য। যাহা কার্য্য তাহাই উৎপন্ন। তাহারই যখন বিনাশ,তখন এ সমষ্টিও ব্যষ্টি উভয়ই কার্য্যবলিয়া এ উভয়ও বিনাশশীল। কালধর্ম্মে ব্যষ্টি দ্রব্য বা জীবের শরীরাদির উপাদান শক্তির যখন অহিতকর পরিবর্ত্তন সততই দৃষ্ট হয়, তখন সমষ্টির তদ্রূপ হইবেনা কেন? কার্য্য ও কারণ ত সর্ব্বতোভাবেই এক, স্থূলত্বে ও সূক্ষ্মত্বে মাত্র ভেদ। কাজেই কার্য্যের পরিবর্ত্তন কারণেও অবশ্য বিদ্যমান থাকিবে। প্রকৃতপক্ষে কারণের পরিবর্ত্তনই স্থূলীকৃত হইয়া কার্য্যের পরিবর্ত্তন। অতএব উপাধিগত এই অহিতকর শক্তি-পরিবর্ত্তন-নিরাকরণজন্যই যখন মঙ্গলময় নৈসর্গিক নিয়মে মৃত্যু আদিরূপ উপাধিপরিবর্ত্তনোপায়ের প্রয়োজন, তখন এ প্রয়োজন ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয় উপাধির জন্যই অবশ্য তুল্য হইবে। বিশেষতঃ কারণশক্তি অহিতকর হইলে তৎ-পরিবর্ত্তন ব্যতীত কার্য্যশক্তির সংস্কার বা উন্নতি অসম্ভব। জগতের যে কিছু উৎপত্তি বিনাশাদি ভাববিকার, তৎসমস্তই নামরূপের ধর্ম্ম। কাজেই জগৎ যখন নামরূপের প্রকাশমাত্র, তখন দ্রব্য বা ব্যক্তি বিশেষের ন্যায় জগতেরও ভাবাভাব জন্ম মৃত্যু আদি কেন না হইবে? সুতরাং জগতের বিনাশ অনুমান সিদ্ধ। তবে ব্যষ্টি-স্থূল যেরূপ ক্ষণভঙ্গুর সমষ্টি তদ্রূপ নহে। জগতের আয়ু, জাগতিক ব্যষ্টি পদার্থের আয়ু অপেক্ষা অনেক অধিক। আবার দ্রব্যবিশেষের নাশে, তাহার আত্যন্তিক উপাদানিক নাশ কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য, সর্ব্ব বৈজ্ঞানিকেরই মতবিরুদ্ধ। উৎপত্তি ও বিনাশ কেবল দ্রব্যগত উপাদানের সংশ্লেষ বিশ্লেষের পার্থক্যমাত্র, অর্থাৎ দ্রব্যের কার্য্যকারণ বা প্রকাশাপ্রকাশ রূপ অবস্থাভেদ মাত্র। বেদান্ত বলেন জগতের নাশও এইরূপ। ইহারও আত্যন্তিক নাশ নাই, কেবল উপাদানগুলি পূর্ণ বিশ্লিষ্ট ও অপ্রকাশ হইয়া স্বকারণে বিলীন থাকে মাত্র। এই কারণে জগৎ

জগতের প্রলয়। জাগতিকপদার্থনিচয় ব্যষ্টি, জগৎ তাহার সমষ্টি।

নামরূপ ভাববিকার যুক্ত। কাজেই জগৎও ভাব-বিকারযুক্ত। জগৎ-প্রলয়।

বিনাশের নাম 'প্রলয়'। প্রলয়কালে জগৎ কেবল কারণাকারে পরিণত হইয়া অপ্রকাশ হয়।

বেদান্ত মতে জগতের এই মূল কারণ কোন বস্তু পদার্থ নহে। ইহা জড়-প্রকাশ ও আকার ভেদক এক অদ্ভুত অনির্ব্বচনীয় শক্তি মাত্র। শব্দ ও স্পর্শ, এ উভয়ই কম্পনবিশেষ হইলেও, যে নামরূপাত্মক আসক্তি মূলে শব্দ-কম্পন সততই শব্দাকারে, স্পর্শ-কম্পন স্পর্শাকারে সপ্রকাশ হয়, একের কম্পন অন্যের আকার, অন্যের প্রকাশ গ্রহণ করে না, নামরূপের সে আসক্তি বা প্রবণতা এই শক্তি-জাত। প্রলয়প্রাপ্ত জগৎ যখন এই শক্তিতে প্রলীন হয়, তখনও তাহার সংশ্লেষ বিশ্লেষের বা নামরূপধারণের এ আসক্তি বিনষ্ট হয় না, কেবল সাম্যাবস্থায় শক্তি-আকারে অবস্থান করে মাত্র। নামরূপ প্রকাশের এই আসক্তি-নিচয়ের অপ্রকাশ বা সাম্য-অবস্থাই ইহার সেই শক্তি-অবস্থা। প্রলয়ের পর জগৎ যখন পরমেশ্বরেচ্ছায় পুনঃ সৃষ্ট হয়, তখন সেই সকল আসক্তি পুনঃ প্রবুদ্ধ হইয়া পূর্ব্ববৎ নামরূপের দ্বারা জগদাদি আকারে সপ্রকাশ হয়। বেদান্ত বলেন এই নামরূপের আসক্তিগুণে প্রলয়ের পূর্ব্বকালে জগৎ যেরূপ ছিল, জগতের ব্যষ্টি দ্রব্য জীবাদি যেটী যে আকারে, যেরূপে, যে নামে ছিল, পুনঃ সৃষ্টিকালে সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় সেটী তদনুরূপ আকার রূপ ও নামে সপ্রকাশ হয়। যেটী ব্যাঘ্র ছিল সেটী ব্যাঘ্র এবং যেটী মনুষ্য ছিল সেটী মনুষ্য হয়। যেটী যে জাতীয় যে ব্যক্তি বা যে দ্রব্য বিশেষ ছিল, সেটী সেই জাতীয় সেই ব্যক্তি বা দ্রব্য বিশেষাকারে সংশ্লিষ্ট ও সপ্রকাশ হয়।

নামরূপ গ্রহণের আসক্তি আত্মক শক্তিই জগৎ কারণ। জগৎ সৃষ্টি।

বেদান্ত মতে এই শক্তিরই নাম 'মায়া'। ইহা জগৎপ্রকাশের মূল উপাদান-শক্তি বলিয়া ইহার অন্য নাম—'প্রকৃতি'। মায়াই এই নামরূপাত্মক স্থূল সূক্ষ্ম প্রকাশধর্ম্ম বিশিষ্ট জগতের বীজ স্বরূপ। ইহাই অব্যক্ত অবস্থাপন্ন জগৎ। ইহাই জগচ্ছক্তি। ইহার ব্যক্ত অবস্থাই জগৎ

(শারীরক ১।৪।৩)।

এই শক্তিই মায়া।

জগতের মহা প্রলয়ের নাম মহা সুষুপ্তি। জীবের দৈনন্দিন সুষুপ্তির ইহা প্রকার ভেদ মাত্র। ইহাই সুষুপ্তির শেষ সীমা। পরমাত্মা ব্যতীত আর সকলেই এই সুষুপ্তির অধীন। এ সুষুপ্তিকালে জগৎ শক্তিরূপে পরিণত ও ইহার আদি কারণ রূপ মায়ায় লীন হইয়া, পূর্ণ অপ্রকাশ হয়। তদাশ্রিত জীব তখন পূর্ণ অচেতন বলিয়া

মায়ার নাম মহা সুষুপ্তি। ইহাই নামরূপ প্রকাশের আদি কারণ। কাজেই ইহার আর উৎপত্তি বিনাশ নাই। এই কারণে ইহার 'অজা' আখ্যা। ইহা অপ্রকাশ বলিয়া ইহার নাম 'অব্যক্ত'। শ্রুতি বলেন সৃষ্টির পূর্ব্বে নামরূপ "অব্যাকৃত" বা "অব্যক্ত" ছিল *। ইহাই কারণ শরীর।

জড়তা, চাঞ্চল্য ও প্রকাশ—মায়ার এই তিনগুণ। এই তিনের সাম্যাবস্থায় মায়া অব্যক্ত, এবং ইহাদিগের বৈষম্যে মায়ার ব্যক্ততা। ব্যক্ত-কালে এই তিনগুণ পরস্পর পরস্পরের বিরোধী। জড়তা সর্ব্ব সঙ্কোচের মূল। স্থান ও ভাব ত্যাগে অনাসক্তি উৎপাদন ইহার কার্য্য। এই হেতু ইহা ও চাঞ্চল্য পরস্পর বিরুদ্ধ। চৈতন্যের পূর্ণ অবসাদক ও পূর্ণ তমঃস্বরূপ বলিয়া ইহা ও প্রকাশ পরস্পর বিরুদ্ধ। ইহাই প্রকৃত মোহ। চাঞ্চল্য ও স্থির-প্রকাশ পরস্পর বিরুদ্ধ। ব্রহ্মজ্ঞেরা আত্মশক্তিরূপিণী মায়াকে সতত‌ই এই তিন গুণদ্বারা আবৃত দেখেন†। অজা-মন্ত্রে এই তিন গুণকে কৃষ্ণ,লোহিত ও শুক্ল বলিয়াছেন‡। এই গুণত্রয়ই ছান্দোগ্যের আদি সৃষ্ট তেজঃ, অপ্ ও অন্ন। ছান্দোগ্য বলেন "অগ্নির যে রক্ত রূপ তাহা তেজের, অগ্নির যে শুক্লরূপ তাহা জলের এবং অগ্নির যে কৃষ্ণরূপ তাহা অন্নের"। সাংখ্যবাদী বলেন এই 'অজা'ই সাংখ্যের 'প্রকৃতি'। ইহার যে এই বর্ণত্রয় তাহাই সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিনগুণ। রঞ্জন গুণানুসারে লোহিত রজঃ, প্রকাশগুণ সাম্যে শুক্ল সত্ত্ব, এবং আবরণ স্বভাব হেতু কৃষ্ণ তমঃ। যদিচ গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ 'অজা' এক, তবুও অবয়ব-ধর্ম্মে ইহা লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণ—এই তিন।—শারীরক ১।৪।৮-১০।

মায়ার গুণত্রয়।

বেদান্ত বলেন, আত্মাই একমাত্র সৎ, একমাত্র বস্তু। মায়া তাঁহারই নিত্যাশ্রিত সৃষ্টিশক্তি। ব্রহ্মজ্ঞেরা ইহাকেই দেবাত্মশক্তিরূপে দেখিয়াছেন। সৃষ্টি, স্থিতি, বা প্রলয়,এইতিনের কোন কালেই মায়ার অভাব নাই। আকাশ-রূপিণী এই মায়া সততই ওতঃপ্রোতঃভাবে পরমাত্মায় অবস্থিত। বেদান্ত (১।৪।৩) মতে এ শক্তি পরমেশ্বরের অধীন,

মায়া বস্তু নহে, কিন্তু সত্য।

* "তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ"।—শারীরক ১।৪।২।

† "তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্। যঃ কারণানি নিখিলানি তানি, কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ"॥—শ্বেতাশ্বতর ১,৩।

‡ "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ"।—ঐ ৪।৫

সাংখ্যের ন্যায় স্বাধীন নহে। ইহা অজা, জন্ম বিরহিত, নিত্য। কাজেই ইহা আদৌ মিথ্যা পদবাচ্য নহে। জগৎ পর্য্যালোচনায় আমরা দেখি যে, শক্তি বা গুণ সততই বস্ত্বাশ্রিত, কদাচ স্বপ্রতিষ্ঠ নহে। তদ্রূপ হইলেও শক্তির কার্য্যকারিতা নিত্যপরিচিত। ইহার বলেই আমাদিগের যাবতীয় কার্য্য। কাজেই দেখিনা বলিয়া ইহাকে আমরা মিথ্যা বলিতে সক্ষম নহি। ইহার সত্যতা অবশ্যই স্বীকার্য্য। তবে আত্মার স্বাভাবিক ইচ্ছা-শক্তি হইতে মায়া-শক্তির পার্থক্য এই যে, ইহা এক প্রকার বিকৃত-শক্তি। এই বিচিত্র জগৎ প্রকাশকালে এই শক্তি যেখানে যে ভাবভেদে সক্রিয় থাকে, অপ্রকাশ-কালেও ইহাতে সেইখানে সেই ভাবভেদ ধারণের লুক্কায়িত প্রবণতা থাকে। সাম্যাবস্থায় ইহা অরূপ অব্যক্ত ও পরমাত্মার সহিত একত্ব ভাবে মিলিত হইলেও, সব্যক্তকালে ইহা সেই স্বতন্ত্র বিশিষ্ট প্রবণতার পরিচয় দেয় বলিয়া, উদার স্বভাব ইচ্ছা শক্তি হইতে ইহার পার্থক্য। অবশ্য তাহা বলিয়াই যে, ইচ্ছাশক্তি হইতে এ শক্তির উদ্ভব নহে, তাহা বলা কঠিন। সে যাহা হউক, ইচ্ছা শক্তিদ্বারা এ শক্তি নিয়ম্য। শ্রুতি বলেন আত্মার ইচ্ছাদ্বারা নিয়মিত হইয়া তাঁহারই সত্তাগ্রহণে মায়ার এই ভৌতিক প্রকাশ।

মায়ার এই জগদুৎপাদিকা শক্তি ব্যতীত বেদান্ত ইহার আর একটী শক্তি স্বীকার করেন। সেটী ইহার অজ্ঞানোৎপাদিকা আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি। যে চৈতন্য ইহার

মায়ার অজ্ঞানোৎপাদিকা শক্তি।

আশ্রিত হয়, ইহা সেই চৈতন্যকে আবৃত (অভিভূত) ও বিক্ষিপ্ত (ভ্রান্ত) করে। ইহার এই আবরণবিক্ষেপশক্তি গুণেই প্রকৃত আত্মা আমাদিগের অজ্ঞাত এবং প্রকাশ ধর্ম্মস্বরূপ জড়ে আমাদিগের আত্মজ্ঞান। প্রকৃতপক্ষে স্থূলসূক্ষ্মভেদে যেরূপ জড়-প্রকাশে আমাদিগের আত্মজ্ঞান, যেরূপ জড়ে আমাদিগের আসক্তি, জগতের তদনুরূপ প্রকাশে আমাদিগের জগৎজ্ঞান। জগৎ প্রকৃতপক্ষে চিন্ময় এবং ইহার সমস্ত প্রকাশ চিৎপ্রকাশ হইলেও, মায়ার এই শক্তিগুণেই মায়াশ্রিত আত্মার নিকট ইহার এইরূপ জড়-বস্তুত্ব প্রতীতি। জগৎ মিথ্যা নহে, ইহার বিচিত্রতাও মিথ্যা নহে, নামরূপও মিথ্যা নহে। তিনি যখন স্বয়ং নামরূপ গ্রহণে সপ্রকাশ * তখন সে নামরূপ মিথ্যা হইবে কিরূপে? তবে আত্মাই যখন একমাত্র সৎ এবং মায়া যখন শক্তি ভিন্ন স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে, তখন জগতের এই যে জড় কাঠিন্য, জড় বস্তুব

* "অনেন জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি।"—ছান্দো ৬।৩।২।

প্রকাশ, তাহাই মাত্র আরোপিত, শক্তিতে বস্তুর আরোপজাত। এই আরোপ জীবের অজ্ঞানাশ্রয়জন্য ভ্রান্তিমূলক। ইহা মায়ার জ্ঞান-বিপর্য্যয়কারী শক্তির গুণ *। আমাদিগের যত কিছু অজ্ঞানতা, যত কিছু ভ্রান্তি তৎসমস্তই, এই শক্তিগুণে। ইহাই মায়ার মোহিনীশক্তি। জীব স্বয়ং সপ্রকাশ ও পূর্ণ হইয়াও, এই শক্তি বলেই মোয়াময়ী জড়প্রকাশদ্বারা মুগ্ধ। শক্তি-প্রকাশেই জীবের দ্রব্য-জ্ঞান, তাহাতেই তাহার আত্মজ্ঞান, তাহারই সে ভোক্তা। বেদান্ত আত্মাকে স্বরূপতঃ নিত্য পূর্ণ জ্যোতিঃস্বরূপ স্বীকার করিলেও, সে জ্যোতির ছায়া অস্বীকার করেন না। কঠশ্রুতি মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা ছায়াতপের ন্যায় ভিন্ন (ক)। ছায়া যেরূপ আতপের অংশ, আতপের ন্যায় প্রকাশ ধর্ম্মে পূর্ণ ও তামসিক অংশ বিবর্জ্জিত হইলে, আতপ ভিন্ন কিছুই নহে, তমোরূপী জড় উপাধির আশ্রয়গুণেই ইহার ছায়াত্ব, এ ছায়াত্মাও তদ্রূপ পরমাত্মার অংশ, আত্মাংশে পরিস্ফুট হইলে ইহা আত্মা। প্রকাশ ধর্ম্মে আসক্তি জন্যই ছায়াত্মার জীবত্ব (খ)। আত্মা স্বভাবতঃ নিঃসঙ্গ। কাজেই তাঁহার এই ছায়ারূপ জীবভাব ও জড়াসঙ্গ অস্বাভাবিক। যাহা অস্বাভাবিক তাহা অনিত্য বলিয়া, এ ভাবও অনিত্য। এবং আত্মা বিকার ধর্ম্মের অতীত অবিকার্য্য বলিয়া, এই আসঙ্গদ্বারা ছায়া-আত্মা প্রকাশ-ধর্ম্মে অনুরক্ত হইলেও, কদাচ ইহার

* এই শক্তিজাত জড়ভ্রান্তির তারতম্য জন্যই জগৎ প্রকাশের জড়ত্বের তারতম্য। ইহাই একই জগতের ভূর্ভুবঃ স্বরাদি লোক-ভেদের কারণ। যে জীবের জ্ঞান যত ভ্রান্ত, তাহার নিকট এ জগৎও তদনুরূপ স্থূল।

(ক) "ছায়াতপৌ ব্রহ্ম-বিদো বদন্তি"।—কঠ ১।৩।১।

(খ) জড়াতপ ও আত্মাতপের মধ্যে এই মাত্র প্রভেদ যে জড়াতপ স্বয়ং তমঃ সহিত স্ব স্বভাবের বলিয়া, ইহা যখন তমঃ উপরি পতিত হয়, তখন স্বীয় স্বভাবগুণেই ছায়াত্ব প্রাপ্ত হয়। তাহার সে ছায়াত্ব অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বরূপ আত্মাতপ মায়ার স্বস্বভাবের নহে বলিয়া, তাহার এই ছায়াত্ব স্বভাবজ বা অবশ্যম্ভাবী নহে। তাহার স্বীয় জ্ঞানেচ্ছার বিপর্য্যয় না হইলে, সে যতই তমসাবৃত হউক না কেন, কদাচ ছায়াস্বরূপতা লাভ করে না। পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় সতত স্ব স্বরূপেই বিদ্যমান থাকে। ভ্রান্ত ছায়াত্মার স্থূলসূক্ষ্মভেদে যখন যেরূপ প্রকাশে আত্মজ্ঞান, স্বার্থবোধ, সে স্থূলসূক্ষ্মভেদে তদনুরূপ জীবত্ব লাভ করে। বেদান্তমতে দেব মনুষ্যাদি জীবত্বভেদের এই কারণ।

সহিত অভিন্ন একত্ব লাভ করে না। সততই ইহা বুদ্ধিরূপে তাঁহাহইতে ভিন্ন। উপলব্ধিদ্বারা তাঁহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত। কাজেই অজ্ঞানতাজন্য তাঁহার আপন উপলব্ধির দোষে, যেরূপ তিনি ইহার আশ্রিত, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে, তিনি আবার সেই উপলব্ধির গুণে, ইহার আশ্রয়ের অতীত। আবার যখন তিনি ইহার আশ্রিত, ইহার ভোক্তা, তখনও প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি স্বীয় জ্ঞানানন্দেচ্ছারই মাত্র অপেক্ষী, তাঁহারই মাত্র ভোক্তা। কেবল অজ্ঞান সংস্কারদোষে তিনি জড়দুঃখে তাঁহার সেই জ্ঞানানন্দেচ্ছার আরোপ করেন বলিয়াই, তাঁহার জ্ঞানানন্দেচ্ছার জড়ত্ব এবং জড়ে তাঁহার ভোগ্যত্ব। তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে, যখন তিনি সংস্কারের সেই কুহক উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়েন, তখন সেই মিথ্যা আরোপেরও লোপ হয়। কাজেই তখন তিনি তাঁহার জ্ঞানানন্দেচ্ছাকে জড়াতীত দেখেন, তখন আর জড়ে তাঁহার ভোগ্যত্বও থাকে না। তখন তিনি সম্যক্‌জ্ঞ, পূর্ণরূপে অনাত্মে আত্মজ্ঞান বিরহিত। তখনই তিনি মায়ার এই মোহিনীশক্তির হস্ত হইতে আত্যন্তিক মুক্ত। মায়ার এই শক্তিবলে তদাশ্রিত আত্মায় অজ্ঞানোৎপন্ন হয় এবং তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে ইহা অন্তর্হিত হয় বলিয়া ইহার নাম 'অবিদ্যা'।—শারীরক ১।৪।৩।

মায়ার এই অজ্ঞানোৎপাদন শক্তি ও তাহার পূর্ব্বোল্লিখিত জগদুৎপাদিকা শক্তি, এ উভয় শক্তির সহিত পরস্পর সম্বন্ধ থাকিলেও এ উভয়কে এক শক্তি বলিয়া স্বীকার করিলে, সৃষ্টিতত্ত্ব দুর্ব্বিজ্ঞেয় এবং শ্রুতি দুর্ব্বোধ্য হয়। জৈবকর্ম্ম ও ঐশসৃষ্টি, এ উভয়ের প্রকৃতত্ব স্বীকার করা কঠিন হয়। মায়ার এই অবিদ্যারূপিনী শক্তিদ্বারা অভিভূত না হইয়াও যে, ইহার জগদুৎপাদিকা শক্তির মাত্র সাহায্য লইয়া, মায়ী মহেশ্বর জগৎসৃষ্টি করেন—এ কথা শ্রুতিসিদ্ধ। ঐ উভয় শক্তি এক হইলে, তদ্রূপ করা কিরূপে সম্ভবে? শ্রুতি স্পষ্টতঃই বলেন যে কেবল জীবই মায়াদ্বারা মুগ্ধ (ক)। শারীরক ভাষ্যকারও বলেন যে, যুক্তিবলে ইহাই উপপন্ন যে, মায়াবী (ঐন্দ্রজালিক)

অজ্ঞানোৎপাদিকা শক্তি, জগদোপাদিকা শক্তি হইতে ভিন্ন।

(ক) ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি।
যস্মান্ মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ॥
মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরং।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ।—শ্বেতাশ্বতর ৪।৯,১০।

কোন কালেও স্বপ্রসারিত মায়ায় মুগ্ধ হয় না। মায়া-কৌশল-অনভিজ্ঞ দর্শকগণ মাত্রই তদ্বারা মুগ্ধ হয়।—শারীরক ২।১।৯। পঞ্চদশী (৬।১৩২) বলেন মায়ায় স্বাতন্ত্র্য ও অস্বাতন্ত্র্য এ উভয় ধর্ম্মই বিদ্যমান্। পরমেশ্বরের নিকট ইহা অস্বতন্ত্র, জীবের নিকট স্বতন্ত্র। ভ্রান্তি-উৎপাদিকা-শক্তি বলেই ইহার স্বাতন্ত্র্য। এই শক্তিই প্রকৃত অবিদ্যা। ইহা অনিত্য। ইহা মায়ারূপিণী প্রকৃতির বিকার। মায়ার প্রকাশধর্ম্মে আসক্ত আত্মার ছায়াভাবের নিকটই ইহার সেই স্বাতন্ত্র্য, সেই বিকৃত অবিদ্যাত্ব। আত্মা যখন সে আসক্তির অতীত, তখন তাহার ছায়াত্বও অপগত। মায়াও তখন তাঁহার সম্বন্ধে পূর্ণ পরতন্ত্র, তাঁহার সম্পূর্ণ অধীন (শারীরক ১।৪।৩)। প্রকৃতপক্ষে এ অবিদ্যা প্রকাশধর্ম্মে আত্মধর্ম্ম-জ্ঞানজাত সঙ্গদোষ মাত্র। ইহা গুণ। পরমেশ্বর নিঃসঙ্গ, গুণাতীত।

ঐ উভয় শক্তিকে এক করণের দোষ।

এই উভয় শক্তিকে এক করিলেই জগৎ ও আত্মা এ উভয়ের অস্তিত্ব সামঞ্জস্য করা কঠিন হয় এবং জগতের প্রকৃতত্বে সন্দেহ উপস্থিত হয়। কিন্তু শ্রুতিমতে জগৎ যখন পরমেশ্বরের সৃষ্টি তখন ইহাকে মিথ্যা বলিলে তাঁহার সত্য সঙ্কল্পত্বের * হানি হয়, শক্তিকেও মিথ্যা বলিতে হয়। কোন অদ্বৈতবাদীই শক্তিকে এককালে মিথ্যা অনস্তি বলিতে প্রস্তুত নহেন। শারীরক (১।৪।৩) বলেন, মায়া সৎ ও অসৎ এ উভয় হইতে ভিন্ন এক অনির্ব্বচনীয় শক্তি। প্রকৃতপক্ষে জড়শক্তিকে মিথ্যা বলিলে যে শুদ্ধ বহির্জ্জগৎ মিথ্যা হয়, তাহা নহে, জড় শক্তিজাত জীবের কম্ম, [illegible] অন্তঃকরণাদি মিথ্যা হয়। জীবের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অসম্ভব হয়। যে জ্ঞানবলে আমি অন্য কিছু বিশ্বাস না করিলেও আমার আপন অস্তিত্ব বিশ্বাস করি, চিত্তশক্তিজাত আমার সে জ্ঞানও আর থাকে না। অথচ প্রকাশধর্ম্মাসক্ত বলিয়া নির্ব্বিশেষ চিৎও আমার উপলব্ধির অতীত। কাজেই যে জড় সংস্কারাত্মক জ্ঞান, আনন্দ ও ইচ্ছার বলে আমার আমিত্ব, তাহাই যদি অলীক হইল, তবে আমিই আর কোথায় থাকিলাম? আমার আত্মাই বা আমার নিকট কোথায় থাকিল? আমার উদ্ধারের জন্য তত্ত্বশাস্ত্র বা ধর্ম্মাদিরই বা প্রয়োজন কি থাকিল? মিথ্যার আবার কার্য্য-কারণত্ব, নিয়মানিয়মত্ব কোথায়? যাহা পরমার্থতঃ মিথ্যা, তাহা আবার লোকতঃ সত্য কিরূপে হইবে?

* "য আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকোঽবিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ"।—ছান্দোগ্য ৮।৭।১।

অসতের সত্তা কোথায়? প্রকাশে প্রকাশক ভ্রম, এক কারণজ-প্রকাশে অন্য কারণ ভ্রম, শক্তির তারতম্যে জ্ঞানাদির তারতম্য, এ সকলই সহজ বোধ্য। তবে ভ্রান্তির যখন অস্তিত্ব আছে, তখন তাহাকে মিথ্যা কিরূপে বলিবে? মিথ্যার অস্তিত্ব কোথায়? ভ্রান্তি আত্মাকে আশ্রিত করিতে পারে বলিয়াই ত ভ্রান্তির অস্তিত্ব, নচেৎ ভ্রান্তি যদি আত্মাশ্রিত না হইত, তবে কে তাহা উপলব্ধি করিত? ভ্রান্তিই বা কোথায় থাকিত? অজ্ঞানীর যখন ভ্রান্তি আছে, তখন জ্ঞানীর ভ্রান্তি নাই বলিয়াই কি ভ্রান্তির অস্তিত্ব অস্বীকার্য্য হইবে? না, জ্ঞানী স্বয়ং ভ্রান্তির অতীত বলিয়াই অজ্ঞানীর ভ্রান্তি তিনি জানিতে অক্ষম হইবেন? প্রকৃত জ্ঞানের ন্যায় ভ্রান্ত-জ্ঞানও কারণজ। দর্শনের সামর্থ্য থাকিলে ভ্রান্তির কারণ সততই বিজ্ঞেয়। প্রকৃত প্রকাশের ন্যায় এ বিকৃত প্রকাশও প্রকাশ-ধর্ম্মের নিয়মাধীন। আবার, যে ভ্রান্তি ব্যক্তিবিশেষের সাময়িক, সে ভ্রান্তির কারণ না মানিলেও, যে ভ্রান্তি একাবস্থাপন্ন সর্ব্বজনের সাধারণ, তাহার কারণ অস্বীকার্য্য নহে। কাজেই সে ভ্রান্তি কোন প্রকারেই মিথ্যা-পদ-বাচ্য নহে। তাহা প্রকৃত পক্ষেই শক্তিজাত কার্য্য। সে কার্য্য ও কারণ উভয়ই প্রকৃত। যে কারণে কার্যের উৎপত্তি, তদ্বিরুদ্ধ কারণ বলে যে পর্য্যন্ত না সেই কারণ প্রতিকৃত হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত সে কার্য্য অবশ্যম্ভাবী, শুদ্ধ নাই বলিলেই যাইবে না। তোমার ভ্রান্তি তুমি পরে বুঝিলেও সেই ভ্রান্তিজাত তোমার পূর্ব্ব কর্ম্মফল তোমাকে ত্যাগ করিবে না। তুমি মিথ্যা জানিলেও তোমার পূর্ব্ব কর্ম্মফলস্বরূপ চিত্তাসক্তি তোমার জ্ঞানের বিরুদ্ধ কর্ম্মে তোমাকে নিয়োজিত করিবে। তুমি ভ্রান্ত হইয়া তোমার ইষ্টানিষ্ট সাধক যে বহিষ্কর্ম্ম কর, ভ্রান্তি অপগত হইলেও, সে ইষ্টানিষ্ট যেরূপ তুমি ভোগ কর, ইহাও তদ্রূপ ভোগ করিতে হইবে। জ্ঞান বলে ইহার প্রতিকার অবশ্য স্বীকার্য্য,তবে সে প্রতিকারও জ্ঞানের শক্তিবলে হয়। ভ্রান্তি যখন জ্ঞানেরই প্রকাশ-শক্তি-খর্ব্বকারক জড়শক্তি, তখন জ্ঞান বলে কেন না তাহা নিরাকৃত হইবে? এইরূপে নিরাকৃত হইল বলিয়াই কি তাহার কার্য্যকারিতা অস্বীকার্য্য হইল? প্রবল শক্তিদ্বারা দুর্ব্বল শক্তির পরাভব, শক্তির সাধারণ নিয়ম। সে নিয়মের অধীন বলিয়াই যে, শক্তি মিথ্যা বা তাহার কার্য্য প্রকাশ অলীক, তাহা নহে। কাজেই এ ভ্রান্তি উৎপাদিকাশক্তি যখন সত্য, তখন জ্ঞানী ব্যক্তি যেরূপ ভ্রান্তির আশ্রিত না হইয়াও,অন্যের ভ্রান্তি দেখিতে পান, পরমেশ্বরও তদ্রূপ স্বয়ং সম্পূর্ণ ভ্রান্তি-লেশ-বিবর্জ্জিত হইয়াও, জৈব ভ্রান্তি দেখিতে পান।

ভ্রান্তি মিথ্যা নহে।

বেদান্ত বলেন আমরা এই যে স্থূল জগৎ দেখি, ইহা আকাশ, বায়ু, তেজঃ, অপ্‌ ও ক্ষিতি নামক পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত জাত। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এই পাঁচটী উহার কারণ। ইহাদিগকে তন্মাত্র বা অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্মভূত বলে। ইহাই ঈশ্বরের প্রথম সৃষ্টি। তন্মধ্যে শব্দই আকাশ আকাশই সৃষ্টির আদি। আকাশ না হইলে অন্য-সৃষ্টি কোথায় স্থান পাইবে? অন্য চারিটীর ক্রমান্বয়ে পর পর সৃষ্টি হইয়াছে। এই পাঁচটী তন্মাত্র পঞ্চীকৃত হইয়া পঞ্চমহাভূত আকারে পরিণত। শব্দপ্রধান ভূতসূক্ষ্মপঞ্চক হইতে আকাশ, স্পর্শপ্রধান ভূতসূক্ষ্মপঞ্চক হইতে বায়ু, রূপপ্রধান হইতে তেজঃ, রস-প্রধান হইতে জল এবং গন্ধপ্রধান পঞ্চ তন্মাত্র হইতে ক্ষিতির উৎপত্তি। মহেশ্বর এই সকলের স্রষ্টা। তাঁহার অনির্ব্বচনীয় মায়া-শক্তি বলেই তাঁহার এ সৃষ্টি। তিনিই মায়ী, এ জগৎ তাঁহারই ইচ্ছানুরূপ মায়া-শক্তির প্রকাশ মাত্র। তিনিই আলোচনা করিয়া তাঁহারই সঙ্কল্পে এই এক মায়ারূপী জগদ্বীজকে শতধা করিয়া ইহাকে এই বিশ্বরূপে পরিণত করিয়াছেন *। মায়া কোন দ্রব্য-পদার্থ নহে। কাজেই যাহা তজ্জাত তাহাও দ্রব্য নহে। অতএব কোন দ্রব্য না হইলে এ বিচিত্র দৃশ্য জগতের দ্রব্যত্ব লাভ, দ্রব্যবৎ উপলব্ধি কিরূপে সম্ভবে? প্রকাশের রূপ ভ্রান্ত হইতে পারে, রজ্জুতে সর্প-প্রকাশের ন্যায় নানাভ্রান্ত প্রকাশরূপও আমাদিগের জ্ঞান গোচর হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকাশ্যের আশ্রয় ব্যতীত কোন ভ্রান্ত প্রকাশ কদাচ দৃষ্ট হয় না। রজ্জু বা তদ্রূপ অন্য কোন সত্য প্রকাশ্য না থাকিয়া, সর্ব্ব-প্রকাশ্য বিরহিত শুদ্ধ অবস্তুক শূন্যে কি কদাচ ভ্রান্ত সর্প দেখিয়াছ? প্রকাশ অবশ্য শক্তি বা গুণ ধর্ম্ম। কিন্তু বস্তুর আশ্রয় ব্যতীত শক্তি বা গুণ কি রূপে থাকিবে? তুমিই বা তাহাকে কিরূপে দেখিবে? গুণ সততই বস্তুর আশ্রিত, বস্তু গুণান্বিত হয় বলিয়াই, তুমি গুণ দেখ। বস্তু হইতে গুণকে সম্পূর্ণ-রূপে বিশ্লিষ্ট কর, তবে দেখিবে গুণ তোমার অদৃশ্য। কাজেই গুণের আশ্রয় দাতা বস্তুর অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য। যদি বল এ প্রকাশই মিথ্যা। তাহা হইলেও দেখিবে যে, সত্যের আশ্রয় ব্যতীত মিথ্যার অস্তিত্ব অসম্ভব। যাহা মিথ্যা, তাহা কিছুই নহে। যাহা কিছুই নহে তাহা নাস্তি। নাস্তির আবার অস্তিত্ব কোথায়? কাজেই যাহার অস্তিত্ব আছে তাহা অবশ্যই সত্য। তবে তাহাতে কিছু মিথ্যা থাকিলে, সে মিথ্যা নামের ভ্রান্তিমাত্র। কাজেই এ জগৎ-প্রকাশের অবশ্যই প্রকাশ্য আছে। ইহার আশ্রয়ে

জগৎ সৃষ্টি। ইহার উপাদান।

---

* "একো বশী নিষ্ক্রিয়াণাং বহুনামেকং বীজং বহুধা যঃ করোতি"।—শ্বেত ৬।১২।

অবশ্যই প্রকৃত দ্রব্য আছে বলিয়াই ইহার দ্রব্যত্ব লাভ। বেদান্তমতে সে দ্রব্য বিশ্বব্যাপী নির্ব্বিশেষ আত্মসৎ। পরমেশ্বর স্বীয় সত্তাদ্বারাই এই বিচিত্র বিশ্বের সত্তা প্রদান করিয়াছেন বলিয়াই ইহার সত্তা। কাজেই পারমার্থিকার্থে তিনি স্বয়ংই এই জগদাকারে তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন *। তিনি যখন সত্যসঙ্কল্প তখন তাঁহার এই সৃষ্টির বিচিত্র প্রকাশ আগন্তুক হইলেও, মিথ্যা নহে। তিনি যাহা করেন সকলই সত্য। যিনি মিথ্যা-লেশ বিবর্জ্জিত তাঁহাহইতে মিথ্যার উৎপত্তি অসম্ভব। তাঁহার ইচ্ছা ও তাঁহার নিয়ম অলঙ্ঘনীয়। অন্যের কথা দূরে থাকুক, তিনি স্বয়ংও সে নিয়ম লঙ্ঘন করেন না। আবার তাঁহার যে এই মায়া, ইহা প্রকাশের উৎপাদিকা হইলেও মিথ্যা নহে। ইহার যে প্রকাশ সে প্রকাশও প্রকৃত কারণজ প্রকাশ। যে কারণ কূটের সংশ্লেষ বিশ্লেষ জন্য যে কার্য্য, যে কালপর্য্যন্ত সে কারণ কূটের সংশ্লেষ বিশ্লেষের পরিবর্ত্তন না হয়, সে কাল পর্য্যন্ত, সে কার্য্য অবিনাশী।

জগৎ প্রকৃততঃই সত্য, তবে ইহার অস্তিত্ব আত্মার ন্যায় সর্ব্বব্যাপী বা সর্ব্বাবস্থার তুল্য স্বভাবের নহে। ইহা আত্মার একাংশব্যাপী ও সততই পরিবর্ত্তনশীল। ইহার জড়ধর্ম্মকে আত্মা তাঁহার আপন ধর্ম্ম বলিয়া অধ্যাসগুণে গ্রহণ করেন বলিয়াই, আত্মার জীবত্ব ও তাঁহার জন্ম মরণাদি জড়বিকার। সে অধ্যাসের অতীত হইলে তিনি জগতের সাক্ষী †। জগৎ না থাকিলে তিনি কাহার সাক্ষী হইবেন? শক্তি অবস্তু হইলেও মিথ্যা নহে। ইহার জড়তাচাঞ্চল্যসচ্ছতাত্মক নামরূপ-ধারণ-সামর্থ্য ইহার প্রকাশ-ধর্ম্ম। সে ধর্ম্ম অস্বীকার করিলে সমস্ত প্রকাশই অসিদ্ধ হয়। ছান্দোগ্য শ্রুতি এক আত্ম-বিজ্ঞানে সর্ব্ব-বিজ্ঞান বুঝাইবার জন্য যে, মৃত্তিকার তুলনায় সর্ব্বমৃণ্ময় পদার্থকে বাক্য-সৃষ্ট নামিক বিকার মাত্র বলিয়াছেন,‡, ঘটসরাবাদিতে নূতন জ্ঞেয়ত্বের অভাবই উহার প্রতিপাদ্য। মৃত্তিকার সহিত মৃণ্ময় ঘটসরাবাদির সম্বন্ধের ন্যায় আত্মার সহিত জগতের সম্বন্ধ সর্ব্ব বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের স্বীকার্য্য। এই শ্রুতিতেই (৬।৪।১) আবার এক অদ্বিতীয় সৎ হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি শ্রবণ। পরে আবার আদি সৃষ্ট রোহিত শুক্ল কৃষ্ণ এই তিন মৌলিক রূপকে সত্য বলিয়া তজ্জাত সমস্ত বিকারকে

---

* "সর্ব্বানি রূপানি বিচিন্ত্য ধীরো নামানি কৃত্যাভিবদন্ যদাস্তে"।

† "সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ"। শ্বেতাশ্বতর ৬।১১।

‡ "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং, মৃত্তিকেত্যেব সত্যং"।—ছান্দোগ্য ৬।১।১।

বাচারম্ভণ আদি শব্দ ব্যবহারে মিথ্যা বলিয়াছেন। এতদ্দৃষ্টে অনুমান যে মৌলিক পদার্থ বিজ্ঞানের প্রাধান্য স্থাপনই এইরূপ বলিবার উদ্দেশ্য। জগতের মিথ্যাত্ব সাধন উদ্দেশ্য হইলে, এ রূপত্রয়কে সত্য বা জগৎকে অদ্বিতীয় সৎস্বরূপের প্রকাশ বলিতেন না।

মুণ্ডক (১।১।৭) বলেন উর্ণনাভির যেরূপ তন্তু সৃজন ও গ্রহণ, পৃথিবী হইতে যেরূপ ওষধি, পুরুষে যেরূপ স্বতঃই কেশ লোমের উদ্গম, অক্ষর (পরমাত্মা) হইতে তদ্রূপ এই বিশ্বের উৎপত্তি। অতএব এই বিশ্বের অস্তিত্ব বা ইহার বস্তুত্ব লোপকারী বলিয়া বৈদান্তিক মায়াবাদের যে খ্যাতি, সে খ্যাতি সর্ব্ববাদীসম্মত নহে।

তবে বৈদান্তিক কেবল তাঁহার ঈশ্বরকে এই জগৎ ধর্ম্মের অতীত নিত্য বুদ্ধ শুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ করিয়াছেন। এবং এই শক্তি প্রকাশরূপ জগৎকেই দ্রব্যবৎ গ্রহণে ইহা-তেই আত্মজ্ঞান, ইহারই যে ভোগাসক্তি, তাহাকেই মাত্র ভ্রান্তি বলিয়াছেন। সেই ভ্রান্তি-জন্যই জীবের জীবত্ব, সেই ভ্রান্তির অতীত বলিয়াই মহেশ্বরের মহেশ্বরত্ব। (ক)

মায়ার পূর্ণ সবিস্তর স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রুতির অভাব এবং একমায়ী মহেশ্বর ব্যতীত অন্যে ইহার অব্যক্ত প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতেও অক্ষম। কাজেই মায়া সম্বন্ধে আর্য্য বৈজ্ঞানিকগণকে অনেকাংশে তর্ক ও যুক্তির উপরই নির্ভর করিতে হইয়াছে এই কারণে এ বিষয়ে তাঁহাদিগের মতভেদ। শারীরক (১।৪।৩) বলেন এই অব্যক্তা মায়া, তত্ত্ব কি অন্যত্ব (সৎ কি অসৎ, সত্য কি মিথ্যা) তাহা নিরূপণের অযোগ্য। ইহা অনির্ব্বচনীয় এবং সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের একরূপ আত্মভূত। নামরূপ মায়ার প্রকাশ। অপ্রকাশাবস্থায় ইহা নামরূপোৎপাদিকা শক্তি (খ) মাত্র। তখন ইহার অস্তিত্বের উপলব্ধি পর্য্যন্ত লুপ্ত। এই পূর্ণ সাম্য প্রকৃতি-ভাবেই ইহা পরমাত্মার আশ্রিত। কাজেই ইহার জন্য তাঁহার অদ্বৈতত্বের হানি হয় না।

(ক) "অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ। দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥ সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ" ।—শ্বেত ৪।৫-৭।

(খ) আকাশো বৈ নাম নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম।

শারীরক ২।১।১৪।

পঞ্চম অধ্যায়।

শরীরেন্দ্রিয়ান্তঃকরণ। উহাদিগের সহিত জীবের সম্বন্ধ।

জীবন, মৃত্যু, মুক্তি।

বিষয়-কম্পনের স্বীয় বিশিষ্ট আকার ও প্রকাশভাবসহ বহিঃপ্রসারণাসক্তি আছে বলিয়া, ইহা কেবল স্বজাতীয় উপাদানে নির্ম্মিত পদার্থ উত্তেজিত করিয়া সপ্রকাশ হইতে সক্ষম। শব্দ-কম্পন কর্ণভিন্ন নাসিকাদ্বারা বা গন্ধ-কম্পন নাসিকাভিন্ন কর্ণদ্বারা প্রবাহিত হইবার অযোগ্য। এই কারণেই কর্ণ শব্দোপাদান, ত্বক্ স্পর্শ, চক্ষু রূপ, জিহ্বা রস, ও নাসিকা গন্ধ উপাদান-দ্বারা গঠিত। (৫১) বহির্ব্বিষয়-শক্তি কম্পনাকারে বহিঃপদার্থে উত্থিত হইয়া গগণস্থ, তৎসংলগ্ন স্বজাতীয় উপাদান উত্তেজিত ও কম্পিত করে। সেই গগনকম্পন তজ্জাতীয় জ্ঞানেন্দ্রিয়কে কম্পিত করে। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সেই কম্পন মনের তজ্জাতীয় উপাদানকে কম্পিত করে। মনের এই কম্পনের নাম—'মনোবৃত্তি'। চৈতন্য (জ্ঞান) স্পৃষ্ট হইয়া, ইহাই 'কল্পনা'। এই কল্পনাবলেই আমাদিগের যাব-

[১৯] বিষয়, ইন্দ্রিয় অন্তঃকরণ ও বিষয় জ্ঞান।

---

(৫১) বেদান্তসার ৫১ সূ। স্বজাতীয় পদার্থই যে এক অন্যের আকর্ষক বিজাতীয় পদার্থ নহে—এই কম্পন বলে পদার্থদ্বয়ের আকর্ষণই তাহার কারণ। এক পদার্থের যেরূপ কম্পন স্বভাব সে পদার্থ তদাকারে কম্পনোত্তেজক অন্য পদার্থদ্বারাই কম্পিত হইবার যোগ্য বলিয়া তদ্বলে আকৃষ্ট হয়। বেদান্ত বলেন স্পন্দন (কম্পন) সর্ব্বত্রই রজোগুণের কার্য্য। কাজেই স্পন্দন জন্য ইন্দ্রিয়গণ রজঃপ্রধান প্রাণের আশ্রিত। তবে ঐরূপে স্পন্দিত হইয়া ইন্দ্রিয়গণ যে ইহাদিগকে জৈবজ্ঞানের গোচর করে, তাহা ইন্দ্রিয়গণের স্বীয় সত্ত্বগুণের প্রকাশ ধর্ম্মে। তজ্জন্য তাহারা প্রাণের অপেক্ষী নহে। রাজসিক প্রাণের সাত্ত্বিক প্রকাশধর্ম্ম নাই (শারীরক ২।৪।১৯)।

তীয় বহির্ব্বিষয়-জ্ঞান। অতএব এ জ্ঞান উৎপাদনজন্য বহির্ব্বিষয়ের কোন অংশ মনে গমন করে না। বিষয়ের কোন রূপ ক্ষয় বৃদ্ধিও হয় না। বিষয়োপাদান বিষয়েই থাকে। তদুত্থিত কম্পনমাত্রই তৎসংলগ্ন অন্য পদার্থের স্বজাতীয় উপাদান কম্পিত করে। এইরূপে এক পদার্থের কম্পন বলে অন্য পদার্থ কম্পিত হইয়া, পরিশেষে মন কম্পিত হয়। জৈব-জ্ঞানের সহিত মিলিত হইয়া, এই মানসিক কম্পনই বিষয়-জ্ঞান। মনের কম্পন ও বহির্ব্বিষয়ের কম্পন, এ উভয় একই বিশিষ্ট-প্রকাশ-ভাবাপন্ন কম্পন। এই বিশিষ্ট-প্রকাশ-ভাবাপন্ন কম্পনই মৌলিক (কারণ) বিষয়। ইহাই সৎপ্রতিবিম্বিত শক্তি-বিকার। ইহার সমষ্টিই কারণ জগৎ। স্বজাতীয় পরমাণু সংগ্রহ-বলে পরিপুষ্ট হইয়া, ইহাই স্থূল জগৎ। কাজেই জড় বহির্জ্জগৎ ও তাহার সূক্ষ্ম মানসিক কম্পন, স্বরূপতঃ এ উভয়ই এক। এই কারণে মানসিক কম্পন বলে আমাদিগের বহির্ব্বিষয় জ্ঞান প্রকৃত। যাহা মনোজগৎ, স্থূলত্ব গ্রহণে তাহাই বহির্জ্জগৎ।

বিভিন্ন বহির্ব্বিষয় গ্রহণের জন্য জ্ঞানেন্দ্রিয় যে রূপ পৃথক্, মন তদ্রূপ নহে। এক মনই সর্ব্ববিধ বিষয়-বৃত্তি গ্রহণ করিতে সক্ষম। ইহা শব্দ স্পর্শাদি পঞ্চতন্মাত্রের দ্বারা গঠিত। যদি বল মন যদি এক হইয়াও সব্দ বিষয়-কম্পন প্রকাশ করিতে পারে, তবে জ্ঞানেন্দ্রিয় পারে না কেন? তাহার উত্তর——পদার্থ যত সূক্ষ্ম স্বচ্ছ ও কারণাত্মক হয়, তাহার উপাদানগত তন্মাত্র তত অমিশ্র ও পরস্পর বিশ্লিষ্ট থাকে বলিয়া প্রত্যেক তন্মাত্র স্বীয় উত্তেজক স্ফুরণ বলে পৃথক্‌রূপে স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে সক্ষম হয়। এই কারণে সূক্ষ্ম স্বচ্ছ মন এক হইয়াও পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সর্ব্ববিষয়ক স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু স্থূল কার্য্য-ধর্ম্মাত্মক বহিরিন্দ্রিয় তদ্রূপ হয় না। বহিরিন্দ্রিয় পঞ্চীকৃত তন্মাত্রে গঠিত এবং তাহার পাঞ্চভৌতিক উপাদান পরস্পর

একই অন্তঃকরণ পৃথক ভাবে সর্ব্ববিষয়কম্পনের উৎপাদক। ইহার কারণ।

মিশ্রিত ও সংশ্লিষ্ট। কাজেই তাহার যেটীতে যে তন্মাত্রের আধিক্য, সেটী কেবল সেই তন্মাত্র-প্রধান বিষয়ের মিশ্রিত স্থূল স্ফুরণ (কম্পন) গ্রহণে সক্ষম। এই কারণে কারণ-শক্তি-প্রকাশ যে রূপ দূরব্যাপী হয় (covers an extended field of action) কার্য্য-শক্তি-প্রকাশ তদ্রূপ হয় না।

সূক্ষ্ম মৃদু কম্পন গ্রহণজন্য মনের স্থিরতার প্রয়োজন। চঞ্চল জড়-স্বভাব মানব তাহার মনকে তদ্রূপ স্থির রাখিয়া সূক্ষ্মকম্পন গ্রহণে অক্ষম। চঞ্চল মানব কেবল স্থূল মন্থর জাগতিক কম্পনমাত্র গ্রহণ করিতে পারে।

ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন।

কিন্তু বহিঃস্থূল কম্পন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে ক্রমে সূক্ষ্মীকৃত না হইয়া স্বতঃ অন্তঃকরণোপাদান কম্পিত করিয়া স্বস্বভাবে স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে অক্ষম বিধায় আমরা বহি-রিন্দ্রিয়-কম্পন-বলে নিয়মিত (regulated) অন্তঃকরণ-বৃত্তি-মাত্রের জ্ঞান-লাভ করিতে পারি। এই কারণে,আমাদিগের বহিরিন্দ্রিয়ের প্রয়োজন। তবে বহিরিন্দ্রিয়ের সহিতও অন্তঃকরণের, সম্বন্ধ আছে বলিয়া, অন্তঃ-করণ স্পন্দন পরিস্ফুট হইবার পূর্ব্বেও, বহিরিন্দ্রিয়কম্পন বলে শিশুর জ্ঞানের ন্যায় 'আলোচন' নামক এক অতি অস্ফুট জ্ঞান জন্মে। কিন্তু শুদ্ধ তদ্বলে বস্তু-নির্ণয় অসম্ভব। মনোবৃত্তির সাহায্যে বিচার বলে আমরা বস্তু নির্ণয় করি এবং বুদ্ধি-বৃত্তির সাহায্যে সে বস্তুর পূর্ণ, নিশ্চয় উপলব্ধি লাভ করি। এই কারণে উহাদিগের উত্তরোত্তরের সত্ত্ব-প্রাধান্য এবং তমঃ প্রধান বহির্জ্জগতের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ জন্য বহিরিন্দ্রিয়ের সত্ত্বাংশ সর্ব্বা-পেক্ষা অধিক তমঃ প্রধান বা মলিন।

বিষয়-কম্পন যে স্থূলত্ব ও বলভেদে বহুবিধ তাহা আমাদিগের অবি-দিত নহে। আর্য্য-বিজ্ঞান ইহার অনেক ভেদ স্বীকার করেন (৫২)। তমঃ

(৫২) এমতে শব্দ বলভেদে পরা, মধ্যমা, পশ্যন্তী, বৈখরী, এই চতুর্ব্বিধ। বৈখরী স্বরা ত্রিবিধ। ইহার সূক্ষ্মতম বিভাগ স্বরমাত্র উচ্চারকে শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। স্বীবা

অবরোধক বলিয়া তমঃপ্রধান আশ্রয়কে কম্পিত করিতে হইলে কম্পনের যে পরিমাণ স্থূলত্বের আবশ্যক, সত্ত্বপ্রধান আশ্রয়কে কম্পিত করিতে হইলে তৎপরিমাণ নিষ্প্রয়োজন

বিষয় কম্পন বহুবিধ

সত্ত্বপ্রধান ক্ষেত্রোত্থিত কম্পন সাধারণতঃ সূক্ষ্ম, লঘু, ক্ষিপ্র অথচ ঋজু। রজঃপ্রধান সত্ত্বপ্রধান হইতে লঘুতায় কম, অথচ বেগে অধিক। তবে এ বেগ অসরল ও চঞ্চল। তমঃ-প্রধান কম্পন স্থূল ও মন্থর। গুণত্রয়ের ক্রিয়া পর্য্যালোচনা করিলে,উহাদিগের আরও অনেক কার্য্যভেদ দৃষ্ট হইবে। এই কারণে সূক্ষ্মদর্শী আর্য্যচিকিৎসকগণ একমাত্র নাড়ী-গতির (স্পন্দনের) অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া মানবের সর্ব্বপ্রকার রোগের পরিচয় পান। আয়ুর্ব্বেদের বায়ু, পিত্ত ও কফ এই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃগুণের রূপান্তর। কম্পনাদি গুণের এরূপ আশ্চর্য্য সামর্থ্য যে, আশ্রয়-গত সামান্য শক্তিবিকার দ্বারাও কম্পনাদি বিকৃত হয়। ফটোগ্রাফ, ফনোগ্রাফাদি ইহার পরিচায়ক। যে বিষয়-কম্পনের স্থূল সূক্ষ্মাদি যে রূপভেদ, সে বিষয়-কম্পন তদনুরূপ ভেদযুক্ত বিষয়-গঠিত পদার্থকে মাত্র তদ্ভাবে কম্পিত করিতে সক্ষম। এই কারণে যে ব্যক্তির স্থূলসূক্ষ্মভেদে যে রূপ বহির্ব্বিষয়-জ্ঞানের সামর্থ্য তাহার ইন্দ্রিয়ান্তঃকরণের উপাদানও তদনুরূপ। আবার যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ান্তঃকরণদ্বারা যে রূপ বলের বিষয়-বৃত্তি গ্রহণ করিতে অভ্যাস করে, তাহার ইন্দ্রিয়ান্তঃকরণে তদনুরূপ উপাদান পরিপুষ্ট হয়। ব্যবহারাভাবে অন্য উপাদান ক্রমে দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হয়। দুর্ব্বলালোকে পাঠাভ্যস্ত

—কম্পনের ক্রিয়া প্রসারণ ক্ষেত্র। মানবের জ্ঞান-সামর্থ্য ও অভ্যাসভেদে তাহার ইন্দ্রিয়ান্তঃকরণের উপাদান-ভেদ।

পশ্যন্তি পর্য্যন্ত সাংসারিক অবস্থায় উচ্চারকেরও অবিদিত। বৈখরীর স্থূলতম বিভাগ মাত্র অন্য ব্যক্তির শ্রবণোপযুক্ত। কাজেই আমরা বহিঃশব্দের যে উচ্চনীচত্ব অনুভব করি তৎসমস্তই এই বৈখরীর উচ্চতম বিভাগের অন্তর্গত।

ব্যক্তি যেরূপ দুর্ব্বলালোকে দেখিতে পারে, সবলালোকে পাঠাভ্যস্ত ব্যক্তি তদ্রূপ পারে না। সতত পুস্তক-পাঠাভ্যস্ত ব্যক্তির দূরদর্শন-শক্তির হ্রাস হয়। যে বিষয়-পরমাণু-সমষ্টিদ্বারা ইন্দ্রিয়ান্তঃকরণ গঠিত, আমাদিগের ন্যায়, সে সকল পরমাণুরও আত্মা, আসক্তি ও অনাসক্তি আছে। এই আসক্তি অনাসক্তিই তাহাদিগের আকর্ষণবিকর্ষণপ্রবৃত্তি। তাহাঁদিগকে যেরূপ কম্পনে অভ্যস্ত করাইবে, সেই আসক্তি-গুণে, তাহারা তদনুরূপ বহিঃ-শক্তিরই আকর্ষক হইবে। এবং তাহাদিগের তদনুরূপ প্রাণ-শক্তিরই বৃদ্ধি হইবে। অন্য উপাদান হইতে প্রাণ-শক্তি বিকর্ষিত হইবে। এই কারণে অন্য উপাদান ক্রমে নিস্তেজ ও নিষ্ক্রিয় হইবে।

তমঃপ্রাধান্যে যাহা বহিঃ শব্দাদি, সত্ত্ব-প্রাধান্যে চৈতন্য-প্রকাশক হইয়া, তাহাই শব্দাদি-সংস্কার। বহিঃশব্দাদির যাহা কম্পন, সংস্কারের তাহা কল্প না। এই সংস্কার-শক্তি অন্তঃকরণের উপাদান। ইহাই শব্দাদি তন্মাত্রের সত্ত্বপ্রধান অংশ। অতএব শব্দাদির সত্ত্বপ্রধান অংশই অন্তঃকরণের উপাদান। অন্তঃকরণের সত্ত্বপ্রাধান্যজন্যই চৈতন্য, অন্তঃকরণের সহিত তাদাত্ম্যধারণে সক্ষম।

অন্তঃকরণো'পাদন।

আমরা দেখিয়াছি গুণত্রয় পরস্পর পরস্পরের নিত্য সহচর। কাজেই সংস্কার সত্ত্বপ্রধান হইলেও ইহাতে তমঃ বা রজঃ গুণের আত্যন্তিক অভাব নাই। তবে অবস্থা বিশেষে গুণত্রয়ের পরস্পরের তারতম্য হয় মাত্র। আমরা যে অন্তঃকরণের মূঢ়াদি অবস্থাভেদ দেখিয়াছি, তৎসমস্ত সংস্কারের গুণ পরিবর্ত্তন জন্য তমঃ প্রাধান্যে অন্তঃকরণ মূঢ় ও রজঃ প্রাধান্যে ক্ষিপ্ত হয়। আবার রজগুণের প্রাবল্যে তমঃ যত অভিভূত হয়, সত্ত্ব তত সপ্রকাশ হয়, চিত্ত তত বিক্ষিপ্ত হয়। এই রূপে সত্ত্বগুণের প্রকাশ যত বৃদ্ধি পায়, তমঃগুণ তত অভিভূত হয় এবং তৎসহ ইন্ধন-দগ্ধান্তে ইন্ধন-দগ্ধ-কারী অগ্নি-জ্বালার ন্যায়, প্রয়োজনাভাবে, রজসিক চাঞ্চল্য তত নিস্তেজ হয়

অন্তঃকরণের ক্রমোন্নতি।

তামসিক জড়তা নাশই রাজসিক চাঞ্চল্যের কার্য্য। তমঃ ও রজঃগুণের অভিভব-আধিক্যে ক্রমে চিত্ত একাগ্র ও সমাধি পরিণাম লাভ করে। চিত্তের তমঃ রজঃ মল যত অভিভূত হয়, চিত্তে চৈতন্য-প্রকাশ তত সবল হয়, ইচ্ছায় তত ইচ্ছার আপন স্বাভাবিক প্রাকাম্য সপ্রকাশ হয়। এই কারণেই বিশুদ্ধ-চিত্ত যোগিগণের যোগৈশ্বর্য্য। অন্তঃকরণের গুণ পরিবর্ত্তন ও তদাশ্রিত চৈতন্যাসক্তি পরিবর্ত্তন, ইহারা পরস্পর পরস্পরের সহায়। আমরা কর্ম্মাদির অভ্যাসবলে আমাদিগের আসক্তি যেরূপ পরিবর্ত্তন করি, আমাদিগের চিত্তগুণের তদনুরূপ পরিবর্ত্তন হয়। আবার আহারাদিদ্বারা চিত্তগুণের যেরূপ পরিবর্ত্তন করি, তদনুরূপ চৈতন্য-প্রকাশে আমাদিগের আসক্তি জন্মে। আসক্তিজন্যই আমাদিগের কর্ম্ম-প্রবৃত্তি। যখন আমাদিগের যে রূপ আসক্তি, তখন তদনুরূপ কর্ম্ম-প্রবৃত্তি। চিত্তাসক্তির ক্ষিপ্তাবস্থায় আমরা সাংসারিক-ঐশ্বর্য্যাদিলাভের যেরূপ আকাঙ্ক্ষী, একাগ্রাবস্থায় সে ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগে, নির্ব্বিশেষ চৈতন্য ও শান্তিলাভের তদ্রূপ আকাঙ্খী। আমাদের যেরূপ অবস্থাই হউক না কেন, কোন অবস্থায়ই আমরা স্বীয় আসক্তি বা সুখ-জ্ঞানের বিরুদ্ধাচার নহি। আসক্তির ক্রমোন্নতি স্বভাবের নিয়ম। যে ব্যক্তির সংসার তৃষ্ণা প্রবল, সংসার সেবাই তাহার পক্ষে হিতকর। পাপপুণ্য বিচার পূর্ব্বক সেই সেবা করিলে, এ জন্মে না হয় জন্মান্তরে, তাহার চিত্তগুণ পরিবর্ত্তিত হইয়া, চিত্ত স্বচ্ছ হইবে। তখন চৈতন্য-প্রকাশের আধিক্যে স্বভাবতই সংসার-বিতৃষ্ণায় তাহার আসক্তি জন্মিবে। তখনই সে সংসার-বিতৃষ্ণা-বৃদ্ধি-জন্য চেষ্টার অধিকারী হইবে। ক্রমোন্নতির নিয়ম সততই মঙ্গলময়, সততই সুখপ্রদ। এ নিয়ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক অনধিকার-চর্চ্চা ও পাপাসক্তি জন্যই জীবের যাবতীয় অমঙ্গল ও ক্লেশ।

আমরা দেখিয়াছি ভ্রান্তিজন্য আত্মার অনাত্মে আত্ম-জ্ঞান এবং সেই ভ্রান্ত-আত্ম-জ্ঞান-জন্য আত্মার জীব-ভাব। অতএব আত্মারই জীব-ভাব।

জীব অনাত্মাশ্রিত আত্মা। তাঁহার এ অনাত্মাশ্রয় ভ্রান্তিজন্য বলিয়া অস্বাভাবিক। কাজেই জীবভাবের নাশে, তাঁহার বিনাশ নহে, তাঁহার স্বভাবলাভ, স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা, তাঁহার মুক্তি। জীব-ভাবে তাঁহার যে বিশিষ্ট-ভাব-প্রবণতা (বিশিষ্ট ভাবাপন্ন বুদ্ধির আশ্রিততা) ছিল, এবং সেই ভাবের (বুদ্ধির) অতিরিক্ত চৈতন্য-প্রকাশ বা উপলব্ধির অসামর্থ্য ছিল, এখন কেবল তিনি সেই বিশিষ্ট-প্রবণ-স্বভাব-বুদ্ধ্যাত্মস্বরূপ বদ্ধ ভাবের হস্ত হইতে মুক্ত হইলেন। তাঁহার চৈতন্য-প্রকাশোপলব্ধি-সামর্থ্যের এখন হ্রাস হইল না, সর্ব্ববাধা বিরহিত হইয়া, সে সামর্থ্য অসীম, অনন্ত হইল। পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধিতে আত্মজ্ঞান জন্য যে দেশ-কাল-বস্তু-পরিচ্ছিন্ন আত্ম-সংস্কার ছিল, সে সংস্কারের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া, তিনি এখন অপরিচ্ছিন্ন বিভু হইলেন। (৫৩)

[২০] আত্মারই জীবভাবও মুক্তি। জীবের সহিত তাহার স্থূল শরীরও অন্তঃকরণের সম্বন্ধ পার্থক্য। মৃত্যু, জীবন। জড়সত্তা। আত্মাই জীব। মুক্তি।

(৫৩) বেদান্ত (২।৩।১৭-১৮) জীব ও আত্মার পার্থক্য স্বীকার করেন না—'তত্ত্বমসি'। একমাত্র আত্মাই চেতন। স্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন হইয়াও আকাশ যেরূপ ঘটাদি সম্বন্ধজন্য ভিন্ন, আলোক যেরূপ উপাধি যোগে ভিন্ন, তিনি তদ্রূপ বুদ্ধ্যাদি উপাধি-ধর্ম্মগ্রহণে ভিন্ন। তিনিই দ্বিপদ, চতুষ্পদ শরীর সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং লিঙ্গ-শরীর হইয়া সেই শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন। —বৃহদা, ২।৫।১৮।

জীব ও আত্মা এক

জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্বের ন্যায় বুদ্ধিতে পরমাত্মার প্রতিবিম্ব (বেদান্ত ২।৩।৫০)। এই বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত বা প্রজ্ঞানারূঢ় আত্মাই জীব। এই কারণেই জীবকে বিজ্ঞানময় আত্মা বলে। প্রজ্ঞা, বিজ্ঞান ও বুদ্ধি একার্থক। বুদ্ধিতে আত্মজ্ঞান জন্যই বুদ্ধির সহিত জীবের একীভাব, তাহার তৎ (বুদ্ধি) ভাবাপত্তি, তৎপরতন্ত্র প্রকাশ, তন্ময়তা। স্ত্রৈণ ব্যক্তি যেরূপ স্ত্রীময়, জীব তদ্রূপ বুদ্ধি-তন্ময়। এক আত্মাই এইরূপ নানাপ্রকার অচেতনের সহিত জড়ভাব গ্রহণে বিজ্ঞানময়, মনোময় প্রাণময়, চক্ষুর্ম্ময়াদি নানা ভাবে পরিচিত। বৃহদারণ্যক (৪।৭।২৩) বলেন

জীব বিজ্ঞানময় আত্মা

এক আত্মা ব্যতীত অন্য দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বিজ্ঞাতা নাই। আত্মাই হৃদয়ে অন্তঃ-র্জ্যোতিঃ এবং প্রাণের মধ্যে বিজ্ঞানময়। তিনি বুদ্ধির সহিত আপনাকে সমান (তুল্য বা এক) ভাবিয়াই বুদ্ধি কাম্যতা লাভে ইহ পরলোক সঞ্চরণ করেন। এই বুদ্ধি কাম্যতা, বুদ্ধি-ময়তা, বুদ্ধিতে আত্মজ্ঞানজন্যই কেবল জীব, ঈশ্বর হইতে ভিন্ন।—বেদান্ত ৩।২।৬।

অবিকৃত আত্মাই উপাধিবশে জীবভাব প্রাপ্ত। কাজেই স্বরূপতঃ জীব নিরবচ্ছিন্ন নিত্য চৈতন্য। নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্যই আত্মার সর্ব্বকালিক রূপ। এই কারণে বেদান্তমতে জীব আগন্তুক চৈতন্য নহে।—'জ্ঞোঽএব',— বেদান্ত ২।৩।১৮।

জীবনিত্য-চৈতন্য,আ-গন্তুক চৈতন্যনহে।

স্বরূপতঃ জীব সুষুপ্তির অতীত। সুষুপ্তিকালে তিনি সুপ্ত হন না, স্বয়ং সপ্রকাশ থাকিয়া (সাক্ষী-স্বরূপে) লুপ্ত-ব্যাপার ইন্দ্রিয়দিগকে দেখেন (বেদান্ত ৩।২।৭-১০)। তখন তিনি স্বয়ং জ্যোতিঃ (বুদ্ধ্যাদির সাহায্যব্যতীত স্বয়ং স্বপ্রকাশ)। যিনি বিজ্ঞানের জ্ঞাতা, বিজ্ঞানের সাক্ষী, তাঁহার বিলোপ অসম্ভব। ঘ্রাণ লইতেছি, ইহা যিনি জানেন, তিনিই আত্মা। অতএব আত্মা যখন ঐন্দ্রিয় জ্ঞানের জ্ঞাতা, তখন তাঁহার নিত্য-জ্ঞানত্বই সিদ্ধ। তবে সুষুপ্তি ও প্রলয়ে জীব স্বরূপতঃ সৎ সম্পন্ন হইলেও, তখন তাহার জড়াহংজ্ঞানাত্মক অজ্ঞান-সংস্কারের আত্যন্তিক ধ্বংস হয় না। শক্তি-রূপে ঐ সংস্কার বাল্যকালে শ্মশ্রু প্রভৃতি পুরুষ-চিহ্নের ন্যায়, অস্ফুট বীজা-কারে থাকে। না থাকিলে, পুনর্জ্জাগরণ বা সৃষ্টি কালে ঐ অজ্ঞানতা কোথাহইতে আসিবে? আকস্মিক-উৎপত্তির মত অতি-প্রসঙ্গ দোষ যুক্ত। সে মত বেদান্ত বিরুদ্ধ। জীবাত্মায় এই অজ্ঞান-শক্তি থাকে বলিয়াই, সে শক্তির প্রভাবে, সুষুপ্তি ও প্রলয় কালে, জীব ব্রহ্ম-সম্পন্ন হইয়াও, জানে না যে সে ব্রহ্ম সম্পন্ন হইয়াছে। এবং ব্যুত্থান ও পুন সৃষ্টিকালে ব্যাঘ্র বা সিংহাদি যে যে রূপ ছিল, সে সেই রূপই হয়। কেবল এক মুক্তিবলেই তাঁহার চৈতন্য স্বীয় স্বরূপ প্রাপ্ত ও অপ্রতিহত হয়, তখনই তিনি সৎসম্পন্ন হইয়া বলিতে পারেন যে, আমি এই সপ্রকাশ অজ্ঞানাস্পৃষ্ট মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি। তাঁহাকে জানিয়াই, জীব নিদ্রা প্রলয়ের প্রভাব অতিক্রম করিয়া, অতিমৃত্যু লাভ করে।

সুষুপ্তিতে জীব সুপ্ত নহে, পূর্ণ চৈতন্য স্বরূপ।

মুক্তিতেই তাহার চৈ-তন্য স্বরূপ প্রাপ্ত ও অপ্রতিহত।

এখন দেখিলে যে বেদান্ত মতে জীবের চৈতন্য বুদ্ধ্যাদি সংযোগে উৎপন্ন নহে।

বুদ্ধ্যাদি সংযোগে (বুদ্ধ্যাদিতে আত্ম-জ্ঞান-জন্য) বরং তাহার চৈতন্যে বুদ্ধ্যাদিজাত জড়গুণের অধ্যাস, তাহার চৈতন্যের বুদ্ধ্যাদির স্বাভাবিক জড়তা, খর্ব্বতা ও বিকৃত পরিচ্ছিন্ন ভাব। স্বরূপতঃ নিত্য চৈতন্য হইয়াও, চৈতন্য প্রকাশজন্য, জীব বুদ্ধ্যাদির আশ্রিত এবং বুদ্ধ্যাদির সত্ত্ব রজঃ তমোগুণে তাহার চৈতন্য গুণান্বিত।

বুদ্ধিসংযোগে, জীবের চৈতন্য খর্ব্ব।

জীবের যে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, ও মোহভাব, তাহাও তাহার স্বরূপের নহে। তাহার এই জড় বুদ্ধ্যাদির ধর্ম্ম। নির্ব্বিশেষ উপলব্ধি তাহার স্বাভাবিক হইলেও, জড়াভিমান জন্য, সে বিশেষ জড়-জ্ঞান ব্যতীত, নির্ব্বিশেষ উপলব্ধির অযোগ্য। বুদ্ধ্যাদির সতেজ নিস্তেজতা, তাহাদিগের বিষয়-ছায়া-গ্রহণের তারতম্য জন্যই, জীবের বিষয়-জ্ঞানের তারতম্য। সত্ত্ব রজঃ তমঃ, এই গুণত্রয়ের পরস্পরদ্বারা পরস্পরের অভিভব গুণে, বুদ্ধ্যাদি সময়ে স্থির স্বচ্ছ, সময়ে চঞ্চল, সময়ে আবার তমসাচ্ছন্ন ও নিষ্ক্রিয় হয়। এই কারণে জীবের বিষয় উপলব্ধিরও তদনুরূপ ভাবপরিবর্ত্তন। বুদ্ধ্যাদির ঐ তামসিক নিষ্ক্রিয়ভাবজন্যই জীবের নিদ্রা ও মূর্চ্ছা। শ্রুতি বলেন মন যখন অন্যত্র স্থির হইবার স্থান না পাইয়া প্রাণের আশ্রয়ে নিষ্ক্রিয় হয়, মন-আশ্রিত জীব তখন সুপ্ত হয়। তখনও তাহার বুদ্ধ্যাদিতে আত্মাভিমানের অভাব হয় না বলিয়া, সেই অভিমানের অভিভব-গুণে জীবের স্বাভাবিক উপলব্ধির খর্ব্বতা জন্মে বটে। কিন্তু তৎকালে তাহার বুদ্ধ্যাদিজাত দ্বৈত-জ্ঞান ও সুখ দুঃখাদি সাংসারিক ভাবোপলব্ধির যেরূপ লোপ হয়, তাহার স্বাভাবিক অতীন্দ্রিয় অদ্বৈত আনন্দোপলব্ধির বা জ্ঞানের তদ্রূপ আত্যন্তিক অভাব হয় না (শারীরক ২।৩।১৮)। এই জন্যই সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি বলে—"আমি সুখে নিদ্রা যাইতে ছিলাম"। স্বপ্নকালে জীবের তমোপ্রধান স্থূল শরীর তমোগুণের অভিভবে নিষ্ক্রিয় হইলে, জীব প্রাণদ্বারা স্বীয় স্থূল শরীর সংরক্ষিত করিয়া, রজোপ্রধান মনে অধিষ্ঠিত হইয়া, স্থূল শরীর ত্যাগে, মনো (বাসনা) জগতে নানা-স্থানে ভ্রমণ, নানারূপ বাসনাময় সুখ দুঃখ্যাদি ভোগ করে।—বৃহদারণ্যক ৪।৩। পরে মনও যখন তমোগুণের অভিভবে নিষ্ক্রিয় হইয়া স্বীয় আশ্রয়-স্থল প্রাণের অভিমুখী হয়, জীবও তখন প্রাণ-বন্ধনের সাহায্যে সূত্রাবদ্ধ শকুনীর ন্যায় পুনরায় স্থূল শরীরে প্রত্যাগত হয়। মনঃ প্রাণে লীন হইয়া সুপ্ত হইলে, জীব স্বয়ং তেজোমাত্রা (ইন্দ্রিয়াদির শক্তি) গ্রহণ পূর্ব্বক, হৃদয়ে গমন করিয়া, দহররূপী স্বীয় সৎস্বরূপ-প্রাজ্ঞ-আত্মায় সম্পঃ

জাগ্রৎ, স্বপ্ন সুষুপ্তিও মোহ। এ সকল বুদ্ধি-অংশের। জীবাংশের নহে।

ও জ্যোতি-স্বরূপ হয়।—বৃহদারণ্যক্ ৪।৩ ব্রা ও ছান্দোগ্য ৬।৮ খ। তখন সে আর স্বপ্নও দেখে না। তাহার তখন পাপ পুণ্য সুখ দুঃখাদি কোনরূপ সংসার ভাবই থাকে না। তখনই তাহার সুনিদ্রা। পরে আবার ইন্দ্রিয়ান্তঃকরণের নিদ্রা অপগত হইলে, জীব শুক্র (ইন্দ্রিয়গণকে) গ্রহণে আত্মাহইতে পুনরায় (জাগ্রৎ) স্থানে আগমন করিয়া প্রবুদ্ধ ও সংসারী হয়।—বেদান্ত ৩।২।৭,৮ আদি।

বেদান্ত (২।৩।৪৩-৫৫) মতে জীব পরমাত্মার অংশ। শ্রুতি বলেন তুমিই স্ত্রী,তুমিই পুরুষ তুমিই কুমার, তুমিই কুমারী। আত্মাই নামরূপ সৃষ্টি করতঃ তদনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন। স্মৃতি বলেন 'আমারই অংশ জীব ভাবে অবস্থিত'। জীবের সুষুপ্তি কালের অদ্বৈত 'আনন্দোপলব্ধি দৃষ্টে, আনন্দই তাঁহার নির্ব্বিশেষ স্বরূপ বলিয়া অনুমান হয়। সুষুপ্তি কালেও জীব অজ্ঞানশক্তির হস্ত হইতে মুক্ত নহে এবং আত্মায় তাহার আত্ম জ্ঞানাভাব বলিয়াই তাহার তাৎকালিক উপলব্ধি অস্ফুট। জীবের যে মাত্রাস্পর্শজাত সুখদুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম তৎসমস্তই তাহার সংস্কার-জাত কল্পনাত্মক মনোধর্ম্ম। মনে জীবের আত্মাভিমান বলিয়াই, অধ্যাস গুণে, এ সকল তাহার ধর্ম্ম। ইহাই তাহার সংসার বন্ধনের কারণ। এই কারণেই বেদান্ত বলেন, জীবের যে সংসার বন্ধন, সে তাহার ঔপাধিক বা গৌণিক ধর্ম্ম, স্বাভাবিক বা মুখ্য ধর্ম্ম নহে। কাজেই জীবাংশের পাপ পুণ্য, সংসার বন্ধন সত্ত্বেও অজ্ঞান স্পর্শ বিরহিত সর্ব্বেশ্বর পরমেশ্বর তদ্রূপ বন্ধনের অতীত, নিত্য মুক্ত। তিনি উপাধিগত হইলেও, সর্ব্ব অনাত্মক আসক্তি ও অভিমান বিবর্জ্জিত বলিয়া, উপাধি ধর্ম্মদ্বারা অস্পৃষ্ট। শ্রুতি বলেন তাঁহার এক পাদ (অংশ) জীব প্রধান স্থাবর জঙ্গমাদি সর্ব্বভূত অর্থাৎ জাগতিক ও বদ্ধ এবং অপর ত্রিপাদ স্বর্গীয় ও মুক্ত। এ সমস্ত প্রপঞ্চই তাঁহার মহিমা (বিভূতি)। সেই পুরুষ স্বয়ং তদপেক্ষা জ্যেষ্ঠ (মহত্তর)। এইরূপ উপাধি বন্ধনজন্যই জীবের পক্ষে বিধি-নিষেধ-শাস্ত্রের প্রয়োজন। তাঁহার স্বীয় স্বরূপে যখন তাঁহার পূর্ণ আত্মজ্ঞান তখন তিনি মুক্ত এবং সর্ব্ববিধি নিষেধ শাস্ত্রের অতীত।—বেদান্ত ২।৩।৪৬, ৪৭, ৪৮ ও ৩অঃ ২ পাঃ ১১।১২।

বুদ্ধি অংশে জীব সুখী দুঃখী সংসারী।

আত্মা কর্ত্তা বলিয়া জীব ও স্বরূপতঃ কর্ত্তা। কর্ত্তৃত্ব তাহার উপাধিধর্ম্ম নহে। অচেতন বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব অসম্ভব। জীবের কর্ত্তৃত্ব আছে বলিয়াই, সে বুদ্ধ্যাদি উপাধি গ্রহণে সমর্থ। কর্ত্তা না হইলে কি করিয়া সে তাহাহইতে পৃথক সেই জড় উপাধির

সহিত সম্বন্ধ করিবে? কর্তৃত্ব আছে বলিয়াই তাহার জন্য শাস্ত্রোপদেশের সার্থক্য, সে সমাধি গ্রহণের যোগ্য। যদি বল জীব যদি স্বস্বরূপেই কর্তা হইল, তবে সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের অংশ হইয়াও সে তাহার স্বীয় প্রিয়, স্বীয় হিত নির্বাহ না করে কেন? তবে ইহার উত্তরে, বেদান্ত বলেন যে, জীব অন্তঃকরণযুক্ত বলিয়া অন্তঃকরণই তাহার জ্ঞান-দাতা। অন্তঃকরণ-প্রবৃত্তিই তাহার ইচ্ছার উদ্বোধক। কাজেই অন্তঃকরণের দোষ গুণে সে যেরূপ বুঝে, সেইরূপই করে। অনিয়মিতরূপে আপন ইষ্টানিষ্ট বুঝে, তাই অনিয়মিতরূপে আপন ইষ্টানিষ্ট করে। এ সকলই তাহার অনাত্মে আত্মজ্ঞান-জাত সংস্কারাত্মক বুদ্ধির কার্য্য। এইরূপ অজ্ঞানতাজন্য জীবের নিকট তাহার স্বাভাবিক আত্ম-জ্ঞানৈশ্বর্য্য তিরোহিত বলিয়া জীব অসত্য-সঙ্কল্প; এরূপ অজ্ঞানতার অতীত বলিয়া পরমেশ্বর সত্যসঙ্কল্প।—শারীরক ২।৩।৩৭-৩৯।

আত্মাংশে জীব কর্তা

আত্মাংশে জীব অপরিচ্ছিন্ন এক অদ্বৈত বিভু। কিন্তু বুদ্ধি জড় পরিচ্ছিন্ন ও অণু বলিয়া বুদ্ধ্যংশে সে পরিচ্ছিন্ন অণু। এই কারণে, জীবসম্বন্ধে অণুত্ব ও বিভুত্ব—এই উভয়বিধ শ্রুতিই দৃষ্ট হয়। অণুত্ব জীবের ঔপাধিক বা আগন্তুক ধর্ম্ম বলিয়া, সে প্রযত্নদ্বারা ইহার হস্তহইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ। কিন্তু বিভুত্ব তাহার প্রকৃত স্বরূপ বলিয়া, সে উপাধি মুক্ত হইয়া, নিত্য বিভু। ক্ষুদ্র পরিচ্ছিন্ন শরীরে আত্মাভিমানজাত এই ঔপাধিক গুণেই, দ্রষ্টা হইতে দৃশ্যের দূরত্ব। দেশ কালাতীত সর্বজ্ঞ বিভু হইলেও, জীবকে ঈপ্সিত বস্তু লাভার্থ স্থান ত্যাগ করিতে হয়। উপাধিগত জড়-গুণের আশ্রয়ে এবং জ্ঞানের দুর্বলতা জন্যই তাহার ত্রৈকালিক সাক্ষাৎ জ্ঞানের অভাব, তাহার জ্ঞানের ভ্রম প্রমাদাত্মক স্মৃতি, যুক্তি, অনুমান বিচারাদি রূপ সংস্কার-গুণযুক্ত পরিচ্ছিন্ন (বিশেষ) জ্ঞান-ভাব-বিকার।—বেদান্ত ২।৩।১৯-২৯।

—আত্মাংশে বিভু, বুদ্ধি অংশে অণু।

আত্মা বিভু বলিয়া স্বরূপতঃ জীব ও বিভু, সর্বজীব এক, বহু নহে। বুদ্ধি বহু বলিয়া জীবের বহুত্ব। কাজেই জীবের বহুত্ব স্বাভাবিক নহে, ঔপাধিক। তবে বুদ্ধির আশ্রয়েই জীব কর্তা ভোক্তা এবং বুদ্ধিতেই তাহার সুখ দুঃখাদির অবস্থান বলিয়া, এক জীব হইতে অন্য জীবের কর্তৃত্ব ও সুখ দুঃখাদির পার্থক্য।

—আত্মাংশে এক, বুদ্ধি অংশে বহু।

কায়মনোবাক্যরূপ স্বীয় শরীরেন্দ্রিয়ান্তঃকরণদ্বারা কর্ম্ম করিয়া, জীব আপন অন্তঃ

করণে বহিঃশক্তি সঞ্চয় করে। সেই শক্তিই তাহার কর্ম্মফলের বীজ। কাজেই যে জীবের যে কর্ম্ম, সেই জীবই সে কর্ম্মের ফল ভোগ করে। বেদান্ত (২।৩।৪১-৪৩ ও ৩।২।৩৮-৪১) বলেন জীবের কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব সমস্তই পরমেশ্বরাধীন, জীব করে, তিনি করান। তিনিই জীবের কর্ম্মফলদাতা। তাহার কর্ম্মমাত্রই তাহার কর্ম্মফলদাতা নহে। তিনিই সর্ব্বাধ্যক্ষ, সৃষ্টি স্থিতি সংহার যুক্ত এ বিচিত্র বিশ্বের বিধাতা। তিনি সকল দেশ কাল কর্ম্ম বিদিত আছেন। সুতরাং সাঙ্কার্য্যাদি দোষ বিরহিত ভাবে, কর্ম্মিগণের কর্ম্মানুরূপ ফল-দানে, তাঁহাহইতেই সম্ভব হয়। এই কারণেই জীব পূর্ণরূপেই স্বকর্ম্মফল লাভ করে। জীব প্রযত্নদ্বারা যে রূপ কর্ম্ম সঞ্চয় করে, ঈশ্বর তাহাকে তদনুরূপ ফলই প্রদান করেন। জীব কর্ত্তা, ঈশ্বর নিয়ন্তা। ঈশ্বরের এই নিয়মনজন্য জীবের স্বকর্ম্মফল ভোগের বা স্বাধীন কর্ত্তৃত্বের তারতম্য জন্মে না। ঈশ্বরেও বৈষম্যকারিত্ব বা নির্দ্দয়তা দোষ অর্শে না। জীবের ফল বৈষম্যের প্রতি ঈশ্বর পর্জ্জন্যের ন্যায় সাধারণ কারণ। যে ক্ষেত্রের যেরূপ শক্তি, যে ক্ষেত্র যেরূপ প্রস্তুত, যেরূপ বীজ বপিত হয়, পর্জ্জন্যের দ্বারা যেমন সে ক্ষেত্রে তদনুরূপ শস্যেরই উৎপত্তি, ঈশ্বর ও তেমন জীবকে তাহার স্বোপার্জ্জিত কর্ম্মানুরূপ প্রবৃত্তি ও ফল প্রদান করেন। জীবেশ্বরের এই কর্ত্তৃত্ব কারয়িতৃত্ব প্রভুভৃত্যের ন্যায় নহে। পরন্তু অগ্নিবিস্ফুলিঙ্গের ন্যায়। জীব ঈশ্বরাংশ বলিয়া তাহার কর্ত্তৃত্বাদি এইরূপ আংশিক। পূর্ণ ইচ্ছা কেবল ঈশ্বরের। সেই একই ইচ্ছার নিয়মাধীন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জীবের ভিন্ন ভিন্ন প্রযত্ন। এই প্রযত্নই জীবের ইচ্ছা। ইহাই তাহার বাসনা প্রতিবিম্বিত আত্মিক ইচ্ছাভাস। কাজেই জীব যত ঈশ্বরাভিমুখী, তাহার প্রযত্ন (ইচ্ছা) তত ঈশ্বরেচ্ছার সহিত অভিন্ন। উন্নতি সহকারে মানবেচ্ছা যে অধিকতর নিয়মাধীন হয় বলিয়া বৈজ্ঞানিকবর ক্যাণ্ট হেগেল প্রভৃতির মত, সে মত এ মতের সমর্থক।

ঈশ্বর জীবের কর্ম্ম-ফল দাতা।

স্বরূপতঃ জীব নিত্য আত্মা বলিয়া জন্ম, মৃত্যু, সৃষ্টি ও প্রলয়ের অতীত। জীব জন্মে মরে—এ উল্লেখ মুখ্য নহে, গৌণ। লিঙ্গ শরীরাধিষ্ঠিত জীব স্বীয় লিঙ্গ শরীরাশ্রয়ে, স্থূল শরীর ত্যাগে, যখন উৎক্রান্ত হয়, তখনই সে মৃত্যু সংজ্ঞা পায়। লিঙ্গ শরীরস্থ প্রাণদ্বারাই স্থূল শরীরের সহিত লিঙ্গ শরীরের বন্ধন। এই বন্ধন যখন উন্মুক্ত হয়, প্রাণ যখন স্থূল শরীরকে পরিত্যাগ করে, তখন লিঙ্গ শরীরাধিষ্ঠিত

—আত্মাংশে অমর. বুদ্ধি-অংশে জন্ম মৃত্যু প্রলয়।

সেই মুক্তাত্মা স্বয়ংই এখন নির্ব্বিশেষভাবে পরমাত্মা এবং সবিশেষ কর্ত্তৃভাবে পরমেশ্বর। তিনি যখন এখন নির্ব্বিশেষ সৎস্বরূপ, তখন সর্ব্ববিশিষ্ট সত্তা-প্রকাশ আর তাঁহাতে অসম্ভব হইবে কেন? অনাত্মক জড়-শক্তিতে সৎ কোথায়, যে তাহাহইতে সত্তার উৎপত্তি হইবে? আত্ম-সতের ঈক্ষণেই, জড় শক্তির আপন প্রবণতানুরূপ বিশিষ্ট-সত্তা। আত্মারই সে সত্তা, জড়ের নহে। জড় সর্ব্বকালেই অসৎ। ভ্রান্তিজন্যই আমরা জড়কে সৎ বলিয়া দেখি এবং প্রকৃত সৎকে দেখি না। • আত্মাব্যতীত অনাত্মায় যে ইচ্ছা নাই তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। ইচ্ছা জন্যই যখন কর্ত্তৃত্ব তখন আত্মার কর্ত্তৃত্ব অবশ্যস্বীকার্য্য। অতএব পরমাত্মত্ব লাভেও তাঁহার স্বীয় ইচ্ছায় পরমেশ্বরত্ব গ্রহণ অযৌক্তিক নহে। (৫৩)

—মুক্তিতে পরমাত্মত্ব ও পরমেশ্বরত্ব।

জীবও সে শরীর হইতে বিচ্যুত হয়। তখনই সে মৃত্যু সংজ্ঞা পায়। এক শরীরের অভাবের নাম যে রূপ মৃত্যু, সর্ব্বশরীরের অভাবের নাম তদ্রূপ প্রলয়। প্রলয় কালে শরীর শরীরাকারে থাকে না, শক্তি আকারে থাকে। বেদান্ত বলেন এ শক্তিও অব্যক্ত শরীর ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। আমরা দেখিয়াছি বেদান্ত সৎকার্য্য-বাদী। অজ্ঞানতঃ বলে, দেহাদিতে আত্মাভিমানজন্য, জীবের জ্ঞান অভিভূত ও ঐশ্বর্য্য তিরোহিত বলিয়া, জীব অসত্য-সঙ্কল্প। সেই অজ্ঞানতার অতীত বলিয়া, ঈশ্বর সত্য-সঙ্কল্প। কাজেই পূর্ণ শক্তি পরমাত্মা স্বীয় জ্ঞান বা কার্য্যের জন্য উপাধির আশ্রিত নহেন। 'পরিপূর্ণ শক্তিকন্তু ব্রহ্ম'। কিন্তু জীব তাহার জ্ঞান ও কর্ম্মের জন্য প্রাণেন্দ্রিয়ান্তঃকরণের আশ্রিত। বেদান্ত ২।৩।১৬-১৭ ও ২।৩ ৪৬।

(৫৩) [বেদা ৪।৪ পা] পূর্ণনির্ব্বিশেষ অদ্বৈত আত্মার কর্ত্তৃত্ব-প্রকাশ অসম্ভব। ইচ্ছা কর্ত্তৃভাবেরই সংচর বলিয়া, সে স্বরূপে ইচ্ছা অপ্রকাশ। ইহাই আত্মার "একমেবাদ্বিতীয়ং" সচ্চিদানন্দস্বরূপ। আমাদিগের যে সুষুপ্তি, যোগীগণের যে তুরীয় বা মহাভাব,—তৎসমস্ত আত্মার এই অদ্বৈত স্বরূপের বোধক। তবে জীবের আত্মা জড়াশ্রিত। পরমাত্মা জড়-লেশ-বিবর্জ্জিত,

পরমাত্মার কর্ত্তৃত্ব।

পূর্ণ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত। কাজেই জীবের অবস্থা দৃষ্টে তাঁহার স্বরূপের উপলব্ধি অসম্ভব। প্রকাশ অবস্থায়ই আত্মার কর্তৃত্ব, তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তা। এই অবস্থায়ই তাঁহাতে ইচ্ছার প্রকাশ। ইহাই তাঁহার পরমেশ্বরত্ব। তবে এটী পরমাত্মার অমিশ্র স্বরূপ-প্রকাশ, না মায়াজাত মিশ্র-প্রকাশ, যে ইচ্ছা বলে তিনি এই মায়াময় জগতের নিয়ামক, ইহার সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা, সে ইচ্ছা তাঁহার স্বীয় আত্ম-প্রকাশ, না মায়া জাত আগন্তুক ধর্ম্মমাত্র, এ বিষয়ে আর্য্য-দার্শনিকগণের মতভেদ দৃষ্ট হয়। বৈদান্তিক সম্প্রদায় ভেদেরও ইহা এক কারণ।

নির্ব্বিশেষাদ্বৈত বাদ ও আত্মার কর্তৃত্ব।

নির্ব্বিশেষ অদ্বৈত বৈদান্তিক সম্প্রদায় মতে ইচ্ছা আগন্তুক মায়াজাত, মায়ার বৃত্তি বিশেষ। ঈশ্বরত্বও মায়াজাত প্রকাশ-বিশেষ। কাজেই এমতে জগতের অস্তিত্ব অসম্ভব। আত্মা যে পূর্ণ স্বতন্ত্র ও নিঃসঙ্গ, বিকার ধর্ম্মের অতীত —এ মত সর্ব্ববাদীসম্মত। কাজেই মায়া যে তাঁহাকে বিচলিত বা ইচ্ছান্বিত করিতে পারে—এ কথা অযৌক্তিক। সাংখ্যবাদীর ন্যায় বেদান্ত মায়ার কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। কাজেই অদ্বৈত-মতে মায়া ও আত্মা উভয়ই অকর্ত্তা বিধায়, জগৎ মিথ্যা না বলিয়া উপায়ান্তর নাই। এই কারণে রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায় কূটস্থ আত্মায় জগৎ ভ্রম—এ মতের সিদ্ধান্ত। কতক সাংখ্যানুকূল যুক্তিগ্রহণে, এ মতে, মায়ার বিশ্বানুকূল কৃতি স্বীকার করিয়া আত্মার বিশ্বকর্তৃত্বাদি শ্রুতির অর্থ করিতে হয়। এমতে আত্মার 'বিশ্বকর্তৃত্বের' অর্থ, তাঁহার মায়ার বিশ্বানুকূল-কৃতি-প্রতিবিম্বিতত্ব। আত্মার "সর্ব্বজ্ঞত্বের" অর্থ সর্ব্বাবভাষকত্ব। মায়ায়ই দৃষ্টি-বিষয়ক দর্শনবৃত্তি; আত্মা সেই বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত বলিয়াই আত্মার ঈক্ষিতত্ব। "তদৈক্ষত একোহহং বহু স্যাং প্রজায়েয়"।—"আমি একা আছি বহু হইয়া জন্মগ্রহণ করিব"—এইরূপ আলোচনা করিলেন"। এ ঈক্ষণ ভ্রান্তি মাত্র। যে ঈশ্বরের এ ঈক্ষণ, সে ঈশ্বরভাবও মায়ার মোহিনী-শক্তি জাত ভ্রান্ত-ভাব মাত্র। পরমার্থতঃ এ ভাবও মিথ্যা, এতচ্ছৃষ্ট জগৎও মিথ্যা। জীব ও ঈশ্বরের তুলনায়, এ মতে—আত্মা মহাকাশ, ঈশ্বর মায়ারূপী-জলাশয়-অবচ্ছিন্ন আকাশ এবং জীব জলাশয়-প্রতিবিম্বিত আকাশ। চিৎস্বরূপ আত্মার তুলনায় ঈশ্বর অন্তঃকরণ সংসৃষ্ট প্রত্যগাত্মা এবং জীব অন্তঃকরণ-প্রতিবিম্বিত চিৎ। এ মত পূর্ণ নির্ব্বিশেষ আত্মজ্ঞানলাভার্থী জ্ঞান যোগীর পক্ষে যেরূপ প্রয়োজন ও তাঁহার পক্ষে যেরূপ সহজবোধ্য, সাংসারিক বা ভক্তের পক্ষে তদ্রূপ নহে। ইঁহাদিগের হিতকরও নহে। কাজেই সাংসারিকের জন্য এ ক্ষুদ্র পুস্তক বিধায়, এ পুস্তকে

এ মতের সমর্থন পক্ষে চেষ্টা ত্যাগে পরমাত্মাকে পরমেশ্বর ব্যাখ্যার অনুকূল যুক্তি প্রদত্ত হইল।

উহার দুর্ব্বোধ্যত্বের প্রধান কারণ এই যে, জগতের মিথ্যাত্ব অনুমানের অযোগ্য না হইলেও, আমার যে জগদ্রূপ ভ্রান্তি জন্মিয়াছে, সে ভ্রান্তির মিথ্যাত্ব (অনস্তিত্ব) সহজ উপলব্ধির অতীত। ভ্রান্তি আমার আত্মাকে আশ্রয় করিয়াছে বলিয়াই আমার নিকট ইহার ভ্রান্তিত্ব। উপলব্ধি যে আত্মার স্বরূপ প্রকাশ, তাহা অস্বীকার্য্য নহে। কাজেই ভ্রান্তি যখন উপলব্ধিকে আশ্রয় করে, তখন ইহার আত্মার আশ্রয়িত্ব স্বীকার্য্য। যাহা আত্মাকে আশ্রয় করিতে সক্ষম, তাহা যে স্বরূপে তাহাকে আশ্রয় করে, সে স্বরূপে সত্য। কাজেই ভ্রান্তি ভ্রান্তি-স্বরূপে সত্য। আবার যাহা পরমার্থতঃ মিথ্যা তৎস্বরূপ ভ্রান্তি, যে পূর্ণ স্বতন্ত্র, সর্ব্বভ্রান্তির অতীত আত্মাকে ভ্রান্ত করিতে পারে, এ কথাও শ্রুতি বিরুদ্ধ। কাজেই আত্মার জীব ঈশ্বরাদি ভাবভেদ যখন মিথ্যা, একা তিনিই সত্য, তখন তাঁহার আবার ভ্রান্তি কিরূপ? জল বা অন্তঃকরণের অস্তিত্ব কোথায় যে, তিনি তদ্দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বা তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইবেন? অন্তঃকরণাদি মিথ্যা হইলে, আমি যখন স্বয়ং আত্মা, তখন আমাতে এ ভ্রান্তির আশ্রয় সহজ বোধ্য নহে। আত্মার ইচ্ছা মানিলে,এ সকল সন্দেহ অপনীত হয়। ২৯৬-২৯৯পৃঃ। এ মত অপেক্ষা দ্বৈতবাদী সাংখ্যের মত বরং সহজ বোধ্য। তবে সে মত শ্রুতি সঙ্গত নহে বলিয়া বেদান্তের সিদ্ধান্ত হৃদয়-গ্রাহী। ফলকথা আত্মার কর্তৃত্ব বিষয়ক শ্রুতি অস্পষ্ট। যেখানে শ্রুতি অস্পষ্ট সেই খানেই যুক্তির অবকাশ, সেই খানেই বৈজ্ঞানিকের মতভেদ। তবে যে বিষয়ে শ্রুতি অস্পষ্ট, সে বিষয়ের মীমাংসায়ও আমাদের লাভালাভ কম। মুণ্ডক শ্রুতি (১।১।৭) বলেন "যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশ লোমানি তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহবিশ্বং"। এ শ্রুতি প্রকৃত সৎকার্য্যবাদেরই অনুকূল। সৃষ্টিই ত আত্মার একমাত্র কার্য্য। সৃষ্টি মিথ্যা হইলে সৎকার্য্যবাদের প্রকৃতত্ব কোথায়?

শেষোক্ত মতে আত্মাই প্রকৃত কর্ত্তা (ক)। তাঁহারই পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছা। তিনিই যখন একমাত্র চেতন, তখন তাঁহাব্যতীত জড়ের কর্ত্তৃত্ব, ইচ্ছা-প্রকাশ বা স্বাধীন শক্তি-পরিচালন-সামর্থ্য কোথায়?

(ক) "কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্ম যোনিং"—মুণ্ডক ৩।১.৩। যো বৈ বালাকে এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা,যস্য বৈতৎকর্ম্ম,স বৈ বেদিতব্যঃ—শারীরক ১।৪।১৬।

এমত দুর্ব্বোধ্য কেন

তিনি কর্ত্তা।

জড়, শক্তিদ্বারা পরিচালিত হইতে পারে, শক্তির কর্ম্ম হইতে পারে, তদ্ব্যতীত শক্তির পরিচালক, নিয়ামক বা কর্ত্তা হইতে পারে না। এক চৈতন্যেরই সর্ব্বজড় প্রবৃত্তির অতীত স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্ব, তাঁহারই স্বাধীন ইচ্ছা। স্বতন্ত্র ভাবে ইচ্ছামতে কেবল আত্মাই শক্তির পরিচালক ও নিয়ামক। জড় চৈতন্যের অধীন। জড়ে যে রূপ শক্তি সঞ্চার করিবে, তাহাতে সেইরূপ শক্তিরই কার্য্য প্রকাশ দেখিবে। জড় প্রকাশ্য, চেতন প্রকাশক। জড় কর্ম্ম, চেতন কর্ত্তা। জড়ের "ঈক্ষণ" অসম্ভব। চেতনেরই "ঈক্ষণ", "কামনা", "তপ", "সঙ্কল্প"। সংকল্পাত্মক ঈক্ষণের নামই ইচ্ছা। চৈতন্যকর্ত্তৃক উদ্বোধিত হইয়াই, ঈক্ষণাদি জীবের জড়ান্তঃকরণে সপ্রকাশ হয়। চৈতন্যই এ ঈক্ষণাদির কর্ত্তা, জড়ান্তঃকরণ নহে। বুদ্ধি-ব্যতিরিক্ত আত্মারই কর্ত্তৃত্ব প্রতীত হয়। —বেদান্ত দর্শন ১।১।৫ ও ২।৩।৩৩-৬)।

তাঁহাতে ভিন্ন জড়ে কর্ত্তৃত্ব বা ইচ্ছা অসম্ভব।

সৎই সত্তা-দাতা, কর্ত্তারই ইচ্ছা। ইচ্ছাজন্যই কর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব। চেতন ইচ্ছাই জড় প্রবৃত্তির উদ্বোধক। চিৎস্বরূপ কর্ত্তার এইরূপ স্বস্বভাবের স্বাধীন ইচ্ছা আছে বলিয়াই তদ্বিরুদ্ধ স্বভাবের জড়ের সহিত (জড় প্রবৃত্তি, জড় শক্তির সহিত) তাঁহার সম্বন্ধ, জড়ের উপর তাঁহার কর্ত্তৃত্ব। এরূপ স্বাধীন ইচ্ছা নাই বলিয়াই জড়ের জড়ত্ব। যদি বল স্বাধীন ইচ্ছা না থাকিলেও জড়ের প্রবৃত্তি অস্বীকার্য্য নহে এবং সেই প্রবৃত্তিবলেই জড়, চিৎকে উত্তেজিত করিতে, চিতের সহিত সম্বন্ধ করিতে সক্ষম। তবে তাহার উত্তরে বেদান্ত বলিবেন যে, চিৎ বিকার ধর্ম্মের অতীত, নিত্যপূর্ণ, স্বতন্ত্র, অপ্রবৃত্ত। কাজেই জড় প্রবৃত্তি স্বতঃ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে অক্ষম। এই কারণে জড় প্রবৃত্তির সহিত সম্বন্ধ জন্য আত্মা ইচ্ছার অপেক্ষী। যে বিষয়ে তুমি পূর্ণ উদাসীন, সে বিষয় কি তোমাকে স্পর্শ করিতে পারে, না তদ্দ্বারা তুমি আকৃষ্ট হও ? (২০২—২০৭ পৃ)

ইচ্ছা চিতের ধর্ম্ম, জড়ের নহে।

আত্মার এই চেতন-শক্তির নামই ইচ্ছা। ইহার বলেই তিনি জড় শক্তিকে উত্তেজিত করিয়া এই জগদ্রূপ-কার্য্য প্রকাশে সমর্থ।—বেদান্ত দর্শন ১।৪।৩,২৩ ২৭।

ইচ্ছা কি ?

যদি বল জড় শক্তি স্বীয় প্রকাশ ধর্ম্মেই কার্য্যাকারে পরিণত হইতে পারে, তাহার জন্য আবার অন্য চেতন কর্ত্তার প্রয়োজন কি ? তাহার উত্তরে বেদান্ত (১।৪ পা, ও ২।১ পা) বলেন যে, সে মত শ্রুতি বিরুদ্ধ। শ্রুতি পদে পদে জগতের প্রকাশ-

প্রকাশ সম্বন্ধে চেতনাত্মার কর্ত্তৃত্ব দেখাইয়াছেন। আত্মাকেই জগতের নিমিত্ত-কারণ বলিয়াছেন। নিমিত্ত কারণই কর্ত্তা। যুক্তিদ্বারা শ্রুতির এই মত সমর্থিত হয়। কারণ, শক্তিতে প্রকাশধর্ম্ম বিদ্যমান থাকিলেও, সে ধর্ম্ম অপ্রকাশ-শক্তি-আকারেই থাকে। কাজেই সে ধর্ম্মকে উত্তেজনা করিয়া সপ্রকাশ-করণ-জন্য কর্ত্তার প্রয়োজন। মৃত্তিকায় ঘটোৎপাদিকা-শক্তি থাকিলেও, কুম্ভকারের কর্ত্তৃত্ব ব্যতীত, সে শক্তির ঘটাকার প্রকাশ অসম্ভব। যদি বল,জল মৃত্তিকা চক্রাদি কারণ-কূট সংগ্রহ করিয়া, মৃত্তিকাকে আপন ইচ্ছানুরূপ ঘটাকার প্রকাশ-প্রদান-জন্যই কুম্ভকারের প্রয়োজন। কিন্তু প্রকৃতিরূপা মূলজড়শক্তি যখন জগদুৎপাদক-সর্ব্ব-কারণ-কূটে-পূর্ণ, তখন তাহার জগদ্রূপ-পরিণাম-জন্য কারক-ব্যাপারের প্রয়োজন কি ? তাহার উত্তর এই যে, কুম্ভকার যেরূপ বহু জড়-কারণ-কূট-হইতে, যে যে কারণে তাহার অভীষ্ট কার্য্যোৎপাদিকা শক্তি আছে, সেই গুলি বাছিয়া লইয়া তদ্দারা অভীষ্টানুরূপ মূর্ত্তি উৎপাদন করে, জগৎকর্ত্তাও তদ্রূপ অনন্ত জড়-শক্তি হইতে যে যে শক্তির একত্রে যে যে অভীষ্ট মূর্ত্তি প্রকাশ হইবে, সেই সেই শক্তি অভীষ্টানুরূপভাবে উত্তেজনা করিয়া, সেই সেই মূর্ত্তি আকারে প্রকাশ করেন। শারীরক (২।১।১৮) বলেন সৎকার্য্যপক্ষেও জগচ্ছৃষ্টির জন্য কর্ত্তার প্রয়োজন। কারণে কার্য্য থাকে বটে, কিন্তু কার্য্যাকারে থাকে না। এই কার্য্যাকারতা সম্পাদনের জন্যই কর্ত্তার প্রয়োজন। এই কার্য্যাকার অবস্থা প্রাপ্তির নামই উৎপত্তি। উৎপত্তি এক প্রকার ক্রিয়া। ক্রিয়া সততই কর্ত্তাপেক্ষী।

> শুদ্ধ প্রকৃতি বলে জগচ্ছৃষ্টি অসম্ভব। আত্মার কর্ত্তৃত্ব আবশ্যক।

জগতের কার্য্য কৌশল সুনিয়মাদি দৃষ্টে জগৎ প্রকাশ সম্বন্ধে পূর্ব্বাপরদর্শী, সুদক্ষ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ চেতনের কর্ত্তৃত্ব অনুমিত। তবে এ প্রকাশ-সম্পাদনজন্য কুম্ভকারের ন্যায় তাঁহাকে জড়স্পর্শ করিতে হয় না। তাঁহার ইচ্ছা বলেই তাঁহার অভীষ্টানুরূপ পারম্পর্য্যাদি ক্রমে, জড়শক্তি উত্তেজিত হইয়া, তাঁহার ইচ্ছানুরূপ মূর্ত্তি গ্রহণে সপ্রকাশ হয়। এই ইচ্ছাই নৈসর্গিক নিয়ম। 'ইহাই দেবদেবের মহিমা। তাঁহার এই মহিমা বলেই জগচ্চক্র ভ্রাম্যমান্'।—শ্বেতা ৬।১।

> আত্মার কর্ত্তৃত্ব কিরূপ।

তিনিই পূর্ণ, জগতে যাহা কিছু আছে তিনি তৎ সমস্তের এক অদ্বিতীয় আদি কারণ। "ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এবং ত্রিকালাতীত যাহা কিছু, 'ওঁ' এই

অক্ষরই তৎসমস্ত। 'ওঁ'ই বিশ্ব। এ সমুদায়ই ব্রহ্ম। আত্মাই ব্রহ্ম।"—মাণ্ডুক্য-শ্রুতি এই রূপে আত্মার পূর্ণত্বের প্রতিজ্ঞা করিয়া, প্রথমে তাঁহার প্রকাশাংশকে 'অ' 'উ' 'ম' এই তিন মাত্রায় বিভাগ করতঃ, জগতের জাগ্রদবস্থার অধিষ্ঠাতা আত্ম-প্রকাশের স্থূল ভুক্ বহিঃ-প্রাজ্ঞ অবস্থাকে "বৈশ্বানর" বা "অ", স্বপ্নস্থানের অধিষ্ঠাতা বাসনাভুক্ অন্তঃপ্রাজ্ঞ অবস্থাকে 'তৈজস্' বা 'উ' এবং সুষুপ্তি স্থানের অধিষ্ঠাতাকে 'প্রাজ্ঞ' বা 'ম' আখ্যা দিয়াছেন। এই প্রাজ্ঞ-প্রকাশই আত্মার সর্ব্বপ্রথম আদি প্রকাশ। এ প্রকাশে জগৎ সুষুপ্ত। কাজেই এ প্রকাশ জগৎপ্রকাশের সহিত অমিশ্র বলিয়া বিশুদ্ধ। এই কারণে এই প্রকাশই তাঁহার শক্তির প্রকৃত পরিচায়ক। এই প্রকাশদ্বারাই তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বান্তর্যামী, জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের কারণ। এ প্রকাশে তিনি সর্ব্ব জড়ধর্ম্মের অতীত, আনন্দভুক্, চেতোমুখ (চৈতন্য-স্বরূপ)।

আত্মাপূর্ণ

তাঁহার তিন প্রকাশ

এ তিনই এক আত্মার প্রকাশ। ইহার কোনটী আত্মাভিন্ন নহে। প্রকাশ-ধর্ম্মে একটী অপরটী হইতে পৃথক্ হইলেও, স্বরূপতঃ এ তিনই এক। আত্মার অসীম ইচ্ছায় তিনিই একা এ তিন ভাবে সপ্রকাশ। ইহা তাঁহারই মহিমা, তাঁহারই অনির্ব্বচনীয়া মহতী আত্মশক্তি-স্বরূপা ইচ্ছার প্রকাশ। তিনিই এ প্রকাশত্রয়ের প্রকাশক। এ তিন মাত্রার অধিমাত্র, অধিষ্ঠাতা, এ তিন অক্ষরের অক্ষরাক্ষর ওঁকার। মহাপ্রলয়ে যখন জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি, জাগতিক এ অবস্থাত্রয়েরই অবসান হয়, তখনও তিনি তাঁহার পূর্ণ স্বরূপে অবস্থিত। তাঁহার স্বরূপ, তাঁহার জ্ঞানানন্দসত্তা নিত্য অক্ষুণ্ণ। সর্ব্বাবস্থায়ই তিনি পূর্ণ একাত্মপ্রত্যয়সার, শান্তিরসস্বরূপে বিদ্যমান্। ইহাই তাঁহার নিত্য স্বরূপ। তিনিই 'বিশ্ব' তিনিই 'ভূমা', তিনিই 'সর্ব্ব'।—মুণ্ডক ২।২।১১।

প্রকাশক আত্মার প্রকৃত স্বরূপ

পূর্ণতাই সুখের। যাহাতে আমার আত্মপ্রত্যয়, যাহাতে আমার কোনরূপ প্রয়োজন তৎসমস্তেই যখন আমি পূর্ণ, যখন আমার অন্য কোন আকাঙ্ক্ষিতব্য নাই, কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, আমার আত্মপ্রকাশ ও আনন্দোপলব্ধি পূর্ণ হইলে, তখনই আমি পূর্ণ শান্ত, পূর্ণ সুখী। তখনই আমি অনন্যপ্রত্যয়ী। পূর্ণতাই আত্মার স্বরূপাবস্থা। যখন তিনি তদতিরিক্ত অন্য কিছুই দেখেন না, শুনেন না, জানেন না, তখনই তিনি ভূমা। (ছান্দোগ্য ৭।২৩—২৫)। তিনিই যখন

"বিশ্ব", তাঁহাতেই যখন সর্ব্ব জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি, তমোজাত জ্ঞানের খর্ব্বতা সূচক এই সমস্ত জ্ঞানভেদ যখন তাঁহার পূর্ণ জ্ঞানকে স্পর্শ করিতে অক্ষম, তিনি একাই যখন সর্ব্বদিকে সর্ব্বস্থানে বিদ্যমান, তখন তাঁহা ভিন্ন অন্য তিনি কোথায় পাইবেন যে, আত্মার অতিরিক্ত দেখিবেন? তখনই তিনি ভূমা (পূর্ণ)। যাহা ভূমা তাহাই সুখ। অল্পে সুখ নাই।

পূর্ণতাই তাঁহার স্বরূপাবস্থা। সে স্বরূপ কেমন

শ্রুতি (ছান্দ ৭,২৫) বলেন যিনি এইরূপ এক আত্মাকেই সর্ব্বত্র দর্শন করেন, তিনি স্বরাড্ (আত্মরাজ্যের অধীশ্বর)। তিনি আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন, আত্মানন্দ। তিনি সর্ব্বলোকে তুল্যরূপে স্বেচ্ছায় বিচরণ-ক্ষম। যিনি আত্মাকে অন্যরূপে দেখেন, তিনি অন্যের অধীন হইয়া, অনিত্য লোকে বাস করেন।

পূর্ণাত্মা দর্শনের ফল।

ভূমাত্মায় সর্ব্বশক্তি বিদ্যমান্। তাঁহাতে কোন শক্তির অভাব বা খর্ব্বতা নাই। এ জগৎপ্রপঞ্চ তাঁহাতে সর্ব্বজড়-প্রকাশ ও সর্ব্বজড়-ভাব-বিকার বিরহিত, উপশান্ত। তিনি তমোলেশ বিবর্জ্জিত বিধায় সর্ব্বজড়ত্বের অতীত, বিরজ, নিষ্কল, এবং জীব বুদ্ধির অজ্ঞেয়। জীবের দুর্বিজ্ঞেয় আত্মার সেই পূর্ণ-কারণ-স্বরূপ যে সর্ব্ব প্রকাশ-ধর্ম্মের অতীত, সাধনার সুবিধার জন্য সাধককে তাহা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে মাত্র, মাণ্ডূক্য শ্রুতি 'প্রজ্ঞানঘন' আদি সমস্ত প্রকাশ-বাচক শব্দ সে আত্মায় নিষেধ করিয়াছেন। আত্মার জ্ঞাতৃত্ব বা কর্ত্তৃত্ব নিষেধ করা শ্রুতির উদ্দেশ্য বোধ হয় না। তদ্রূপ হইলে মহাত্মা সনৎকুমার ভূমা স্বরূপ বর্ণনকালে তাঁহার সম্বন্ধে 'নান্যৎ পশ্যতি' আদি কর্ত্তৃবাচক ক্রিয়ার প্রয়োগ করিতেন না এবং মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও সেই "নেতি নেতি" আত্মার জড়াতীত স্বরূপ বর্ণন কালে তাঁহাকে 'বিজ্ঞাতা' বলিয়া উল্লেখ করিতেন না। (বৃহদারণ্যক ৩।৫।১৫)। এবং মুণ্ডক শ্রুতি ও সেই ওঙ্কার স্বরূপ পূর্ণ আত্মাকে 'সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিদ্' বলিতেন না।

ভূমা সর্ব্বশক্তিমান্ জড়ভাব বিকার ও প্রকাশধর্ম্ম বিরহিত।

তাঁহাকে প্রজ্ঞান-ঘন বলায় তাঁহার কর্ত্তৃ স্বরূপ অস্বীকৃত নহে।

প্রকৃত পক্ষেও যিনি বিজ্ঞাতা, যিনি কর্ত্তা স্বরূপতঃ তাঁহাকে জানা, জীব-বুদ্ধির অসাধ্য। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, জীব কোন কারণ, কোন প্রকাশককেই

কার্য্যের দ্বারা ব্যতীত, স্বরূপতঃ, জানিতে সক্ষম নহে। অতএব সর্ব্বকারণের কারণ-স্বরূপ পূর্ণ আত্মা যে দুর্ব্বিজ্ঞেয় হইবেন, তাহার আর বিচিত্রতা কোথায়? কাজেই কার্য্য দৃষ্টেই কর্ত্তাকে ও প্রকাশ দৃষ্টে প্রকাশকে জানিতে হয়। কার্য্যদ্বারা এরূপ কারণ জ্ঞান ভ্রান্তও হয় না।

বেদান্ত (শরীরক ২।১।১৬-১৯) বলেন কার্য্য কারণাতিরিক্ত নহে। কার্য্য ও কারণ উভয়ই এক ও অভিন্ন। শারীরক বলেন যাহা যাহাতে তদ্রূপে না থাকে, তাহা তাহাহইতে কদাচ উৎপন্ন হয় না। বালুকাহইতে তৈলের উৎপত্তি অসম্ভব। উৎপত্তির পূর্ব্বে বা পরে কোনকালেই, কারণহইতে কার্য্য ভিন্ন নহে। যেরূপ কারণ-ব্রহ্মের সত্তা নিত্য, তদ্রূপ কার্য্য জগতের সত্তাও নিত্য। সত্তা সততই এক। কাজেই কার্য্য কারণ হইতে অভিন্ন। উহাদিগের প্রভেদ কেবল ব্যক্তাব্যক্তে, অবস্থাভেদে। কারণ সপ্রকাশ হইলে, তাহার নাম কার্য্য এবং কার্য্যের অব্যক্ত অবস্থার নামই কারণ। শ্রুতি বলেন আত্মা আপনাকেই আপনি করিলেন (জগৎ রূপে প্রকাশ করিলেন)। কার্য্যের এই কারণ-রূপাবস্থান যুক্তিদ্বারাও উপপন্ন হয়। দুগ্ধ দধির কারণ বলিয়াই দুগ্ধহইতে দধির উৎপত্তি, জলহইতে নহে। যে অতিশয়ের অবস্থানজন্য দুগ্ধহইতে দধি হয়, সে অতিশয়ের নাম 'শক্তি'। সে শক্তি কারণে থাকে বলিয়াই, কারণ কার্য্যের নিয়ামক হয়। যাহাতে যে কার্য্য শক্তি না থাকে, তাহা কদাচ সে কার্য্যের কারণ হয় না। শক্তি, কার্য্য ও কারণ এ তিনই অভিন্ন ও এক। শক্তি কারণেরই স্বরূপ এবং কার্য্য শক্তিরই স্বরূপ। কার্য্যের যে প্রকাশাবস্থা তাহার নাম তাহার "কার্য্যকার" অবস্থা। এ কার্য্যকারও কারণ-স্বরূপে সন্নিবিষ্ট। তাহা না হইলে 'কার্য্যকার' কোথা হইতে সপ্রকাশ হইবে? যাহা যাহাতে যে ভাবে সন্নিবিষ্ট নহে, তাহা তাহার সেই ভাবের আরম্ভ্য নহে। কারণ কার্য্যরূপে পরিণত হইলে, কারণের অভাব বা কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। কারণই কার্য্যাকারে প্রত্যক্ষ হয় মাত্র। বট বৃক্ষ বটবীজে সূক্ষ্মতা নিবন্ধন অদৃশ্য থাকে। পরে স্বজাতীয় অবয়ব-বৃদ্ধিদ্বারা অঙ্কুরাদি ভাবে দৃষ্টিগোচর হইলেই 'জন্ম' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। পুনরায় অবয়বের ক্ষয়ে, যখন আবার দৃষ্টি পথের অতীত হয়, তখন 'উচ্ছেদ' বা 'বিনাশ' সংজ্ঞা পায়। অতএব এই 'জন্ম' ও 'বিনাশ' ইহারা কার্য্য-কারণের অনিত্যতার সূচক নহে।

অবস্থা বা আকার ভেদ প্রযুক্ত বস্তু ভেদের অনুমান অযৌক্তিক। বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্যাদি অবস্থা ভেদে কেহ ব্যক্তিভেদ স্বীকার করেন না। এক মূল কারণই চরম কার্য্য পর্য্যন্ত নানা কার্য্যাকার গ্রহণে নটের ন্যায় তৎকৃত সমস্ত ব্যবহারের আস্পদ হয়। ছান্দোগ্য (৬।২।১,৩) বলেন "ইহা (এই জগৎ) অগ্রে সৎ (আত্মা)ই ছিলেন। তিনি এক ও অদ্বিতীয় (সর্ব্ব প্রকার ভেদ শূন্য)। তিনি ঈক্ষণ করিলেন, 'বহু হইয়া সব্যক্ত হইব"। এই শ্রুতি দ্বারা আত্মা ও জগতের একত্ব এবং আত্মারই নটের ন্যায় জগদাকার-স্বীকার প্রতিপন্ন হয়। এই রূপে "ইদম্" শব্দ বোধ্য আত্মারূপ কারণে, সামান্যাধিকরণ্য প্রতিপাদন করিয়া, এ শ্রুতি (৬।১।১) আত্ম-বিজ্ঞানে সর্ব্ব-বিজ্ঞান-রূপ প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ করিয়াছেন। বেদান্ত বলেন যে, সম্বেষ্টিত ও প্রসারিত পটের ন্যায়, কার্য্য ও কারণ, উভয়ই নিত্য এবং অভিন্ন। সম্বেষ্টিত পটের নাম কারণ ও প্রসারিত পটের নাম কার্য্য।—শারীরক ২।১।১৫-১৯।

অতএব বেদান্ত মতে কার্য্য ও কারণ, প্রকাশ ও প্রকাশক যখন অভিন্ন, তখন মাণ্ডুক্যোল্লিখিত প্রাজ্ঞ ও আত্মা কেন না এক ও অভিন্ন হইবেন? পরে দেখিবে যে, আত্মার কারণাবস্থা হইতে তাঁহার সপ্রকাশ জগদ্রূপ কার্য্যাবস্থার যে পার্থক্য, বেদান্ত মতে, তাহা নামরূপাত্মক জড় ব্যক্ত-ধর্ম্মগত পার্থক্য মাত্র। কিন্তু শ্রুতি-মতে আত্মার প্রাজ্ঞপ্রকাশকালে, সে নামরূপাত্মক জড় প্রকাশ অব্যক্ত। "তৈজস" ও "বৈশ্বানর" প্রকাশেই নামরূপের প্রথম বিকাশ। সেই বিকাশজন্যই আত্মার প্রথম জীব-স্বরূপ গ্রহণ। অতএব যে নামরূপ অনাত্মক জড়ের একমাত্র চিহ্ন, যাহার জন্যই কেবল আত্মানন্দের প্রভেদ, সেই নামরূপ-বিরহিত, প্রাজ্ঞ-রূপ-আত্মার প্রথম প্রকাশ যে, তাঁহার স্বরূপেরই পূর্ণ প্রকাশ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমরা ছান্দোগ্য শ্রুতিতে দেখিয়াছি যে "প্রথমে এক অদ্বিতীয় সৎ স্বরূপ অব্যক্ত আত্মামাত্র ছিলেন। তিনি ঈক্ষণ করিলেন বহু হইয়া সপ্রকাশ হইব।" অতএব শ্রুতি সৎ-স্বরূপ আত্মার ঈক্ষণ-শক্তি থাকা, এবং তাঁহার ইচ্ছাজন্য তাঁহার প্রকাশ হওয়া স্বীকার করেন। এই কারণেই এক আত্ম-বিজ্ঞানে সর্ব্ব-বিজ্ঞানরূপ শ্রৌত প্রতিজ্ঞার সাফল্য। কাজেই মাণ্ডুক্য শ্রুতি পাঠে আত্মার সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বে-শ্বরতাদি বিষয়ে, যে সন্দেহ হইতে পারিত. এখন দেখিলে যে, সে সন্দেহ অমূলক। অতএব প্রাজ্ঞ নামক আত্মার প্রথম প্রকাশে তাঁহার যে যে ধর্ম্মের, যে যে শক্তির প্রকাশ, তৎসমস্ত আত্মারই ধর্ম্ম, আত্মারই স্বাভাবিকী পরাশক্তি।

প্রকাশক আত্মা, এবং তাঁহার প্রাজ্ঞ নামক স্বরূপ-প্রকাশ—এ উভয় ঐকান্তিক অভিন্ন বলিয়াই, বেদান্ত আত্মার এই প্রকাশ ও প্রকাশক অবস্থার প্রভেদ রক্ষা করিয়া, সর্ব্বত্র শব্দ ব্যবহার করেন নাই। প্রকাশ-বাচক শব্দ প্রকাশকার্থে এবং প্রকাশক-বাচক শব্দ প্রকাশার্থে অনেক সময়ে প্রয়োগ করিয়াছেন। শ্রুতি পাঠে পদে পদে ইহার পরিচয় দৃষ্ট হয়। যে "প্রজ্ঞান-ঘন" শব্দ মাণ্ডুক্য আত্মার নিষেধ করিয়াছেন, সেই শব্দই আবার বৃহদারণ্যক্ (৪।৫।১৩) আত্মা-বাচক রূপে ব্যবহার করিয়াছেন।

ভূমা বা পূর্ণ আত্মাই সকল মধুর মধু। আত্মপর-ভেদ-জ্ঞানজাত জীবভাবই সর্ব্ব পাপের, সর্ব্ব দুঃখের কারণ। আত্মার পূর্ণ একত্ব দর্শনই পূর্ণ সুখ। সে সুখ কোন পাপ, কোন দুঃখ, কোন সঙ্কোচক বিকল্পভাব দ্বারা স্পৃষ্ট নহে। তাহারই নাম শান্তি। এই রূপে আত্মাকে অখণ্ড পূর্ণরূপে দর্শনের নাম আত্মস্বরূপতা লাভ। সে লাভ, সে দর্শন যে, পরম সুখকর, তাহার তুলনায় আত্মার খণ্ড রূপ দর্শন, বা অন্য বহির্দ্দর্শনশ্রবণাদি, সমস্ত বহিঃক্রিয়াই যে অসুখকর, জীবের মহাভাব তুরীয়াদি অদ্বৈত আত্মজ্ঞান অবস্থা দৃষ্টে, তাহা অনুমানসিদ্ধ। অদ্বৈত স্বরূপাবস্থায় আত্মার যে তদিতর দর্শন বিজ্ঞানের রাহিত্য, সে রাহিত্য তাঁহার দর্শনাদি শক্তির অভাব প্রযুক্ত নহে, দ্রষ্টব্য বিষয়ের বা দর্শন প্রয়োজনের, অভাব প্রযুক্ত। তিনি অবিনাশী ও সর্ব্ব উচ্ছেদ-ধর্ম্মের অতীত। তিনিই প্রকৃত বিজ্ঞাতা। 'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ' (বৃহ ৪।৫।১৫)। কাজেই তাঁহার বিজ্ঞাতৃত্বের উচ্ছেদ অসম্ভব। তবুও যদি "একাত্মপ্রত্যয়সারা"দি শ্রুতি দৃষ্টে বল যে, নির্ব্বিশেষ অদ্বৈত অবস্থায়, আত্মা জ্ঞানানন্দ স্বরূপ কৈবল্য, এবং জ্ঞাতৃ জ্ঞেয় ভাব বিরহিত, তবে তদুত্তরে আমি বলিব যে, জ্ঞাতা জ্ঞেয় জ্ঞান এই তিন ভাবেই যখন বিশ্ব পূর্ণ, এবং বেদান্তমতে (১।৪।২৩ ২৭) আত্মাই যখন বিশ্বের এক অদ্বিতীয় কারণ, তখন তাঁহাতে ইহার কোন ভাবের অভাব হইলে, সে ভাব কারণান্তর কোথায় পাইবে যে, সেই কারণ হইতে সব্যক্ত হইবে? তাহা হইলে আত্মারই বা পূর্ণ কারণত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইবে? কাজেই তিনি জ্ঞাতৃ জ্ঞেয় ও জ্ঞান এ তিনেরই সার স্বরূপে বিদ্যমান্। সৎ ও আনন্দ স্বরূপে তিনি সর্ব্ব প্রকাশ-রূপ জ্ঞেয়-ভাবের মূল অর্থাৎ উপাদান-কারণ, এবং চিৎস্বরূপ হইতে জ্ঞাতা ও জ্ঞান ভাবের প্রকাশ। জ্ঞানের গাঢ়ত্ব বা জড়ত্বে জ্ঞেয়ত্ব। তাঁহার সত্য-স্বরূপতাদ্বারা ('সত্যংজ্ঞান মনন্তং ব্রহ্ম'-তৈত্তিরীয়) যে রূপ তাঁহারই এক অদ্বৈত বস্তু-স্বরূপতা সিদ্ধ, তাঁহার অনন্ত-

স্বরূপতাদ্বারা তদ্রূপ তাঁহার অপরিচ্ছিন্ন পূর্ণত্ব সিদ্ধ। তিনি সর্ব্ব বলের,সর্ব্বশক্তির, মূল কারণ বলিয়াই পূর্ণ। তাঁহাব্যতীত যদি বলান্তর থাকে, তবে সে বলদ্বারা তিনি কেন না পরিচ্ছিন্ন হইবেন? তাহা হইলে তাঁহার অপরিচ্ছিন্ন অনন্ত-স্বরূপের হানি জন্মে। যদি বল, বল বা শক্তি, প্রকাশের ধর্ম্ম, প্রকাশককে প্রকাশ-ধর্ম্ম কি রূপে স্পর্শ করিবে। তবে তাহার উত্তরে আমি বলিব যে, ইচ্ছারূপ নিয়মন-সামর্থ্য জন্যই প্রকাশকের প্রকাশকত্ব। প্রকাশে জড়তাচাঞ্চ্যাদি গুণ আছে। কিন্তু তাহাতে নিয়মন কোথায়? প্রকাশকের নিয়মনের অনুগ্রহেই সে গুণ নিয়মিত, তাহার কার্য্যকারিত্ব, তাহায় ক্রিয়া। বস্তু-গত বিকার ধর্ম্মের (জড়তার) অতীত হইয়াও তিনি যেরূপ সর্ব্ব জড়-বস্তু-প্রকাশের এক অদ্বিতীয় মূল প্রকাশক, সর্ব্বমৃণ্ময় পদার্থ সম্বন্ধে মৃত্তিকার ন্যায় জগৎপ্রপঞ্চের এক অদ্বিতীয় উপাদান কারণ, তদ্রূপ আবার তিনি সর্ব্ব বল-বিকারের (শক্তি-গত জড়তার) অতীত হইয়াও, সমস্ত জড়-শক্তির প্রকাশের এক অদ্বিতীয় মূল নিয়মন-কারণ বা প্রাণ। 'স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া চ'।—শ্বেত ৬।৮ কাজেই শ্রুতি-বিশেষ আপন প্রস্তাব প্রসঙ্গে তাঁহাকে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান—এই তিনের একটীর সার-স্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করিলেও, অপর দুইটীর সার-স্বরূপতা নিষেধ করেন নাই। শ্রুতি-বিশেষ সেই পূর্ণ সচ্চিদানন্দস্বরূপকে, শুদ্ধ সৎ, বা চিৎ, বা আনন্দ স্বরূপ বলিয়াছেন বলিয়া কি তাঁহার অপর দুই স্বরূপের নিষেধ করা অনুমিত হইবে? তদ্রূপ হইলে, এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞাই বা কিরূপে সিদ্ধ হইবে? জ্ঞাতৃ-কর্তৃ-ভাবই প্রকৃত পুরুষ-ভাব। জ্ঞান-ভাব, তাহার কার্য্যভাব। দৃষ্টি দ্রষ্টারই কার্য্য। কাজেই আত্মাকে দৃষ্টি বা উপলব্ধি স্বরূপ মাত্র বলিয়া, যদি তদ্দ্বারা তাহাতে দ্রষ্টৃত্বের অবস্থান অনুমান না কর, তবে তদ্দ্বারা তাঁহার অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপতার অভাব হয়।

যে রূপ বিজ্ঞাতার সহিত মিলিত হইয়া, উপলব্ধি অপরিচ্ছিন্ন পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ আবার বিজ্ঞাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে, ইহা একটী এক-দেশ-বাচক পদার্থ মাত্র হয়। যাহা এক দেশ-বাচক তাহা অপূর্ণ, তাহাই পরিচ্ছিন্ন, তাহাই জড়। কাজেই আত্মাকে কেবল উপলব্ধি-স্বরূপ বলিলে তাঁহার প্রকাশে, তাঁহার ব্যক্ততায়, কেবল উপলব্ধি-ধর্ম্মেরই প্রকাশ, সেই ধর্ম্মেরই ব্যক্ততা সম্ভবে ব্যতীত, তদ্দ্বারা ঈশ্বর-রূপী জগৎকর্ত্তা সব্যক্ত হওয়া সম্ভবপর নহে।

যদি বল জড়ের ছায়াস্পর্শে ঈশ্বরে জ্ঞাতৃত্ব, তাঁহার কর্ত্তৃত্ব। তাহার উত্তর—

ঈশ্বরে জড়-ছায়া-স্পর্শ স্বীকার করিলেও, অচেতন জড়ে কর্তৃত্ব জ্ঞাতৃত্ব কোথা হইতে আসিবে যে, তৎস্পর্শে ঈশ্বর এ ধর্ম্ম লাভ করিবেন? জড়ের জ্ঞেয়ত্ব-ধর্ম্মমাত্রই সর্ব্ববাদী সম্মত। এইকারণেই তাহার জড়ত্ব। জ্ঞাতৃত্ব জড়-জন্য হইলে, "অক্ষর আত্মা ব্যতীত অন্য দ্রষ্টা, মন্তা, বিজ্ঞাতা নাই"—এ শ্রুতির (বৃহ ৩।৮।১১) কি গতি হইবে?

যদি বল দ্রষ্টা কর্ত্তা। কর্ত্তা সততই অহঙ্কার-পূর্ব্বক, আমি-জ্ঞান-জাত। অহং-কার, জ্ঞানের বিষয়। কাজেই বিষয়ী-ভাবের দ্বৈত আত্মপ্রকাশ-কালে ব্যতীত, অদ্বৈত আত্ম-স্বরূপে অহং-জ্ঞান বা কর্তৃত্বের অবস্থান অসম্ভব। সর্ব্ব-বিষয়-ভাব বিরহিত উপলব্ধিমাত্রই আত্মার স্বরূপ। তবে তদুত্তর,—অহংকারের ন্যায় আনন্দও ত উপলব্ধির একরূপ বিষয়, উপলব্ধির বিশেষত্ব-ব্যঞ্জক পদার্থ। কাজেই ঐ রূপ আশঙ্কা করিলে, আত্মাকে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ না বলিয়া, শুদ্ধ চিৎ-স্বরূপ বলাই যুক্তি যুক্ত। কিন্তু বেদান্ত কি কখন তাঁহাকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ না বলিয়া শুদ্ধ চিৎ স্বরূপ বলিবেন? না সচ্চিদানন্দ স্বরূপে তাঁহার নির্ব্বিশেষ ভাবের অভাব স্বীকার করিবেন? অতএব সচ্চিদানন্দ স্বরূপে যে রূপ তিনি নির্ব্বিশেষ, জ্ঞাতৃ জ্ঞেয় জ্ঞান স্বরূপেও, তিনি তদ্রূপ নির্ব্বিশেষ। তাঁহার সচ্চিদানন্দ স্বরূপে তদ্রূপ জ্ঞাতৃ জ্ঞেয় জ্ঞান —অব্যক্ত ভাবে তিনই বিদ্যমান্। কাজেই ইহাদ্বারা তাঁহার স্বীয় নির্ব্বিশেষত্বের কোন ব্যাঘাত জন্মে না। এ তিনেরই তিনি এক অদ্বিতীয় অব্যক্ত নির্ব্বিশেষ আত্মা বা স্বরূপ (noumenon)। এই কারণে তাঁহার স্বরূপ-প্রকাশে এ সমস্তভাবই সপ্রকাশ হইয়া, তাঁহার এক অদ্বিতীয় জগৎ-কারণত্ব সিদ্ধ হয়।

দ্বৈত অবস্থায়ই আত্মার ইতরেতর দর্শনও কর্তৃত্ব। পূর্ণাদ্বৈত অব্যক্তাত্মায় কর্তৃত্ব অপ্রকাশ। যদি বল তাঁহার এই কর্তৃত্ব-প্রকাশ স্বাভাবিক নহে, ঔপাধিক মাত্র (শারীরক ২।৩।৪০) তবুও, কর্তৃত্বকে রজ্জু সর্পের ন্যায় মিথ্যা বলিতে প্রস্তুত না হইলে—শক্তি বা অন্য যে আকারেই চাহ, কোন না কোন আকারে—আত্মার ইহার নিত্যাবস্থান অবশ্যই মানিতে হইবে। না মানিলে, উপাধি সংযোগে আত্মায় ইহার প্রকাশ কোথা হইতে পাইবে? কর্তৃত্ব ত জড়-ধর্ম্ম নহে যে, আত্মার সহিত উপাধি সংযোগের পূর্ব্বে ইহা উপাধিতে থাকিবে। কাজেই যখন অসতের ভাব বা সতের অভাব বেদান্ত-মত বিরুদ্ধ, তখন আত্মায়ই ইহার নিত্যাবস্থান স্বীকার করিতে হইবে। অদ্বৈত আত্মায় এই কর্তৃত্ব বিষয়ক অতিশয় (noumenon) থাকে বলিয়াই, দ্বৈতাবস্থায় জড়োপাধি সংযোগে আত্মায় কর্তৃত্ব প্রকাশ সুসম্ভব।

জড়ে এই অতিশয়ের অভাব জন্যই জড়ের সহিত জড়ের সংযোগে ইহার প্রকাশ অসম্ভব। কর্তৃত্ব বিষয়ক এই অতিশয়েরই নাম কর্তৃত্ব শক্তি। অতএব আত্মায় কর্তৃত্ব-শক্তির নিত্যাবস্থান স্বীকার্য্য।

যদি বল আত্মায় এ শক্তি স্বীকার করিলে, ইহার শক্যকার্য্যও তাঁহাতে স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে, তাঁহাতে ধর্ম্মাধর্ম্ম-রূপ নিমিত্তের আত্যন্তিক অভাব অসম্ভব হইয়া পড়ে, আত্মার নিত্য মুক্তত্ব ও অসিদ্ধ হয় এবং মোক্ষও অনিত্য হয়, 'কর্তৃত্বান্নির্মোক্ষঃ'—শারীরক ২।৩।৪০। তবে তাহার উত্তর এই যে,ধর্ম্মাধর্ম্ম,জ্ঞানজন্য নহে, অজ্ঞানাত্মক জড়-সঙ্গ-জন্য। অজ্ঞানতানিবন্ধন অনাত্মক জড়ে ভ্রান্ত আত্ম-জ্ঞান হইতে, জীবে জড়সঙ্গাসক্তি। সেই আসক্তি বলে জীব জড় গুণের আশ্রিত, এবং জড় গুণাশ্রিত বলিয়াই তাহার জড় ধর্ম্মাধর্ম্ম। সম্যক্-দর্শী সর্ব্বজ্ঞ সাক্ষী-স্বরূপ ঈশ্বরে অজ্ঞানতা নাই। কাজেই তজ্জাত সঙ্গদোষ বা জড় গুণের আশ্রয়ও নাই। এই কারণে কর্ম্মাধ্যক্ষ রূপ কর্ত্তা হইয়াও, তিনি গুণাতীত, ধর্ম্মাধর্ম্মের দ্বারা অস্পৃষ্ট ও কেবল (শ্বেত ৬।১১)। বৃহদারণ্যক্ (৪।৪।২২, ২৩, ৫ ও ৭) বলেন—অসঙ্গ, অসিত,অগৃহ্য, অশীর্য্য, নেতি নেতি মহাজন আত্মা সকলকেই আপন বশে রাখিয়াছেন। তিনি সকলেরই ঈশান, সকলেরই অধিপতি, সাধু কর্ম্মের দ্বারাও তাঁহার বৃদ্ধি নাই, অসাধু কর্ম্মেও হ্রাস নাই। তিনি সর্ব্বেশ্বর, ভূতাধিপতি, ভূতপাল। ইহাই তাহার নিত্য মহিমা। কামের আশ্রয়েই পুরুষ কামময় হইয়া পাপ পুণ্যাত্মক স্বীয় কর্ম্মফলদ্বারা বদ্ধ হয়। কামজন্যই তাহার মর্ত্ত্যত্ব। কামের হস্ত হইতে পূর্ণ মুক্তিলাভ করিলেই জীবের অমৃতত্ব রূপ আত্ম স্বরূপতা লাভ। এ কাম অনাত্মক জড় কামনা বই আত্ম-কামনা নহে। এ শ্রুতি বলেন আত্ম কাম, আত্মার শোকান্তর মুক্ত রূপ।

এই সকল শ্রুতি দৃষ্টে মুক্তির সহিত কর্তৃত্বের পূর্ণ বিরোধ বা কর্তৃত্ব সর্ব্বাবস্থায়ই দুঃখাত্মক বলিয়া বোধ হয় না।

ভোক্তা ও কর্ত্তা একার্থক—"অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতত্বাৎ কর্তৃভোক্তৃত্বয়োঃ" "কর্তৃত্বস্য দুঃখরূপত্বাৎ" ইত্যাদি (শারীরক ২।৩.৪০)—বলিলে, শ্রুতি দুর্ব্বোধ্য হয়। অজ্ঞানাশ্রিত জড় সঙ্গযুক্ত জীবের ব্যতীত, জড় সঙ্গ-বিবর্জ্জিত সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের ভোক্তৃত্ব শ্রুতিতে (শ্বেত ১।৮ ও ৪।৫,৬) দৃষ্ট হয় না। যে প্রাকৃত গুণাসক্তি জন্য জীবের কর্তৃত্বাভিমান, ও তজ্জাত সুখ দুঃখ, ঈশ্বর সে গুণের অতীত। কাজেই জীব যে অর্থে কর্ত্তা সে অর্থে তিনি অকর্ত্তা, তিনি কারয়িতা বা নিয়ন্তা। এই প্রবৃত্তিলেস বিরহিত

নিয়মনই তাঁহার ইচ্ছা। ইহার বলে প্রাকৃত-প্রবৃত্তির প্রকাশকত্ব মাত্রই তাঁহার নিয়ন্তৃত্ব রূপ কর্তৃত্ব। এখন দেখ অদ্বৈত-বাদ (৩১৪পৃ) কতদূর ধারণা-যোগ্য।

জড়-সঙ্গ, জড়-গুণের আশ্রয়ই যখন ভোগের কারণ, তখন ভোগজন্য, মন আদি জড় করণের আবশ্যকতা কেন না হইবে? এবং ভোগাদি জড়-প্রবৃত্তি চরিতার্থজন্যই যখন জড়াভিমানী জীবের যাবতীয় কর্তৃত্ব, জড় প্রবৃত্তিরদ্বারাই যখন তাহার ইচ্ছা সতত উত্তেজিত, তখন জীব যে, তাহার ইচ্ছা প্রকাশ ও কর্তৃত্ব জন্য, মন আদি জড় করণের অপেক্ষী হইবে, এবং স্বপ্ন যখন জীবের ব্যতীত ঈশ্বরের নহে, তখন স্বপ্নকালেও যে, জীব মনের আশ্রয়েই দর্শন বিহারাদির কর্তা হইবে,—এ সকলই সহজ বোধ্য ও শ্রুতি সিদ্ধ। কিন্তু মন আদি জড় করণের আশ্রয় ব্যতীত, যে কর্তৃত্ব একেবারে অসম্ভব—"মন আদিনী করণানি কর্তা ভবতি", "কেবলে কর্তৃত্বাসম্ভবস্য" (শারীরক ২।৩।৪০)—শ্রুতি দৃষ্টে গুণাসক্তিজ কর্তৃত্ব সম্বন্ধে ব্যতীত নিয়মন-রূপ কর্তৃত্ব (কারয়িতৃত্ব) বিষয়ে এ কথা সহজ বোধ্য নহে। সুষুপ্তি স্থানাধিষ্ঠিত প্রাজ্ঞ মন আদি করণের অতীত। অথচ তিনিই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্তা। শ্বেতাশ্বতর (৩।১৯) আত্মার গ্রহণাদি কার্য্য স্বীকার করিয়াও ইন্দ্রিয়াদি করণ অস্বীকার করেন। বৃহদারণ্যক্ (৩।৮।৮,৯,১১) মনঃ বুদ্ধ্যাদি সর্বজড় করণের অতীত করিয়াও আত্মাকেই শ্রবণ মনন বিজ্ঞানাদির একমাত্র কর্তা বলিয়া তাঁহার প্রশাসনে সূর্য্যাদি গ্রহ উপগ্রহগণ আপনাপন স্থানে আপনাপন কার্য্যে রত থাকা বলিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর মতে তিনিই জগতের নিয়ন্তা। অতএব ইচ্ছা ব্যতীত নিয়মন অসম্ভব বিধায়, তিনিই নিয়মনের কর্তা। তিনিই যখন ইন্দ্রিয়ান্তঃকরণ শরীরাদির স্রষ্টা, তখন সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি ইহাদিগকে কোথায় পাইবেন, যে ইহাদিগের সাহায্যে কর্তা হইবেন? অথচ কর্তৃত্ব ব্যতীত যখন সৃষ্টি অসম্ভব, তখন মন আদির অনপেক্ষায় কর্তৃত্ব অসম্ভব হইলে, মন আদির সৃষ্টিই বা কিরূপে সম্ভবপর হইবে? মুণ্ডক শ্রুতি বলেন "আত্মার তপঃ (ইচ্ছা) জ্ঞানময়। তিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিদ্ এবং নাম রূপ ও লিঙ্গাত্মার প্রভব।" জড় সৃষ্টি জন্য জীবের ন্যায় তাঁহাকে ইন্দ্রিয়াদির সাহায্য লইতে হয় না। তাঁহার জ্ঞানময় ইচ্ছাই স্বীয় অনন্ত-প্রাকাম্য বলে চিদচিৎ সমস্ত সৃষ্টির কর্তা। ইহাই তাঁহার মহিমা। অতএব পারমার্থিক অর্থে তিনিই একমাত্র কর্তা হইলেও, লৌকিকার্থে—যে অর্থে আমরা কর্তা সে অর্থে—তিনি অকর্তা।

স্বরূপতঃ তিনি অরূপ অলিঙ্গ হইয়াও, তাঁহার এই অসীম মহিমা বলে তিনি নানারূপ ধারণ করিতে সক্ষম। "মায়াহ্যেষা" ইত্যাদি—শারীরক ৩।২।১৭। তাঁহার বিভূতির,

তাঁহার বলের কণামাত্র পাইয়া, যখন যোগী সহস্র সহস্র শরীর গ্রহণে, নানাস্থানে, নানারূপে বিচরণ করিতে সক্ষম—"আত্মানোবৈ" ইত্যাদি, শারীরক ১।৩।২৭—তখন তাঁহার যে এ শক্তি থাকিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? তবে তিনি যেখানে যে ভাবে সব্যক্ত হউন না কেন, সর্ব্বত্রই নির্লিপ্ত, নিঃসঙ্গ, নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত, স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত। যে মায়া লইয়া তিনি এই জগৎসৃষ্টি করিয়াছেন, যদিও সে আকাশবৎ মায়া, ওতঃ প্রোতঃ ভাবে, তাঁহাতে বিদ্যমান্, (বৃহ ৩।৮।১১) এবং তাঁহার সৃষ্ট সমস্ত জগৎ সে মায়ার মোহিনীশক্তি দ্বারা মুগ্ধ, তবুও, সমস্ত জগতের অন্তরাত্মা হইয়াও, সূর্য্য রশ্মির ন্যায়, তিনিই স্বয়ং সে মোহিনীশক্তির অতীত (শ্বেত ৪।৯, কঠ ১।৫।১১)। দুগ্ধে যে রূপ সর্পী, অবনীতে যে রূপ অগ্নি, সর্ব্বাকাশে তিনি তদ্রূপ আত্ম-স্বরূপে বিদ্যমান্। তিনি সর্ব্বত্রই নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, নির্দ্দোষ, নিরঞ্জন, দগ্ধকাষ্ঠস্থ বহ্নির ন্যায় পূর্ণ শান্ত (শ্বেত ৬।১৯)।

অতএব কর্ত্তৃত্ব জন্য আত্মার নিত্য মুক্তত্বের ব্যাঘাত অসম্ভব। নিঃসঙ্গ গুণাতীত সর্ব্বজ্ঞের কর্ত্তৃত্ব দুঃখাত্মক নহে। যদি বল আত্মা যদি জ্ঞাতৃ-স্বরূপ হইবেন, তবে নির্ব্বিকল্প সমাধিকালে জীবের উপলব্ধি স্বরূপতা মাত্রই লাভ হয় কেন? তাহার উত্তর—উপলব্ধিই তাঁহার নির্ব্বিশেষ নিত্য-প্রকাশ। কাজেই প্রকাশ ব্যতীত প্রকাশক যখন সততই অব্যক্ত (বৃহ ৪।৫।১২), তখন আত্মার এই নিত্য নির্ব্বিশেষ প্রকাশ ব্যতীত, প্রকাশককে কিরূপে যোগী জানিবেন? কোন ব্যক্তি কি কখনও তাঁহার আপন জ্ঞাতৃ-স্বরূপের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন? বিজ্ঞাতাকে কে কবে জানিয়াছেন? (বৃহ ২।৪।১৪)। তবে আমরা আমাদিগের প্রকৃত জ্ঞাতৃস্বরূপকে জানিতে পারি না বলিয়াই কি তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারি? বিজ্ঞাতা না থাকিলে, বিজ্ঞান কাহার গোচর হইবে? কে জানিবে? আমি আছি বলিয়াই ত আমার উপলব্ধি, আমার আনন্দ। অনুসন্ধিৎসু হইলে, নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থ উপলব্ধিস্বরূপেও লুক্কায়িত ভাবে জ্ঞাতাস্বরূপ কর্ত্তার অস্তিত্ব বুঝিতে পারিবে।

শারীরক ভাষ্য (২।১।৩) বলেন বৈদিক একাত্ম-বিজ্ঞান ব্যতীত মোক্ষলাভ শ্রুতি বিরুদ্ধ। মুক্তাত্মার জ্ঞান ব্যতীত বদ্ধাত্ম-জ্ঞানে মুক্তিলাভ শুদ্ধ শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে, অযৌক্তিকও বটে। অতএব কর্ত্তৃস্বরূপ আত্মার বিজ্ঞানে যখন শ্রুতিতে বারম্বার মুক্তির উপদেশ দৃষ্ট হয় (শ্বেত ৪।১১, ৫।১৩, ১৪, ও ৩।৭, ৮) তখন সেই কর্ত্তৃস্বরূপকে ভাষ্য

উল্লিখিত ঐ বৈদান্তিক মুক্ত আত্মা বলিয়া কেন না স্বীকার করিব? (কঠ ৫।১২,১৩) ও শ্বেতাশ্বতর (৬।১২,১৩) শ্রুতি বিশ্বস্রষ্টা সর্ব্বজীবের কাম-বিধাতা আত্মার বিজ্ঞান ব্যতীত অন্য বিজ্ঞানে মুক্তি নিষেধ পর্য্যন্তও করিয়াছেন।

যদি বল আত্মার দ্বৈতাবস্থায় যখন কর্তৃত্ব, তখন অদ্বৈত বৈদান্তিক আত্মায় কর্তৃত্ব যোগী কোথায় পাইবেন যে, সেই কর্তৃস্বরূপ বিজ্ঞানে মুক্তিলাভ করিবেন? তবে তাহার উত্তর এই যে, আত্মার কর্তৃত্ব মানিলেও, নির্ব্বিকল্প ধ্যান কালে যোগীর নিকট অকর্তৃ অদ্বৈত আত্মাই ধ্যেয় হইবেন। ভূমা আত্মাই বৈদান্তিক এক অদ্বিতীয় আত্মা। তাঁহা হইতে ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। তিনি বিশ্বরূপী। সমষ্টি স্থূল-স্বরূপ জাগ্রদাধিষ্ঠিত যে 'অ', সমষ্টি সূক্ষ্ম-স্বরূপ স্বপ্নাধিষ্ঠিত যে 'উ' এবং এতদুভয়ের কারণ, এতদুভয়ের নিয়ন্তা-স্বরূপ সুপ্তাধিষ্ঠিত যে 'ম'—বৈদান্তিক পরমাত্মা 'অ' 'উ' 'ম' এ তিনেরই এক অদ্বিতীয় সমষ্টি স্বরূপ। এ তিনই তাঁহার অংশ। এ তিনের যে ইচ্ছা, যে কর্তৃত্ব, তাহা তাঁহারই ইচ্ছা, তাঁহারই কর্তৃত্ব। তিনিই এ তিনের আত্মা, এ তিনের সার। কাজেই ব্যষ্টিবিশ্ব সেই ইচ্ছাপ্রকাশের করণ বা উপাধি, এবং সমষ্টি তিনি সে করণের, সে উপাধির আত্মা, সে ইচ্ছার এক অদ্বিতীয় কর্ত্তা। সে আত্মা, সে কর্ত্তাকে অন্তর্হিত কর, তবে 'অ' 'উ' 'ম' এ সকলই অন্তর্হিত হইবে। এক আত্মাই ক্ষেত্র ভেদে এই তিনরূপে সপ্রকাশ। তিনিই 'অ', তিনিই 'উ', আবার তিনিই 'ম'। তাঁহাভিন্ন অন্য চেতন বেদান্ত স্বীকার করেন না। কাজেই স্বরূপতঃ তিনিই কর্ত্তা, তাঁহারই ইচ্ছা বলিয়া, এ সকল ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব ও ইচ্ছা সপ্রকাশ। কর্তৃত্ব বা ইচ্ছা কোন আগন্তুক বা যৌগিক পদার্থ নহে যে, উপাধি সংযোগে তাহার নূতন উৎপত্তি হইবে। ইহা আত্ম-ধর্ম্ম। আত্মা অবিকার্য্য বিধায় যাহা আত্মধর্ম্ম তাহাও অবিকার্য্য ও আত্মার সহিত নিত্য। যাহা যৌগিক, তাহা বিকার ধর্ম্মাত্মক, তাহা নশ্বর, অনিত্য। তাহা আত্মধর্ম্মও নহে। আত্মা বিকার-যোগ্য হইলেই ত, অন্য পদার্থ সংযোগে, তাঁহাহইতে যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি হইবে? ক্ষার ও অম্ল উভয়ই বিকার্য্য বলিয়াই উহাদিগের সংযোগে নূতন যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি সম্ভবে। কাজেই ব্যষ্টি বিশ্বই যখন সেই অদ্বিতীয় কর্ত্তার একমাত্র ইচ্ছা প্রকাশের ক্ষেত্র, তখন সেই প্রকাশ ক্ষেত্রে ব্যতীত প্রকাশক স্বরূপে তাঁহার ইচ্ছা কিরূপে দেখিবে? 'অ' 'উ' 'ম' স্বরূপ বিশ্বের প্রয়োজন ভিন্ন তাঁহার স্বতন্ত্র কোনই প্রয়োজন নাই। তিনি স্বয়ং সর্ব্ব প্রয়োজনের অতীত, স্বরূপেই পূর্ণ। যে আনন্দ সর্ব্ব প্রয়োজনের মূল, সেই আনন্দ যাঁহার স্বরূপ, সে আনন্দে যিনি পূর্ণ, তাঁহার আবার

স্বতন্ত্র প্রয়োজন, স্বতন্ত্র ইচ্ছার অবকাশ কোথায়? কাজেই সেই আদি ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মাই পরমার্থতঃ এক মাত্র ইচ্ছার কর্ত্তা হইলেও,এই ক্ষেত্র ত্রয়ে সপ্রকাশ ইচ্ছা ভিন্ন, তাঁহার স্বতন্ত্র কোন ইচ্ছা না থাকায়, তাঁহার স্বস্বরূপে ইচ্ছার পূর্ণাভাব। তাঁহার যাবতীয় ইচ্ছা তাঁহার 'অ' 'উ' 'ম' এই তিন ক্ষেত্রেই সপ্রকাশ বলিয়া, আমরা তাঁহার সহিত উহাদিগের সংযোগ না দেখিয়া, ভ্রান্ত পুত্তলিকা-নর্ত্তন-দর্শকের ন্যায় জড় পুত্তলিকারই কর্তৃত্ব দেখি,তাঁহাকে অকর্ত্তা বলিয়াই জানি। আবার অধীন ক্ষেত্রজ্ঞের পার্থক্য মানিয়াও দেখ যে, তোমার ইচ্ছা যখন আমার ইচ্ছার, সকলের ইচ্ছার সহিত এক,তুমি যখন পূর্ণ উদার, সকলের সহিত তোমার পূর্ণ সহানুভূতি, পূর্ণ একত্ব. তোমার যখন স্বতন্ত্র প্রয়োজনের, স্বতন্ত্র ইচ্ছার পূর্ণাভাব, অথবা তোমার একার ইচ্ছাই যখন জগতের যাবতীয় চ্ছা, তোমার একার ইচ্ছা প্রতিফলিত হইয়াই যখন সর্ব্ব বিশ্বের ইচ্ছা রূপে সপ্রকাশ, তখন তোমার ইচ্ছা অবশ্য স্বীকার্য্য হইলেও, তোমাতে সে ইচ্ছার স্বতন্ত্র পরিচয় অসম্ভব। বিশেষতঃ পরমাত্মায় ইচ্ছা যখন অপ্রতিহত, চিৎ স্বরূপে উদয় হইতে না হইতেই ফলের উৎপাক, কেবল মাত্র ঈপ্সিত ফলের উৎপত্তি দ্বারাই যখন সে ইচ্ছার প্রকাশ, সে ইচ্ছা প্রকাশ যখন সততই অপরিবর্ত্তনীয় রূপে নিয়মিত, সর্ব্ববিরুদ্ধ শক্তি-প্রকাশ বিরহিত, তখন সে ইচ্ছা কেবল সেই পরম কর্ত্তারই গোচর হইতে পারে; অন্যে তাহা কি রূপে জানিবে? কাজেই পরমাত্মার ইচ্ছা পরমাত্মা ব্যতীত জীবের অজ্ঞেয়। এই কারণে তিনি তাঁহাকে ইচ্ছাময় জানিলেও, জীব তাঁহাকে ইচ্ছা বিরহিতই দেখিবে। অতএব ইচ্ছা প্রকাশই যখন কর্তৃত্বের একমাত্র পরিচয়, তখন পরমাত্মা কর্ত্তা হইলেও, তিনি অকর্ত্তা (শ্বেত ১।৯)। এই কারণেই পরমার্থতঃ তিনিই কর্ত্তা, তিনিই প্রকৃত প্রাজ্ঞ হইলেও বুদ্ধ্যাশ্রিত জীবের নিকট তিনি প্রাজ্ঞ হইতে ভিন্ন ও অকর্ত্তা। কাজেই সেই স্বরূপেই তিনি জীবের ধ্যেয়।

শ্রুতি (মুণ্ডক ৩।২।৭,৮) বলেন যতি যখন মুক্ত হন,তখন তাঁহার প্রাণাদি পঞ্চদশ কলা স্ব স্ব কারণে প্রতিগমন করে, ইন্দ্রিয়াদি আপনাপন দেবতায় চলিয়া যায় এবং কর্ম্মসহ বিজ্ঞানাত্মা শ্রেষ্ঠ অব্যয় ব্রহ্মে একীভূত হন। প্রবাহবতী নদী যে রূপ নাম ও রূপ পরিত্যাগে সমুদ্রে অদৃষ্ট হয়, জ্ঞানীব্যক্তি তদ্রূপ নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া, পরাৎপর দিব্য-পুরুষে প্রবেশ করেন। অতএব শ্রুতি মতে যাহা বিজ্ঞানাত্মা (rational self) নাম ও রূপ পরিত্যাগে, তাহাই পরমাত্মা। প্রভেদ কেবল নামরূপাত্মক বিশেষত্বে এবং তদ্‌বিরহিত নির্ব্বিশেষত্বে, খণ্ডত্বে ও পূর্ণত্বে। যাহা পূর্ণ, তাহা

অপরিচ্ছিন্ন নির্ব্বিশেষ যাহা খণ্ড তাহাই পরিচ্ছিন্ন সবিশেষ। খণ্ডাভিমানিত্বই জীবত্ব।

অতএব কর্ত্তৃ-স্বরূপতা আত্মার নিত্য মুক্তত্বের হানিকারক নহে। অজ্ঞানজ জড়াসক্তিরও জড়গুণের আশ্রয়ই সর্ব্ব পাপ পুণ্য, সর্ব্ব ধর্ম্মাধর্ম্ম, সর্ব্ব সংসার বন্ধনের কারণ। অনাত্মে-আত্ম-জ্ঞান বিনষ্ট হইলেই আত্মপর ভেদ জ্ঞানের ও জড় প্রয়োজনের অভাব হয়। কাজেই তখন জগতের স্বার্থ ব্যতীত সে আত্মার স্বতন্ত্র কোন স্বার্থ, কোন কর্ত্তব্য বা ইচ্ছাই থাকে না। অতএব অনাত্মে আত্মজ্ঞান ও তজ্জাত জড় সঙ্গলিপ্সাই মুক্তির প্রকৃত বিরোধী। আত্মজ্ঞান বলে ইহার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলেই কৈবল্য লাভ রূপ মোক্ষ প্রাপ্তি। জীবের স্বার্থপরতার যত হ্রাস হয়, বিশ্বের স্বার্থের সহিত তাহার স্বার্থ যত এক হয় এবং তন্মূলক কর্ত্তব্য-পরতার যত বৃদ্ধি হয়, জীব ততই মুক্তি পথে অগ্রসর হয়। যাহার স্বার্থ যত সঙ্কীর্ণ, সে তত পাপাসক্ত, তত বদ্ধ। যে ব্যক্তির স্বার্থ তাহার আপনাকে লইয়াই সীমাবদ্ধ, ইচ্ছা সেই সঙ্কীর্ণ স্বার্থদ্বারা প্রবর্ত্তিত, সে ব্যক্তি অপেক্ষা, যে ব্যক্তির স্বার্থ আপন পিতা মাতা স্ত্রী পুত্রাদির স্বার্থের সহিত এক, সে ব্যক্তি বেশী উদার, বেশী মুক্ত। এই রূপে যাহার স্বার্থের পরিধি যত বেশী ব্যাপ্ত, যাহার ইচ্ছা যত বেশী লোকের হিতে রত, সে ব্যক্তি তত উদার। স্বার্থ ও হিত একার্থক শব্দ। যাহা হিত, তাহাই প্রকৃত স্বার্থ। বুদ্ধির দোষে উপলব্ধির সঙ্কীর্ণতা জন্যই আমাদিগের নিকট উহারা ভিন্নার্থক। স্বার্থের পরিধি যত বাড়ে, উহাদিগের অর্থভেদও তত কমে। স্বার্থ যখন বিশ্বব্যাপী হয়, বিশ্বের স্বার্থের সহিত পূর্ণ এক হয়, উহারাও তখন একার্থক হয়। যাহা সমষ্টি বিশ্বের হিত, তাহাই পুণ্য। পুণ্যই সুখ, পাপ দুঃখ। পাপ ব্যষ্টি-ধর্ম্ম। পূর্ণ সমষ্টিতে ইহা অসম্ভব। বেদান্তমতে হিরণ্যগর্ভ সমষ্টি-বিজ্ঞানাত্মা (rational self)। তিনি নিষ্পাপ। খ্রীষ্টধর্ম্ম মতে তদ্রূপ ঈশ্বর-পুত্র খ্রীষ্ট। অন্যের ইচ্ছার সহিত মিলিত হইয়া অন্যের নিয়ামক হওয়া, সহানুভূতি বলে অন্যকে আপন করিয়া তাহার ইচ্ছা আপন প্রবৃত্তির ন্যায় গ্রহণে, হিংসাভাব বিবর্জ্জিত কর্ত্তব্যজ্ঞান বলে সে ইচ্ছার নিয়মনই মুক্তির নিয়ম সঙ্গত। হিংসা দ্বেষ মূলক বল বা ক্রোধাদি প্রকাশ দ্বারা অন্যের ইচ্ছার অভিভব, এ নিয়ম বিরুদ্ধ। হিংসা দ্বেষ সর্ব্বাবস্থায়ই সঙ্কীর্ণ, জড়বদ্ধভাব বর্দ্ধক। জড় সঙ্কীর্ণতাই বদ্ধতা। উদারতা মুক্তি। হিংসা যে রূপ সঙ্কীর্ণ, প্রেম তদ্রূপ উদার। প্রেম ও সহানুভূতি যে ব্যক্তির স্বভাবে যত অধিক, হিংসা দ্বেষ যত কম, সে ব্যক্তি তত মুক্ত। এ বিষয় বিজ্ঞানান্তরের আলোচ্য।

আমরা দেখিয়াছি স্থূলশরীর ও অন্তঃকরণ, এ উভয়ই জড় ভৌতিক উপাদানে গঠিত, উভয়ই জীবের উপাধি, তাহার করণ। এ উভয়ের পার্থক্য প্রধানতঃ স্থূল সূক্ষ্মত্বে। যাহা অন্তঃকরণোপাদান, তাহাই পরমাণু সংশ্লেষাধিক্যে স্থূলত্ব-লাভে স্থূল শরীর। স্থূলসূক্ষ্মত্বের হ্রাসবৃদ্ধি জন্যই ইহাদিগের সত্ত্বতামসিক হ্রাসবৃদ্ধি। যাহা যত অধিক সূক্ষ্ম, তাহা তত অধিক স্বচ্ছ, অধিক চৈতন্যপ্রকাশ্য, অধিক সাত্ত্বিক। কাজেই অন্তঃকরণ জীবের সূক্ষ্মতম উপাধি বলিয়া অন্তঃকরণই তাহার চৈতন্যের প্রকাশক বিধায়, অন্তঃকরণের সহিত সে একাত্মক ভাবে মিলিত। অন্তঃকরণে আত্ম-ভ্রান্তি জন্যই তাহার জীবত্ব। স্থূল শরীরের সহিত জীবের সম্বন্ধ এরূপ নহে। স্থূল শরীর তমঃপ্রধান বলিয়া জীব-চৈতন্য তাহার সহিত তাদাত্ম্য ধারণে অক্ষম বিধায়, স্থূল শরীরের সহিত তাহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধের অভাব। অন্তঃকরণের সহিত তাহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ এবং অন্তঃকরণ-নিয়মিত প্রাণ-শক্তি-বলে স্থূল শরী-

—অন্তঃকরণ ও স্থূল শরীর। উহাদিগের সহিত জীবের সম্বন্ধ-তারতম্য।

যদি বল নিত্য প্রয়োজনাভাবই যদি আত্মার স্বরূপ হইল, তবে অনর্থক তাঁহার কর্তৃত্বই বা মানি কেন? ইষ্ট-সিদ্ধি রূপ প্রয়োজন জন্যই ত কর্তৃত্ব? তাহার উত্তর এই যে—আত্মা স্বয়ং সর্ব্ব প্রয়োজনের অতীত হইলেও, জগতের প্রয়োজনাভাব স্বাকার্য্য নহে। আমাদিগের জন্ম মৃত্যুর ন্যায় বেদান্ত এ জগতেরও উৎপত্তি প্রলয় স্বীকার করেন। এ মতে বৃক্ষ বীজ হইতে বৃক্ষের ন্যায় অব্যক্ত মায়াশক্তি হইতে এই বিচিত্র বিশ্বের উৎপত্তি। সে মায়া অনাদি, এবং আকাশের ন্যায় ওতঃপ্রোতঃভাবে আত্মার সহিত সতত মিলিত। জগতের উৎপত্তি স্থিতি প্রলয় বিষয়ে সে জগচ্ছক্তি রূপিনী জড়া মায়া স্বাধীনা নহে, সর্ব্বতোভাবে সতত আত্মারই আশ্রিতা (বেদান্ত সূত্র ১।৪।৩)। কাজেই আত্মার আপন প্রয়োজনাভাব হইলেও, সেই মায়ার প্রবৃত্তি চরিতার্থতা রূপ প্রয়োজন জন্য তাহার নির্লিপ্ত কর্ত্তব্য-জ্ঞান অস্বীকার্য্য নহে। মায়ায় প্রবৃত্তি চরিতার্থতা রূপ ইষ্ট সাধনজাত কর্ত্তৃত্ব-জ্ঞান জন্যই নিত্য অব্যক্ত আত্মার 'অ' 'উ' 'ম', 'সৎ' "তৎ" আদি প্রকাশ-ভাব।—শারীরক ২।৩।১৩।

য়ের সহিত তাহার পরম্পরা সম্বন্ধ। স্থূল বিষয়াসক্তিজ কর্ম্মবলে (৫৪) জগৎ হইতে জীব আপন আসক্তি-অনুরূপ যে স্থূলশক্তি সংগ্রহ করে, বাসনাকারে সেই শক্তি তাহার চিত্তে সঞ্চিত থাকে। সেই সূক্ষ্ম বাসনাই তাহার স্থূল শরীরের বীজ। ভূমিতে প্রোথিত বৃক্ষবীজ যেরূপ ভূমি হইতে আপন শক্তি অনুযায়ী পরমাণু সংগ্রহদ্বারা স্থূল বৃক্ষশরীরত্ব লাভ করে, জীবের চিত্তাশ্রিত এই স্থূলাসক্ত্যাত্মক বাসনাবীজ উদ্‌গমোন্মুখ হইয়া, তদ্রূপ পিতৃমাতৃ শরীর হইতে স্বানুরূপ পরমাণু সংগ্রহ পূর্ব্বক, স্থূল শরীরত্ব লাভ করে *। জীব সেই শরীর লইয়া জন্ম গ্রহণ করতঃ বহির্জ্জগৎ হইতে আহারাদি সংগ্রহ দ্বারা সেই শরীর পরিবর্দ্ধন করে। যে সকল পরমাণু দ্বারা তাহার স্থূল শরীর গঠিত, সেই সকল পরমাণু তাহার অন্তঃকরণাশ্রিত বাসনাত্মক প্রাণশক্তি বলে তাহার অন্তঃকরণের সহিত সম্বদ্ধ। এই কারণে প্রাণাভাবে স্থূল শরীরের সহিত তাহার সম্বন্ধের অবসান। স্থূল শরীর যখন পূর্ণ কার্য্যক্ষম ও অবিকৃত, তখনও তদধিষ্ঠিত জীবের সহিত প্রাণ (৫৫) সম্বন্ধের অভাবে, সে শরীর মৃত। কিন্তু অন্তঃকরণের সহিত জীবের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বলিয়া, স্থূল শরীরের সহিত সম্বন্ধের অবসানেও অন্তঃকরণের

(৫৪) এ বিষয়ে (c. f. § 153) এবং বুদ্ধির অনিত্যত্ব (§ § 35, 113, 117) ও জড় প্রকাশ-ধর্ম্মত্ব (§ § 11, 14) বিষয়ে পাশ্চাত্য ইচ্ছাত্মবাদী, বৈদান্তিকের সহিত এক রূপ এক মত। বৈদান্তিকের বুদ্ধির ন্যায় তাঁহার বুদ্ধি (intellect) ও দেশ কাল এবং বস্তু-(কার্য্য-কারণ) পরিচ্ছেদধর্ম্ম গঠিত। এই পরিচ্ছেদ ধর্ম্মই বৈদান্তিক জড়-ধর্ম্ম। ইহার আশ্রিত হইয়া আত্মসত্তের জড় দ্রব্যত্ব, বদ্ধত্ব (c. f. § § 168, 253, 255)।

* "যোনেঃ শরীরং"।—শারীরক সহ বেদান্ত ৩।১।২৭।

(৫৫) বেদান্ত (২।৪।৮-১৯) বলেন প্রাণ ব্রহ্মের চতুর্থপাদ। বায়ুরূপ জ্যোতিঃদ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া ইহা কার্য্যক্ষম। ইহা বহির্ব্বায়ু হইতে বিশেষ, কিন্তু ঐকান্তিক ভিন্ন নহে। ইহা অধ্যাত্ম ভাবাপন্ন পঞ্চব্যূহ বায়ু। প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান—প্রাণের

সহিত তাহার সম্বন্ধ শেষ হয় না। অন্তঃকরণাশ্রয়ে সে তখনও জীবিত থাকে। আমরা দেখিয়াছি যে, মনঃ ও বুদ্ধি, অন্তঃকরণের এই দুই অংশের মধ্যে বুদ্ধি অধিকতর সত্ত্ব-প্রধান। যাহা যত অধিক

এই পঞ্চব্যূহ। মনের যেরূপ চারি সাধারণ বৃত্তি, প্রাণের তদ্রূপ এই পাঁচটী সাধারণ বৃত্তি। বাহ্য বায়ু অপেক্ষা বিশেষ গুণযুক্ত বলিয়াই তাহার নাম—'প্রাণ'। 'জীবন'—প্রাণের বিশেষ কার্য্য। প্রাণই জীবের শক্তি-ক্ষেত্র। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ—ইহাদিগের দ্বারা জীবের যে একাদশবিধ কার্য্য, তৎসমস্ত কার্য্যেরই শক্তি-দাতা প্রাণ। প্রাণবলেই ইহাদিগের যাবতীয় পরিস্পন্দনরূপ স্বকার্য্য-সাধনী-ক্রিয়া। প্রাণ গেলে ইহারাও যায়। আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক ভেদে প্রাণ দ্বিবিধ। আধিদৈবিক প্রাণ সমষ্টি-রূপ। ইহারই অন্য নাম হিরণ্যগর্ভ। আধ্যাত্মিক প্রাণ ব্যষ্টি-রূপ। তাহাই জীবের প্রাণ। এই কারণে প্রাণের অণুত্ব বিভুত্ব দ্বিবিধ পরিমাণই শ্রুতিতে উক্ত। যে জীবের যে প্রাণ, আমুক্তি সেই প্রাণের সহিত সে জীবের সম্বন্ধ, সে প্রাণ সে জীবের নিত্য সহচর। শরীরবিশেষ ত্যাগে জীবের উৎক্রমণে প্রাণও উৎক্রান্ত হয়। ইন্দ্রিয়-গণের যে রূপ বিষয়-সঙ্গ এবং তজ্জাত শ্রম ক্লান্তি নিদ্রা, প্রাণের তদ্রূপ বিষয় সঙ্গও নাই, শ্রম ক্লান্তি নিদ্রাও নাই। প্রাণ সততই জাগ্রৎ, স্বকার্য্য-তৎপর। সঙ্গ জন্যই শ্রম।

বৈদান্তিক প্রাণ, অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়।

প্রাণ যেরূপ জীবের শক্তি-কেন্দ্র, অন্তঃকরণ তদ্রূপ তাহার চৈতন্য-কেন্দ্র। অন্তঃকরণ প্রতিফলিত জড়-বিশিষ্ট ধর্ম্মাক্রান্ত জ্ঞান আনন্দ ইচ্ছাবলেই সে কর্ত্তা, ভোক্তা, জ্ঞাতা। ইহাতেই কেবল তাহার উপলব্ধি। ইহাই তাহার ইচ্ছাক্ষেত্র। অন্য কারণে প্রাণ অন্তঃকরণের আশ্রয়স্থল হইলেও এই কারণে অন্তঃকরণ প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও শরীর—এ সকলেরই নিয়ন্তা। এ সকলের উপরই তাহার কর্ত্তৃত্ব (c. f. § 250)। ক্রিয়ামাত্রই কর্ম্মেন্দ্রিয় কার্য্য বলিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রাণের আশ্রিত হইলেও, আত্মার নিয়মন-বলেই যখন সর্ব্ব কর্ম্ম এবং অন্তঃকরণই সে আত্ম-নিয়মন প্রকাশের, ক্ষেত্র তখন নিয়মনজন্য কর্ম্মেন্দ্রিয়ের আবার অন্তঃকরণের আশ্রিত।

—অন্তঃকরণ জীবের চৈতন্য ক্ষেত্র-প্রাণেন্দ্রিয় শরীরের নিয়ন্তা।

সত্ত্বপ্রান, তাহা তত অধিক সূক্ষ্ম স্বচ্ছ ও চৈতন্য-প্রকাশ্য বিধায়, তাহা তত অধিক নির্ব্বিশেষ ভাবে চৈতন্যের সহিত মিলিত। কাজেই তাহার সহিত জীবের সম্বন্ধের তত অধিক স্থায়িত্ব। এই কারণে মনের সহিত সম্বন্ধের অবসানেও বুদ্ধির সহিত জীবের সম্বন্ধ বিনষ্ট হয় না। বুদ্ধির সহিত সম্বন্ধের অবসানেই আত্মার জীব-ভাবের শেষ ও তাহার মুক্তি। তবে মনের সহিত সম্বন্ধ বুদ্ধির তুল্য স্থায়ী না হইলেও, সে সম্বন্ধের লোপ স্থূল শরীর-সম্বন্ধ-লোপের ন্যায় সহজ নহে। কারণ আত্মার সহিত মানসিক বাসনা নিচয়েরও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বলিয়া, যে কর্ম্ম বলে যে বাসনাটী সংগৃহীত হয়, তদ্বিরুদ্ধ কর্ম্ম বলে সেই বাসনাটী বিশ্লিষ্ট করিয়া, সে বাসনার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে হয়। এই রূপে মানসিক (কল্পনাত্মক) সর্ব্ব বাসনার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলেই

জড়াভিমান জন্য জৈব-শক্তি জড়শক্তি বলিয়া জীব কেবল রজোগুণজাত জড় চাঞ্চল্যের সাহায্যেই সে শক্তি পরিচালনে সমর্থ। জীব এই রূপ গুণজ রাজসিক চাঞ্চল্যের অপেক্ষী বলিয়া তাহার শক্তি কেন্দ্র স্বরূপ প্রাণও রজোগুণপ্রধান। কিন্তু চক্ষু যে রূপ আলোক ব্যতীত অন্ধকারে এবং স্থির ব্যতীত পূর্ণ অস্থির স্থানে দেখিতে অক্ষম, জীব তদ্রূপ প্রকাশাত্মক স্থির সত্ত্বগুণের সাহায্য ব্যতীত অজ্ঞানান্ধকার স্বভাব তমো বা চঞ্চল স্বভাব রজোগুণের সাহায্যে জ্ঞানলাভ করিতে অক্ষম। এই কারণে জীব-চৈতন্য সত্ত্বপ্রধান অন্তঃকরণের অপেক্ষী। অন্তঃকরণের আশ্রয়েই সে রজঃপ্রধান প্রাণ ও তমঃপ্রধান শরীরাদির নিয়ন্তা এবং তাহার জ্ঞানেন্দ্রিয় সত্ত্বপ্রধান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় রজঃপ্রধান উপাদানে গঠিত।

—জীব ক্রিয়া-জন্য রজঃ ও জ্ঞান জন্য সত্ত্বগুণের অপেক্ষী। তাহার জ্ঞানেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ সত্ত্ব প্রধান এবং প্রাণ ও কর্ম্মেন্দ্রিয় রজঃ প্রধান উপাদানে গঠিত।

জীব জড়াভিমানী বলিয়া জৈবজ্ঞানের যন্ত্র বা করণগুলিও জড় জ্ঞানোৎপাদন জন্য মলিনসত্ত্বপ্রধান। তামসিক স্থূলতার আধিক্যজন্যই সত্ত্বের মলিনত্ব। যে করণ যত নির্ম্মল সত্ত্বে গঠিত, সে করণ তত সূক্ষ্ম-বিষয়-গ্রাহী এবং তাহাতে চৈতন্য তত পরিস্ফুট। এই কারণে বহিরিন্দ্রিয় হইতে অন্তঃকরণ অধিক নির্ম্মল সত্ত্বে

মনের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ সম্ভবে (৫৬)। স্বীয় প্রবৃত্তি নিবৃত্ত্যাত্মক কর্ম্ম বলেই জীবের মানসিক বাসনা শক্তির সংশ্লেষ বিশ্লেষ। কিন্তু জৈব স্বভাব পর্য্যালোচনা করিলে দৃষ্ট হয় যে, চেষ্টা বলেও সামান্য মানসিক বাসনা পরিবর্ত্তন অনেক সময়ে আজীবন-সাধ্য নহে (৪২ ফু, নো.১৮৫পৃ)। এই কারণে মনের সহিত সম্বন্ধ শেষ বহু জন্ম-সাধ্য। আবার শরীর স্থূল বলিয়া, শারিরীক যন্ত্রাদি ক্ষণভঙ্গুর এবং সহজে বিকল হয়। কিন্তু সূক্ষ্ম অন্তঃকরণ তদ্রূপ হয় না। অতএব অন্তঃকরণ ও স্থূল শরীরের উপাদান-গত পার্থক্য এবং তাহাদের সহিত জীব-চৈতন্যের সম্বন্ধ বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে,ইহাই সঙ্গত বোধ হয় যে,স্থূল শরীরের সহিত সম্বন্ধ বিনষ্ট হইলেও, অন্তঃকরণের সহিত মানবের সম্বন্ধ বিদ্যমান্ থাকে। অতএব স্থূলশরীর সম্বন্ধ নাশ রূপ মৃত্যুতেই জীব মৃত হয় না (৫৭)।

গঠিত এবং অন্তঃকরণের মধ্যে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি যে রূপ নির্ম্মল,সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মন তদ্রূপ নহে। আবার জীবের স্থূল, সূক্ষ্ম জ্ঞান-যোগ্যতার ন্যূনাধিক্য জন্যও তাহার ইন্দ্রিয়ান্তঃকরণের সমলনির্ম্মলতার তারতম্য, মানবান্তঃকরণ হইতে পশুর অন্তঃ-করণের প্রভেদ, এবং সকল মানবের অন্তঃকরণও এক রূপ নহে। শিক্ষা ও অভ্যাসাদি জাত জ্ঞানের যোগ্যতায় পরিবর্ত্তনের সহিত উহাদিগের বিশুদ্ধতা পরিবর্ত্তন হয়।

(৫৬) মনের আধিপত্য নষ্ট করিয়াই যোগী নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করেন। সে সমাধিকালে তিনি বুদ্ধি মাত্রে উপস্থিত। তখন যোগীর জ্ঞানাদির শক্তির লাঘব হয় না। তিনি যখন মনের আশ্রিত ছিলেন তখনাপেক্ষা এখন সকল বিষয়েই তাঁহার শক্তি অত্যধিক পরিবর্দ্ধিত। অস্বাভাবিক বলিয়া সূক্ষ্মদর্শন (clairvoyance) আদিতে জ্ঞানের একদেশিক উন্নতি। তদ্দৃষ্টে নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের ক্ষীণত্বের অনুমান অযৌক্তিক। —c. f. Wallace on Hegel's Mind pp. clxvii—clxix.

(৫৭) ইচ্ছাত্মবাদী যে জ্ঞানকে প্রাণের ন্যায় ইচ্ছার প্রকাশভেদ মাত্র (§ 248) এবং বুদ্ধির অতিরিক্ত জ্ঞান বা মস্তিষ্কের অতিরিক্ত বুদ্ধি নাই বলেন (§ § 26, 27)— তাঁহার সে মত অবৈদান্তিক। মস্তিষ্কাতিরিক্ত জ্ঞানের অস্তিত্ব অস্বীকার এবং জড় বাদে

জীবের আত্মার সহিত তাহার অন্তঃকরণসম্বন্ধ এরূপ একাত্মক ও

প্রকৃতত্ব স্বীকার (§29) জন্যই তাঁহার মতে মৃত্যুর সহিত প্রত্যেক ব্যক্তির জীবত্বের অবসান এবং নূতন জন্মের সহিত নূতন জীবের আবির্ভাব। এই কারণেই তিনি বৈদান্তিক জন্মান্তর-বাদের বিরোধী (§ 249) এবং মানবেই জৈব-জ্ঞানের (intellect) শেষোন্নিত বলিয়া তাঁহার সিদ্ধান্ত (§ 190)। বেদান্তমতে একই জীব আমুক্তি অনন্ত জন্ম মৃত্যু লাভ করে (২৭ ফু, নো, ১৩২ পৃ) এবং প্রত্যেক মৃত্যুদ্বারা তজ্জন্মের শরীরের সহিত তাহার সম্বন্ধ নষ্ট হইলেও আমুক্তি বুদ্ধির সহিত তাহার নিত্য সম্বন্ধ। প্রকৃতপক্ষে অধ্যাপক ডুসনও জ্ঞানের আত্মত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন না। তিনিও বুদ্ধির অতিরিক্ত এক রূপ স্বাভাবিক (intuitive) নির্ব্বিশেষ (abstract) জ্ঞান (metaphysical knowledge) স্বীকার করেন (§ 243)। তবে চৈতন্যের করণরূপ জড়বুদ্ধি ও তৎ প্রকাশক সর্ব্ব জড়ধর্ম্ম বিরহিত চৈতন্য, এ উভয়ের পার্থক্য এবং আত্মানাত্মের তাত্বিক-স্বরূপ, এ সকল বিষয়ে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানমাত্রই অসম্পূর্ণ।

তাঁহাদিগের যত কিছু আর্য্যমত-বিরুদ্ধবাদ তৎসমস্তেরই প্রধান কারণ এই তাত্বিক আত্মানাত্ম-ভেদ জ্ঞানের খর্ব্বতা। মানবে যে জাতি-স্বভাব (character of the spicies) হইতে ব্যক্তি স্বভাবের (individual character) পৃথক্ বিকাশ, ব্যক্তি-ধর্ম্ম যে আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম, মুক্তি (salvation) যে প্রয়োজনীয় এবং আত্মজ্ঞান যে মুক্তির কারণ—এ সমস্ত বেদান্তের ন্যায় ইচ্ছাত্মবাদীরও স্বীকার্য্য (§ 250)। তবে ইচ্ছাত্মবাদীর পিতৃ-আত্মার পুত্রত্ব-পরিণতি এবং সন্ততিক্রমে আত্মোন্নতিও মুক্তি বিষয়ক মত (§ 250) বেদান্ত স্বীকৃত নহে। বেদান্ত মতে পিতাপুত্রের প্রত্যেকের পৃথক্ জীবাত্মা এবং প্রত্যেক জীবই আমুক্তি স্বীয় উন্নতি অবনতির কর্ত্তা ও কর্ম্মফল ভোক্তা। বেদান্ত ব্যক্তিবিশেষের মুক্তি স্বীকার করেন ব্যতীত একের মুক্তিতে সমষ্টি জগতের মুক্তি মানেন না। পিতামাতার স্বভাবের সহিত সন্তানের স্বভাব পর্য্যালোচনা করিলেও মুক্তি বিষয়ে সন্ততি-বাদাপেক্ষা বৈদান্তিক ব্যক্তি-বাদই অধিকতর সঙ্গত বোধ হয়, এবং সন্ততি-বাদে অকৃতদার, বৃদ্ধ, সন্তানোৎপাদন-ক্ষমতা-বিরহিত আদি নানা ব্যক্তির আত্মোন্নতির ফল জগতের পক্ষে একরূপ অকর্ম্মণ্য হইয়া উঠে, এবং মুক্তি-তত্ত্ব ও অনেকাংশে দুর্ব্বোধ্য হয়।

এ উভয় মতে মুক্তি। সন্ততি বাদ ও ব্যক্তি বাদ।

নির্ব্বিশেষ যে, বহুজন্মব্যতীত সে সম্বন্ধের বিলোপ অসম্ভব (৫৮)। কাজেই জন্মান্তর বাদ যুক্তি-যুক্ত।

যদি বল স্থূল শরীর যখন অন্তঃকরণেরই জড়-বহির্ব্বিকাশ (solid objectification.) তখন অন্তঃকরণের সহিত সম্বন্ধের অবস্থানে,

---

(৫৮) প্রাণ, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ, ভূত সূক্ষ্মপঞ্চক, কাম, কর্ম্ম ও অবিদ্যা এই আটটীকে 'পূর্য্যষ্টক' বা 'লিঙ্গশরীর' বলে। তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত জীবাত্মা লিঙ্গ শরীরাশ্রিত। মরণেও ইহার অবসান হয় না। সম্যক্ জ্ঞানদ্বারা অসম্যক্ জ্ঞান যখন নষ্ট হয়, তখনই জীবের সংসার মুক্তি, তখনই এ শরীরের আত্যন্তিক অভাব এবং আত্মার কৈবল্য।—শারীরক ১।৪।১ ও ৪।২।৮।

বৈদান্তিক মৃত্যু ও মুক্তি। —সূক্ষ্মশরীর।

মৃত্যুকালে ম্রিয়মাণ পুরুষের ইন্দ্রিয়গণ বৃত্তি-বিলয় দ্বারা মনে, মনবৃত্তি-বিলয় দ্বারা প্রাণে, এবং প্রাণও বৃত্তিশূন্য হইয়া জীবে লীন হয়। তখন প্রাণসংযুক্ত জীব দেহবীজ স্বরূপ সূক্ষ্ম-ভূত-পঞ্চকে অবস্থান করিয়া মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। ঐ ভূতপঞ্চকই তাহার ভবিষ্যদ্দেহের অঙ্কুর (শারীরক ৪।২।৬)। মুক্তি কালে জ্ঞানীর ইন্দ্রিয় ও দেহ-বীজ-ভূত-পঞ্চক পরব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হয়। শ্রুতি বলেন তখন জ্ঞানীর নামরূপ উভয়ই ভাঙ্গিয়া যায়, তখনই তিনি পুরুষ বা পূর্ণ ও নিষ্কল (একাদশকলা বা ইন্দ্রিয় শূন্য) এবং অমর। শ্রুত্যুক্ত দহরাদি উপাসকগণ জ্ঞান-প্রভাবে সত্তত্বই দেহ ত্যাগ করতঃ অনাবৃত্তি ফললাভ করিয়া থাকেন। মুক্ত-আত্মা সর্ব্ব বিশেষ বিবর্জ্জিত কেবলাত্মরূপেই অভিনিষ্পন্ন এবং ধর্ম্মান্তর বিরহিত হন। যিনি মুক্ত, তিনি বিগলিত বন্ধন, নির্দ্দুঃখ পূর্ণানন্দ। তিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এ অবস্থাত্রয়-রূপ শরীর-ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত, নিত্যপূর্ণ, চৈতন্য-স্বরূপ উত্তম পুরুষ। তিনি স্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত, আত্মরতি, আত্মকাম, আত্মক্রীড় সত্য-সঙ্কল্প। সঙ্কল্প বা ইচ্ছা মাত্রেই তখন তিনি কাম্যলোক প্রাপ্ত হন। তাহার জন্য তিনি আমাদিগের ন্যায় প্রযত্নান্তরের অপেক্ষী হন না। অব্যর্থসঙ্কল্প (অব্যর্থ-ইচ্ছ) বলিয়া তিনি অনন্যাধিপতি, পূর্ণ স্বাধীন। বাদরায়ণ মুনি বলেন শরীর গ্রহণাগ্রহণ অথবা এককালে বহুশরীর গ্রহণ তাঁহার ইচ্ছাধীন (বেদান্ত ৪।৪।১-১৬)।

—মৃত্যুকালীক অবস্থা।

—মুক্তি।

শরীরের সহিত সম্বন্ধের অবসান কিরূপে সম্ভবে? তবে তাহার উত্তর এই—স্থূল শরীর অন্তঃকরণের জড় বহিঃপ্রকাশ হইলেও এ উভয়ের মধ্যে যখন কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ, তথন কার্য্যের অবসানে কারণের অবস্থান কেন না সম্ভব হইবে? বিশেষতঃ একমাত্র স্থূল শরীরকে অন্তঃকরণের পূর্ণ কার্য্য-প্রকাশ বলিবার কারণাভাব। স্বপ্ন, চাক্ষুষবিদ্যা (mesmerism), দিব্যদর্শন (clairvoyance) আদি (Wallace on Hegel's Mind pp.clx-clxx) সময়ের চৈতন্য যে মস্তিষ্কের অনপেক্ষায় শুদ্ধ অন্তঃকরণের সাহায্যে হইতে পারে, এ কথা অযৌক্তিক নহে।

অন্তঃকরণ ও শরীরের সম্বন্ধ দৃষ্টে শরীর নাশে অন্তঃকরণ নাশানুমান অযৌক্তিক।

জীবের ক্রমোন্নতিও সর্ব্বাবস্থাগত চৈতন্য-প্রকাশের উপর লক্ষ্য করিলে দৃষ্ট হয় যে, তাহার অন্তঃকরণে স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়বিধ বাসনা বিদ্যমান্। এতদুভয়ের মধ্যে কেবল স্থূল বাসনার কার্য্যজন্যই স্থূল স্ফূর্ত্তির প্রয়োজন। কাজেই তাহার জন্যই জীব মস্তিষ্কাদি স্থূল কম্পনোৎপাদক যন্ত্রের অপেক্ষী। যে সূক্ষ্ম বাসনাপ্রকাশজন্য স্থূল কম্পন নিষ্প্রয়োজন তাহার জন্য স্থূল স্নায়ু মণ্ডলও অনাবশ্যক। জীবের সমষ্টি ভোগাদি বিষয়ক যে সকল বাসনা তাহার স্থূল-শরীর সম্বন্ধের অনুকূল বা স্থূল শারিরীক শক্তির আকর্ষক নহে, তাহাদিগকে স্থূল শরীরের কারণ বলা অসঙ্গত। স্থূলাসক্ত বাসনামাত্রই স্থূল শরীরোপাদানের আকর্ষক, স্থূল শরীরের কারণ। অতএব অন্তঃকরণে যখন স্থূল সূক্ষ্ম উভয়বিধ বাসনাই বিদ্যমান, তথন স্থূল শরীরকে অন্তঃকরণের স্থূলাসক্ত্যাত্মক বাসনাবীজের ফল না বলিয়া অন্তঃকরণের পূর্ণ বিকাশ বলা সম্যক্ দর্শনের কার্য্য নহে। এখন অবশ্য আমরা কেবল স্থূলগ্রাহী। কাজেই স্থূল যন্ত্রের মাত্র নিয়ামক বিধায় মস্তিষ্কের এরূপ অপেক্ষী। কিন্তু আমরা যে কখনই

স্থূল শরীর অন্তঃকরণের বাসনা-বিশেষ-প্রকাশ যন্ত্র ভিন্ন সর্ব্ব বাসনা-প্রকাশের এক মাত্র যন্ত্র নহে।

সূক্ষ্মগ্রাহী হইতে বা মস্তিষ্কাদির সাহায্য ব্যতীত শুদ্ধ অন্তঃকরণের সাহায্যে সজ্ঞানে কার্য্য করিতে পারিব না—এ কথা অস্বীকার্য্য। নিয়মিত বিশিষ্টাকারে শক্তি-স্ফুরণের নাম কার্য্য। জীব অস্থূল চৈতন্যস্বরূপ আত্মা। ইচ্ছারূপ নিয়মন আত্মার স্বাভাবিক সামর্থ্য। জীবের জড়াশ্রিত ইচ্ছা দুর্ব্বল বিধায়, জীব জড়শক্তি-পরিচালক যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত স্বীয় ইচ্ছাবলে নিয়মিত করিয়া, জড়শক্তির বিশিষ্ট (difinite) বহিঃস্ফূর্ত্তি দানে অসমর্থ। ইহাই জীবের করণাশ্রিতত্বের হেতু; এবং এই কারণেই সে যতকাল স্থূল জড়শক্তি মাত্রের নিয়ামক থাকিবে, ততকাল মস্তিষ্কেরও অপেক্ষী হইবে। কিন্তু যে আত্মসৎ প্রকৃত শক্তি-সত্তা, তাহা অস্থূল; এবং যে চাঞ্চল্য (রজঃ) শক্তির স্ফূর্ত্তিপ্রবণতা, যে স্থাপনা (তমঃ) তাহার অবরোধ-প্রবণতা এবং যে স্বচ্ছতা (সত্ত্ব) তাহার প্রকাশ-প্রবণতা,—জড়শক্তি-সত্তার এই যে তিন প্রবণতা বা গুণজন্য সে সত্তার স্থিতি, গতি ও নানা জড় দ্রব্যাকার প্রকাশ,—সে গুণত্রয় অবস্তুক। অতএব এই গুণত্রয়াত্মক শক্তি-সত্তাই সর্ব্বজড়-শক্তি, জড় দ্রব্য বলিয়া, সর্ব্ব জড় কার্য্যের একমাত্র উপাদন। কাজেই স্থূল বিশিষ্ট শক্তি প্রকাশাত্মক কার্য্যের ন্যায়, সূক্ষ্ম বিশিষ্ট শক্তিপ্রকাশাত্মক কার্য্য অবশ্যই থাকিবে। এবং সূক্ষ্ম কার্য্য থাকিলে তাহার করণ (প্রকাশ-যন্ত্র)ই বা কেন না থাকিবে? আমরা দেখিয়াছি জীবের কার্য্য স্বতঃই জড়করণাপেক্ষী। এইকারণে স্থূল কার্য্য-প্রকাশ-জন্য জীব মস্তিষ্কাদি স্নায়ু-মণ্ডলী-রূপ স্থূল করণের অপেক্ষী হইলেও, সূক্ষ্ম কার্য্যজন্য সে করণ অকর্ম্মণ্য বিধায়, তদ্রূপ কার্য্যজন্য সে তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর করণের অপেক্ষী। কাজেই মস্তিষ্কাদি বহিরিন্দ্রিয়াত্মক স্থূল শরীর ও অন্তঃকরণ মাত্রই যখন জৈব কার্য্যের কেবলমাত্র করণ, তখন অন্তঃকরণই অবশ্য এই সূক্ষ্ম করণ হইবে। অতএব স্থূলশরীরকে অন্তঃকরণজ স্থূলাসক্ত্যাত্মক বাসনা-বীজের ফল না বলিয়া, অন্তঃকরণের পূর্ণবিকাশ বলা সম্যক্ দর্শনের

অভাব মাত্র। অন্তঃকরণের স্থূল বাসনাংশের জড় প্রতিকৃতি বলিয়া মস্তিষ্কাদি স্নায়ুমণ্ডলীর যখন করণত্ব, তখন অন্তঃকরণের করণত্ব অস্বীকার্য্য হইবে কেন?

যাহা দেশকাল-বস্তু-পরিচ্ছেদ্ধর্ম্ম-বিশিষ্ট সত্তা তাহাই জড়-সত্তা (§ 11), যাহা প্রাণ তাঁহা বুদ্ধি প্রকাশিত ইচ্ছা-প্রসারণ মাত্র [life is its (will's) expansion in the light of intellect § 250] যাহা বুদ্ধি তাহাও জড়সত্তা (woven of time, space and causality-§ 147) এবং তাত্বিক জ্ঞান (metaphysical knowledge-§ 243) বুদ্ধির অতীত, এ সকল বিষয়ই ইচ্ছাত্মবাদীর স্বীকার্য্য। অতএব বুদ্ধি যে স্বয়ং জ্ঞান নহে, জ্ঞানের জড়-করণ, একথা ইচ্ছাত্মবাদী স্পষ্টতঃ স্বীকার না করিলেও, তাঁহার মত বিরুদ্ধ বলিতে পারিবে না। জ্ঞানের তাত্বিকত্ব একবার স্বীকার করিলে, পুনরায় বুদ্ধি-জ্ঞানের (intellect) পৃথকত্ব স্বীকার কেবল নিষ্প্রয়োজন নহে, যুক্তি শাস্ত্র বিরুদ্ধও বটে। কাজেই বুদ্ধি যে জ্ঞান নহে, জ্ঞানের করণ, এই মতই যুক্তি সিদ্ধ। অতএব বুদ্ধি যদি জ্ঞান প্রকাশের করণ হইল, তবে মস্তিষ্কের সাহায্য ব্যতীত,শুদ্ধ সেই করণবলে জীব জ্ঞানলাভ করিতে বা স্থূল শরীরাভাবে অন্তঃকরণাশ্রয়ে জীবিত থাকিতে না পারিবে কেন? জ্ঞানের করণ বলিয়াই ত মস্তিষ্কের প্রয়োজন এবং জ্ঞান জন্যই ত জীবন। অবশ্য দেশকালাদি যে পরিচ্ছেদ্ধর্ম্ম মাত্র এবং আত্মা যে তদ্ধর্ম্মের অতীত তাহা অস্বীকার্য্য নহে। কিন্তু স্থূল শরীরের সহিত সম্বন্ধের অবসানে যে, কাল-ধর্ম্মের সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধের শেষ হইবে (c. f. § 249) এ কথার যুক্তি কোথায়? বুদ্ধি যখন কাল ধর্ম্মাত্মক (woven of time § 147) তখন জীবাত্মা যতকাল বুদ্ধ্যাশ্রিত, ততকাল অবশ্য সে কাল-ধর্ম্মাক্রান্ত থাকিবে। কাজেই স্থূল শরীরাতিরিক্ত বুদ্ধির আশ্রয়ে যখন তাহার জ্ঞান সম্ভবে এবং তাহার প্রাণও যখন বুদ্ধির আশ্রিত (§ 250) ব্যতীত স্থূল শরীরের আশ্রিত নহে, বরং স্থূল

শরীরের আশ্রয়দাতা, তখন স্থূল শরীর-সম্বন্ধের অবসান-নামক মৃত্যুর পরও জীব বুদ্ধ্যাশ্রয়ে কেন না অমর থাকিবে? সূক্ষ্ম হইতে যখন স্থূল প্রকাশ, তখন স্থূলের ন্যায় সূক্ষ্মের বিশিষ্ট প্রকাশ-শক্তি, বা সূক্ষ্ম-জ্ঞান-আনন্দ-সত্তা-প্রকাশাত্মক-কার্য্য কেন না থাকিবে? এবং বিশ্বাস করিবার উপযুক্ত কারণ সত্ত্বেও, যুক্তির বিরুদ্ধে কেবল আমি দেখি নাই বা আমার জড় প্রত্যয়, বিশ্বাস বা প্রবৃত্তির অনুকূল নহে বলিয়া, প্রেতাত্মার অস্তিত্বই বা কেন না স্বীকার করিব?

স্মৃতি। স্মৃতির অভাব জন্য পূর্ব্ব জন্ম অস্বিকার অযৌক্তিক।

পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতির অভাব বলিয়া পূর্ব্ব জন্ম অস্বীকার অযৌক্তিক। গুরুতর রোগারোগ্যের পর ব্যক্তি-বিশেষের পূর্ব্বস্মৃতির পূর্ণ বিলোপ বৃত্তান্ত যখন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বিদিত, তখন পুনর্জ্জন্মের পর পূর্ব্ব-জন্ম-স্মৃতি-বিলোপ অসম্ভব কিসে? তত্ত্বতঃ স্মৃতি-জ্ঞানও বৃত্তি-জ্ঞান। তবে এ বৃত্তির উৎপাদক—বহির্ব্বিষয়-শক্তি নহে, সেই বিষয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত চিত্তগত স্মারক-শক্তি। সেই বিষয়-শক্তির ন্যায় এ শক্তিও জড়, ইহাও স্থূল সূক্ষ্ম ভেদে বিবিধ, এবং ইহাই ইহার কেন্দ্র-স্বরূপ চিত্তের উপাদান বলিয়া, চিত্তও এতদনুরূপ বিবিধ উপাদানে গঠিত। স্মারক-শক্তিকে নিয়মিত করিয়া তদ্বলে চিত্তে পূর্ব্বস্মৃত বিষয়-বৃত্তি উৎপাদন করতঃ তদ্বিষয়ক জ্ঞানলাভ করিতে হয়। এই জ্ঞানই স্মৃতি। কিন্তু স্থূল সূক্ষ্ম ভেদে সর্ব্বপ্রকার স্মারক শক্তি-নিয়মনের বা তদনুরূপ চিত্তশক্তি উত্তেজনার সামর্থ্য সকল ব্যক্তির তুল্য নহে। এই কারণে জ্ঞানীর ন্যায় অজ্ঞানীর সূক্ষ্মবিষয়ক স্মৃতি সামর্থ্য দৃষ্ট হয় না। তবে সাংসারিক অর্থে স্থূল সূক্ষ্মভেদে আমাদিগের যে সমস্ত স্মারক-শক্তি, তৎসমস্তই তাত্ত্বিকার্থে স্থূল। কাজেই সাংসারিক অর্থে জ্ঞানী ও অজ্ঞ সকল ব্যক্তিরই কেবল স্থূল স্মারকশক্তির নিয়মন-সামর্থ্য মাত্র আছে। তাত্ত্বিকার্থে তাহারা

সকলেই স্থূলগ্রাহী। বেদান্ত মতে মৃত্যু-অন্তকালিক ভোগবলে ক্রমে তজ্জন্মের চিত্তগত সমস্ত স্থূলোপাদান বিশ্লিষ্ট হইয়া, তৎসহ সে জন্মের সমস্ত স্থূল স্মারকশক্তি বিনষ্ট হয়। পরে পুনর্জ্জন্মকালে নূতন স্থূলোপাদান আকর্ষণ বলে চিত্তের স্থূলত্ব লাভে জীব পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করে। এই কারণে পূর্ব্বজন্মের সঞ্চিত স্থূল স্মারকশক্তির অভাবে সাংসারিক ব্যক্তির পক্ষে সাধারণতঃ পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্তের স্মৃতি অসম্ভব। পূর্ব্বজন্ম সঞ্চিত যে সূক্ষ্মতর স্মারক শক্তির ক্ষয় হয় না, সে শক্তির নিয়মন সামর্থ্যলাভ সাধারণতঃ কেবল এক হিংসাদ্বেষাদি স্থূল-পাপাসক্তি-বিবর্জ্জিত প্রসন্নচিত্ত সংযমী ব্যক্তির সম্ভবে বলিয়া সাধারণতঃ সেই ব্যক্তিরই পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্তের স্মৃতি হইতে পারে। তবে অসংযমী ব্যক্তির পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্তের স্মৃতি না হইলেও পূর্ব্বজন্ম লব্ধ সংস্কারের উন্নতি অবনতি আদি কর্ম্মফল হইতে সে বঞ্চিত হয় না। এই কারণেই শৈশব হইতেই মানবের বিষয়-বিশেষে সংস্কারাত্মক জ্ঞানের ও পাপ পুণ্য প্রবৃত্তি আদির তারতম্যের পরিচয় দৃষ্ট হয়।

ষষ্ঠাধ্যায়।

কর্ম্ম, সমাজ, শাসন, পরার্থ-পরতা, মুক্তি, শান্তি।

জীব বাসনাময়।

[২১] কর্ম্ম—বাসনা ও শরীরাদি।

স্বীয় বাসনার উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্টতায় তাহার স্বভাবের উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্টতা। বাসনাই তাহার সর্ব্ব সুখ দুঃখের নিদান। আমরা দেখিয়াছি বাসনা অনাত্মক জড়শক্তি। অজ্ঞানজ আসক্তি বলে আত্মার সহিত

---

* শারীরক সহবেদান্ত ৩।১।২২—২৭।

ইহার সম্বন্ধ। আসক্তিজ কর্ম্মজন্যই জীব বহির্জ্জড় শক্তির আকর্ষক ও বিকর্ষক। স্বীয় কর্ম্মফলেই সে শরীর, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের আশ্রিত। যে জীবের যে রূপ আসক্তি, যে রূপ কর্ম্ম, সে জীবের তদনুরূপ শরীরাদি।

—কর্ম্মের লক্ষণ ও সম্পাদন প্রণালি।

নিয়মিত বিশিষ্টাকারে শক্তি-প্রসারণের নাম 'কর্ম্ম'। নিয়ামকই কর্ত্তা। নিয়ন্তৃত্ব ইচ্ছাজন্য। জৈব ইচ্ছা জড়শক্তির আশ্রিত (প্রবৃত্তি বিশিষ্ট) বলিয়া দুর্ব্বল। এই কারণেই জড়শক্তি প্রসারক যন্ত্রের (organ) সাহায্য ব্যতীত জীব তাহার ইচ্ছাবলে জড়শক্তিকে বিশিষ্টাকারে প্রসারিত করিতে অক্ষম। কাজেই শক্তি-প্রকাশ-জন্য সে শরীরেন্দ্রিয়ান্তঃকরণের অপেক্ষী। অন্তঃকরণের সহিত তাহার পূর্ণ তাদাত্ম্য বলিয়া, সে ইচ্ছাবলে, অন্তঃকরণ-শক্তিকে নিয়মিত করিয়া, তদ্‌বলে স্থূল বহিঃশরীরেন্দ্রিয়ের নিয়ামক হয়। এই রূপে বহিরিন্দ্রিয় শক্তি নিয়মিত করিয়া সে স্থূল বহিষ্কর্ম্মের কর্ত্তা হয়।

—স্বভাবতঃ কর্ম্ম আত্মোন্নতি বর্দ্ধক।

জড়াংশে, বিশিষ্ট শক্তি-প্রসরণ তমঃনিয়মিত রজঃগুণের কার্য্য। রজঃগুণ সঙ্কলনাত্মক: ইহার প্রকাশে তমঃগুণ অভিভূত হয়। এই কারণে কর্ম্ম স্বভাবতঃ অন্তঃকরণাশ্রিত তামসিক জড়ত্বের বিশ্লেষক হইয়া, সত্ত্বের উদ্বোধক হয়। এবং সত্ত্ব চৈতন্যের প্রকাশক। অতএব কর্ম্মজন্য অন্তঃকরণ-শুদ্ধি ও অন্তঃকরণ-শুদ্ধি-জন্য চৈতন্যের প্রকাশ। আবার আত্মাংশে কর্ম্ম ইচ্ছা জন্য এবং কর্ম্মের অভীষ্ট জ্ঞান-ও-আনন্দ জন্য বিধায় কর্ম্ম জ্ঞান, আনন্দ ও ইচ্ছা সাক্ষাৎ-সম্বন্ধেও এ তিনের স্ফূর্ত্তি বর্দ্ধক। এই রূপে কর্ম্ম চিত্ত শুদ্ধি ও আত্মোন্নতির পরিবর্দ্ধক।

অনাত্মায় আত্ম-জ্ঞান জন্য জীবের জড়াসক্তি এবং তাহার কর্ম্ম সেই আসক্তি-প্রবর্ত্তিত। এই রূপ জড়াসক্তি প্রবর্ত্তিত কর্ম্মবলে জীব, কর্ম্মে

স্বাভাবিক ধর্ম্মে পূর্ব্বসঞ্চিত জড়াসক্তির বিশ্লেষক হইলেও, আসক্তি-ধর্ম্মে পুনরায় স্বীয় আকাঙ্খানুরূপ নূতন জড় আসক্তির আকর্ষক হয়। কাজেই জড়াসক্তি প্রবর্ত্তিত কর্ম্ম তাহার বন্ধনের কারণ। ইহাদ্বারা তাহার অন্তঃকরণের জড়ত্ব বৃদ্ধি পায়।

—আসক্তিজ কর্ম্ম বন্ধনাত্মক।

জড়াসক্তি অজ্ঞানজন্য বলিয়া অস্বাভাবিক (আত্ম-স্বভাব বিরুদ্ধ)। যাহা অস্বাভাবিক তাহা অনিত্য বলিয়া, এ রূপ আসক্তিজ কর্ম্মপ্রবৃত্তি অনিত্য। কর্ম্মজন্য চৈতন্যের ক্রমবিশুদ্ধি জন্মে। ফলভোগজ অভিজ্ঞতালাভে ও কর্ম্মপ্রবৃত্তির ক্রম-ক্ষয় হয় এবং জড় বাসনায় অনাসক্তি জন্মে। আসক্তির ভাবাভাব ভেদে কর্ম্ম দ্বিবিধ। জড়াসক্তিজ কর্ম্মের নাম 'প্রবৃত্ত্যাত্মক কর্ম্ম' এবং তদ্বিরহিত কর্ম্ম 'নিবৃত্ত্যাত্মক'। আসক্তি সাধু (জগতেরও আত্মপ্রকাশের হিতকর, পুণ্যাত্মক) ও অসাধু (পাপাত্মক) ভেদে, দ্বিবিধ বলিয়া প্রবৃত্তিজ কর্ম্ম দ্বিবিধ। সাধ্বাসক্তিজ কর্ম্মবলে সাধুবাসনা ও অসাধ্বাসক্তিজ কর্ম্মবলে অসাধু বাসনালাভ হয়। সাধু বাসনা সত্ত্বাত্মক বলিয়া অন্তঃকরণের বিশুদ্ধিকারক এবং পুণ্যাত্মক বলিয়া সুখদায়ক। আবার বাসনাসক্তিকালে শুভ বাসনাসক্তি প্রবুদ্ধ করিয়াই তদ্বলে অশুভ বাসনা হইতে আসক্তি প্রবাহের পরিবর্ত্তন সম্ভব। কাজেই সাধ্বাসক্তিজ কর্ম্ম সংসারিকের প্রয়োজন ও হিতকর। নিবৃত্তি-আত্মক কর্ম্মও দ্বিবিধ। ইহার এক শ্রেণীর অভীষ্ট পূর্ব্বসঞ্চিত জড়শক্তির ক্ষয়। শম, দম, তিতিক্ষাদি বৈরাগ্যাত্মক কৃচ্ছ্র তাপসিক কর্ম্ম এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এরূপ কর্ম্ম ফলাকাংক্ষা বিরহিত নহে। ইহার অভীষ্ট জড়শক্তির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ রূপ জীবের স্বীয় উন্নতি। সেই উন্নতিই

—প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ভেদে কর্ম্ম দ্বিবিধ।

প্রবৃত্তিজ কর্ম্ম দ্বিবিধ —সাধু ও অসাধু।

নিবৃত্ত্যাত্মক কর্ম্ম দ্বিবিধ—নিবৃত্ত্যা-কাংক্ষাযুক্ত ও কর্ত্তব্য।

এ কর্ম্মের ফল-স্বরূপ। কাজেই এরূপ কর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষা-যুক্ত হইলেও, ইহার ফল জড়প্রবৃত্তি প্ররোচিত নহে, মুক্তিপ্রদ। দ্বিতীয় শ্রেণী পূর্ণফলাকাঙ্ক্ষা-বিবর্জ্জিত ও আনন্দ-লক্ষ্য বিরহিত, কেবলমাত্র কর্ত্তব্যজ্ঞান প্ররোচিত। আত্মাশ্রিত জড়শক্তির হ্রাস বৃদ্ধ্যাদি কোন রূপ স্বার্থলাভই ইহার উদ্দেশ্য নহে। ইহার উদ্দেশ্য কেবল কর্ত্তব্য-সাধন। কর্ত্তব্য কেন—তৎপ্রতি ইহার লক্ষ্য নাই, অথবা লক্ষ্য থাকিলে সে লক্ষ্য আসক্তি-বিরহিত, কেবল জ্ঞান সম্বন্ধযুক্ত। লক্ষ্যফলের লাভালাভে আনন্দের হ্রাস বৃদ্ধি নাই। এই রূপ কর্ম্মই জড়াহঙ্কারের প্রকৃত খর্ব্বকারক বিধায় চৈতন্য প্রকাশের বিশেষ বিশুদ্ধিসাধক। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি চিদচিতের গ্রন্থি হইয়া, এই অহঙ্কারই আত্মার জীবভাবের পরিরক্ষক ও সম্বর্দ্ধক। অতএব জড়াহংভাবের বিশ্লেষক বলিয়া, এ রূপ কর্ম্মফল মুক্তিপ্রদ অনশ্বর ও নিত্য (৫৯)। ইহার ফল নিত্য এবং ইহা নিত্যকর্ত্তব্য বলিয়া ইহার নাম 'নিত্যকর্ম্ম'। 'কর্ত্তব্যকর্ম্ম' ইহার নামান্তর। ফলাকাঙ্ক্ষা বিরহিত বলিয়া এ রূপ কর্ম্ম বাতুলের ন্যায় অভীষ্ট বিরহিত নহে। অভীষ্ট মূলক কর্ম্মই জ্ঞানও নিয়মন-শক্তির বিকাশক বিধায় আত্মধর্ম্মের উদ্বোধক। অভীষ্ট যতদুরূহ, যত বহু ব্যাপক হইবে, চিত্ত সংযম তত বৃদ্ধি পাইবে এবং জ্ঞানেরও নিয়মন-শক্তির তত অধিক বিকাশ হইবে। এই নিয়মন শক্তিই প্রকৃত ইচ্ছা। ইহাই আত্ম-ধর্ম্ম। বিষয়-বিশেষাসক্তিজ যে বিষয়ানুসরণ, তাহা ইচ্ছা নহে, তাহা প্রবৃত্তি। তাহা গুণ-ধর্ম্মজ, বিষয়-গুণাশ্রিত জীব-শক্তি। ইচ্ছা বা নিয়-

ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি।

---

(৫৯) আত্মানন্তের পার্থক্যবোধের খর্ব্বতা জন্যই ইচ্ছাস্ববাদী সূক্ষ্মদর্শী অধ্যাপক ড্যাসন আত্মার সচ্চিদানন্দত্ব এবং নিবৃত্তি-ধর্ম্মের হিতকারিত্ব অনুভব করিয়াও, নিবৃত্তি-ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তাকে স্বাভাবিক নিয়মের (natural order of things) বিরুদ্ধ ও দুর্ব্বোধ্য (miracle) এবং জ্ঞানানন্দ বিনাশক বলিয়াছেন। (§§ 243, 244, 260)।

মন গুণাতীত ঐশ-শক্তি। প্রবৃত্তি কর্তৃ-শক্তি, নিয়মন প্রবৃত্তির অনুগ্রাহক কারয়িতৃ-শক্তি। এশক্তি প্রবৃত্তি হইতে শ্রেষ্ঠ, প্রবৃত্তির অধিপতি। এই কারণে প্রত্যক্ষ-কর্ম্ম-কর্ত্তা হইতে তাহার পরোক্ষ নেতার, সেনা হইতে সেনানীর প্রাধান্য। প্রবৃত্তির থর্ব্বকারক ও নিয়মনের পরিবর্দ্ধক বলিয়া কর্ত্তব্য-কর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব। কর্ত্তব্য-কর্ম্মই কর্ম্মের সার. কর্ত্তব্য-জ্ঞানোৎপাদনই কর্ম্মের মুখ্য তাত্ত্বিক প্রয়োজন। যিনি যে পরিমাণ কর্ত্তব্য-পরায়ণ, তিনি তৎপরিমাণ গুণাতীত, প্রবৃত্তির অধীনতা হইতে মুক্ত। কর্ত্তব্যাসক্তিজ সুখ পরম পবিত্র। কর্ত্তব্য যখন তুল্যরূপে বিশ্ব প্রকৃতি-ব্যাপী. তখনই কর্ত্তব্যসেবী জীব জীবন্মুক্ত, গুণাতীত। তখনই তাঁহার ইচ্ছা ঈশ্বরেচ্ছার সহিত পূর্ণ মিলিত। কর্ত্তব্য-সেবা গুণ-সেবা নহে। ইহা প্রকৃতি-সেবা। ঈশ্বর স্বয়ং কর্ত্তব্য-পরায়ণ প্রকৃতি-সেবী কি না ঈশ্বরজ্ঞই তাহা জানেন। কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে (২৬৩-২৬৭ পৃ) দেখিয়াছি।

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি উভয়াত্মক কর্ম্ম সাংসারিকের কর্ত্তব্য।—চিত্তোন্নতির ক্রম।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এ উভয়াত্মক কর্ম্মই অল্পাধিক পরিমাণে সাংসারিকের হিতকর। মূঢ়াবস্থায় যখন বাসনারাশি তমঃপ্রাবল্যে চিত্তে প্রসুপ্ত থাকে, তখন কর্ম্মবলে রজোগুণের উত্তেজনাদ্বারা তাহাদিগকে উদার (প্রবুদ্ধ) ভাবে না আনিলে, তাহাদিগের অনুভব বা তাহাদিগকে আসক্তি হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া তাহাদিগের হস্তহইতে মুক্তিলাভ-চেষ্টা অসম্ভব। আপন উপলব্ধ্যাত্মক চেষ্টাবলেই বাসনার হস্ত হইতে মুক্তি ও বাসনা বিশুদ্ধি সুসম্ভব। কাজেই মূঢ় ব্যক্তির মানসিক বিকাশ জন্য তাহার পক্ষে বাসনার সদসৎ-বিচারশক্তি-বৃদ্ধি অপেক্ষা বাসনার স্ফূর্ত্তি বৃদ্ধির উপায়াবলম্বন অধিকতর হিতকর। তাহার যেরূপ প্রবৃত্তি, সামাজিক হিত ও শান্তির উপর লক্ষ্য রাখিয়া, যতদূর সম্ভব, তদনুরূপ উত্তেজনা বলে তাহার চিত্তগত জড়তার ক্রমক্ষয় বিধেয় (৬০)। এইরূপ প্রবৃত্তি-চরিতার্থতাবলে

(৬০) আর্য্যধর্ম্ম শাস্ত্রে যে সর্ব্ববিধ বাসনা চরিতার্থতার সহিতই ধর্ম্মসম্বন্ধের ব্যবস্থা,

ক্রমে তাহার চিত্তের তামসিক স্তব্ধতাও তজ্জাত আলস্যাদি অপগত হইয়া চাঞ্চল্য, উদ্যোগ জ্ঞানাদি যত বৃদ্ধি পাইবে, বাসনার সদসৎ বিচারের উপর তাহার লক্ষ্য তত পরিস্ফুট হইবে। তখনই সেই লক্ষ্যের উত্তেজনাবলে সৎপ্রবৃত্তির ক্রমবৃদ্ধি ও অসতের দমন তাহার পক্ষে বিশেষ হিতকর হইবে। প্রবৃত্তিজ কর্ম্মবলে বাসনা-চরিতার্থতাদ্বারা প্রসুপ্ত বাসনাসক্তি ক্রমে প্রবুদ্ধ হয় বলিয়া প্রত্যেক বাসনাসক্তি এই রূপে প্রবুদ্ধ করিয়া ক্ষয় করিতে হয় না। কতক বাসনা প্রবুদ্ধ ও বিশ্লিষ্ট হইয়া চিত্তে যখন চৈতন্য সপ্রকাশ হয়, তখন চৈতন্যের সৌম্যোপলব্ধিবলে অন্য বাসনাসক্তি স্বতঃ অপগত হয়। সুখ প্রাপ্তি যে আসক্তির উদ্দেশ্য তদ্দ্বারা সুখপ্রাপ্তি অসম্ভব জ্ঞান জন্মিলে, অথবা নিবৃত্ত্যাত্মক কর্ম্মবলে তদপেক্ষা অধিকতর সুখ পাইলে, সে আসক্তি কেননা অপগত হইবে? বিশুদ্ধ চৈতন্যের বিশুদ্ধানন্দ। সে আনন্দের তুলনায় জড়ানন্দ সূর্য্যের তুলনায় খদ্যোৎবৎ অকিঞ্চিৎকর। অতএব প্রকৃত উন্নত ব্যক্তির নীচাসক্তি অসম্ভব *। বিজ্ঞ ব্যক্তি স্বয়ং অনেক বাসনা চরিতার্থতা ব্যতীতও, অন্যের তদ্বাসনা চরিতার্থতার অশুভফল দৃষ্টে, বাসনাসক্তি পরিত্যাগ করেন। কর্ম্ম জড়শক্তির বিশ্লেষক হইলেও, শুদ্ধ কর্ম্মবলে বা কর্ম্মফল ভোগ বলে, জড়শক্তির আত্যন্তিক বিশ্লেষ অসম্ভব। ভোগের পরও ইহার অনুশয় (অবশেষ—শারীরক ৩।১।৮-৯) থাকিয়া যায়।

বাসনার আত্যন্তিক ক্ষয় তত্ত্বজ্ঞান জন্য।

জীবের ক্রমোন্নতির উপর লক্ষ করিলে, সে ব্যবস্থার সার্থকতা দৃষ্ট হইবে। আর্য্য ধর্ম্ম শুদ্ধ এক অবস্থাগত চিত্তোন্নতির জন্য নহে। অধিকারভেদের উপর লক্ষ্য বিরহিত অনুষ্ঠান জন্যই এ রূপ ব্যবস্থার অশুভ ফল। সর্ব্ব মানবই সর্ব্ব ধর্ম্ম-কর্ম্মের তুল্যাধিকারী, জন্মান্তরাস্বীকার বাদোক্ত এই অনুমানের উপর লক্ষ্য করিয়া, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের যে সর্ব্বমানবের পক্ষে এক প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যবস্থা, বিভিন্ন মানব প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে, সে ব্যবস্থাপেক্ষা আর্য্যশাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

* প্রকৃত যোগীর যে পতন তাহার এক প্রধান কারণ, তাঁহার জড় সুখের ও তৎফলের অজ্ঞতা। সন্ততিসহ মৎস্যের আনন্দ ক্রীড়াদৃষ্টে সৌভরি মুনির দার-পরিগ্রহই ইহার উদাহরণ।

উত্তেজক কারণ পাইলে বৃত্তিত্ব (প্রবুদ্ধভাব) গ্রহণে ঐ অনুশয় পুনরায় ভোগাসক্তির উত্তেজক হয়। একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানজ অনাসক্ত বা নিবৃত্ত্যাত্মক কর্ম্মবলেই জড়াসক্তির আত্যন্তিক বিশ্লেষ * হয়।

কর্ত্তার ভাব-শুদ্ধি‌ই কর্ম্মের প্রয়োজন।

কর্ত্তার ভাব-শুদ্ধিই কর্ম্মের তাত্ত্বিক প্রয়োজন। ভাবই (c.f. § 261) কর্ম্মের জীবন। ভাববিরহিত কর্ম্ম অন্তঃসারশূন্য বাহ্যিক জড়কর্ম্মাভাস (formality) মাত্র। এরূপ কর্ম্মাভাস-অভ্যাস বলে মানব-স্বভাবে জড়তার ও অসরলতার আধিক্য জন্মে, এবং বাসনাশক্তি-বিশ্লেষণরূপ কর্ম্মের প্রকৃত ফল হইতে মানব বঞ্চিত হয়। যাহা কর্ম্ম প্রবর্ত্তক ভাব, তাহাই কর্ম্মের উদ্দেশ্য। কর্ম্মোদ্দিষ্ট জড়শক্তিই বহির্জ্জড়শক্তির আকর্ষক বলিয়া, যে উদ্দেশ্যে যে কর্ম্ম সম্পাদিত হয়, সেই কর্ম্ম বলে চিত্তে সেই উদ্দেশ্যানুরূপ শক্তিরই সঞ্চার হয়। এই কারণে একই কর্ম্ম বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হইয়া, বিভিন্ন ফল দান করে। অন্য ব্যক্তির হস্তকর্ত্তন-রূপ একই কর্ম্ম জন্য তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভেচ্ছু তস্করের এক ফল এবং তাহার জীবন-রক্ষেচ্ছু চিকিৎসকের অন্য ফল। ভাবশুদ্ধি কর্ম্মের তাত্ত্বিক প্রয়োজন বলিয়া, ধনমানাদি উপার্জ্জনের হ্রাসবৃদ্ধি জন্য কর্ম্মের যে নীচ উচ্চত্ব, সে নীচ উচ্চত্বের সহিত চিত্তোন্নতির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। নিঃস্বার্থ ঐকান্তিক প্রভুভক্ত্যোদ্দিষ্ট সাংসারিক-নীচ কর্ম্মবলে দাসের যে পারমার্থিক উপকার হয়, স্বার্থোদ্দিষ্ট সাংসারিক উচ্চকর্ম্ম জন্যও প্রভুর পক্ষে সে পারমার্থিক উপকার লাভ অসম্ভব। কর্ম্মের সাংসারিক নীচ-উচ্চত্বের সহিত সম্বন্ধ কেবল মানবের সাংসারিক জীবনের। আত্মোন্নতির জন্য এই উভয় বিধ কর্ম্মই তুল্য। উদ্দেশ্যের অশুদ্ধ বিশুদ্ধতার সহিতই আত্মোন্নতির সম্বন্ধ।

---

* বেদান্ত বলেন তত্ত্বজ্ঞানবলে পূর্ব্বসঞ্চিত পাপপুণ্য নষ্ট হয় এবং পরেও কর্ম্ম জন্য আর পাপপুণ্যাত্মক বাসনাসংশ্লিষ্ট হয় না। "সর্ব্বে পাপ্মানোঽতো নিবর্ত্তন্তে" "যদেব বিদ্যয়া করোতি, শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি।"—শারীরক৪।১।১৩,১৪,১৮।

ভাবশুদ্ধির উপর লক্ষ্য করিলে,মানবের সাংসারিক কর্ম্ম 'স্বার্থ','স্বার্থ-পরার্থ' এবং 'পরার্থ' ভেদে ত্রিবিধ। আপনার ও অপরের উপকার-উদ্দিষ্ট কর্ম্মের নাম 'স্বার্থ-পরার্থ' কর্ম্ম। এক ব্যবসায় অধিকতর ধনমানাদি স্বার্থ লাভ। অন্য ব্যবসায় স্বার্থলাভ তত অধিক নহে, কিন্তু প্রথমোক্ত ব্যবসাপেক্ষা এটী দেশের বা অন্য-ব্যক্তির অধিকতর হিতসাধক। এইরূপ ব্যবসাদ্বয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি কেবল স্বীয় স্বার্থলাভ জন্য প্রথমোক্ত ব্যবসাটি গ্রহণ করে,সে ব্যক্তি'স্বার্থপর'কর্ম্মী। স্বার্থ ও পরার্থ উভয়লাভেচ্ছু দ্বিতীয় ব্যবসা-গ্রহণকারী 'স্বার্থ-পরার্থ'-পর কর্ম্মী। যে ব্যক্তির সহিত কর্ম্ম-সম্বন্ধ, কর্ত্তব্যজ্ঞানে আপনার ন্যায় সে ব্যক্তিরও হিতের উপর লক্ষ্য রাখিয়া, কর্ম্ম করিলে, কর্ম্মকর্ত্তা 'স্বার্থপরার্থ' কর্ম্মী হন। কিন্তু পাপের ভয়ে অন্যের অনিষ্ট হইতে বিরত হইয়া আপন স্বার্থ-উদ্দেশ্যে যে কর্ম্ম সম্পাদিত হয়, তাহাও কেবল স্বার্থোদ্দিষ্ট বলিয়া'স্বার্থপর'কর্ম্ম। চিত্তগত জড়ত্বের যত হ্রাস হয় এবং অন্যের সহিত সংস্রবের যত বৃদ্ধি হয়, 'স্বার্থ-পরার্থ' কর্ম্ম-প্রবৃত্তি উত্তেজনা মানবের পক্ষে তত অধিকতর হিতকর হয়। আত্মা আনন্দ-স্বরূপ বলিয়া আসক্তির (আনন্দের) বিষয়ে সঙ্কীর্ণতা জন্যই অহঙ্কারের সঙ্কীর্ণতা। এবং অহঙ্কারের সঙ্কীর্ণতা জন্যই জীবের স্বার্থজ্ঞান সঙ্কীর্ণ, জীব বদ্ধ। কাজেই স্বার্থপর কর্ম্মাপেক্ষা 'স্বার্থ-পরার্থ'-পর কর্ম্মাভ্যাস বলে, আসক্তি উদার হইয়া, মানবের অহংজ্ঞান বিশুদ্ধ হয়। আবার কর্ত্তা ও তাঁহার কর্ম্ম-সম্বদ্ধ-ব্যক্তি, এ উভয়েরই হিত-সাধক বলিয়া, এরূপ কর্ম্ম স্বার্থপর-কর্ম্মাপেক্ষা সংসারের অধিকতর হিতসাধক। কর্ত্তার আপন স্বার্থদৃষ্টির আধিক্যে, অপর ব্যক্তির স্বার্থের উপেক্ষাজন্যই কর্ম্ম সম্বদ্ধ মানবগণের পরস্পরের মধ্যে হিংসাদ্বেষ-কলহাদি। কাজেই কর্ত্তার দৃষ্টি যখন আপনার ও অন্যের উভয়ের স্বার্থের উপরই তুল্য হয়, তখন কর্ম্মজন্য হিংসা-দ্বেষাদির অবকাশ থাকে না, তৎপরিবর্ত্তে মানব-সম্বন্ধে

—স্বার্থ স্বার্থপরার্থ ও পরমার্থ ভেদে কর্ম্ম ত্রিবিধ।

স্বাভাবিক ফল স্বরূপ প্রেম ভালবাসা সপ্রকাশ হইয়া তদ্বলে পরার্থ-পরতার ক্রম বৃদ্ধি হয়। অতএব কর্ত্তার আপনার ও সংসারের উভয়ের জন্যই এরূপ কর্ম্মের বিশেষ প্রাধান্য। এই রূপ কর্ম্মাভ্যাস বলে চিত্ত-আরও বিশুদ্ধ হয় এবং স্বার্থাসক্তি অপগত হইয়া পরার্থাসক্তির বৃদ্ধি হয়। ক্রমে জড়ধর্ম্মে বীতরাগ হইয়া মানব তত্ত্বজ্ঞানানুসন্ধিৎসু হয় (৬১)।

কর্ত্তা (subject) ও বিষয় (object) এই উভয় কর্ম্মের লক্ষ্য। যাহার উদ্দেশ্য কর্ম্ম করা হয়, সেই ব্যক্তিই কর্ম্মের প্রকৃত বিষয়। যে কর্ম্ম কেবল কর্ত্তার স্বার্থোদ্দিষ্ট তদপেক্ষা, যে কর্ম্ম আপনার ও অন্যের উপকারক, সেই কর্ম্মই জগতের অধিকতর হিতসাধক। আমরা দেখিয়াছি কর্ম্মাদির বিষয়ের সহিত আত্মাদিগের আনন্দাত্মক আসক্তি-সম্বন্ধ অস্বাভাবিকও আরোপিত। কাজেই যেরূপ বিষয়ের সহিত এ সম্বন্ধের আরোপ করিতে অভ্যাস করিবে, কালে তোমার সেইরূপ বিষয়াসক্তিই জন্মিবে। বিশেষতঃ আত্মাই আনন্দ বলিয়া, যে বিষয়ক কর্ম্মে আত্মপ্রকাশের আধিক্য, সেই বিষয়ক কর্ম্মেই আনন্দের গাঢ়ত্ব। এইকারণে অন্য মানবের উপকারক কর্ম্মে আসক্তিজ সুখের খর্ব্বতার আশঙ্কাভাব। অথচ প্রেমাত্মক সুখের বৃদ্ধিসহকারে এ কর্ম্ম সঙ্কীর্ণ স্বার্থাসক্তির পরিবর্দ্ধক না হইয়া পরার্থাসক্তির পরিবর্দ্ধক হয়। অতএব এইরূপ কর্ম্মাভ্যাস মানবের সাংসারিক ও পারমার্থিক উভয় পক্ষেই হিতকর। মনোজগৎ এক এবং মানব চিত্ত সেই জগতের সহিত সম্বদ্ধ বলিয়া, এক ব্যক্তির কর্ম্মাসক্তি দৃষ্টে অন্যের কর্ম্মাসক্তিও তদভিমুখী হয়। এই রূপে যত অধিক ব্যক্তির আসক্তি এক বিষয়ে প্রবর্ত্তিত হয়, সে আসক্তি স্রোত তত প্রবলতর হয় এবং ব্যক্ত্যন্তরকে তদভিমুখে প্রবর্ত্তিত করে।

কর্ত্তা ও বিষয় ভেদে কর্ম্মের দুই লক্ষ্য। স্বার্থ-পরার্থপর কর্ম্ম জগতের হিতসাধক।

(৬১) আত্মানাত্মের, চিত্ত চৈতন্যের পার্থক্য ও আসক্তি-তত্ত্ববিষয়ক দৃষ্টির খর্ব্বতা [illegible] বৈজ্ঞানিক প্রবর হেগেল নীতি ধর্ম্মের (morality) ভাবশুদ্ধির এবং বৈরাগ্যের [illegible]।—Wallace Hegel's mind. p. p. cvii—cxxviii.

ক্রমে সামাজিক কর্ম্মাসক্তি তদভিমুখী হয়। এবং সমষ্টি মনোজগৎ বিশুদ্ধ হয়। ইহাই এরূপ সদাসক্তি উত্তেজনার অন্যতম মহৎ মঙ্গলময় ফল। সূক্ষ্ম সমষ্টিভাবে সর্ব্বজীবই এক। কাজেই যাহা একের হিতকর, তাহা ন্যূনাধিক্যে সকলেরই হিতকর। যে কর্ম্ম কোনও ব্যক্তির অহিতকর নহে, সে কর্ম্ম অল্প ব্যক্তিরই হিতকর হউক, বা অধিক ব্যক্তিরই হউক, সর্ব্বাবস্থায়ই জগতের হিতকর। কাজেই অধিকারভেদে অল্পব্যক্তিকেই হউক অথবা অধিক ব্যক্তিকেই হউক, অন্য ব্যক্তিকে কর্ম্মের বিষয় করিয়া মানবের কর্ম্মাভ্যাস সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। আত্মাই প্রকৃত প্রিয় বলিয়া জড়দ্রব্য অপেক্ষা মানবই ভালবাসার অধিকতর চিত্তাকর্ষক বিষয় বিধায়, জড়-দ্রব্যাসক্তি উৎপাদনাপেক্ষা মানবে আসক্তি উৎপাদন সহজ সাধ্যও বটে।

চিন্তনও ক্রিয়া-ব্যাপার কর্ম্মের এই দুই অঙ্গ। ক্রিয়া-ব্যাপারাভাবের ফল।

চিন্তন (subjective activity) ও ক্রিয়া-ব্যাপার (objective outward activity) কর্ম্মের এই দুই অঙ্গ। এ দুয়ের মধ্যে ক্রিয়াব্যাপারই প্রকৃত কর্ম্ম। অভীষ্ট, কর্ত্তব্য-বিচারাদি-রূপ চিন্তনের প্রয়োজন কর্ম্মের জন্য বিধায়, ক্রিয়া-ব্যাপারের সহিত মিলিত হইয়াই কর্ম্ম পূর্ণ ফলদ। অন্যথা, উত্তেজিত কর্ম্মবাসনা যদি কর্ম্মে পরিণত না হয়, তবে বৃথা-উত্তেজনা-ফলে কর্ম্মাসক্তির আধিক্য জন্মে। অথচ ক্রিয়াব্যাপারাভাবে, সেই ব্যাপারের সহিত কর্ম্মবাসনার যে শক্তি-সম্বন্ধ জন্য মানব সঙ্কল্পমাত্র ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক হয়, সে সম্বন্ধ শিথিল হয়। ক্রমে কর্ম্মশক্তি থর্ব্ব হইয়া মানবের আলস্যাদি জড়-ধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়, বহির্ব্বিকাশাভাবে (for want of outward vent) তাহার মানসিক-শক্তি সন্দেহাদি নানা কুপ্রবৃত্তির পরিবর্দ্ধক হয়, এবং কর্ম্মফলের উপর মনঃসংযোগাধিক্যে কর্ম্ম ফলে তাহার আসক্তির আধিক্য জন্মে। ক্রমে অস্বাভাবিক মানসিক উত্তেজনা (sensitiveness) বৃদ্ধি জন্য মন দুর্ব্বল হয়। এরূপ মানব বৃথা কল্পনা-প্রিয় (sentimental)

হয়। তাহার সাংসারিক জ্ঞান (practical common sense) খর্ব্ব হয়। কর্ম্ম বলেই সংসার-বুদ্ধি প্রকৃতিস্থ (natural and practical) হয় বলিয়া কর্ম্মবলে সে বুদ্ধির স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন,উন্নতি ও নিরাশ সম্ভব। কর্ম্মাভাবে সংসার-বুদ্ধি মানবের স্বীয় আসক্তি-কল্পিত ও অপ্রকৃত (unpractical and sentimental) হয়। কর্ম্মাভ্যাস বিরহিত সমাজ-বৈজ্ঞানিক ও অনেক সময়ে অসম্ভবপর কাল্পনিক (utopian) সমাজের স্রষ্টা হন। প্রকৃত সংসারের সহিত এ কাল্পনিক সংসার বুদ্ধির সম্বন্ধাভাব জন্য এ বুদ্ধির অনুরূপ কর্ম্ম অসম্ভব হয়। কাজেই কর্ম্মাভাবে এ বুদ্ধির বাসনাসক্তির ক্ষয় ও অসম্ভব। আবার প্রকৃত সংসারেরই ফলাফল দৃষ্টে সে সংসার-বুদ্ধির, হ্রাস বৃদ্ধি, সংসারের উপর মানবের তৃষ্ণার পর বিতৃষ্ণা জন্মা সম্ভব। কিন্তু স্বীয় আসক্ত্যানুরূপ কল্পিত সংসারে তদ্রূপ বিতৃষ্ণা হওয়া অসম্ভব। কল্পিত সাংসারিকের প্রকৃত বহিঃসংসারে বিতৃষ্ণা জন্মিলেও,তাহার স্বীয় কল্পনাময় সংসারে সে নিত্যাসক্ত। যাহা স্বাভাবিক তাহারই স্বাভাবিক পরিণতি। সংসার জীবের ক্রমমুক্তির সোপান ব্যতীত নিত্যস্থান নহে বলিয়াই প্রকৃত সংসার সুখ দুঃখ উভয়াত্মক। যাহার উন্নতি জন্য সংসার প্রয়োজনীয় তাহার নিকট সংসার সুখময়। যে মহাত্মা সে প্রয়োজনের অতীত, তাঁহার পক্ষে ইহা বিষময়। কিন্তু কল্পিত সংসার-আসক্ত-ব্যক্তির সংসার স্বীয় আসক্ত্যানুরূপ বলিয়া তাহার সে সংসার বুদ্ধির ক্রম প্রগাঢ়তা। এরূপ সংসার বুদ্ধি প্রকৃত সংসারের হিতসাধকও নহে। ক্রিয়াশক্তি খর্ব্ব হইলে মানব অন্যের কর্ম্মালোচনা তৎপর হইয়া হিংসা দ্বেষ সামাজিক কলহাদি নানা কুরুচি ও পাপে আসক্ত হয়। কর্ম্মবিরহিত পল্লীবাসী ব্যক্তিগণের যে বিবাদ-প্রিয়তা,তাহা ইহার উদাহরণ। অতএব নৈষ্কর্ম্ম-সাংসারিকের পক্ষে সর্ব্বথা অহিতকর। যে তমোগুণের আশ্রয় জন্য তাহার সর্ব্বানর্থ, ইহার ফলে সেই তামসিক আলস্যাদি জড়ভাবের বৃদ্ধি হইয়া, ক্রমে সে পূর্ণ জড়ত্ব লাভ করিতে পারে।

ব্যষ্টি সামাজিক ব্যক্তিগণের সমষ্টির নাম সমাজ। এই কারণে একার্থে সমাজ ও সামাজিক ব্যক্তি এক হইলেও, অন্যার্থে এ উভয় পৃথক্। আত্মাংশে সর্ব্বব্যক্তিই এক। অন্তঃকরণের পার্থক্য জন্যই তাহারা পৃথক্।

[২২] সমাজ। ইহার সহিত মানব-কর্ম্মের সম্বন্ধ।

যাহা অন্তঃকরণ, তাহা বিশিষ্ট সংস্কারমাত্র। ব্যক্তি-গত সংস্কারের (অন্তঃকরণের) পার্থক্য জন্য যেরূপ এক ব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তি পৃথক্, তদ্রূপ আবার ব্যক্তি-গত-সংস্কার (personal-idea) হইতে সমাজগত সংস্কারের (social public opinion) পার্থক্য জন্য, সামাজিক ব্যক্তিগণ হইতে সমাজ পৃথক্। সামাজিক সংস্কার ও ব্যক্তিগত সংস্কার, ইহারা পরস্পর পরস্পরের উত্তেজক, পরিপোষক ও পরিবর্ত্তক। সামাজিক ও ব্যক্তিগত সংস্কারের পরস্পরের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ। সামাজিকগণের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ক যে সামাজিক মত, তদ্দারা সামাজিকগণ স্পষ্টতঃ বিচলিত (affected) হয় বলিয়া লৌকিকার্থে কেবল সেই মতই আমরা সামাজিক মত (social opinion) বলি। কিন্তু তত্বতঃ (metaphysically) দেখিলে দেখিবে যে, শুদ্ধ সেই মত লইয়া সমাজের সহিত সামাজিকগণের সম্বন্ধ সীমাবদ্ধ নহে। এবং মূলতঃ সামাজিক ব্যক্তিগণের কর্ম্মের দ্বারা সামাজিক মনে সংস্কার বিশেষের আধিক্য অনাধিক্য জন্মিলেও, সমাজের উন্নতি অবনতির সহিত ও সামাজিকের উন্নতি অবনতির সম্বন্ধ একরূপ অবশ্যম্ভাবী। সামাজিকের সহিত আদর্শ সমাজের কর্ত্তব্য চতুর্ব্বিধ, যথা—(১) সামাজিকের হিতাহিত দৃষ্টে তাহার প্রকৃত হিতসাধন জন্য তাহাকে স্বাধীনতারূপ অভয় প্রদান, (২) তদ্বিষয়ে আবশ্যক মতে তাহার সাহায্য করণ, (৩) তাহাকে উচ্ছৃঙ্খল হইতে না দিয়া সুনিয়মাধীনে রক্ষাকরণ এবং (৪) উপযুক্ত ক্ষেত্রে তাহার ও সমাজের হিতার্থে তাহাকে শাস্তিপ্রদান।

দুষ্কর্ম্ম জন্য শাস্তিগ্রহণ মানবের হিতকর। শাসন ব্যতীত সামাজিক বা লৌকিক উন্নতি অসম্ভব। স্বাধীনতা মানবের হিতকর হইলেও উচ্ছৃঙ্খলতা তাহার পতনের কারণ। অকর্ত্তব্য-প্রবৃত্তি-চরিতার্থতাই উচ্ছৃঙ্খলতা। প্রবৃত্তি জড়ধর্ম্ম, জড় শরীর ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ প্রণোদিত। প্রবৃত্তির অধীনতাজন্যই জীব জড়ের, জড়া মায়ার অধীন। স্বাধীনতা আত্মার স্বাভাবিক-ধর্ম্ম। আত্মার অধীনতা, জড়ের ও জড় শরীরেন্দ্রিয়ান্তঃকরণের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এই উভয় ধর্ম্মের অনুকূল কর্ম্মই মানবের হিতকর। এই উভয় লইয়াই মানব স্বভাব গঠিত। এইরূপ কর্ম্ম বলে জড় স্বভাব ইন্দ্রিয়ান্তঃকরণের উপর মানবের আধিপত্য জন্মে। সেই আধিপত্যই তাহার ক্রমোন্নতি ও মুক্তির হেতু। কাজেই শরীরেন্দ্রিয়ান্তঃকরণ ও তদ্‌জাত প্রবৃত্তির অধীনতা পরিত্যজ্য। তবে মানব যখন অনাদিকাল হইতেই জড়ত্বের অধীন, তখন জড়প্রবৃত্তি চরিতার্থতা বলেই তাহার সেই প্রবৃত্তির হস্ত হইতে পরিত্রাণ সম্ভব। এই কারণে ঔষধি ব্যবহারের ন্যায়, নিয়মিত ভাবে প্রবৃত্তি চরিতার্থতা তাহার পক্ষে শ্রেয়ঃ। নচেৎ ঔষধিকে পথ্য করিয়া তাহার উচ্ছৃঙ্খল অত্যধিক সেবনের ন্যায়, উচ্ছৃঙ্খল ও অত্যধিক প্রবৃত্তি সেবা মানবের অশ্রেয়ঃ। আবার ব্যক্তিগত রোগাদির বৃদ্ধি যে রূপ দেশস্থ স্থূল জলবায়ু (physical climate) কলুষিত করিয়া দেশস্থ শারীরিক স্বাস্থ্যের হানি জন্মায়, ব্যক্তিগত পাপকর্ম্মের আধিক্য জন্য তদ্রূপ মনোজাগতিক বায়ু (moral atmosphere) কলুষিত হইয়া, সামাজিকগণের নৈতিক স্বাস্থ্যের (moral tone) বিঘ্ন করে। পাপের আধিক্যে সমাজের দীর্ঘজীবনও অসম্ভব। এই কারণে পাপের নিগ্রহ পাপকারী ও সমাজ উভয়েরই হিতকর।

[২৩] শাসন। ইহার প্রয়োজন।

তবে পাপ পুণ্যের বিচার সহজ সাধ্য নহে। সংস্কার দোষে আমরা কত কার্য্য পুণ্য বলিয়া গ্রহণকরি যাহা প্রকৃত প্রস্তাবে বরং অকর্ত্তব্য।

ধর্ম্ম-তত্ত্ব অতি দুর্ব্বোধ্য। বিশেষতঃ জীবের প্রবৃত্তি অপ্রবৃত্তি তাহার স্বভাব-জাত, এবং সে স্বভাব মঙ্গলময় ঐশ নিয়মে গঠিত। চরিতার্থতা ব্যতীত অনেক সময়ে প্রবৃত্তি-ক্ষয় অসম্ভব। আবার ভ্রাতৃ-ভাবই মানবগণের পরস্পরের স্বাভাবিক সম্বন্ধ। এই ভাবজাত প্রেমাকর্ষণ বলেই অজ্ঞান খণ্ডীকৃত জীবাত্মার পুনর্ব্বিভুত্ব সম্পাদনের আশা বলিয়া, এই ভাবের বৃদ্ধি প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই হিতকর। কাজেই যে শাশন এ ভাবের বিঘ্ন-কর বা হিংসা দ্বেষাদি প্ররোচত, বা শাসিত ব্যক্তির আত্মোন্নতির বিঘ্নো-দ্দিষ্ট, সে শাসন পাপাত্মক এবং সমাজের অমঙ্গলদায়ক। সামাজিক শাসন কেবল সামাজিকগণের হিতার্থেই বিধেয়। যাহা এক ব্যক্তির আত্মিক হিতকর, তাহা সর্ব্বব্যক্তিরই হিতকর। আবার ঔষধির প্রয়োগ দোষে যেরূপ রোগের উপশম না হইয়া বৃদ্ধি হয়, শাস্তি প্রদান কর্ত্তব্য হইলেও তদ্রূপ তাহার অপপ্রয়োগে পাপপ্রবৃত্তি উপশান্ত না হইয়া পরিবর্দ্ধিত হয়।

—শাসন বিষয়ে বিবেচ্য।

সামাজিকগণের পাপ প্রবৃত্তির নিবৃত্তি জন্য সামাজিক রুচি হিতকর। তবে স্বাধীনতা জীবের আত্মধর্ম্ম বিধায়, স্বাধীনতার সাহায্যেই জীবের উন্নতি সুসম্ভব। কাজেই সামাজিক রুচি ব্যক্তিগত স্বাধীন নিয়মনশক্তি বিকাশের বিঘ্ন জন্মায় বলিয়া, এ রুচির অধিক বৃদ্ধি অহিতকর। রুচি সর্ব্বদাই সংস্কারজ। সংস্কারের পরিবর্ত্তনেই রুচির পরিবর্ত্তন। এই কারণে ভিন্ন ভিন্ন দেশে রুচি বিভিন্ন। সংস্কার দোষে এক সময়ে যে সকল কর্ম্ম নিন্দনীয় মনে করি, আত্মো-ন্নতি ও তত্ত্বজ্ঞানের বৃদ্ধিতে পরে দেখি যে, তাহা নির্দ্দোষ ও হিতকর। এই কারণে যে রুচি শারীরিক স্বাস্থ্য, চিত্তোন্নতি ও আত্ম-বিকাশের অনুকূল, সেই রুচিমাত্রই সুরুচি। তাহার বৃদ্ধি সমাজের হিতকর বলিয়া তাহাই সামাজিক-রুচি (public taste) হওয়া বিধেয়। সামাজিক সংস্কার সতত্ই

[২৪] সামাজিক রুচি

তত্ত্বানুসারী ও উদার হওয়া শ্রেয়ঃ। বিভু-স্বভাব উদারতাই প্রকৃত আত্মধর্ম। ইহা খণ্ড স্বভাব জড় সঙ্কীর্ণতার খর্ব্বকারক বলিয়া মানবেরও সমাজের, উভয়েরই উন্নতি সাধক। এবং তত্ত্বানুসরণ যে, কেবল পরকালের জন্য প্রয়োজনীয়, ঐ কথা অযৌক্তিক। যাহা প্রকৃত তাত্ত্বিক, তাহা ইহ পর উভয় কালেরই হিতসাধক। ঈশ্বরের নিয়ম সর্ব্বকালের জন্যই মঙ্গলময়। সে নিয়মলঙ্ঘন বলে প্রবৃত্তি বিশেষের চরিতার্থতা সাধিত হয় বলিয়া, সময়ে মিষ্ট বোধ হইলেও, কুপথ্য-সেবী রোগীর ন্যায়, তাহার কুফল সেই ব্যক্তিকেই পরে অধিকতর ভোগ করিতে হয়। কুসংস্কার সমাজের ব্যাধি। ব্যাধির অচিকিৎসা ও বৃদ্ধি জন্য ব্যক্তিগত জীবন নাশের ন্যায় কুসংস্কারের বৃদ্ধিতে সমাজের বিনাশ অসম্ভব নহে।

—উদারতা আত্মাধর্ম।

—তত্ত্বানুসরণ সর্ব্বকালে কর্ত্তব্য।

—কুসংস্কার সমাজের ব্যাধি।

ঈশ্বরেচ্ছারূপ মঙ্গলময় নৈসর্গিক নিয়ম-প্রকাশ-বলে জগৎ শাসিত। তথাপিও মানবের হিতার্থে পিতা, মাতা, গুরু, মহাজন, রাজা প্রভৃতি লৌকিক শাসন-কর্ত্তার বিশেষ প্রয়োজন। অতএব সামাজিক মনের শাসন-সত্ত্বেও সামাজিকের হিতার্থে সমাজ-শাসন কর্ত্তার প্রয়োজন কেন না হইবে? ঈশ্বর পাপলেশ বিবর্জ্জিত, পূর্ণশক্তি। কাজেই তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ বিশুদ্ধ, মঙ্গলময় বিধায়, সে ইচ্ছার বিশুদ্ধি জন্য সংস্কর্ত্তার প্রয়োজন নাই। কিন্তু সামাজিক ব্যক্তিগণ পাপাসক্ত ও অল্পশক্তিক। কাজেই সামাজিক সংস্কার অশুদ্ধ ও অনেক সময়ে অমঙ্গলময়। এই কারণে সামাজিক সংস্কারের বিশুদ্ধি জন্য সংস্কর্ত্তার প্রয়োজন। পুরাতন নগরে কালের আধিক্যে প্রায়ই যেরূপ মলের আধিক্য জন্মে, পুরাতন সমাজেও তদ্রূপ প্রায়ই কুসংস্কারের আধিক্য জন্মে; এবং কাল ও অবস্থার পরিবর্ত্তন সহকারে

—সমাজ সংস্কর্ত্তার প্রয়োজন।

সংস্কারের পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়। এই কারণে পুরাতন সমাজের জন্য সংস্কর্ত্তার প্রয়োজন যথেষ্ট। অতএব সমাজ ও সামাজিক উভয়ের হিতার্থেই সমাজ-সংস্কর্ত্তার প্রয়োজন। সমাজের সংস্কার ও সামাজিকগণের সম্বন্ধে সমাজের কর্ত্তব্য, এই উভয় সাধন তাঁহার কার্য্য। যে ব্যক্তির চিত্ত বিশুদ্ধ, যিনি নিঃস্বার্থ, উদারচেতা, কর্ত্তব্য-পরায়ণ, তত্ত্বদর্শী এবং বিশ্বপ্রেমী, তিনিই ইহার উপযুক্ত পাত্র! বৈজ্ঞানিক প্রবর হেগেল এ সম্বন্ধে বার্দ্ধক্যকে যে প্রধান স্থান দিয়াছেন, বয়সের বৃদ্ধি সহকারে মানবের ভোগাসক্তির লাঘব, বহুদর্শনের আধিক্য এবং সংস্কার-বিশেষে-পক্ষপাতিত্বের খর্ব্বতা জন্মে বলিয়া, তাঁহার সে মত অসঙ্গত নহে।

[২৫] আর্য্যশাস্ত্র মতে কর্ম্মফলের উৎপত্তি। দৈব, পৌরুষ, কাল। কর্ম্মজন্য জীবন্মুক্তি।

আর্য্যশাস্ত্রমতে কর্ম্মফল জন্য মানব তাহার অদৃষ্ট, পুরুষকার এবং উপযুক্ত কাল, এই তিনের অপেক্ষী। দৈব অদৃষ্টের নামান্তর। দৈবই কর্ম্মফলের প্রকৃত বীজ-শক্তি। উপযুক্তকালে সেই বীজ-শক্তি ফলদানোন্মুখ হইয়া পুরুষকারের সাহায্যে পূর্ণ ফল প্রদান করে। বৃক্ষের ফলোদ্গম এবং মানবের কর্ম্মফললাভ, এই উভয়েরই প্রণালী অনেকাংশে এক। বৃক্ষের যাহা ফল-বিশেষোৎপাদিকা-শক্তি, জীবের তাহা অদৃষ্ট। বৃক্ষের সেই শক্তির পরিপুষ্টি সাধন জন্য বৃক্ষ যেরূপ সহকারী কারণের অপেক্ষী, অদৃষ্টানুরূপ ফললাভ জন্য জীবের তদ্রূপ পৌরুষের প্রয়োজন। এবং উপযুক্ত কাল ব্যতীত বৃক্ষের ন্যায় জীবেরও কর্ম্মফল লাভ অসম্ভব। দৈব, জীবের আপনারই পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মমাত্র *।

* মনুকে মৎস্য বলিয়াছেন—"স্বমেব কর্ম্ম দৈবাখ্যং বিদ্ধি দেহান্তরার্জ্জিতং। তস্মাৎ পৌরুষমেবেহ শ্রেষ্ঠমাহুর্মনীষিণঃ॥ প্রতিকূলন্তথা দৈবং পৌরুষেণ বিহন্যতে মঙ্গলাচারযুক্তানাং নিত্যমুত্থান-শীলিনাম। যেষাং পূর্ব্বকৃতং কর্ম্ম সাত্ত্বিকং মনুজোত্তম। পৌরুষেণ বিনা তেষাং কেষাঞ্চিদ্দৃশ্যতে ফলম্। কর্ম্মনা প্রাপ্যতে লোকে রাজসস্য তথা ফলম্॥ কৃচ্ছ্রেণ কর্ম্মণা বিদ্ধি তামসস্য তথা ফলম্। পৌরুষেণাপ্যতে রাজন্ মার্গিতব্যং ফলং

কাজেই জীবের যত কিছু গো-মনুষ্যাদি জাতি, আয়ুঃ, সুখ দুঃখাদি ফললাভ; তৎসমস্তই তাহার স্বীয় কর্ম্মজন্য। অতএব কর্ম্মের নিবর্ত্তক বলিয়া অদৃষ্টবাদী আর্য্য বৈজ্ঞানিকের যে দুর্ণাম, সে দুর্ণাম, অদৃষ্ট শব্দের অর্থ বিপর্য্যয় এবং ইহার উপর অবৈজ্ঞানিক আশ্রয়াধিক্য জন্য। প্রকৃত পক্ষে অদৃষ্টবাদ সর্ব্বতোভাবে কর্ম্মের প্রবর্ত্তক, অথচ কর্ম্মফলের অপ্রাপ্তি জন্য নৈরাশ্য (disappointment) এবং অন্যের উপর বিদ্বেষ ভাবের নিবর্ত্তক। এ মতে আমার ক্লেশ নিবারণার্থে আমার দোষের অনুসন্ধান ও নিরাকরণই কর্ত্তব্য (গীতা ৬।৫)। অন্যে আমার অনিষ্ট করিলেও সে অনিষ্ট আমারই স্বকর্ম্ম জন্য, এইরূপ জ্ঞান হওয়ায় অনিষ্টকারীর উপর বিদ্বেষভাবের থর্ব্বতা জন্মিয়া, বিবাদাদির হ্রাস ও আত্মোন্নতি ও শক্তিবৃদ্ধি সম্ভাবনা। পরস্পরের সহিত মানবের সুখ দুঃখের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ যে সামান্য, তাহা এ মতের প্রতিপাদ্য নহে। শাস্তিপ্রদান ও বিধেয়। কেবল যাহাকে প্রদত্ত হয়, তাহারই পারমার্থিক হিতসাধন উদ্দেশ্যে ব্যতীত শাস্তি বিদ্বেষ প্রবর্ত্তিত হওয়া অবিধেয়; বিদ্বেষ কর্ত্তারই অমঙ্গলদায়ক। শাসিত ব্যক্তির বিদ্বেষ উত্তেজক বলিয়া তাহারপক্ষেও অহিতকর। যদি বল অদৃষ্ট যদি ফললাভ বিষয়ে প্রবল হইল, তবে আর পুরুষকারের প্রয়োজনাধিক্য কোথায়? তবে তাহার উত্তরে আর্য্যশাস্ত্র বলেন যে, পুরুষ-প্রযত্নদ্বারা 'সঞ্চিত' দৈব প্রতিকৃত (counteracted) বা

নরৈঃ। দৈবমেব বিজানন্তি নরাঃ পৌরুষ বর্জ্জিতাঃ॥ তস্মাত্রিকালসংযুক্তং দৈবং ন সফলং ভবেৎ। পৌরুষং দৈবসম্পত্ত্যা কালে ফলতি পার্থিব। দৈবং পুরুষকারশ্চ কালশ্চ মনুজোত্তম॥ ত্রয়মেতন্মনুষ্যস্য পিণ্ডিতং স্যাৎ ফলাবহম্। কৃষের্বৃষ্টি সমাযোগাদ্দৃশ্যন্তে ফলসিদ্ধয়ঃ। তাস্তকালে প্রদৃশ্যন্তে নৈবাকালে কথঞ্চন॥ তস্মাৎ সদৈব কর্ত্তব্যং সধর্ম্মং পৌরুষং নৃভিঃ। এবন্তে প্রাপ্নুবন্তীহ পরলোকফলং ধ্রুবং॥ নালসা প্রাপ্নুবন্ত্যর্থান্ নচ দৈবপরায়ণাঃ। তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন পৌরুষে যত্নমাচরেৎ॥ ত্যক্ত্বালসান্ দৈবপরান্ মনুষ্যানুত্থানযুক্তান্ পুরুষাণ্ হি লক্ষ্মীঃ। অন্বিষ্য যত্নাদ্বৃণুতে নৃপেন্দ্র তস্মাৎ সদোত্থানবতা হি ভাব্যম্।"

বাসনানুরূপ ফলপ্রদ হয় এবং 'প্রারব্ধ' দৈবও পূর্ণ ফলদানে সক্ষম হয়। * প্রকৃত পক্ষেও এমতে অদৃষ্ট যখন ফলের সূক্ষ্ম কারণ ভিন্ন নহে, তখন প্রযত্ন বলে বহির্জ্জগৎ হইতে তৎপরিপোষক উপাদান সংগ্রহদ্বারা সে কারণকে পরিপুষ্ট না করিলে, তাহার ফলরূপ কার্য্যত্ব লাভ যুক্তিতঃ ও অসম্ভব। অতএব এ মতে পুরুষ-প্রযত্নেরই প্রয়োজনাধিক্য। পৌরুষের এক প্রয়োজন, অদৃষ্টকে পূর্ণ ফলদানে সমর্থ করা। ইহার অপর প্রয়োজন, ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট উৎপাদন করা। এ জন্মের কর্ম্মবলেই ভবিষ্যৎ জন্মের অদৃষ্টের উৎপত্তি। কাজেই প্রযত্ন ইহকাল পরকাল উভয়-কালের জন্যই কর্ত্তব্য। আবার যদি বল কর্ম্মেরই যখন ফলোৎপাদিকা শক্তি, তখন বর্ত্তমান্ (ক্রিয়মান্) কর্ম্মকে ফলের প্রতি একমাত্র কারণ বলিয়া অদৃষ্টবাদ পরিত্যাগ করি না কেন? তাহার উত্তর এই যে, সেমত অবৈজ্ঞানিক। কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য উভয় বিজ্ঞান মতেই 'পূর্ব্বভাবী' (predisposing) এবং 'উত্তেজক' (exciting) ভেদে, কারণ দ্বিবিধ। 'পূর্ব্বভাবী'-কারণই প্রকৃত কারণ। ইহাকে উত্তেজনা বলে, ফলে পরিণত করা, উত্তেজক কারণের কার্য্য। যে রোগের পূর্ব্বভাবী কারণ বা বীজ আমাতে নাই, সে রোগের উত্তেজক কারণ কখনই আমাকে স্পর্শ বা রুগ্ন করিতে পারে না। এই পূর্ব্বভাবী কারণই আর্য্য-বৈজ্ঞানিক দৈব বা অদৃষ্ট। উত্তেজক কারণ পৌরুষ। অদৃষ্টই কর্ম্মফলের প্রকৃত বীজ। ইহা আমাতে যেরূপ থাকে, উত্তেজক কারণ রূপ প্রযত্নবলে আমি কেবল তদনুরূপ ফলই লাভ করিতে সক্ষম। আমরা যে, জন্ম হইতে স্বীয় পূর্ব্বসঞ্চিত শক্তির পরিচয় দিই, তাহা অস্বীকার্য্য নহে। যদি বল এই শক্তি আমরা পিতামাতা হইতে সংগ্রহ করি

* পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের যে অংশ অঙ্কুরিত হইয়া জীবকে জাত্যাদি সম্বলিত নূতন জন্মপ্রদান করিয়াছে সে অংশের নাম 'প্রারব্ধ' দৈব। এবং তদতিরিক্ত অংশ যাহা এখনও অঙ্কুরিত হয় নাই, শক্তি আকারে জীবের আশ্রয়ে বিদ্যমান্ আছে, তাহার নাম 'সঞ্চিত' কর্ম্ম। পুরুষকার প্রবর্ত্তিত বর্ত্তমান কর্ম্মের নাম 'ক্রিয়মান' কর্ম্ম।

তবে, বেদান্ত বলিবেন তাহা নহে। জীব পূর্ণ স্বকর্ম্ম-ফলভুক্। বৃক্ষবীজ যেরূপ ভূমি হইতে আপন শক্তির অনুরূপ পোষণ সংগ্রহ বলে পরিপুষ্ট হয়, জীব-শরীর-বীজও পিতৃমাতৃ শরীর হইতে তদ্রূপ স্বীয় বীজ-শক্তির পরিপুষ্টি লাভ করে। জীবের শরীর-বীজে পূর্ব্ব হইতে যে শক্তি বিদ্যমান্ থাকে, পিতৃমাতৃ শরীর হইতে সেই বীজ কেবল সেই সব শক্তির পোষণ সংগ্রহ করে। জড়শক্তির আকর্ষণ স্বভাব এ সংগ্রহ নিগ্রহের প্রতি কারণ। জীবের স্বীয় কর্ম্মার্জ্জিত শক্তির আকর্ষ বিকর্ষণের সাহায্য ব্যতীত তাহার উপর কোন বহিঃশক্তির ক্রিয়া বেদান্ত আদৌ স্বীকার করেন না। কার্য্যকারণ-তত্ত্ব (law of causation) বিচার করিলে, বেদান্ত মতই অধিকতর সঙ্গত বোধ হইবে। স্বীয় শক্তি-সম্বন্ধ ব্যতীত বহিঃশক্তি কোন পদার্থকে স্পর্শ করিতে সক্ষম হওয়া দৃষ্ট হয় না।

আত্মা বিভু, সর্ব্বখণ্ড জাগতিক পদার্থ তদাশ্রিত বিশিষ্ট জড়ভাব মাত্র। এই ভাব-বিশেষে আত্মজ্ঞান জন্যই তদাশ্রিত আত্মাভাসের খণ্ড জীবত্ব এবং সেই জীবের সংকীর্ণ স্বার্থপরতা। যাহা স্ব (আত্ম) অর্থ তাহাই স্বার্থ। কাজেই আত্মজ্ঞানের অশুদ্ধি বিশুদ্ধি জন্য স্বার্থজ্ঞানের অশুদ্ধি বিশুদ্ধি। আত্মাংশে সর্ব্বজীবই এক। অনাত্মক, উপাধি অংশে মাত্র ভিন্ন। এই কারণে যাহা লৌকিকার্থে পরার্থ, তাহাই তাত্ত্বিকার্থে স্বার্থ (§ ২৬৫)। কাজেই সর্ব্বদেশীয় উন্নতচিত্ত ব্যক্তি মাত্রেরই পরার্থপরতায় স্বাভাবিক আসক্তি (c. f. §§ 244, 260, 262) এবং প্রকৃত ধর্ম্মশাস্ত্র মাত্রই স্বার্থত্যাগের পক্ষপাতী।

কর্ম্ম বলে মানবের ক্রমোন্নতি ও মুক্তি। স্বার্থ ও পরার্থ কর্ম্ম।

যাহা 'আমি-জ্ঞান' তাহাই 'অহং-জ্ঞান'। 'আমি-জ্ঞান'ই আমার আত্মা। এ জ্ঞানের সঙ্কীর্ণ খণ্ডতায়, আমি খণ্ড। ইহার বিভুত্বে, আমি বিভু। জড়াশ্রয়জ ভোক্তৃ, ভোগ্য, ভোগ জন্যই ইহার সঙ্কীর্ণ জড়-স্বার্থভাব। এই স্বার্থ-ভাব জন্য ইহার বদ্ধতা। কর্ম্মবলেই এ ভাবের উৎপত্তি

এবং কর্ম্মই ইহার বিনাশক। সংসার, সমাজ ও রাজ্য, এ সকলই কর্ম্মের জন্য; এবং কর্ম্ম আমার বন্ধ মোক্ষের জন্য।

স্বার্থপরার্থ কর্ম্মের প্রয়োজন।

রাজা প্রজা, প্রভু ভৃত্য, স্বার্থ পরার্থ, যে ভাবে বা যে বহিরুদ্দেশ্যেই আমি কর্ম্মকরি, কর্ম্ম-দ্বারা লৌকিকার্থে আমি যাহারই যে স্বার্থ সাধন করি, তত্ত্বতঃ কর্ম্ম সর্ব্বাবস্থায় আমারই বন্ধন বা মুক্তির হেতু। আমার সহিত ফল সম্বন্ধ বিচ্যুত করিয়া, আমি কোন কর্ম্মই করিতে সক্ষম নহি। আর্য্য-শাস্ত্র-মতে একমাত্র প্রভুর হিতার্থে কর্ম্ম করিয়া, ভৃত্যের মুক্তি পর্য্যন্ত সম্ভব। এই কথা স্মরণ রাখিয়া, কাহার সাংসারিক উপকার জন্য কর্ম্ম করে তৎপ্রতি লক্ষ্য ত্যাগে, সতত কর্ম্ম-তৎপর হওয়া মানবের কর্ত্তব্য। কর্ম্মে অবহেলা জড়তার পরিবর্দ্ধক বলিয়া ইহ, পর—উভয় কালেরই অনিষ্ট-সাধক। 'নালসাঃ প্রাপ্নুবন্ত্যর্থান্ন চ দৈব পরায়ণাঃ।' উদ্যোগই পৌরুষ। ইহাই জীবের ইচ্ছা, তাহার আত্ম-ধর্ম্ম। ইহার আশ্রয়েই তাহার উন্নতি ও মুক্তি। পৌরুষ-বিবর্জ্জিত অলস ব্যক্তিই দৈবসেবী। 'দৈবমেব বিজানন্তি নরাঃ পৌরুষ-বর্জ্জিতাঃ।' যাহা অলসতা, তাহাই তমঃ। তাহাই অনাত্মক জড়ধর্ম্ম। তাহার আশ্রয়েই মানবের পৌরুষ-ক্ষয়, তাহার পতন ও বন্ধন। এই কারণে আর্য্য বিজ্ঞান মতে অলস-ব্যক্তি-অপেক্ষা উদ্যোগী পাপীরও পারমার্থিক উন্নতি ও মুক্তির আশা অধিকতর। আর্য্য-বিজ্ঞান সততই কর্ম্মের পক্ষপাতী। ভগবৎগীতা ১৮।৫,২৮,৪৫ আদি দেখুন।

স্বার্থ-পরতায় যখন মানবের পূর্ণাসক্তি, স্বার্থ-পর কর্ম্মই তখন তাহার কর্ত্তব্য (গীতা ১৮।৪৮)। কর্ম্মের স্বাভাবিক শক্তি-বিশ্লেষ-ধর্ম্মে, তদ্রূপ

অধিকারানুরূপ কর্ম্ম বিজ্ঞেয়।

কর্ম্মবলে আত্ম-প্রকাশ বৃদ্ধি পাইবে এবং ক্রমে স্বার্থ-পরার্থ-কর্ম্মে তাহার আসক্তি জন্মিবে। ক্রমে স্বার্থ-পরার্থ কর্ম্ম-প্রকাশ যত বিশুদ্ধ হইবে, পরার্থ-পরতায় তত আসক্তি বৃদ্ধি পাইবে। এই রূপে পরার্থ পরতায় যখন আসক্তি

জন্মে, তখনই মানব পরার্থ-পর কর্ম্মের মুখ্য অধিকারী। আসক্তির এই ক্রম-পরিবর্ত্তনই মানবের আশ্রমাদি ভেদের কারণ। সেই ভেদের উপর লক্ষ্য রাখিয়া তদনুরূপ কর্ম্ম সর্ব্বাবস্থায় সকল ব্যক্তিরই হিতকর।

স্বার্থপর কর্ম্ম বলে আমরা আপন অহমাত্মায় জড় স্বার্থাসক্তি সংশ্লিষ্ট করিয়া তদ্বলে তাহাকে বদ্ধ করি। পরার্থপর কর্ম্মবলে সেই আসক্তি বিশ্লিষ্ট করিয়া অহমাত্মাকে বদ্ধতার হস্ত হইতে ক্রমমুক্ত করি। এই খণ্ড স্বার্থভাবের আশ্রয় জন্যই আত্মার জীবভাব,তাহার পতন। এ ভাব যে কখন তাহাকে প্রথম আশ্রয় করিয়াছে তাহা নিরাকরণের অযোগ্য। এই কারণে এ ভাবাত্মক অবিদ্যা অনাদি-সিদ্ধা বা অজা বলিয়াই গৃহিতব্য। ধর্ম্ম শাস্ত্র মাত্রই যে বলির (sacrifice) পক্ষপাতী, এই অজাই তত্ত্বতঃ (metaphysically) সেই বলি। পরার্থকর্ম্ম তাহার অসি। পরার্থপরতাই প্রকৃত স্বার্থ-বলি। পরার্থধর্ম্মাত্মক অসির সাহায্যে যখন স্বার্থধর্ম্মরূপ অজার শেষ বলি হইবে, তখনই জীব একরূপ জীবন্মুক্ত হইবেন।

পরার্থ কর্ম্মের প্রয়োজন।

হৃদয়ই মানবের আনন্দ স্থান। কাজেই জড় স্বার্থধর্ম্মে আনন্দ-জ্ঞানজ আসক্তি বলে বহির্জ্জগৎ হইতে মানব যত শক্তি সংগ্রহ করে, তৎসমস্ত তাহার হৃদয়ে আবদ্ধ হয়। এবং যাহা আনন্দ তাহাই আত্মা বলিয়া,আনন্দে মিলিত এই জড়শক্তি জড়াহং-জ্ঞানের জ্ঞেয় বিষয় রূপ অহঙ্কারে পরিণত হয়। এই রূপে স্বার্থ সেবা বলে জড়াসক্তির বৃদ্ধি সহকারে যেরূপ মানব হৃদয় সংকীর্ণ ও বদ্ধ হয়, তাহার হৃদয় গ্রন্থি দৃঢ় হয়, পরার্থ সেবা বলে তদ্রূপ আবার জড়াসক্তির হ্রাস সহকারে সে হৃদয় কোমল উদার ও মুকুলিত হয়। জড়াহংকার ক্রমে হ্রাস হয়। সেই অহংকার জন্যই জীবের স্বতন্ত্রতা (obstinacy) এবং সেই স্বতন্ত্রতা নিবন্ধনই পূর্ণ মঙ্গলময় ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত তাঁহার প্রবৃত্তির বৈষম্য (want of harmony)। এই কারণে জড়াহং

পরার্থ কর্ম্মের ফল।

জ্ঞানের খর্ব্বতায়, সে বৈষম্যেরও খর্ব্বতা এবং ঈশ্বরেচ্ছার সহিত তাঁহার প্রবৃত্তির সমতা (harmony) জন্মে। এই রূপে পরার্থসেবা বলে মানবের স্বীয় ইচ্ছা নিত্য মঙ্গলময় ঈশ্বরেচ্ছার সহিত ক্রমে যত সমতা লাভ করে, মানবের স্বীয় মুকুলিত ব্যষ্টি হৃদ্‌কোমল তত প্রস্ফুটিত হইয়া সমষ্টি বিশ্ব-হৃদয়ের (universal mind), সহিত মিলিয়া যায়, মানব তত তাঁহার আত্মার সর্ব্বভূতাধিবাস বিভুত্বের পরিচয় পান, তিনি ততই অনুভব (realizes) করেন যে, তাঁহার আত্মা সর্ব্বজীবে অধিষ্ঠিত হইয়া সকলের ভোজনে ভূক্ত হন—'এষ মহাজনো আত্মা অন্নাদঃ'।—(বৃহদাঃ ৪।৪।২৪)। এখনই তাঁহার প্রকৃত তত্ত্বান্যত্ব, নিত্যানিত্য বিবেক জন্মে। তিনি দেখেন যাহা নিত্য, যাহা অনন্ত, তাহাই আত্মা; যাহা অনিত্য, যাহার বিচ্ছেদ আছে, তাহা অনাত্মক। কাজেই দুঃখ, পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষনা—বিচ্ছেদাত্মক এই সকল ভাবই ক্রমে তাঁহা হইতে অপগত হয়। আমি জ্ঞানে যে আত্মোন্নতির চেষ্টা, তদ্বলে যতই উন্নতি লাভ হউক না কেন, তৎসহ আত্মার খণ্ডব্যক্তি ধর্ম্ম অবশ্যই বৃদ্ধি পাইবে। বিবেকীর আমি-অভিমান নাই। কাজেই সে অভিমানাত্মক উন্নতির চেষ্টাও নাই। তাঁহার স্বার্থ পরার্থ এখন উভয়ই এক। এখন তিনি একমাত্র অনন্ত নিত্যানন্দ-সেবী। সেই অনন্ত আনন্দের আকর্ষণই তাহার চিত্তের একমাত্র আকর্ষক। তাঁহার যত কিছু শক্তি, সৌন্দর্য্য, আনন্দ, জ্ঞান, তৎসমস্তই সেই অনন্তে বিসর্জ্জিত। অনন্তের সহিত মিলনই তাঁহার একমাত্র অভীষ্ট। এই অভীষ্ট যত সিদ্ধ হয়, তাঁহার সেই পূর্ণ প্রস্ফুটিত বিশ্বহৃদয়ও (universal mind) তত শুদ্ধ হয়। ক্রমে স্বার্থ পরার্থ, সকল খণ্ড ভাবই তাঁহাকে পরিত্যাগ করে। তাঁহার হৃদয়-গ্রন্থি ভিন্ন হয়। জগৎ হইতে তাঁহার সর্ব্ব ভোগ্যাভোক্তৃ সম্বন্ধ অপগত হয়।* তখন শ্রুতির চক্ষুলাভ করিয়া তিনি দেখেন—"ত্রিষু ধামসু যদ্ভোগ্যং ভোক্তা ভোগশ্চ

* এই সকল এ বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় না বলিয়া এখানে ইহার একটু অতি অসম্পূর্ণ আভাস মাত্র দেওয়া গেল। এখন দেখিলাম আত্মোন্নতির পন্থা কখনও আনন্দ

স্যদ্ভবেৎ। তেভ্যো বিলক্ষণঃ সাক্ষী চিন্মাত্রোঽহং সদাশিবঃ॥" এই দৃষ্টির পূর্ণতায় তিনি অদ্বৈতানন্দস্বরূপ ভূমা, তিনি পূর্ণাদ্বৈত শান্তি। (২৬)

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিরহিত নহে। এ পন্থায় আনন্দের ক্রমাধিক্য। দুঃখের ক্রমবিনাশ। ইহার অবসানে দুঃখের অত্যন্তিক বিনাশ, আনন্দের পূর্ণতা।

(৬২) বৈদান্তিক আত্মা সচ্চিদানন্দ। তিনি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। মহান্ বলিয়া তিনি ব্রহ্ম। তিনি অপ্রাণ, অমনঃ। তিনিই প্রকৃত বিজ্ঞাতা। (শারীরক ১।১।৪)। শ্রুতি বলেন তিনি নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, নিরবেদ্য, নিরঞ্জন, প্রজ্ঞান-ঘন, অমৃত, অক্ষর, প্রপঞ্চোপসম, একাত্ম প্রত্যয়সার, শান্ত, তমসঃপর মহান্ পুরুষ, সততই স্বমহিমা-প্রতিষ্ঠিত, অশরীর বিধায় শরীরজাত প্রিয়াপ্রিয় দ্বারা অস্পৃষ্ট, নিত্য নিগুণ, অসঙ্গ, বিরজ, ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত, অচিন্ত্য, অব্যক্ত, অনন্ত, প্রশান্ত, অদ্ভুত চিদানন্দস্বরূপ অদ্বৈত শিব। তিনি সর্ব্বভূতে অবস্থিত। ভোক্তা জীব, ভোগ্য জগৎ ও এতদ্দ্বয়ের নিয়ন্তা পরমেশ্বর ঐ সকলই এক তিনি। তিনিই পর-পরিচ্ছেদবসাৎ কর্ত্তা, কর্ম্ম, তপঃ, দেশ, কাল, কার্য্যকারণ, তিনিই বিশ্ব। উর্ণনাভ হইতে যেরূপ তন্তু, পৃথিবী হইতে যেরূপ ওষধি, অগ্নি হইতে যেরূপ বিস্ফুলিঙ্গ, এক অদ্বিতীয় আত্মা হইতে তদ্রূপ চরাচর লোক, প্রাণ, মনঃ, ইন্দ্রিয় ও ভূত সকলের উৎপত্তি। বেদান্ত (১।৪।২৩—২৭ ও ১।১।২) বলেন তিনিই জগতের এক অদ্বিতীয় নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। তাঁহা হইতেই ইহার জন্মাদি সর্ব্বভাব-বিকার। তিনি সর্ব্বাবভাসক (শারীরক, ১।৩।২২)। সূর্য্যের জ্যোতি অন্তর্হিত হইলে যেরূপ মূর্ত্ত জগতের সমস্ত জড়ালোক অপগত হয়, তাঁহার জ্যোতি সম্বৃত হইলে তদ্রূপ সূর্য্যসহ সমস্ত বিশ্বের সত্তা চৈতন্য আনন্দ ও স্ফূর্ত্তি বিলুপ্ত ও বিশ্ব অস্তমিত হয়। তিনিই বিশ্বের প্রকৃত প্রাণ "প্রাণানাং প্রাণং। ন প্রাণেন, না পানেন মর্ত্ত্যো জীবতি কশ্চন। ইতরেনতু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ।"—কঠ ৫।৫। তিনি এ সকল হইয়াও ইহার কিছুই নহেন। এ সকল হইতে অন্তর। সর্ব্ব প্রকাশের অতীত স্বমহিমা প্রতিষ্ঠিত, কুটস্থ অচল শান্তি। "যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ। বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বং"। "সর্ব্বব্যাপিন মাত্মানং ক্ষীরে সর্পিরিবার্পিতং"। "একো বশী নিষ্ক্রিয়াণাং বহূনামেকং বীজং বহুধা যঃ করোতি"।—শ্বেতাশ্বতর।